করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

24 March 2022, Thursday, 6th Year, Issue 262, 120 Pages

নিউইয়র্কে সুচিত্রা সেন চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করবেন মৌসুমী পৃষ্ঠা ৩৪

২৪ মার্চ ২০২২, ১০ চৈত্র ১৪২৮, ২১ শাবান ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৬২, পৃষ্ঠা: ১২০

লাল সবুজ পতাকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বের রাজ্য পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়া। বিশ্বের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় এই নগর। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ইশতেহার গ্রহণ করা হয়েছিল এ নগরেই। নগর কেন্দ্রে বিশ্বের সব দেশের পতাকা শোভা পাচ্ছে। এরই মাঝে পতপত করে উড়ছে বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকাটি। বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন পার্কওয়ে এলাকায়। ছবি: সৈয়দ মাসুদুল কবির

সাইবার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী!

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

রহমান মাহবুব

- সাইবার হামলায় দুই পক্ষ জড়িয়ে পড়লে সরাসরি বোমা হামলার চেয়েও পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠবে।
- গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা স্থাপনাগুলো দখল নিয়ে যেতে পারে পারস্পরিক পক্ষগুলো।

এক ভিন্ন যুদ্ধের আতঙ্ক এখন তাড়া করছে বিশ্বকে। রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর হামলার এক মাস হয়ে গেলেও এ যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই। উনিশ শতকে একের পর এক যুদ্ধের পথ পেরিয়ে সভ্যতা এখন নতুন এক যুদ্ধের সম্মুখীন। আমেরিকাসহ মিত্রশক্তির ওপর সাইবার হামলা চালাতে পারে। পাল্টা হামলার জন্যও প্রস্তুত আমেরিকাসহ মিত্রশক্তি। এ নিয়ে গোয়েন্দা তথ্য জোরালো বলেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মুখে সতর্কবার্তা উচ্চারিত হচ্ছে।

প্রযুক্তিময় বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের মতোই শক্তিশালী সাইবার হামলা। রাশিয়া এ হামলা চালাতে খুবই সক্ষম। আমেরিকার সরকারি স্থাপনা, নিরাপত্তা স্থাপনা, হাসপাতালে এমন হামলা চালাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে বার্তা সংস্থা সিএনএন গত সপ্তাহেই একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়া সাইবার হামলা শুরু করলে আমেরিকাও বসে থাকবে না। এ নিয়ে আমেরিকার প্রস্তুতিও ব্যাপক। সাইবার হামলায় দুই পক্ষ জড়িয়ে পড়লে সরাসরি বোমা হামলা ফেলে হামলার চেয়েও পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠবে। সরকারি কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে পারে। গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা স্থাপনাগুলো দখল নিয়ে যেতে পারে পারস্পরিক পক্ষগুলো। হাসপাতালের মতো স্থাপনার প্রযুক্তি কাঠামোতে হামলার পর হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা কার্যক্রম কার্যত বন্ধ হয়ে পড়বে।

গত সোমবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আমেরিকার অধিকাংশ প্রযুক্তি কাঠামো বেসরকারি। এখন সময় এসেছে এসব প্রযুক্তি কাঠামোকে অধিকতর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকে তিনি বলেন, রাশিয়ার নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের যুদ্ধ পরিকল্পনা নেয়াই আছে। এখনও সাইবার হামলার মতো কাজে না নামলেও পুতিন যে সহসাই এ হামলা চালাবেন, এ নিয়ে প্রায় নিশ্চিত করে বলেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তিনি বলেন, সহসাই এ হামলা আসছে।

হোয়াইট হাউসের ডেপুটি নিরাপত্তা উপদেষ্টা অ্যানি নিউবার্গার বলেন, সাইবার অ্যাটাক নিয়ে রাশিয়ার প্রস্তুতির তথ্য তাদের কাছে রয়েছে। ক্লাসিফায়েড বা অতিগোপন তথ্য হিসেবে সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে এসব তথ্যবিনিময় করা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারি সংস্থা ও রাজ্যপর্যায়ে এ নিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

আমেরিকাসহ আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৬

বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল সাফল্যের ইতিহাস

সিনেটর মেনেনডেজ

মনজুরুল হক

মার্কিন সিনেটে ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর বব মেনেনডেজ বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল সাফল্যের ইতিহাস। গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর একটি দরিদ্র দেশ থেকে আজ রাইজিং মিডল ক্লাসের দেশে উন্নীত হয়েছে। আর মাত্র কয়েক বছরে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ মধ্যবিত্তের দেশে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে সব পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই

শুভেচ্ছা

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ

আপনাদের প্রথম আলো

ইব্রাহীম চৌধুরী

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বাংলা গণমাধ্যম প্রথম আলো। স্বাধীন বাংলাদেশে এ এক বিরাট অর্জন। সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলাভাষী লোকজনের জন্য প্রথম আলো আত্মপরিচয়ের একটি নাম হয়ে উঠেছে। ২০১৭ সালে প্রথম আলো পত্রিকা উত্তর আমেরিকা সংস্করণ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে নতুন একটা অভিযাত্রা শুরু হয়। করোনা-মহামারি এবং নিউজ প্রিন্টের দুষ্প্রাপ্যতা ও লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি কারণে দ্রুত পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় এ যাত্রা কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে থামেনি।

পঞ্চম পেরিয়ে ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণের এ মাহেন্দ্রক্ষণে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি প্রয়াত লতিফুর রহমানকে। প্রথম আলোর মালিকানা প্রতিষ্ঠান মিডিয়া স্টারের চেয়ারম্যান হিসেবে ২০১৭ সালের ২৬ মার্চ নিউইয়র্কে হাজারো প্রবাসীর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, এখন থেকে প্রথম আলো প্রবাসীদেরও কথা বলবে। তাঁর সঙ্গে সেদিন উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া স্টারের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সিমিন রহমান।

আজকের এইদিনে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এবং ভালোবাসা দিয়ে বলতে চাই, আমরা সর্বান্তকরণে তাঁর কথা রাখার চেষ্টা করেছি। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা প্রবাসীদের কথা বলেছে। নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের নির্দেশনায় অবিচল রয়েছে। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশে সাংবাদিকতার জীবন্ত কিংবদন্তি মতিউর রহমানকে। যাঁর নির্দেশনায় আমরা বেড়ে উঠেছি। সমস্ত অযোগ্যতা নিয়ে আমরা তাঁর

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সুখী দেশের তালিকায় এগিয়েছে বাংলাদেশ

বিশেষ প্রতিনিধি

পর পর পাঁচ বছর বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের শীর্ষ অবস্থানে আসন গেড়ে আছে ফিনল্যান্ড। সাত ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান। ১৮ মার্চ শুক্রবার জাতিসংঘের সৌজন্যে ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট নামে এক বার্ষিক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। এই তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থানও আগের চেয়ে কিছু ভালো হয়েছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে এমনটি বলা হয়েছে। সুখের পরিমাপক হিসেবে, দেশটির সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক উদারতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মোট দেশজ উৎপাদন-জিডিপি, গড় আয়ু এবং দুর্নীতির মাত্রা বিষয়গুলোকে সামনে রাখা হয়। এদিকে এবার করোনা মহামারির আগে এবং পরে মানুষের আবেগ তুলনা করার জন্য সামাজিক মিডিয়া থেকে ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে। এবারের প্রতিবেদনটি রাশিয়ার ইউক্রেন হামলার আগেই সম্পন্ন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

REA

REAL ESTATE ADVANTAGE

Residential & Commercial Properties in Michigan

Selling, Buying, Leasing, HUD & Bank Owned Homes

If you are interested to buy or sell your home or business, we are more than happy to help you find your dream home or business & sell your property.

আপনি যদি আপনার বাড়ি বা ব্যবসা কিনতে বা বিক্রি করতে আগ্রহী হন, আমরা সানন্দে আপনার স্বপ্নের বাড়ি এবং ব্যবসা খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারি। আমরা ১৯৯৭ সাল থেকে একটি অভিজ্ঞ দল হিসাবে কাজ করছি।

www.reahome.com

Hamtramck Office:

3100 Caniff St. Hamtramck, MI 48212, Tel: (313) 871-2030

Warren Office:

28772 Ryan Rd. Warren, MI 48092, Tel: (586) 806-6650

Cell: (313) 505-4568

মুখে বললেই র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা উঠবে না পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অংশীদারত্ব সংলাপে মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব-এর ওপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া। সুতরাং মুখে বললেই র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে না। এ বিষয়ে কাজ করতে হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

টরেন্টো নিয়ে বিমান টালমাটাল

ঢাকা অফিস

- আসা-যাওয়ায় খরচা ২০০ টনের বেশি জেট ফুয়েল।
- পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ফ্লাইট এবারই প্রথম।
- পাইলট, ক্রু বার বার অদলবদল।

ঢাকা-টরেন্টো রুটে ফ্লাইট চালু নিয়ে দীর্ঘ দিন দীর্ঘ আশার বাণী শুনিয়ে এসেছিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সবিমান। দীর্ঘ এই পথ পাড়ি দিতে বোয়িং ৭৮৭ মডেলের ছয়টি বৃহৎ আকৃতির (সুপরিসর) এয়ারক্রাফটও বহরে যোগ করে বিমান। এত গুছিয়ে-গাছিয়ে ২৬ মার্চ ঢাকা থেকে টরেন্টোর পথে উড়াল দেবে বিমান। কিন্তু টরেন্টোর পথে একঝাঁক বিতর্ক বয়ে নিয়ে যাবে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী বিমানসংস্থা। বিমানের ভাষায় 'পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক' ফ্লাইট। ৩০ থেকে ৪০ জন যাত্রী থাকতে পারেন এই ফ্লাইটে। এর মধ্যে জ্বালানি তেলই পুড়বে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন উবার লিফট ক্যাব ড্রাইভারস
- একাউন্টিং বুককিপিং ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

একাউন্টিং ও বুককিপিং

AUTHORIZED e-file PROVIDER

NOTARY PUBLIC

Direct Deposit

filings

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

খালেদা জিয়া

খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ল

ঢাকা অফিস

বিদেশে না যাওয়া এবং বাসায় থেকে চিকিৎসা নেওয়ার শর্তে দণ্ড স্থগিত করে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়িয়েছে সরকার। সরকারের নির্বাহী আদেশে তাঁর মুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৩ মার্চ বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সুরক্ষা সেবা বিভাগ। এ নিয়ে পাঁচ দফায় ছয় মাস করে খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়াল সরকার।

খালেদা জিয়ার চতুর্থ দফায় বাড়ানো মুক্তির মেয়াদ আজ বৃহস্পতিবার শেষ হবে। করোনা মহামারির মধ্যে ২০২০ সালের ২৫ মার্চ নির্বাহী আদেশে ছয় মাসের জন্য খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত করে তাঁকে সাময়িক মুক্তি দেয় সরকার। খালেদা জিয়ার পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে তাঁর মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়।

নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা নিয়ে গত বছরের ১৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন খালেদা জিয়া। গত ১ ফেব্রুয়ারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত বছরের মাঝামাঝি আরও দুই দফা হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছিল তাঁকে।

গ্র্যান্ড ওপেনিং **বারী সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট ও বারী হোম কেয়ারের গ্র্যান্ড ওপেনিং হয়েছে গত ১৮ মার্চ শুক্রবার বিকেলে। ব্রঙ্কসের ১৪১২ ক্যাসেল হিল এভিনিউ এলাকায় একই ছাদের নিচে এখানে চালু হয়েছে গ্রোসারি, রেস্টুরেন্ট, পার্টি হল ও হোম কেয়ার সেবা।** ছবি: নুরুল হক

পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের শঙ্কা জিইয়ে রাখল রাশিয়া

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেনে রুশ হামলার মেয়াদ যতই বাড়ছে, মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে নানা শঙ্কা। বিভিন্ন উদ্বেগের মধ্যে রাশিয়ার পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারের শঙ্কা সবচেয়ে ভয়ংকর। ২২ মার্চ মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম সিএনএন টেলিভিশনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারকে ঘিরে ওই ধরনের অশুভ পরিণতি নিয়ে জোর আলাপ হচ্ছে।

এক প্রশ্নের জবাবে পেসকভ বলেন, 'দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও জনগণ নিয়ে আমাদের একধরনের নীতি রয়েছে। পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারের জন্য আপনাকে সব বিষয় আমলে নিতে হবে। পরিস্থিতি দেশের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে উঠলে, আমাদের কৌশল অনুযায়ী কেবল তখনই পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার করা হবে।'

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযানের' নির্দেশ দেন পুতিন। সেই টেলিভিশন ভাষণে তিনি বলেন, 'আমাদের পথে যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে বা আমাদের দেশ ও জনগণকে হুমকি দেবে, তার তাৎক্ষণিক জবাব দেওয়া হবে।' পুতিনের ওই 'তাৎক্ষণিক জবাবকে' পরমাণু অস্ত্রের ইঙ্গিত বলে ব্যাখ্যা করেন অনেক পশ্চিমা বিশ্লেষক। এরপর গত ২৭ ফেব্রুয়ারি টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে রুশ সেনাবাহিনীকে পরমাণু অস্ত্র প্রস্তুত রাখার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেন।

পরমাণু অস্ত্র নিয়ে রুশ প্রেসিডেন্টের এসব মন্তব্যের পর তাঁর মুখপাত্রের গত মঙ্গলবারের মন্তব্যেও একই ধরনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে পুতিনের পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারের হুমকি ব্যাখ্যা করে পেসকভ বলেন, 'এটা যতটা না পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার করার জন্য, তার চেয়ে বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো আমাদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন নিয়ে তামাশা করছে। তাদের তৈরি করা পরিস্থিতির তীব্রতা বোঝাতেই আমাদের পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারের হুমকি।'

এশিয়া টাইমসের এক বিশ্লেষণে বলা হয়, বিষয়টি জটিল। তবে পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে, সীমিত পরিসরে পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না রাশিয়া।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ৯২তম জন্মবার্ষিকী পালিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গত ২০শে মার্চ রোজ রবিবার সন্ধা ৬ ঘটিকায় জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্দ্যেগে নিউইর্য়কের এষ্টোরিয়ায় বৈশাখী রেষ্টুরেন্টে প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সাহেবের ৯২তম শুভ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও কেক কাটার মাধ্যমে এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন জাপার উপদেষ্টা দুলাল পোদ্দার, কোষাধ্যক্ষ জি.এম. ইলিয়াছ, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মোতালেব, সদস্য আজহারুল হক খোকা, সদস্য ওয়ারিস আলী, সদস্য পবন সাহা, সদস্য রঞ্জিত কুমার বিশ্বাস, সদস্য খায়ের আহমেদ, সদস্য সাইফ আহমেদ, সদস্য মাজেদ আহমেদ, সদস্য মীর জাকির, সদস্য মোঃ হাফিজ, মহিলা সম্পাদক শাহনাজ বেগম, জাপার ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মুসলিম।

আমাদের নেতার জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য এবং গরীব মেহনতী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। তাহার প্রমাণ হইল এরশাদ সাহেবের রাজনীতি করার জন্য জাতীয় পার্টি গঠন করেছিলেন। বাংলাদেশের যত উন্নয়ন হয়েছে তার ৯ বৎসর শাসন আমলেই হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ভাতা থেকে শুরু করে গরীব মানুষের পাশে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনে সাহায্য সহযোগিতা করেন এবং বাংলাদেশের শক্তিশালী গণতন্ত্র তৈরী করেছিলেন। আজকের দিনে আমাদের নেতা আমাদের আমাদের পাশে নেই, তবে আমাদের নেতার রেখে যাওয়া আদর্শকে স্বরণ করে আগামী দিনে ১টি সুন্দর সোনার বাংলা গঠন করতে হবে। দেশের মানুষ অসহায় ভাবে বসবাস করছে। ক্ষমতাসীন সরকার দেশে দূর্নীতি নামক ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়েছে। দেশের টাকা বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীরা বিদেশে প্রাচার করছে। অনায়সে এই সোনার বাংলা জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু কোন দিন এইরূপ স্বাধীন বাংলাদেশে কামনা করেন নাই। আজ দেশের সাধারন মানুষ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখনো সময় আছে দেশ বাঁচান, দেশের জনগণকে বাঁচান। পরিশেষে প্রয়াত নেতা যেন জান্নানবাসী হয় সে জন্য দোয়া করা হয়।

২০শে মার্চ জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্দ্যেগে নিউইর্য়কের একটি রেষ্টুরেন্টে প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ৯২তম জন্মবার্ষিকী কেক কেটে উদ্‌যাপন করেন। ছবি: সংগৃহীত

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।

আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপ্টসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Farzana Choudhury

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

বাংলাদেশিদের অনুষ্ঠানে সিনেটর চার্লস শুমার। প্রথম আলো

বাংলাদেশি অভিবাসীদের সাফল্যের প্রশংসায় সিনেটর শুমার

রওশন হক

মার্কিন সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সিনেটর চার্লস শুমার বলেছেন, আমেরিকা যে সম্ভাবনার দেশ তা বাংলাদেশিদের দেখলেই টের পাওয়া যায়। পরিশ্রমী অভিবাসী হিসেবে বাংলাদেশিরা ক্রমশ সাফল্য অর্জন করে আমেরিকায় নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছেন। নিজেকে অভিবাসী পরিবারের মানুষ এবং তাঁর শ্বশুর ক্যাবচালক ছিলেন উল্লেখ করে সিনেটর শুমার বলেন, পরিশ্রমী অভিবাসীদের সাফল্যই আমেরিকার এগিয়ে যাওয়া।

নিউ আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব, নিউ আমেরিকান উইমেন ফোরাম ও নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরাম এনওয়াই আয়োজিত বার্ষিক ডিনারে সিনেটর চার্লস শুমার এসব কথা বলেন। ১৮ মার্চ শুক্রবার নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়টের বল রুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিউ আমেরিকান ডেমেক্র্যাটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোর্শেদ আলম।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইউএস কংগ্রেসম্যান টম সুয়াজি, স্টেট সিনেটর লিরয় কমরি, অ্যাসেম্বলি মেম্বার ভিভিয়ান কুক, অ্যাসেম্বলি মেম্বার জোরান মান্দানি, অ্যাসেম্বলি মেম্বার ক্যাটালিনা ক্রুজ, অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেফ অরবি, কুইন্স বুরো প্রেসিডেন্ট ডোনাভান রিচার্ডস, সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণ, কাউন্সিলওম্যান লিন্ডা লি, কাউন্সিলওম্যান সান্দ্রা উং, ডিস্ট্রিক্ট লিডার এস্থনি লিমা, মোফাজ্জল হোসাইন, এমটিএ ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট টনি উটানো, স্টেট কমিউনিটিম্যান ড. জিন ফেলাপস। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফখরুল আলম, গিয়াস আহমেদ, শাহ নেওয়াজ, মোহাম্মদ আলী, মিলন রহমান, মাজেদা উদ্দিন। নতুন প্রজন্মের পক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অনুভা শাহীন। আয়োজক সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন নিউ অ্যামেরিকান ইয়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট আহনাফ আলম, নিউ আমেরিকান উইমেন ফোরামের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট শিরিন কামাল।

অনুষ্ঠানে সিনেটর চার্লস শুমার নিজেকে বাংলাদেশ কমিউনিটির একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, একদিন এই কমিউনিটির মানুষ চিন্তা করবে, ভাববে আমি তাদেরই একজন ছিলাম। বাংলাদেশ কমিউনিটিকে শক্তিশালী কমিউনিটি উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের প্রয়োজনে সম্ভব সবকিছুই করব।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত মার্চের অনুষ্ঠান

উত্তর আমেরিকা ব্রিফস

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ পরিবার উত্তাল মার্চের বিভিন্ন দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস এবং ৮ মার্চ জাতীয় নারী দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা দেয়া হয়।

নিউইয়র্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক বাকসুর সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা ও এনআরবিসি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরাসত আলী, বিশিষ্ট সাংবাদিক-কলামিস্ট ও সম্পাদক এম ফজলুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাঈদুর রহমান সাঈদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম সরকার ও অধ্যাপক হুসনে আরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোহাম্মাদ আলী সিদ্দিকী, শাহ মো. বখতিয়ার আলী, রুমানা আখতার ও খন্দকার জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, তরজমা ও দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুর রহিম, পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন সবিতা দাস।

আলোচনা সভায় আরও শেখ হাসিনা মঞ্চের সভাপতি জালাল উদ্দিন জলিল, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জামাল হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুমানা আক্তার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সবিতা দাস, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মনির উদ্দিন, যুবলীগ নেতা নূরুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি মঞ্জুর চৌধুরী প্রমুখ।

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো আলো ছড়ায়। প্রথম আলো ভালোবাসায় জড়ায়।
আটলান্টিক পাড়েও দুরন্ত্ব এগিয়ে চলা অব্যাহত থাক।
অনাবিল শুভেচ্ছা ।।

আতাউর রহমান সেলিম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক

শীঘ্রই শুভ উদ্বোধন

সুরমা বাজারের নতুন শাখা
হেমট্রামিক সিটির বৃহত্তম সুপার মার্কেট
ইত্যাদি সুপার মার্কেট
পার্কিং লট সুবিধা

ঠিকানা
11916 Joseph Campau Ave,
Hamtramck MI 48212

একজন ভ্যাকসিন হিরো হন।
টিকা নিন!

হিরোরা রক্ষাকারী। টিকাকরণ COVID-19 থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং জীবন বাঁচানোর সর্বোত্তম উপায়।

COVID-19 টিকা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, **nyc.gov/covidvaccine**-এ যান অথবা 212-268-4319 নম্বরে কল করুন।

NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY

NYC Health

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বহু জনমিশ্রণের এ দেশে প্রথম আলো তথ্য দেয়।
অধিকারের কথা বলে।
– শুভেচ্ছা নিরন্তর

এটর্নী মঈন চৌধুরী

ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ

সম্পাদকীয়

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন এবং আমাদের অঙ্গীকার

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরাধীন দেশে জন্ম নেয়া এক মুজিবুর জীবনভর লড়াই করেছেন মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। একটি জাতিগোষ্ঠীর মুক্তির লড়াইয়ের সাথে জড়িয়ে যাওয়া এ অবসংবাদিত নেতার জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। পিতা-মাতার তিনি তৃতীয় সন্তান ছিলেন। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান, মা সায়রা বেগম।

শেখ মুজিব দুটি বড় গুণ নিয়েই জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনই পাঠ করে আমরা জানি শেখ মুজিবের ছিল সাহস, ছিল মানুষের জন্য দরদ। এই সাহস ও দরদি মনই তাঁকে তাঁর সময়ের অন্য রাজনীতিবিদদের থেকে আলাদা করেছে। নিজের জন্য নয়, তাঁর রাজনীতি ছিল দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে। তিনি জেলজুলুম সহ্য করেছেন এবং বাংলার মানুষকে ধীরে ধীরে মুক্তি ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে সচেতন ও সংগঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেননি। আবার নেতা হওয়ার জন্য তিনি কখনও কোনো আপস করেননি, কখনো ষড়যন্ত্রের পথেও হাঁটেননি। তিনি জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে এগিয়ে গেছেন। ক্ষমতায় পৌঁছে তিনি নেতা হননি। দূরদর্শী নেতৃত্বের গুণেই ক্ষমতায় পৌঁছাতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। যুবক মুজিবের এগিয়ে যাওয়ার সময়টাও যদি আমরা দেখি, দেখা যাবে কী অসম সাহস নিয়ে মুজিব জনতার লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন।

মানুষের প্রতি দরদ নিয়ে নিজেকে একটি জাতির কাণ্ডারি হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন, স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে বাঙালি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। বাংলার মানুষ খেয়ে-পরে সুখে থাকবে—এটিই ছিল তাঁর জীবনসাধনা। বাংলার মানুষের আর্থসামাজিক মুক্তি প্রসঙ্গে স্বাধীন দেশের সরকারপ্রধান হিসেবে তিনি বলেছিলেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, নেতা হিসেবে নয়, আপনাদের ভাই হিসেবে বলছি—যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকেরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে, পূর্ণ হবে না।'

আমরা এই মহান নেতার আহ্বানে একটি জাতির লড়াই দেখেছি। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে বাঙালি বুকের রক্ত দিয়েছে অকাতরে। পাকিস্তানি হানাদারদের বুলেটে বিদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা 'জয় বাংলা' ' জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিতে দিতেই শেষ নিঃশ্বাসটি ফেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে নিরন্ন, অনাহার মানুষের সামনে দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন বক্তৃতা দিয়েছেন, মানুষ সেদিনও নেতার কথায় আস্থা রেখেছে। আন্তর্জাতিক চক্রান্তে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানার দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েও বাংলার নিরন্ন মানুষ তাদের নেতার ওপর আস্থা রেখেছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে। যদি দুঃখী মানুষ পেট ভরে খেতে না পারে, কাপড় পরতে না পারে, বেকার সমস্যা দূর না হয়, তাহলে মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসতে পারে না।'

১৭ মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। স্বাধীনতা পাওয়া বাংলাদেশের মানুষ মুক্তির ৫০ বছরে দাঁড়িয়ে মহান নেতার জন্মদিন পালন করেছে। ঘাতকদের নারকীয় তাণ্ডবে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। গ্লানিময় ইতিহাস। লজ্জা আর অক্ষমতার ইতিহাস। স্বাধীন বাংলাদেশ, স্বাধীনতার স্থপতিকে রক্ষা করতে পারেনই। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে রক্ত দিয়ে উর্বর করে গেছেন নেতা মুজিব। এ সময়টিতে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে হবে। যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা কি সত্যি পূর্ণ হয়েছে? আজ বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা সরকারপ্রধান হিসেবে দেশকে এগিয়ে নেয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছেন দক্ষতার সঙ্গেই। দেশে অনেক দৃশ্যমান উন্নয়ন ঘটেছে, ঘটছে। কিন্তু বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি কমছে না। দুর্নীতিবাজ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয়, সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায়, সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে, সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্ল্যাক মার্কেটিং করে, সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে, সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না, তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে, তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে, তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে।'

দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরুর অঙ্গীকার হয়ত বার বার উচ্চারিত হবে। সদ্যস্বাধীন দেশে নিজের কম্বলের হিসাব চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। আশপাশের লোকজনকে সাবধান করেছিলেন। এ সাবধানতা পৌঁছেনি অনেক দুর্ভাগার কানে। স্বাধীনতার ৫০ বছরেও বাংলাদেশকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এখনও সমাজে রাজনীতিতে দুর্নীতির যে আস্ফালন, তা বন্ধ করা না হলে মহান নেতা বঙ্গবন্ধুকেই অপমান করা হয়। তাঁর জন্মদিনে দুর্নীতিহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার উচ্চারিত হোক সর্বত্র।

পুতিনের গলায় কি কাঁটা আটকে গেছে?

মইনুল হাসান

ইউক্রেনের লাখ লাখ অসহায়, ভীতসন্ত্রস্ত, যুদ্ধাক্রান্ত মানুষের উদ্দেশ্য অজানা। ছবি: রয়টার্স

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি পুতিন ধারণা করতে পারেননি তা হলো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব। আক্রান্ত অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে সাংবাদিকতার কাজ করছেন। হাতের মুঠোয় ধরে রাখা ফোনে ধরে রাখছেন যুদ্ধের ভয়ংকর সব দৃশ্য, ছড়িয়ে দিচ্ছেন দেশে-বিদেশে।

প্রশ্নটি এখন অনেকের মনেই। কারণ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের চতুর্থ সপ্তাহ চলছে। যুদ্ধ শুরুর আগে পরাশক্তি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব ইউক্রেনের দোনেৎস্ক এবং লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিনা উসকানিতে ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে আগ্রাসন চালিয়েছেন। এরপর ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি সামরিক বাহিনীকে আদেশ দিয়েছেন পারমাণবিক শক্তিকে বিশেষ সতর্কতায় রাখার জন্য। মাত্র এক সপ্তাহ সময়ের ব্যবধানে তিনি পৃথিবীকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়েছেন।

তবে পুতিন হঠাৎ করে এমন কাজ করেছেন, তা মনে করার কোনো কারণ নেই। ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, রাশিয়ার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রথম দিন, সেই ২২ বছর আগে থেকেই পুতিন রুশ সাম্রাজ্য পুনঃপত্তনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। সে কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা মিত্রদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে খুব হিসাব-নিকাশ করেই তিনি ইউক্রেনে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান চালিয়েছেন।

বারুদের স্তূপে আগুন লাগানোর আগে যেসব ছক ভ্লাদিমির পুতিন এঁকেছিলেন, তিন সপ্তাহ চলে গেলেও যুদ্ধ কি সেদিকেই যাচ্ছে? যাঁরা খুব কাছে থেকে এমন অসম যুদ্ধের খোঁজখবর রাখছেন, তাঁদের ধারণা যে পুতিন যুদ্ধের কৌশলে বড় দাগে চারটি ভুল করেছেন।

প্রথম যে ভুলটি করেছেন তা হলো, ইউক্রেনের সাধারণ জনগণ সম্পর্কে ভুল ধারণা করা। তিনি ভেবেছিলেন যে ঐতিহাসিকভাবে ভাষা ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের কারণে ইউক্রেনের অনেকেই রাশিয়ার সঙ্গে একধরনের ভ্রাতৃত্ববোধ, বন্ধন অনুভব করবে। সে দেশটির জনগণের একটি বৃহৎ অংশ রাশিয়ার সেনাদের সাদরে গ্রহণ করবে। রাশিয়ার হিসাব ছিল, ইউক্রেনের ভেতর থেকে তারা সমর্থন পাবে। তিনি আরও ভেবেছিলেন, পারমাণবিক অস্ত্রে হাত রেখে ইউক্রেন দখলে নিলে দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিভক্ত পশ্চিমা দেশগুলো তেমন উচ্চবাচ্য করবে না। আর তাই সামরিক অভিযান চালিয়ে খুব অল্প সময়ে ইউক্রেনের দখল নিতে এবং সেখানে একটি অনুগত পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে খুব একটা বাধার সম্মুখীন তাঁকে হতে হবে না। এমন ধারণা থেকেই তিনি ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, পক্ষ ত্যাগ করে রাশিয়ার সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য।

তিন দশক ধরে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বাদ পাওয়া ইউক্রেনের নাগরিকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটেছে। ইউক্রেনের সর্বস্তরের জনগণের ক্রমাগত ও তীব্র প্রতিরোধের কারণে রুশ বাহিনী বেশ অনেকটা বেকায়দায় পড়েছে। পুতিন ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়ার অংশ বলে দাবি করে যতটা দ্রুত ইউক্রেনের কর্তৃত্ব করায়ত্ত করবেন ভেবেছিলেন, তা হয়নি। তাঁকে একটি দীর্ঘস্থায়ী, বিশাল ব্যয়বহুল ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।

দ্বিতীয় ভুলটি হলো, ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর যুদ্ধপ্রস্তুতি, মনোবল ও সাহস সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা। দীর্ঘ আট বছর ডোনবাসে রাশিয়ার মদদপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আধুনিক অস্ত্র চালনায় ইউক্রেনের সেনাবাহিনী দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী সংখ্যায় কম হলেও, প্রাথমিক পর্যায়ে রুশ সেনাদের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে বা শ্লথ করতে পেরেছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে যে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রথম দুই সপ্তাহে রাশিয়ার আনুমানিক পাঁচ থেকে ছয় হাজার সেনা নিহত হয়েছেন। অতিরঞ্জিত না হলে এ সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। তীব্র ঠান্ডা আবহাওয়া ও কর্দমাক্ত রাস্তাঘাটের কারণে কিয়েভ অভিমুখী রুশ সাঁজোয়া বহর থমকে আছে। সেখানেও রুশ সেনাদের ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রায় সাড়ে চার কোটি অধিবাসী-অধ্যুষিত ইউক্রেনকে দীর্ঘদিন কবজায় রাখতে তাঁকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। পুতিনের হিসাব এখানে মোটেই মিলছে না।

তৃতীয়ত, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে পুতিনের নেতিবাচক ধারণা। পুতিন জেলেনস্কিকে ছোট পর্দার ছোট একজন অভিনেতার বেশি কিছু ভাবতে পারেননি। অথচ জেলেনস্কির অসাধারণ যোগাযোগ দক্ষতা, সাহসিকতা তাঁকে রাতারাতি বিশ্বব্যাপী বিপুল জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। উত্তরণ ঘটেছে দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক থেকে জনপ্রিয় এবং দৃঢ়চেতা সেনানায়কে। বর্তমানে নিজের দেশের সীমানা ছাড়িয়ে তিনি পরিণত হয়েছেন বিশ্বজুড়ে নন্দিত এক ব্যক্তিত্বে। আর সেখানে ভ্লাদিমির পুতিন অনেকটাই একঘরে হয়ে পড়েছেন; বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে তিনি পুরোপুরি অপাঙ্‌ক্তেয় কর্তৃত্ববাদী খলনায়ক হিসেবে ধিক্কৃত, নিন্দিত হচ্ছেন। পুতিন চীনকে যতটা কাছে পাবেন বলে ভেবেছিলেন,

তা হয়নি। চীন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতি নিয়ে ভারতের মতোই যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছে।

চতুর্থ এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি পুতিন ধারণা করতে পারেননি তা হলো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব। আক্রান্ত অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে সাংবাদিকতার কাজ করছেন। হাতের মুঠোয় ধরে রাখা ফোনে ধরে রাখছেন যুদ্ধের ভয়ংকর সব দৃশ্য, ছড়িয়ে দিচ্ছেন দেশে-বিদেশে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে, ধ্বংস, মৃত্যু, লাশ, লাখ লাখ অসহায়, ভীতসন্ত্রস্ত, আক্রান্ত মানুষের অজানার উদ্দেশে উদ্‌ভ্রান্ত ছুটে চলা।

আর ব্যাপক বোমাবর্ষণের মধ্যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিয়েভে থেকেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অসম সাহসিকতায় যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাবৎ বিশ্বের মানুষ মুহূর্তেই জেনে যাচ্ছে সব খবর। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত পুতিনকে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে। এমনকি তাঁর নিজের দেশের বহু নাগরিক সব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এমন অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন। পুতিন তাই নিজ দেশের সব সংবাদমাধ্যমের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন এবং যুদ্ধের মিথ্যা (?) খবর প্রচার করলে পনেরো বছর জেলে পচতে হবে—এমন আইন জারি করে নিজের অপকর্ম ঢাকার চেষ্টা করছেন।

যুদ্ধ যতই বিস্তৃত এবং দীর্ঘায়িত হচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে ভ্লাদিমির পুতিন ভুল করেছেন। আর তাই প্রশ্ন উঠেছে, পুতিনের গলায় কি কাঁটা আটকে গেছে?

লেখক: ফ্রান্সপ্রবাসী গবেষক ও লেখক

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে না, হবে না কেউ এ যুদ্ধে জয়ী

দেলোয়ার জাহিদ

বিশ্বনেতারা রাশিয়াকে যুদ্ধ থামানোর জন্য একদিকে যেমন অনুরোধ করছেন অন্যদিকে হুমকি ধমকিও দিচ্ছেন। পুতিন যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট অবস্থান জানান, ইউক্রেনে যে লক্ষ্য নিয়ে অভিযান চালাচ্ছেন সেই লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তা চলবে।...যদি আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের লক্ষ্য অর্জন হয় তাহলে ভালো কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হলে সামরিক অভিযানেই তা অর্জন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে আমরা বিভিন্ন বিভক্তির লোকেদের সংঘাতের মূল কারণগুলির উপর মনোনিবেশ করলে এটা স্পষ্ট হয় উঠে যে মিঃ পুতিন একটি পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসনের পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছেন, রাশিয়ান বাহিনী রাজধানী কিয়েভ দখল করতে এবং সরকারকে উৎখাত করতে ইউক্রেনের গভীরে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। পূর্ব ইউক্রেনের আরও অঞ্চল সংযুক্ত করার চেষ্টা, ক্রিমিয়ার সাথে রাশিয়াকে যুক্ত করার জন্য একটি করিডোর তৈরি, ইউক্রেনীয় উপদ্বীপ মি. পুতিন ২০১৪ সালে দখল করেছিলেন। তারপর তিনি আবারো একটি যুদ্ধ করেছেন, যেখানে রাশিয়া ক্রেমলিন-সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের 'বাঁচবে' ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল ডনবাসে, অনুমিত ইউক্রেনীয় নৃশংসতা থেকে এবং একই সময়ে, ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীকে অবনমিত করা যায়।

"যুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যে সামনে কী ঘটতে যাচ্ছে তা অনুমান করা সত্যিই কঠিন: যুদ্ধক্ষেত্রের নানা খবর, কূটনৈতিক দৌড়ঝাঁপ, হতাহতদের স্বজনদের বিলাপ আর বাস্তুচ্যুতদের দুর্ভোগ -এগুলোর মধ্যে মানসিকভাবে দিশেহারা হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তার মধ্যেও বিশ্লেষকরা বুঝে ওঠার চেষ্টা করছেন যে আগামী দিনগুলোতে ইউক্রেনের এই সংঘাত ঠিক কোন দিকে যেতে পারে। রাজনীতিবিদ আর সামরিক নেতারা এর মধ্যেই সম্ভাব্য কিছু চিত্রকল্প পরীক্ষা করে দেখছেন। তবে যুদ্ধ এমন একটা ব্যাপার যে ভবিষ্যতে কী হবে, তার পূর্বাভাস আস্থার সাথে দেয়া সহজ নয়। (বিবিসি) ইউক্রেনে যুদ্ধের বৈশ্বিক যে পরিণতি শুরু হয়েছে তাতে মানুষের দুর্ভোগ, অর্থনৈতিক ধাক্কা এবং একটি ভূ-রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস লক্ষণীয়।

যুদ্ধে ন্যাটো ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ছাড়া ইউক্রেনের সংঘাত মীমাংসার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলে আসছেন যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে জড়াবে না। তিনি আরেকবার বিশ্বকে স্মরণ তিনি করিয়ে দিয়ে বলেন 'আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চাই না'।

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং ১৩ মার্চ বলেছেন, বেইজিং ইউক্রেন ইস্যুত রাশিয়ার পক্ষ নিচ্ছে না বরং চীন সংলাপের মাধ্যমে চলমান ইউক্রেন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। চীনা দূতাবাসের উদ্যোগে ঢাকার একটি হোটেলে 'স্প্রিং ডায়ালগ উইথ চায়না' শিরোনামে এক প্রেস ইভেন্টে এ মন্তব্য করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, চীন মনে করে সব দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান দেখানো ও রক্ষা করা উচিত এবং জাতিসংঘ সনদের লক্ষ্য ও মূলনীতিসমূহ আন্তরিকভাবে মেনে চলা উচিত। তিনি বলেন, চীনের অবস্থান সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুস্পষ্ট এবং ইউক্রেন ইস্যুতেও সমানভাবে প্রযোজ্য। রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয়ই চীনের বন্ধু উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, চীন এ সংকট সম্পর্কে আবেগপ্রবণ মনোভাব থেকে বিরত থেকে ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছে।

'বাংলাদেশ শান্তি চায়' বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেনের এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জিমিং বলেন, চীনও ঠিক তাই চায়। সম্প্রতি 'নিক্কেই এশিয়া'য় প্রকাশিত 'চীন বাংলাদেশে ক্ষেপণাস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ স্থাপনের পরিকল্পনায় ভারত চিন্তিত' একটি প্রতিবেদন প্রসঙ্গে মন্তব্য চাওয়া হলে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'চীন বাংলাদেশসহ কোনো বিদেশি ভূমিতে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করবে না।'

রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক, রোহিঙ্গা সংকট, অবকাঠামো, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, কোয়াড, ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল ও তাইওয়ান সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয় তার চিন্তাভাবনা তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে জিমিং বলেন, বর্তমান মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ এ সমস্যা নিয়ে কিছু 'গঠনমূলক' মনোভাব দেখানোয় জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মানুষদের রাখাইনে প্রত্যাবাসন শুরুর ব্যাপারে কিছু অগ্রগতি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। (সূত্র : ১৩ মার্চ, বাসস) বিবিসি জানায়, ইউক্রেনে একদিকে অব্যাহত লড়াই, অন্যদিকে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধবিরতির আলোচনা । এ পরিস্থিতির মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ভিডিও লিংকে মার্কিন কংগ্রেসে দেয়া এক ভাষণে আবারও ইউক্রেনের আকাশে 'নো-ফ্লাই জোন' বলবৎ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

আমেরিকার কাছে আরও সাহায্য চেয়ে এক আবেগপূর্ণ ভাষণে মি. জেলেনস্কি তাঁকে যুদ্ধবিমান সরবরাহের আহ্বান জানান, যাতে 'ইউক্রেনের আকাশকে রাশিয়া মৃত্যুর উৎসে পরিণত করতে না পারে'।

ব্রাসেলসে ন্যাটোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এক বৈঠক ভিডিও লিংকের মাধ্যমে যোগ দেয়া ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওলেক্সি রেজনিকভ নো-ফ্লাই জোন আরোপের আহ্বান জানান। ন্যাটো মহাসচিব জেন্স স্টোলটেনবার্গ বলেছেন, ইউক্রেনের সমর্থনে এই জোট ঐক্যবদ্ধ এবং সদস্য দেশগুলো ইউক্রেনকে জরুরি সামরিক সরঞ্জাম দিচ্ছে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। তুরস্কের প্রেসিডেন্টের দপ্তর বিবৃতিতে জানিয়েছে, এরদোগান পুতিনকে প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি যেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদমির জেলেনস্কির সঙ্গে সরাসরি বৈঠকে বসেন। প্রেসিডেন্টর দপ্তর আরও জানিয়েছে, এরদোগান পুতিনকে বলেছেন, তাদের দু'জনের মধ্যে বৈঠকটি তুরস্কে আয়োজন করতে চায়। পুতিন চাইলে বৈঠকটি আঙ্কারা বা ইস্তাম্বুলে হতে পারে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, এরদোগান পুতিনকে বলেছেন, সবার আগে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন তিনি। যুদ্ধবিরতি হলে সমস্যা সমাধানের স্থায়ী পথ খুলে যাবে। তাছাড়া এরদোগান মানবিক করিডোর তৈরির ব্যাপারেও পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান, চীন ও ভারতের অবস্থান থেকে এখনও সংকট নিরসনে আশার আলো দেখতে পায় বোদ্ধামহল কারণ বিশ্ববাসী ভালো করেই জানেন যে হয়ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে না, হবে না কেউ এ যুদ্ধে জয়ী, যা হবে তা হলো এক প্রলম্বিত যুদ্ধ যেখানে হেরে যাবে মানবতা!

বাংলাদেশে নির্বাহী বিভাগ কী করে এত ক্ষমতাশালী হলো

আলী রীয়াজ

বাংলাদেশে সরকার যখন কোনও ধরনের সংকটে পড়ে তখন তার দায় আমলাদের ওপরে দেয়ার একটা প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরেই আছে। এখন দেশে যে অভাবনীয় মুল্যস্ফীতি ঘটেছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ার কারণে সাধারণ মানুষের যে নাভিশ্বাস উঠেছে তাঁর দায়ও কোনো কোনো মহল আমলাদের ওপরই দিতে আগ্রহী। তাদের ভাষ্য, আমলারাই সরকারকে বিতর্কিত করে তুলেছে। তাঁরা বলতে উৎসাহী যে, রাজনীতিবিদের পাশ কাটিয়ে আমলারাই সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। অঙ্কের মনে থাকবে গত বছরের মাঝামাঝি আমলাদের এই ধরনের আচরণের অভিযোগ উঠেছিল জাতীয় সংসদে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এবং সংসদে সরকার নির্ধারিত বিরোধী দল জাতীয় পার্টির নেতা ও সাবেক মন্ত্রী ফিরোজ রশীদ ২৮ জুন বর্তমান সরকারের 'আমলা নির্ভরতা' নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী রাজনীতিবিদরা এখন আর গুরুত্বপূর্ণ নেই, তার পরিবর্তে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারাই প্রাধান্য বিস্তার করেছেন।

তাঁদের বক্তব্যে যেহেতু সচিব এবং জেলা প্রশাসকদের কথা বলা হয়েছিলো সেহেতু গণমাধ্যমে এই বিষয়ে আলোচনাটিকে তুলে ধরা হয়েছিল 'আমলা-নির্ভরতা'র বিরুদ্ধে কথাবার্তা হিসেবে।

এই ধরনের কথা যে গত বছরই প্রথম বলা হয়েছে তা নয়। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় পার্টির প্রধান জি এম কাদের বলেছিলেন, 'মাঠে খেলছেন আমলারা। রাজনীতিবিদরা সাইডলাইনে বসে খেলা দেখছেন।' এই প্রক্রিয়া যে বিরাজনীতিকরণের একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ সঙ্গতকারণে সেই বিষয়ের দিকে অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁরা একে কেবলমাত্র আমলাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার হিসেবেই দেখেছেন এবং সেইভাবেই আলোচনা করেছেন। যে এক গত কয়েক বছরে আমলারা এক ধরনের আইন-ঊর্ধ্ব সুবিধা ভোগ করেন সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে ২০২০ সালের মার্চ মাসে কুড়িগ্রামের ঘটনা। সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন যেটা কুড়িগ্রামের ডিসির বিরুদ্ধে গিয়েছিল। সেই অভিযোগে ১৩ মার্চ গভীর রাতে বাসার গেট ও ঘরের দরজা ভেঙে মারধর করতে করতে আরিফুলকে প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্যাতনের পর তাকে এক বছরের কারাদণ্ড দেয় জেলা প্রশাসন। তাঁর ঘরে যথাযথভাবে তল্লাশি চালানো হয়েছিলো কিয়ান সেটা নিয়ে প্রশ্ন ছিল, কিন্তু ডিসি অফিসে নেওয়ার পর দাবি করা হয় আরিফুলের বাসায় আধা বোতল মদ ও দেড়শ গ্রাম গাঁজা পাওয়া গেছে। এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। তাঁর পরিণতিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটি অভিযোগের সত্যতা পান। এই ধরনের আচরণের শাস্তি হিসেবে কুড়িগ্রামের ডিসি সুলতানা পারভীনকে দুই বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা হয়েছিল; তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করার জন্যে তৎকালীন রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) নাজিম উদ্দিনকে এক ধাপ পদাবনতি করেছিল সরকার। কিন্তু ২০২১ সালের নভেম্বরে তাঁর এই দণ্ড বাতিল করে তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি তাকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেন। এই বছরের মার্চ মাসের শুরুতে জানা গেল যে, নাজিম উদ্দিনও অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। এই ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতে অনেকেই আমলাদের অভাবনীয় শক্তি ও প্রভাবের কথা বলেন। তাঁরা বলতে চান এদের হাতে রাজনীতিবিদরা যেন অসহায়। কিন্তু আসলেই আমলারা এই ধরনের শক্তি অর্জন করেছেন কিনা, কীভাবে করেছেন, কেন করেছেন এবং সেই প্রক্রিয়ায় রাজনীতিবিদরা কী ভূমিকা সেই সব নিয়ে আলোচনা লক্ষ্য করা যায় না।

চলমান এই আলোচনা এবং গত বছরে জাতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের ক্ষোভপ্রকাশ কেবল 'আমলাদের' সঙ্গে 'রাজনীতিবিদদের' দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখলে এর কারণ ও উৎস বোঝা যাবে না। গত বছরের আলোচনার প্রেক্ষাপট ছিল করোনা মোকাবেলায় কিংবা জেলায় উন্নয়ন কাজের জন্য সচিবদের নিয়োগ। কিন্তু সেটাই যে এই অবস্থায় সূচনা তা কিন্তু নয়। এই ধরনের টানাপোড়েন অনেক দিন ধরেই স্থানীয়ভাবে চলে আসছে। ২০১৮ সালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, সরকারি দলের নেতারা স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনের ওপরে অনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেন (আমাদের সময় ডটকম, 'ক্ষমতার দাপটে স্থবির প্রশাসন', ১৪ জানুয়ারি ২০১৮); ২০২০ সালে স্থানীয় 'জনপ্রতিনিধি'দের সঙ্গে 'কর্মকর্তাদের' টানাপোড়েনকে সংবাদপত্রে 'মাঠ প্রশাসনে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব' বলে বর্ণনা করা হয়েছিল (ভোরের কাগজ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০)। গত বছরের গোড়াতে একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'রাজনীতিতে বেড়েছে প্রশাসন নির্ভরতা' (খোলা কাগজ, ১ জানুয়ারি, ২০২১)। এই ধারাই এখন সরকারের সমর্থকরা বলছেন, 'আমলাদের কারণে বিতর্কিত হচ্ছে সরকার'। এই ধরনের দ্বন্দ্বের জন্যে প্রশাসনের কর্মকর্তারা রাজনীতিবিদদের দোষারোপ করে থাকেন। একজন সাবেক সচিবকে উদ্ধৃত করে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, 'দেশে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন শুরু হয়েছে। এরা প্রশাসনকে চাপ দিয়ে কাজ করাতে চায়। এক্ষেত্রে কর্মকর্তারা কথা না শুনলেই সমস্যা তৈরি করা হয়'।

আরেকজন সাবেক ডিসি'র ভাষ্য ছিলো, 'একজন সংসদ সদস্য চান জেলায় প্রধানমন্ত্রীর মতো ক্ষমতা। সংসদ সদস্যদের কথা না শুনলেই দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আর এর জেরে কাজেরও ব্যাঘাত ঘটে' (ভোরের কাগজ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০)। এই সব অভিযোগ-পাল্টাঅভিযোগ সত্ত্বেও জাতীয় পর্যায়ে সংসদে ক্ষমতাসীন দলের কোনো নেতার কাছ থেকে ২০২১ সালের জুন মাসের আগে এই ধরনের অভিযোগ শোনা যায়নি।

আমলা-রাজনীতিবিদের এই কথিত 'দ্বন্দ্ব' আসলে গত এক দশকে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় যে ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তার পরোক্ষ স্বীকৃতি। রাজনীতিবিদরা এখন বলছেন আমলারা শক্তিশালী হয়ে গেছেন। তবেও এটাও ঠিক যে, সাবেক একজন আমলা এখন মন্ত্রিত্ব লাভের পরে আমলাদের কথা বিস্মৃত হননি। পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এম মান্নান বলেছেন 'আমলারা মহান, আমলাতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই'। (দেশ রূপান্তর, 'আমলারা মহান, আমলাতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই: পরিকল্পনামন্ত্রী', ৮ জুন ২০২১)।

বাংলাদেশের গত এক দশকে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে তার দুটি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট দিক আছে। প্রথমত নির্বাহী বিভাগের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ; দ্বিতীয়ত সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন শক্তির মধ্যে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের উদ্ভব। নির্বাহী বিভাগের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখন প্রধানমন্ত্রী নির্ভর হয়ে পড়েছে। তার সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশনের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা শরীফ উদ্দিনের আবেদন। ফেব্রুয়ারি মাসে চাকরিচ্যুত হয়েছেন তিনি। কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ করেছে, তিনি দাবি করছেন তিনি নির্দোষ। কিন্তু ১ মার্চ দুদকে একটি বিভাগীয় মামলায় হাজিরা দিতে এসে তিনি বলেছেন যে, 'প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন। যে বিষয়ে একটি মিশন-ভিশন রয়েছে। সে মিশন-ভিশন বাস্তবায়ন করতে গিয়েই প্রভাবশালীদের রোষানলে পড়েছি। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নজর, দুদকের সহকর্মী, মিডিয়া ও মানুষের দোয়ায় আমি গুম হতে রেহাই পেয়েছি' (আরটিভি, 'প্রধানমন্ত্রী আমার মা, পরিবার নিয়ে সমস্যায় আছি : শরীফ', ১ মার্চ ২০২২)।

তাঁর এই আবেদন প্রমাণ করে যে, প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছুই সম্ভব হচ্ছেনা। অন্ততপক্ষে সেতাই এখন সকলের ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী যদিও সংসদের সদস্য এবং সেখানেই তিনি জবাবদিহি করতে বাধ্য, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাও। ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যে অবশ্যই তাঁকে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপরে নির্ভর করতে হয়, তবে তাঁর সাংবিধানিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক ভিত্তি এবং তাঁর স্থায়িত্ব নির্ভর করার কথা আইনসভার ওপরে। বাংলাদেশের সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রয়েছে যে এই ধরনের এককেন্দ্রীকরণ সম্ভব; তদুপরি সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ জবাবদিহির ব্যবস্থাকে প্রায় অনুপস্থিত করে ফেলেছে।

গত এক দশকে বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কর্মরতদের দেয়া বেতনভাতা বৃদ্ধির হার এবং পরিমাণ দেখলেই এই ধারণা করা যায় যে, সরকার দেশের প্রায় ১৩ লাখ সরকারি কর্মচারিদের সন্তুষ্ট করার বিষয়কে কতটা গুরুত্ব দেয়। ২০১১ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে সরকারি কর্মচারিদের বেতন বেড়েছে ২২১ ভাগ (ফখরুল ইসলাম, '১০ বছরে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা ৩ গুণ ছাড়িয়েছে', প্রথম আলো, ২৫ জুন ২০২০)। এই বৃদ্ধির বড় অংশ গেছে 'কর্মকর্তাদের' জন্যে, সরকারি কর্মকর্তাদের দেয়া বিভিন্ন ধরনের ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ সালের প্রস্তাবিত বাজেটের অনুয়ন খাত বা পরিচালন ব্যয়ের ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে বেতন ভাতায়, পেনশনের জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে ৭ দশমিক ৭ শতাংশ। অর্থাৎ করের টাকার এক বড় অংশই প্রশাসনের জন্যে ব্যয় হচ্ছে। নির্বাহী বিভাগ কেবল বেসামরিক প্রশাসন নয়, আইন-শৃঙ্খলা এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীও নির্বাহী বিভাগেরই অংশ; অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের হাতে ক্ষমতার সঞ্চয় আইনীভাবেই করা হয়েছে। ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্টে পুলিশের হাতে দেয়া ক্ষমতার কথা স্মরণ করা যায়; উল্লেখ করা যায় যে, দেশে যে কোনো কারও ফোনে আড়িপাতা এক স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। গত কয়েক বছরে এইসব খাতে ব্যয়ের হার দেখলেই বোঝা যায় বিভিন্নভাবেই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের বাজেটে জননিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা খাতে বরাদ্দ বাজেটের ৬ দশমিক ৮ শতাংশ, প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ৮ দশমিক ৪ শতাংশ। অতিমারির কারণে গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিপর্যয় প্রকটিত হয়ে পড়ার পরেও যখন বরাদ্দ মাত্র ৪ দশমিক ৭ শতাংশ তখন বুঝতে হয় সরকার কাকে অগ্রগণ্য মনে করে। এর আরেকটি দিক হচ্ছে নির্বাহী বিভাগের অনেক কর্মকর্তার কথাবার্তা এবং আচরণ। তাঁরা যে ভাষায় কথা বলেন তা ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের চেয়ে ভিন্ন বলে মনে হয় না।

রাষ্ট্র, সরকার এবং দলের ভেতরে এখন আর কোনো ধরনের পার্থক্য টানা সম্ভব হয় না। নির্বাহী বিভাগের এই ক্ষমতা সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের কোনো কোনো নেতার অভিযোগ থাকলেও দলের ভেতরে এই নিয়ে খুব অসন্তোষ আছে বলে মনে হয় না, তা দৃশ্যমানও নয়। এই ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে নির্বাহী বিভাগের ওপরে যে প্রতিষ্ঠানগুলো নজরদারি করতে পারত সেগুলো হয় গড়ে ওঠেনি অথবা দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। সরকারি চাকরিজীবীদের আটক করতে অনুমোদনের ব্যবস্থা সংবলিত আইন পাশ করার সময় সংসদ সদস্যরা যে সমর্থন দিয়েছেন তা নিশ্চয় তাঁরা ভুলে যাননি।

তদুপরি ক্ষমতাসীন দনের সাংসদরা অতীতে বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, বিচার বিভাগের বিষয়ে ষোড়শ সংশোধনী পাশ করেছেন, সেই বিষয়ে আদালতের রায়ের পরে সংসদে ও সংসদের বাইরে কঠোর ভাষায় কথা বলেছেন, প্রধান বিচারপতিকে যেভাবে দেশত্যাগ করতে হয়েছে সেগুলো অবশ্যই আইনসভাকে শক্তিশালী করেনি –নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন ধরনের সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানকেই জবাবদিহির ঊর্ধ্বে তুলে দিয়েছে। ফলে কেবল আমলা হওয়া না হওয়ার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার প্রশ্ন।

নির্বাহী বিভাগের হাতে এই ধরনের ক্ষমতা তৈরি হয়েছে কীভাবে? এই ক্ষমতা তৈরি হয়েছে কেননা রাজনৈতিক বন্দোবস্তে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত হচ্ছে সমাজে বিরাজমান রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তিগুলোর মধ্যে এক ধরনের অলিখিত চুক্তি –কার কতটা ক্ষমতা থাকবে, কে কতটা ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, এবং এই ধরনের ব্যবস্থার ফলে যে সুযোগ-সুবিধা-আর্থিক লাভ তা কীভাবে বন্টিত হবে। এই ধরনের বন্দোবস্তের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে স্থিতিশীলতা রক্ষা, সহিংসতা এড়ানো এবং অর্থনীতির ধারবাহিকতা রক্ষা করে আরও বেশি সম্পদ তৈরি যাতে করে সকলের ভাগেই তা বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের ব্যবস্থায় ক্ষমতা বলয়ের কেন্দ্রে এক বা একাধিক শক্তি থাকতে পারে। এই বলয়ের বাইরে যাঁরা থাকেন তাঁরা আশা করেন তাঁরাও এক সময় এই বলয়ের অংশীদার হবেন। পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকেন রাজনীতিবিদরা, কিন্তু ঠিক বলয়ের বাইরে অথবা অংশীদার হিসেবে থাকে পুঁজিপতি শ্রেণী।

রাজনৈতিক বন্দোবস্তের রূপ একটি রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করে। যেমন প্রত্যক্ষ সেনাশাসনের সময় সেনাবাহিনী ক্ষমতা বলয়ের কেন্দ্রে থাকে। যখন সেনাশাসন বেসামরিক রূপ নিতে চায় তখন রাজনৈতিক এলিটদের ক্ষমতা বলয়ের কেন্দ্রে বা বাইরের বলয়ে রাখেন। এক সময় লাতিন আমেরিকা এবং পূর্ব এশিয়ায় দেখা গেছে যে, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং পুঁজিপতি শ্রেণী মিলে এক ধরনের নিপীড়নমূলক শাসন গড়ে তুলেছিল – একে বলা হয় ব্যুরোক্রেটিক অথরিটারিয়ান স্টেট। বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের পরে ক্ষমতা বলয়ের একবারে কেন্দ্রে ছিল রাজনীতিবিদ এবং বিকাশমান পুঁজিপতিরা; বলয়ের বাইরে সহযোগী ছিল আমলাতন্ত্র এবং রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও সেনাবাহিনী। কিন্তু ২০০৯ সালের পরে এই বলয়ে বদল ঘটে এবং আমলাতন্ত্র বা সিভিল ব্যুরোক্রেসি বলয়ের কেন্দ্রে জায়গা করে নেয়। ২০১১ সালের পর থেকেই সেখানে নির্বাহী বিভাগের সেইসব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যারা যে কোন মূল্যে 'স্থিতিশীলতা' বজায় রাখতে পারে এবং যাঁদের শক্তি প্রয়োগের আইনী বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করা দুরূহ। এই সব পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এই ধরনের অলিখিত রাজনৈতিক বন্দোবস্তে সামিল হয়েছে (বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দেখুন, আলী রীয়াজ, নিখোঁজ গণতন্ত্র, পৃষ্ঠা – ১৫৫-১৭৮, প্রথমা)। এই ধরনের ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক এলিটরা সকল ধরনের সুবিধাই তাঁরা লাভ করেন, এমনকি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া পর্যন্ত; কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার সুযোগ থাকে কেবল সীমিত সংখ্যক রাজনৈতিক এলিটের হাতে।

বাংলাদেশের নতুন ধনিক শ্রেণী ও ব্যবসায়ীরা এই ধরনের ব্যবস্থার সমর্থক কেননা জবাবদিহিহীন ব্যবস্থার কারণে তাঁরা তাঁদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারছেন। কিন্তু জাতীয় সংসদের আলোচনায় জাতীয় পার্টির নেতা ফিরোজ রশীদ যখন তাঁদেরকে 'জগৎশেঠ' বলে অভিহিত করে দাবি করেন যে তারাই দেশ চালাচ্ছেন তাতে এই ব্যবসায়ী শ্রেণীকে তাঁদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেয়া হয়। টিআইবি'র হিসেব অনুযায়ী বর্তমান সংসদের ৬১ শতাংশ সদস্য ব্যবসায়ী; মনে রাখা দরকার যে তাঁদের মনোনয়ন দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোই। অর্থ এবং বিত্ত তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগে সাহায্য করে, কিন্তু তাঁদের ক্ষমতার সূত্র হচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা, বিরাজমান রাজনৈতিক বন্দোবস্তকে মেনে নেয়া এবং শাসনের এই ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা। সেই কারণেই সংসদে ও সংসদের বাইরে আমলাদের বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদদের ক্ষোভ বা কথোপকথনে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সমালোচনাকে সীমিত আকারে বিবেচনা না করে দেশের শাসন ব্যবস্থা প্রেক্ষাপটে এগুলো বোঝা জরুরি। আর তা না করতে পারলে বিরাজনীতিকরণের ধারা অব্যাহত থাকবে, রাজনীতিবিদরা মাঝে মধ্যে হা-হুতাশ করবেন, কিন্তু এই রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বদলাবে না।

আলী রীয়াজ, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো এবং আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে জাতির পিতার ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন। ছবি : সংগৃহীত

জাতির পিতার ১০২তম জন্মবার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে দুই পর্বে বিভক্ত ছিল ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানটি। প্রথম পর্বে আরও ছিল জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শাহাদাতবরণকারীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং জন্মদিনের কেক কাটা।

অনুষ্ঠানটির দ্বিতীয় পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশি শিশুদের অংশগ্রহণে ভার্চুয়ালভাবে আয়োজিত শিশু আনন্দমেলা। এই আনন্দমেলায় ইতোপূর্বে মিশন আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ উপস্থাপন এবং 'নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে পত্রলিখন' প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা এবং তাদের ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া দ্বিতীয় পর্বে শিশুদের অংশগ্রহণে আরও অনুষ্ঠিত হয় "শতবর্ষের নতুন প্রভাত" শীর্ষক আলেখ্য অনুষ্ঠান, সমবেত সঙ্গীত 'বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে', নৃত্যানুষ্ঠান ও র ্যাফেল ড্র। ভার্চুয়াল এই আয়োজনে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর একটি প্রামাণ্য ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার/ সকল শিশুর সমান অধিকার' উল্লেখ করে শিশুদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমাদের দেশের শিশুদের সমান অধিকার রক্ষা, সাবলীল বিকাশ ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য জাতির পিতা তাঁর সাড়ে চার বছরের সরকারে অনেক কাজ করে গেছেন। তিনি ১৯৭৪ সালে জাতীয় শিশু আইন প্রনয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। এর ফলে শিশু বিকাশের পথ সুগম হয়।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার শিশু বিকাশ ও শিশু উন্নয়নে যেসকল যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তা তুলে ধরেন স্থায়ী প্রতিনিধি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং জাতিসংঘ শিশু সনদের সাথে সঙ্গতি রেখে শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। চালু রয়েছে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা। বছরের শুরুতেই শিশুদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে বিনামূল্যে রঙিন পাঠ্যপুস্তক। স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সন্তান, পরিবারের সদস্য, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস্ (বিপা) এবং বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টসের (বাফা) শিশুশিল্পী, নিউইয়র্কে বসবাসরত শিশু ও তাদের অভিভাবকসহ স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বগণ ভার্চুয়াল এই শিশু আনন্দমেলায় অংশগ্রহণ করেন।

ঘরে তৈরি খাবার বিক্রি ও বিপণনে অনিয়ম

জাহেদ আহমেদ

নিউইয়র্ক রাজ্যে ঘরে অনুমোদন ছাড়া ঘরে তৈরি খাবার বিক্রি করা অপরাধ। স্বদেশি দোকানগুলোতে প্রায়ই বিক্রি হচ্ছে ঘরে তৈরি সন্দেশ, রুটি, পিঠা। অনিরাপদ এসব খাবার বিক্রি আইনের লঙ্ঘন। যারা অনুমোদন ছাড়া ঘরে তৈরি করে বিক্রি করছেন, তারা যেমন আইন লঙ্ঘন করছেন, তেমনি যেসব গ্রোসারি এসব বিক্রি করছে তারাও আইনের গুরুতর লংঘন করছে। একটু সচেতন হলেই অনুমোদন নিয়ে এসব খাবার বিক্রি করা যায়। এ থেকে ভালো উপার্যনেরও সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশি গ্রোসারি স্টোর/মিনি সুপার মার্কেটে প্রায়ই ঘরে তৈরি পিঠা-পায়েস-রুটি বিক্রি হতে দেখা যায়। ঘরে বসে থাকা বহু নারী পুরুষ এবং নবাগত ইমিগ্র্যান্টদের জন্য এটি ভালো একটি আয়ের সুযোগ। কিন্তু স্টেটের ফুড সেইফটি আইন না জানার কারণে অনেকে এ কাজ করতে গিয়ে বিপত্তিতে পড়ছেন। ইন্সপেকশন করার সময় নিউইয়র্ক স্টেটে ফুড ইন্সপেক্টরেরা বাড়িতে তৈরি এসব খাবার অবৈধ গণ্য করে বাজেয়াপ্ত করেন। এটি একটি ভুল ধারণা যে, কেবল লেবেল না থাকার কারণে ইন্সপেক্টরেরা এসব খাবার বাজেয়াপ্ত করেন। মূল কারণ-এসব খাবারকে অনিরাপদ মনে করা হয়। বাড়িতে তৈরি যেসব খাবার নিউইয়র্কের বিভিন্ন কমিউনিটির গ্রোসারি দোকানগুলোতে বিক্রি হতে দেখা যায়, সেসব খাবার কোথায়, কে, ঠিক কীভাবে তৈরি করছে তা জানা বেশিরভাগ সময়ে ইন্সপেক্টরের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এসব খাবারের প্যাকেজে অনেক সময় লেবেল থাকে না; আবার লেবেল থাকলেও বেশির ভাগ সময় প্রকৃত তথ্য গোপন করা হয়।

'স্বাধীনতা আমার অহংকার' শীর্ষক মেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

'স্বাধীনতা আমার অহংকার' শিরোনামে আমেরিকা বাংলাদেশি উইমেন এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী ২৫ ও ২৬ মার্চ দু'দিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ক্রেতাদের পছন্দের পোশাক আর জুয়েলারি পণ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-২১, ৭২ স্ট্রীটে অবস্থিত ইটজি চাইনিজ রেস্টুরেন্টের পার্কিং লটের ওপেন স্পেসে আমেরিকা বাংলাদেশি অনলাইন নারী উদ্যোক্তা সাজাবেন তাদের প্রিয় স্টল।

আমেরিকার বাজারে দেশীয় পণ্যের বিক্রয় ও প্রসার বাড়াতে প্রবাসী নারী উদ্যোক্তারা তৈরি পোশাক ও বিভিন্ন ধরনের জুয়েলারি পণ্য দিয়ে স্টল সাজাবেন। দীর্ঘ ঘরবন্দীর পর ক্রেতারা তাদের হাতের স্পর্শের মাধ্যমে বাহারি রং আর অপরূপ ডিজাইনের এসব পণ্য কেনার সুযোগ পাবেন এই মেলায়। মেলায় আগত ভোজনরসিকদের জন্য থাকবে ঘরে তৈরি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর বাংলা খাবার। ক্রেতা-দর্শনার্থীরা হরেক রকম দেশি পিঠা, কাবাব, দইসহ সুস্বাদু খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। মেলায় পাওয়া যাবে করম আলীর বাসায় তৈরি স্পেশাল ঘি। ক্রেতাদের পছন্দের কেনাকাটাকে আনন্দময় ও আকর্ষণীয় করার জন্য র‍্যাফেল ড্রর ব্যবস্থা করা হয়েছে, এতে থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। বাংলা ভাষাকে আমেরিকার মাটিতে এবং বাঙালি কমিউনিটির মাঝে সমুন্নত রাখার অসামান্য অবদানের জন্য আমেরিকা বাংলাদেশি উইমেন এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে এই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত গুণী শিল্পীকে সম্মানিত করা হবে। ছোট্ট সোনামণিদের জন্য রয়েছে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে নাম নিবন্ধন ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য এই নম্বরে ৩৪৭-৩০৭-০২৫০ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

মেলার আয়োজক সংগঠন আমেরিকা বাংলাদেশি উইমেন এসোসিয়েশনের সভাপতি শান্তনু করিম জানান, দেশকে ভালবাসি, দেশকে ধারণ করি অন্তরে, দেশকে তুলে ধরি বিশ্বের কাছে, আর ছোট এক বাংলাদেশকে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রবাসী নারীদের উদ্যোক্তা হতে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি আরও জানান একই স্থানে আগামী ১৫ রমজান থেকে চাঁদ পর্যন্ত "ঈদ মেলার" আয়োজন করা হবে।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

দোহা প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন অর্জনে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সংহতি রাবাব ফাতিমা

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেছেন, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য দোহা প্রোগ্রাম অব অ্যাকশনের (ডিপিওএ) সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সংহতি ও অংশীদারিত্ব।

১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সদরদপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত ৫ম জাতিসংঘ এলডিসি সম্মেলন এর প্রথম পর্বে একথা বলেন তিনি।

এলডিসি-৫ কনফারেন্স এর প্রস্তুতি পর্বে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা ও জাতিসংঘে নিযুক্ত কানাডার স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত বব রে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন। ইভেন্টটিতে দুই যৌথ সভাপতির পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। বক্তব্যে রাবাব ফাতিমা কোভিড-১৯ অতিমারির ভয়াবহতা এবং এর মোকাবিলা ও সাড়াদানের ক্ষেত্রে অসমতার চিত্র তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে ডিপিওএ গ্রহণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের

রাবাব ফাতিমা

প্রতিশ্রুতি ও সংহতির প্রশংসা করেন তিনি। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা ডিপিওএ'র সফল বাস্তবায়নে এর প্রতি গভীর মনোযোগ প্রদান এবং এর ফলো-আপ ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াকে সমর্থন জোগাতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

ডিপিওএ'র গোটা প্রক্রিয়া বা সাইকেলসমূহের বাস্তবায়নকালে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র ও সংস্থাসমূহ যাতে অব্যাহত ও গভীরভাবে সংশ্লিষ্টতা থাকে সে আহ্বান জানান তিনি। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের সংস্থা, তহবিল ও কর্মসূচিসমূহ যাতে ডিপিওএ-কে তাদের কৌশলগত পরিকল্পনায় সন্নিবেশন করে নেয় এবং এলডিসির দেশগুলোর বাস্তবতা ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে তাদের উন্নয়নে জাতিসংঘের প্রভাবকে যাতে কাজে লাগায় সে প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন তিনি।

সভার শুরুতেই কাতারের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল-থানি এলডিসি-৫ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁকে এবং কাতার সরকারকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

বৈঠকে আরও বক্তব্য প্রদান করেন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বৈশ্বিক সভাপতি মালাউইয়ের প্রেসিডেন্ট লাজারাজ চাকভেরা এবং জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ। তারা ডিপিওএ গ্রহণপ্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে এর প্রস্তুতিমূলক পর্বের সফল সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ও কানাডাকে ধন্যবাদ জানান।

নিউইর্য়কে আইয়ুব আলীকে দেয়া গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ছবি: সংগৃহীত

নিউইর্য়কে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আইয়ুব আলীকে গণসংবর্ধনা

রাজুব ভৌমিক

যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী আইয়ুব আলী গতমাসে নোয়াখালীর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ৭ নং মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদে বিপুল ভোটে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচন শেষে আইয়ুব আলী বসুরহাট পৌরসভার আলোচিত মেয়র আবদুল কাদের মির্জার সফরসঙ্গী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে এলে যুক্তরাষ্ট্রস্থ মুছাপুর ইউনিয়নের প্রবাসীদের উদ্যোগে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আইয়ুব আলীকে গণসংবর্ধনা দেয়। গত ১৯ মার্চ শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের একটি পার্টি হলে এ সংবর্ধনাকালে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী বলেন, 'আমি আপনাদের ভালোবাসায় সিক্ত। আমি আজীবন মুছাপুরবাসীর উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে চাই। সেজন্য আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন। আপনারা আমার পাশে থাকলে ৭ নং মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদকে একটি আদর্শ ইউনিয়ন পরিষদে গড়ে তুলতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।'

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আবদুল কাদের মির্জা বলেন, '৭নং মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদে জনগণ এবার যোগ্য চেয়ারম্যান পেয়েছে। আমি নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আইয়ুব আলীর সফলতা কামনা করি।'

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আবদুল কাদের মির্জাসহ উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, হাজী মোতাহে হোসেন, মোশারেফ ফয়সাল, নাঈম টুটুল, মাইন উদ্দিন পিন্টু, আলাউদ্দিন জাহাঙ্গীর, আবদুল খালেক, আবদুল মালেক খান, হাজী সফিকুল আলম(চেয়ারম্যান), হাজী ছেলামত উল্যাহ, হাজী মফিজুর রহমান, গোলাম ছারওয়ার। আরজু হাজারীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাস্টার এমএ করিম।

ব্রঙ্কসে বাংলাবাজার জামে মসজিদের জন্য কেনা হবে জায়গা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাঙালি অধ্যুষিত ব্রঙ্কসে বাংলাবাজার জামে মসজিদের জন্য ১ দশমিক ৫২৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে মসজিদের পার্শ্ববর্তী ৫ হাজার স্কয়ারের খালি জায়গা ১ দশমিক ৫২৫ মিলিয়ন ডলারে কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১৬ মার্চ বুধবার বাদ মাগরিব মসজিদের দ্বিতীয় তলায় অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সাধারণ সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাবাজার জামে মসজিদের সভাপতি ডা. আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে এবং কমিটির সাধারণ সম্পাদক লালন আহমেদের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজীতিক মোহাম্মদ এন মজুমদার, বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া, ফান্ডরেজিং কমিটির সাবেক মেম্বার সেক্রেটারি আসেফ বারী টুটুল, মসজিদের উপদেষ্টা ইফতেখার সিরাজ, সহ-সভাপতি মো. আহসান রাসুল নাসির, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোতাশিম বিল্লাহ হোসেন তুষার, কোষাধ্যক্ষ ইকবাল হোসেন, কার্যকরী সদস্য ওয়ালিউর রহমান। সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কমিটির সহ-কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু সাঈদ, কার্যকরী সদস্য মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ শাহজাহান, শামিম উদ্দিন ও সোহেল চৌধুরী। মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল কাশেম এয়াহইয়া অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া-মুনাজাত পরিচালনা করেন। মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ গিয়াস উদ্দিনসহ করোনায় মৃতদের আত্মার মাগফেরাত ও বিশ্ব মানবতার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

কারও রক্তচক্ষুকে ভয় করি না কাদের মির্জা

উত্তর আমেরিকা অফিস

কাদের মির্জা

যুক্তরাষ্ট্র সফররত বসুরহাট পৌরসভা মেয়র ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই আবদুল কাদের মির্জা বলেছেন, 'আমি কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী। সত্য কথা বলেছি, বলছি, ভবিষ্যতেও বলে যাব। কারও রক্তচক্ষুকে ভয় করি না।

১৯ মার্চ শনিবার রাতে নিউইয়র্কে ব্রুকলিনের মোমোস পার্টি হলে মুছাপুর ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আইয়ুব আলীর গণসংবর্ধনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের সভাপতি রহমান এইচ আরজুর সভাপতিত্বে এবং কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মাস্টার এম এ করিমের সভাপতিত্বে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী মুছাপুরবাসী আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির সাবেক সভাপতি হাজী সালামত উল্লাহ, বাংলাদেশ সোসাইটির অন্যতম ট্রাস্টি হাজী মফিজুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান হাজী সফিকুল আলম, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের সাধারণ সম্পাদক এ এস এম মাঈন উদ্দীন পিন্টু। আরও বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আব্দুল মালেক খান, আব্দুল খালেক, আলাউদ্দিন জাহাঙ্গীর, নাঈম টুটুল, মোশাররফ ফয়সল, হাজী মোতাহের হোসেন।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আইয়ুব আলী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় প্রবাসীরা তার সম্মানে এ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে।

সাউথজার্সি মেট্রো আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত

সাউথজার্সি মেট্রো আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদযাপন

সুব্রত চৌধুরী, *আটলান্টিক সিটি*

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে সাউথজার্সি মেট্রো আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে। ১৭মার্চ বৃহস্পতিবার রাতে এ উপলক্ষে আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ারমাউন্ট অ্যাভিনিউর বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দীন এমরানের সঞ্চালনায় ও সভাপতি আব্দুর রফিকের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন শেখ কামাল মনজু, মো. বোরহানউল্লাহ, আব্দুর রহিম, মো. মনিরুজামান, বেলাল হোসেন, নূর মোহাম্মদ, কাজী আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা স্বরচিত ছড়াপাঠ করেন লেখক সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরী। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশাল মানবিক ঔদার্য দিয়েই কোটি কোটি মানুষের নেতা হয়েছিলেন, কোটি মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পেরেছিলেন, তাদের নিষ্প্রাণ দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন, সর্বোপরি বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বাস্তবায়ন করে

তাঁরা বলেন, আজকের বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার বাংলাদেশ। যে স্বাধীন দেশ বঙ্গবন্ধু আমাদের উপহার দিয়েছেন এবং সারা বিশ্বে তার উন্মেষ ঘটিয়েছেন তা আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে দূর্বার গতিতে।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন
TAX FILING 2021
WE DO ALL TYPES OF TAXES
CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSCPA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional

IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

ইনকামট্যাক্স ২০১৯ ইনকামট্যাক্স

আন্‌জুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক

37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372

IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ▶ আবু হেলেন হোসেন

718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকান সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকার রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

জনসমাজের পাশে কুইনস টুগেদার। ছবি: সংগৃহীত

জনসমাজের পাশে কুইনস টুগেদার

জাহিদা আলম

কোভিড-১৯ মহামারির দুই বছর পেরিয়ে গেলেও এর জের এখনও তারা করছে নিউইয়র্ককে। মহামারির প্রথম ধাক্কায় নাজুক হওয়া নিউইয়র্ক সঙ্কট মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ থেকেছে। নিউইয়র্ক সিটির সর্বত্র নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠেছে। সমন্বিতভাবে তারা এখনও কাজ করে যাচ্ছে মমারিতে বিপর্যস্ত লোকজনকে। নিউইয়র্কের কুইনসে জনসমাজের পাশে থাকার এমন একটি সংগঠন 'কুইনস টুগেদার'। সংগঠনটি কুইনসের সর্বত্র মহামারি ত্রাণ নিয়ে এখনও জনসমাজের পাশে অবস্থান করছে।

এস্টোরিয়াভিত্তিক সংগঠন কুইনস টুগাদের রেস্টুরেন্ট ও জনসমাজের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। শত শত স্থানীয় রেস্টুরেন্টে সংগঠনটি তৈরি খাবার অর্ডার করছে। নিউইয়র্কের প্রথম সারির কর্মী, তাদের পরিবার এবং ঝুঁকিপূর্ণ লোকজনের মধ্যে নিয়মিত খাবার বিতরণ করছে সংগঠনটি। এর ফলে লোকজন যেমন খাবার পাচ্ছে, তেমনি রেস্টুরেন্টগুলো ব্যবসায় টিকে আছে। শত শত কর্মীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত হচ্ছে।

২০২০ সালের মার্চ মাসে মহামারির বিপর্যয়ের সময়ে গড়ে ওঠা সংগঠন কুইনস টুগাদারের নির্বাহী পরিচালক জনাথন ফরগাশ বলেন, তাদের সংগঠনটি শক্তিশালী একটি সংযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। রেস্টুরেন্ট কমিউনিটি এবং সংগঠন পরিচালিত তৈরি খাবার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মহামারি মোকাবেলায় কর্মরত সামনের সারির লোকজনকে সেবা দিতে পারছে। পাশাপশি অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় থাকা জনসমাজের কাছে খাবার পৌঁছে দিতে পারছে। কুইনস টুগাদের তাদের সদস্যদের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারদের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা নিয়ে কর্মসূচি পরিচালনা করছে। গত দুই বছরে কুইনস টুগেদার আড়াই লাখ লোকের কাছে তৈরি খাবার পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। তাদের তৈরি খাবার সরবরাহ করার জন্য ৬০টির বেশি স্থানীয় রেস্টুরেন্টকে কাজে লাগিয়েছে। এসব রেস্টুরেন্ট মহামারির লকডাউনে বন্ধ থাকা বা সীমিত খোলার সময় কর্মী ধরে রাখতে পেরেছে। ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে থাকতে পেরেছে। কুইনস টুগেদার ৩০০টির বেশি এমন স্থানীয় রেস্টুরেন্টের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কার্যকর স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে মানবিক কাজ করার জন্য কংগ্রেস উইম্যান ক্যারোলাইন মেলোনি কুইনস টুগেদারের নির্বাহী পরিচালক জনাথন ফরগাশকে সম্মানিত করেছেন। তাদের কর্মসূচির জন্য আড়াই লাখ অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন ক্যারোলাইন মেলনি। কংগ্রেস উইম্যান ক্যারোলাইন মেলনি বলেন, কুইনস টুগেদারের মতো সংগঠনের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করে দিতে পারায় নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন কোভিড সংক্রান্ত ত্রাণের অর্থ বরাদ্দকে কাজে লাগিয়ে সংগঠনটি আরও কার্যকরভাবে স্থানীয় জনসমাজের কাছে সেবা নিয়ে পৌঁছাতে পারবে।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী পালন

যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের উদ্যোগে ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত ১২টা ০১ মিনিটে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে ১০২তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশরাফ উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সুবল দেবনাথের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক মহিউদ্দিন দেওয়ান, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের উপ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক গাজী ওয়াহিদুজ্জামান লিটন, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাখাওয়াত বিশ্বাস, কার্যনির্বাহী সদস্য কামাল হোসেন রাকিব।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি এবাদুল হক, সহ- সভাপতি জাহিদ মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আলামিন, প্রচার সম্পাদক সাইফুল আলম, দুর্যোগ ও ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক উত্তম পাল, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক রাসেল আহমেদ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আল-আমিন, প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক বিদ্যুৎ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য হেলাল মিয়া, সদস্য পলাশ রায়, সদস্য স্বপন, সদস্য আবির আহমেদ, মো. কায়সার আহমেদ, নিউইয়র্ক স্টেট স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন বিপ্লব, সহ-সভাপতি কিবরিয়া মান্না, সদস্য নাজিম হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা বকুল আরেফিন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শিবলী সাদিক, মাহফুজ হায়দার, সুমন মাহমুদ, প্রচার সম্পাদক সাইকুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা গণেশ কির্তনিয়া, নিউইয়র্ক মহানগর যুবলীগ সভাপতি খন্দকার জাহিদুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি নাজমুল হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আবির, নিউইয়র্ক মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রনি দেওয়ান।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

Authorized IRS e-file Provider
KAKATUA কাকাতুয়া AGENCY
PARVIZ KAZI E.A.
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
Serving Our Community For Over 28 Years
ENROLLED AGENT
দীর্ঘ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে
এবং বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের
ট্যাক্স নীতিমালা অনুসরণ করে
ট্যাক্স ফাইলিং করে থাকি
Tax Return
OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting
Travels
Immigration
Insurance
37-31 77th Street, # 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: info@kakatua.com I Web: www.kakatua.com

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস
যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।
যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0891
- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING
DCJS Approved
OSHA Authorized Training
MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL
বিস্তারিত জানতে আজই কল করুন
আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ুন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেষ্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

Mannan

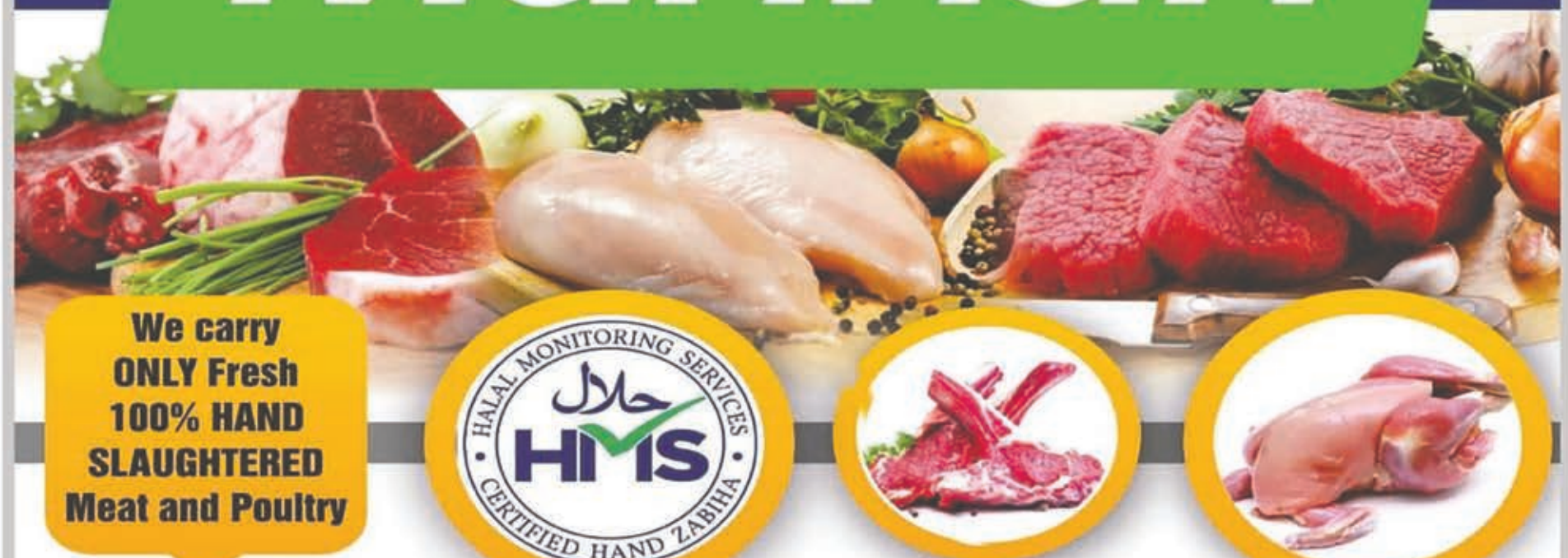

We carry
ONLY Fresh
100% HAND
SLAUGHTERED
Meat and Poultry

HALAL MONITORING SERVICES
حلال
HMS
CERTIFIED HAND ZABIHA

SBNY
Shariah Board New York

SUPERMARKET 24 HR / 7 DAYS OPEN

NOW OFFICIALLY CERTIFIED BY HMS (HALAL MONITORING SERVICES)
A SERVICE OF SHARI'AH BOARD OF AMERICA

এখন আনুষ্ঠানিকভাবে এইচএমএস (হালাল মনিটরিং সার্ভিসেস) দ্বারা প্রত্যয়িত
আমেরিকার শরিয়াহ বোর্ডের একটি পরিষেবা

HMS certified means:

- Properly hand slaughtered by Muslim
- Bismillah on each animal
- No machine slaughtered meat
- Random, unannounced inspections are conducted frequently by scholars
- Business premises, invoices, merchandises, sales/production records, fridges, etc are inspected to guarantee no mixing with non-halal
- Ingredients and processes of all products/menu items are fully inspected to ensure purely halal
- The whole chain of supply is monitored, from the slaughterhouse to the supplier to the store

এইচএমএস(HMS) প্রত্যয়িত মানে:

- সঠিকভাবে মুসলমানের হাতে জবাই করা।
- প্রতিটি প্রাণীর জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ্ বলা।
- মেশিনের মাধ্যমে জবাই না করা।
- প্রায়ই পরিদর্শক দ্বারা আকস্মিক ও অঘোষিত পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়।
- ব্যবসায়িক স্থান, চালান, পণ্যদ্রব্য, বিক্রয়/উৎপাদন রেকর্ড, ফ্রিজ, ইত্যাদি পরিদর্শন করা হয় যাতে হারাম পন্যের সাথে হালাল পন্য মেশানো না হয়।
- সম্পূর্ণরূপে হালাল নিশ্চিত করতে সমস্ত পণ্য/মেনু আইটেমগুলির উপাদান এবং প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিদর্শন করা হয়।
- কসাইখানা, সরবরাহকারী থেকে শুরু করে দোকান পর্যন্ত সরবরাহের পুরো চেইনটি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

ALL LOCATIONS !!!:

Mannan Halal Supermarket
37-19 73rd St.
Jackson Heights, NY 11372
(718) 255-1137

Mannan Bakery
71-14 35th Ave.
Jackson Heights, NY 11372
718-424-0262

Mannan Bakery
167-15 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
718-374-3679

Mannan Supermarket
166-11 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
718-657-4585

Mannan Halal Supermarket
75-19 101st Ave.
Ozone Park, NY 11416
718-848-0895

Mannan Sweets & Restaurant
75-13 101st Ave.
Ozone Park, NY 11416
718-480-6880

Mannan Halal meat
37-08 73rd St.
Jackson Heights, NY 11372
718-426-9899

Email: mannancustomercare@gmail.com

Follow us on: @mannanusa @mannanusa

PLEASE COME VISIT OUR STORES AND LET US SERVE YOU

৬ষ্ঠ বর্ষে প্রদার্পণে প্রথম আলোকে শুভেচ্ছা

DIVERSITY, UNITY, REPRESENTATION, INNOVATION & TRANSFORMATION!

DEMOCRATIC CANDIDATES FOR ASSEMBLY DISTRICT 24

JAPNEET SINGH
NYS Senate 17th District

MIZANUR R. CHOUDHURY
NYS Assembly 24th District

SUKHJINDER SINGH NIJJAR
NYS Male Assembly District Leader Part B

RAVNIT KAUR
NYS Female Assembly District Leader Part B

CLEMENCIA FIGUEROA
NYS Female Assembly District Leader Part A

SAMIA BUTT
Female NYS State Committee

MD HASANUZZAMAN
Male NYS State Committee

DURUD MIAH
Judicial Delegate 24th District

SAIFUR R. KHAN
Judicial Delegate 24th District

MOHAMMED AKHTER
Judicial Delegate 24th District

RASHEDUL ALAM
Judicial Delegate 24th District

ANJAM SIDDIQUI
Judicial Delegate 24th District

STEVE BEHAR
Judicial Delegate 24th District

AMRITPAL SINGH
Judicial Delegate 24th District

FAFART MICHEL
Judicial Delegate 24th District

HARMANPREET SINGH
Judicial Delegate 24th District

BEBI HUSSAIN
Judicial Delegate 24th District

COMMON SENSE DEMOCRATS FOR NYS ASSEMBLY DISTRICT 24

VOTE
JUNE/28/2022

PAID FOR BY MIZAN FOR NY & JAPNEET SINGH FOR NY

Shahjalal®

শাহজালাল পরোটা

এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

PREMIUM FOODS USA INC.

50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377

Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439

www.premiumfoods.us

সিলেট এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ ইনক
SYLHET M.C. & GOVT. COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION OF USA INC.

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস

অগ্নিঝরা মার্চ

Date:
28th March 2022
Monday 7.30 pm
Place:
Joya Hall restaurant
63108 Woodhaven Blvd,
NY 11374

মহান স্বাধীনতার সুবর্ন-জয়ন্তী উদযাপনা

সুধী

আগামী ২৮শে মার্চ ২০২২, রোজ সোমবার, সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকায় Joya hall Restaurant 63-108 Woodheaven Blvd দ্বিতীয় তলায় সিলেট এম সি এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ ইনক্ এর উদ্যোগে মহান স্বাধীনতার সুবর্ন-জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে সিলেট এম সি এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ ইনক্ এর কার্যকরী কমিটির ও মাননীয় ট্রাষ্টি বোর্ডের সকল সদস্যবৃন্দ এবং কলেজদ্বয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

আমন্ত্রণে,

সফিক উদ্দীন চৌধুরী
সভাপতি
ফোন ঃ ৬৪৬-২৩৮-৪৮৮৫

মোহাম্মদ রেজাউল করিম রেজু
সাধারণ সম্পাদক
ফোন ঃ ৬৪৬-৭৩২-১২২৬

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ট্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্থ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পূর্ব পশ্চিমের কথা বলে।
শেকড়ের সাথে বন্ধন দৃঢ় করে এগিয়ে যাওয়ার নাম
প্রথম আলো। - শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা

President
Golam Rahman
Vice President
Rafik howlader

CellAXS

স্বাগতম মাহে রমজান

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে নবান্ন রেস্টুরেন্ট এর পক্ষ থেকে প্রবাসের সকল ভাই-বোনদের জানাই

রমজানুল মোবারক

সুলভে ঐতিহ্যবাহী ইফতারীর সুস্বাদু আয়োজন

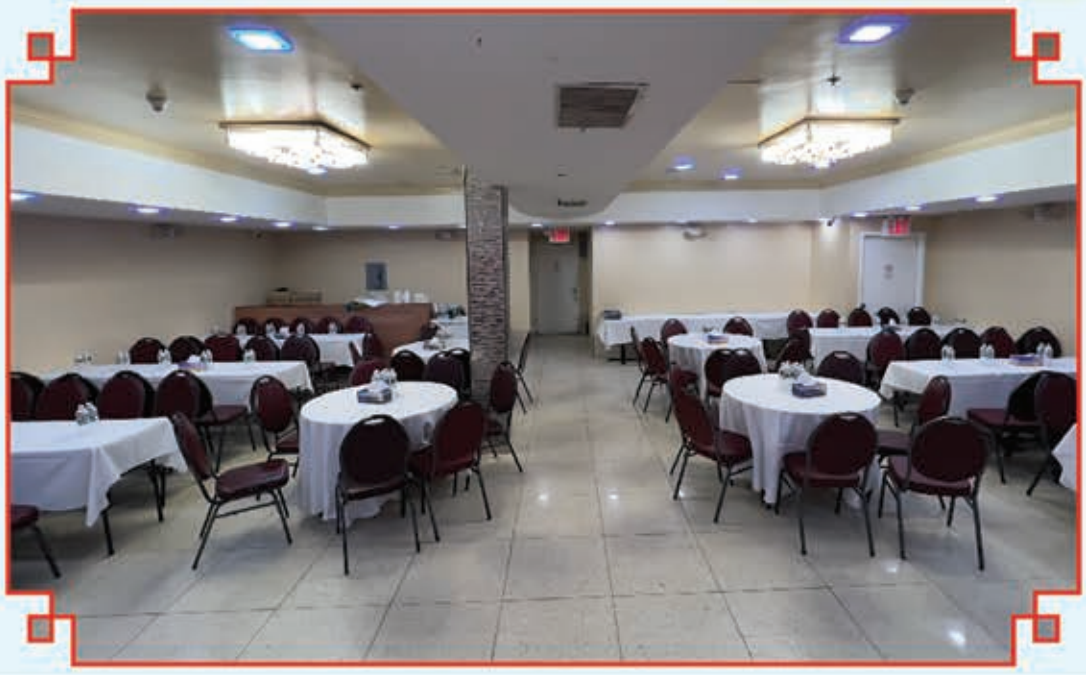

নবান্ন পার্টি সেন্টার বুকিং ও যেকোন ক্যাটারিং এর জন্য যোগাযোগ করুন ৯১৭ ৫৮০ ৬৫৬৫

NABANNO RESTAURANT & PARTY CENTER

Nabanno Restaurant & Party Center

37-22 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 718-734-6000, Cell: 917-580-6565 (Shimul)

www.nabannorestaurant.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।
শুধু একটা সংবাদপত্রই নয়। তারচেয়েও কিছু বেশি।
ক্রমাগত এগিয়ে যাক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।

শুভেচ্ছা নিরন্তর

লায়ন আহসান হাবীব
সভাপতি
নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব

PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC Department of Consumer Affairs NYCDCA Certified
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

জ্যাকসন হাইটস- এ
অভিজ্ঞ ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান
TAX
সুরমা এজেন্সি INC.
$40 থেকে শুরু
ব্যাক্তিগত ও বিজনেস
ট্যাক্স ফাইলিং
ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট
লাইসেন্স
পেরোল
অলাভজনক ব্যবসা শুরু করা
ট্যাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা
এই আর এস ও নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যার সমাধান
37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY-11372
+1 (631)805-1051

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

GLOBAL MULTI SERVICES INC.

Quick Refund **IRS Authorized Agent**

Tareq Hasan Khan
CEO

Our Services

- **TAX** (Federal & State)
- **IMMIGRATION**
- **CORPORATION**
- **BUSINESS SERVICES**
- **CONSULTING**

Open 7 Days
A Week

IRS e-file

37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

INTERNAL MEDICINE | ASTHMA DIABETES CENTER | CARDIOLOGY | PHYSICAL THERAPY | UROLOGY
GYNECOLOGY | PODIATRY | GASTRO-ENTEROLOGY | ORTHO-PEDICS | HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY	SATURDAY
8:30AM-8:00PM	8:30AM-6:00PM	9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

- শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
- শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
- হৃদরোগ
- শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
- মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
- নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
- পায়ের চিকিৎসা
- পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
- হাড়ের চিকিৎসা
- সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচিঃ

তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা

মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা

শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

মহান স্বাধীনতা দিবস

আলোচনা, কবিতা ও গানের অনুষ্ঠান

সময়: ২৫শে মার্চ শুক্রবার. বিকাল ৫ টা।
স্থান: মতিন রেস্টুরেন্ট, হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা।

Organized by : Belal Ahmed. Cell: 267-206-4162

Fulkoli Foundation USA

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বিনম্র ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখার,
জড়িয়ে ধরার নাম প্রথম আলো।
৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে, জানাই

শুভেচ্ছা

DR. TANIA M. SHEIKH
(BOARD CERTIFIED INTERNAL MEDICINE)

PROVIDING QUALITY HEALTHCARE TO ALL

WE SPEAK YOUR LANGUAGE
বাংলা Español हिन्दी اردو

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
DR. TANIA M. SHEIKH
ESPECIALIZADA EN MEDICINE INTERNA
OFFICE HOURS:
MONDAY TO SATURDAY (9am-8pm)
CALL: (718)487-3944

ATTENDING PHYSICIAN
FOR INTERNAL MEDICINE AT:
Montefiore EINSTEIN
Albert Einstein College of Medicine

103-02 93ROAD ST. OZONE PARK NY 11417

AFFILIATED DOCTOR AT: Long Island Jewish Medical Center

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

" প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পূর্ব পশ্চিমের কথা বলে। শেকড়ের সাথে বন্ধন দৃঢ় করে এগিয়ে যাওয়ার নাম প্রথম আলো।
অনগ্রসর জনপদে আলোর নিশানা দেয় প্রথম আলো।
নির্জনতার সময়েও প্রথম আলো অনেক বেশি কোলাহলের। অনেক বেশি উচ্ছ-লতার। "

বদরুল হোসেন খান

সাবেক সভাপতি,
জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা

বাসা ভাড়া

ওজন পার্ক এর কাছে জেরুম স্টিটে 75 প্রিসেন্ট এ, সি, ও 3 ট্রেন সংলগ্ন 2 বেডরুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, 2 বাথ রুম, কিচেন, ব্যাক ইয়ার্ড, ড্রাইভ ওয়েসহ পহেলা এপ্রিল থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-718-848-2631

বাসা ভাড়া

হিলসাইডের ও পারসন্স বুলোবার্ডের F ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে দুই বেডরুম লিভিংসহ (হিলকৃষ্ট হাই স্কুলের সামনে) বেইসমেন্ট এবং দ্বিতীয় তলায় এক বেডরুম আলাদা কিচেন বাথরুমসহ অতি সত্তর ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে একবেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-220-2037

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
Now Hiring Sales Persons
Free Training (Free course fees for selected people)
Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

OFFICE SUITS
FOR RENT
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্র ৭২ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিন্যুর কর্ণারে প্রফেশনাল অফিস সেন্টারে বিভিন্ন সাইজের পৃথক অফিস রুম ভাড়া দেয়া হবে।
Please Contact: 646-641-5348
Email: DgDesignNYC@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিশ্বস্ত নাম **আসিফ চৌধুরী**
লাইসেন্সড রিয়েলেটর
(ভিজিট্যাল কার্ডের জন্য ৮৫৩৭৭ নাম্বারে টেক্সট করুন)
যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪১- ৫৩০৮ (সেল)
অফিস: ৭১৮- ২৬২- ০২০৫
ফ্যাক্স: ৭১৮-২৬২- ০২৫৪
ইমেইল: ashif.choudhury@gmail.com
EXIT REALTY PRIME
১৮৯-১০ হিলসাইড আভিন্যু, সুইট: ই হলিস, এনওয়াই ১১৪২৩
www.EXITPrimeNY.com

PRIVATE TUTORING
GRADE 4 - 12
MATH & ELA
SHSAT
SAT
NY ST EXAM
NY ST REGENTS
→ EXPERT TUTOR :
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN
Sty V , Bronx Sci, Trinity ...
FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :
TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

Apartment For Rent

1 Large studio basement apartment for rent, 3734 Paulding Avenue Bronx near 2/5 train. Please call for details-718-809-8979

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৪-৬১ ১০৯ এভিনিউ। ৩ বেডরুম,১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন ২য় তলায়। ফোন: 646-255-0947

রুমমেট চাই

এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ইষ্ট নিউইয়র্ক ব্রুকলিন নতুন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347-575-1913

Basement for rent

2 bedroom 1bathroom for rent in 155 street & Sutphin Blvd. Rent $1250. Including wifi & bills.Next to Titash Grocery. No negotiation please. Contact: 929-261-2110

রুমমেট চাই

Jamaica 148 Street 88 Aveতে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টে ২ জন অধুমপায়ী নামাজী ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এখন সম্পূর্ণ খালি আছে। লোকেশন: তাজমহল রেস্টুরেন্ট/ কাওরান বাজার এর অপজিটে। এক ব্লকের মধ্যেই F Train. ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-553-4830

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের সামনে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ মা মেয়ে সাথের একজন ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

House for rent

1 Bedroom apartment in east Elmhurst 100th street & 25th Ave next to La-Guardia Airport. Phone: 9177457249

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলিজের ৯১ এভিনিউ এবং ২১৬ স্ট্রীটে ২ বেডরুম ও লিভিং একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-868-9679

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

Groom wanted

US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good education/career. Tel :202-386-5401

Help wanted

Salon/SPA workers $900-$1200 weekly Ayodhay Salon 37-43 76th St, Jackson Heights. 718-433-9616. www.ayodhany.com

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

অ্যাটিক ভাড়াঃ

ব্রংক্সের পার্ক চেষ্টার এলাকায় জেমেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র ২ ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন স্পেসসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ১ ব্লকের মধ্যে মসজিদ, বাংলাদেশী গ্রোসারি, স্কুল।
যোগাযোগ:
347-340-6474

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকটিক্যাল ডিপলমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk& DU, ডিভোসী পাএের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-14373247008

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

গ্রোসারী বিক্রয়

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় স্টারলিং এভিনিউ ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক এর একটি গ্রোসারী স্টোর বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৮-২৩০০ (৩.০০-৫.০০)

ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক

ব্র্যান্ড নিউ হাইব্রিড RAV4 এর জন্য ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারের প্রয়োজন.আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য কামাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন(917)602-8876

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইসের প্রানকেন্দ্রে সেলভেল ফোনের দোকানে সেলস পার্সন ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। কাজ জানা এবং ইংরেজী জানাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভাল বেতন আলোচনা সাপেক্ষে দেয়া হবে। 718-478-8100

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে কিচেন হেলপার, কাস্টমার সার্ভিস ও ক্লিনার পদে জরুরীভিত্তিতে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ-347-792-4704

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭–৪৪৫–৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং স্টোর বিক্রয়

জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত
একটি প্রিন্টিং স্টোর
সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় অতিসত্ত্বয়
বিক্রয় করা হবে
শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন
Ph: 201-884-0513

‘বসন্ত বাতাসে’ শিরোনামে পাঁচ নারীর বুটিক বন্ধু মেলা

বিশেষ প্রতিনিধি

পাঁচ নারীর বুটিক মেলা।

বসন্তের চমৎকার আবহাওয়ায় নিউইয়র্কের পাঁচ নারী উদ্যোক্তার বুটিক মেলা জমে উঠেছিল। মহামারি পেরুনো সময়ে শীতের জড়তাকে আড়মোড়া দিয়ে বুটিক মেলায় দেশজ পোশাকের জন্য ডল নেমেছিল জ্যামাইকায়। ২০ মার্চ রোববার পারসন ব্রুভার্ডের মতিন সুইটস এন্ড মাসালা রেস্টুরেন্টে বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ‘বসন্ত বাতাসে’ শিরোনামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এ বুটিক বন্ধু মেলা। আমেরিকার বাজারে দেশিয় পণ্য ও বিভিন্ন ধরনের জুয়েলারি পণ্য দিয়ে পাঁচ নারী উদ্যোক্তা সাজিয়েছেন তাঁদের প্রিয় স্টল। শাড়ি, ড্রেস, জুয়েলারি দেশজ শিল্প বিপুল সমারোহের পাশাপাশি ভোজনরসিকদের জন্য ছিল ঘরে তৈরি সুস্বাদু খাবার, পিঠা, বিভিন্ন ধরনের ভর্তা ও আচার। মেলায় দর্শনার্থীদের অংশগ্রহণ ছিলে চোখেপড়ার মতো। মেলায় দর্শনার্থীরা জানান, তারা তাদের পছন্দের জিনিস কিনতে পেরেছেন সহজেই, আর পণ্যের দাম ছিল তুলনামূলকভাবে কম। অনেকে নববর্ষ ও আসন্ন ঈদকে উপলক্ষ্যে তাদের শাড়ি ও জুয়েলারি কিনেছেন। মেলায় অংশগ্রহণকারী পাঁচ নারী উদ্যোক্তা হলেন এন.জে বুটিকের নুসরাত জাহান, ফ্যাশানিস্টির রুমি মোস্তফা, জিন্নাত ফ্যাশোনার জিন্নাত জামান, ফ্যাশন উইথ জাহিদার জাহিদা আলম এবং সিনড্রেলাস ড্রীম ক্লোজেটের আইরিন রহমান।

উদ্যোক্তারা জানান, কোভিডের সময় সবাই ঘরে বসে ছিলেন। বাইরে তেমন যেতে পারেনি অনেকেই। মহামারিতে কাবু হওয়া সময় পেরিয়ে এবছরে এটা তাদের প্রথম আয়োজন। পরবর্তীতে ভিন্ন সাজের মেলা আরও করবেন। তারা বলেন, দেশিয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য এধরনের মেলার আয়োজন করছেন।

গাড়ি ভাড়া

টয়োটা কেমব্রী 2013 টিএলসি কার (উবার, লিফট) সুলভ মূল্যে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ 917-370-6826

পাত্রী চাই

বাংগালী আমেরিকান সুদর্শন ধর্মভীরু অবিবাহিত ৩৯ সুপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য উত্তর আমেরিকান অবিবাহিত অর্নুদ্ধ ৩৫ সুশ্রী মার্জিত সুন্নী মুসলিম পাত্রীর পক্ষে যোগাযোগ করুন। ২০৩-২৫২-৭৪৫৮

বেইসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার E,F এবং LIRR সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেড রুমের বেইসমেন্ট, ছোট ফ্যামেলী বা দুইজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-718-690-6748

সাবলেট চাই

এডেলফি ইউনিভার্সিটি এবং লং আইল্যান্ড রেল রোড এর কাছে এক রুমে একটি সাবলেট চাই। আমি অডেল্ফিতে এমএস করছি। যোগাযোগ: ৩৪৭৭৬১৪৪৩৫

বাসা ভাড়া

৩২-৩০ ৮৪ স্ট্রীট ইস্ট এলমহার্স্টে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: ৬৪৬-৪০৬-৯৭৬৫

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট ৯৯ স্ট্রীট এস্টোরিয়া বুলেভার্ড এর সন্নিকটে নিরিবিলি পরিবেশে দুই রুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-361-7815, 347-704-0968

বেসমেন্ট ভাড়া

৯৪-২১ ২১৫ প্লেস, কুইন্স ভিলেজ বেসমেন্ট দুই বেডরুম, কিচেন ও বাথরুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৩৬-০২৬৮

বাসা ভাড়া

নর্দান বুলোভার্ড এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮০ স্ট্রীটে সম্পূর্ন রেনোভেটেট দুই বেডরুম কিচেন সাথে লিভিং রুম ফেব্রুয়ারী ১ তারিখ থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-580-9330

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইয়েড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু ‘রাস্তা’ খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LAW OFFICE

এসাইলাম, বিনিয়োগ ও বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড; স্টপ ডিপোর্টেশন;ক্রিমিনাল, ডিভোর্স,বাড়ীর ভায়োলেশন রিমোভ, রিয়েল এস্টেট,ট্যাক্স সমস্যার সমাধান, ফোরক্লোজার স্টপ ও হার্ড ক্যাশ লোন। এক্সিডেন্ট/পার্সোনাল ইনজ্যুরী।

Rafi : 917-432-7458

সাজুফতা সাহিত্য ক্লাব নিউইয়র্কের ফাগুন সন্ধ্যা। ছবি : সংগৃহীত

সাজুফতা সাহিত্য ক্লাবের ফাগুন সন্ধ্যা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের অন্যতম সাহিত্য সংগঠন সাজুফতা সাহিত্য ক্লাব নিউইয়র্ক বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপন করেছে ফাগুন সন্ধ্যা উৎসব। ১৩ মার্চ রোববার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসে বাংলাবাজারের নিরব পার্টি হলে সাজুফতা সাহিত্য ক্লাবের সভাপতি কবি জুলি রহমানের পরিচালনায় ভিন্ন আমেজের এ অনুষ্ঠানটি সাজানো হয় কাব্য, কথা, সুরসহ নানা আয়োজনে। কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রেজা আব্দুল্লাহর সঞ্চালনায় এ আয়োজনে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি ড. দলিলুর রহমান, জুলি রহমান, রওশন হাসান, ছন্দা বিনতে সুলতান, শেলী জামান খান, ভায়েলা সালিনা লিজা, শরীফুজ্জামান পল, রাজিয়া নাজমী, কামরুন নাহার রীতা প্রমুখ।

আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন এম এ সাদেক, মো. ইলিয়াস হোসেন, মায়া এঞ্জেলিকা, সাবিহা তারিন, রাইনা ও গহনা। বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুস শহীদ, মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌস নাজমী, মিলেনিয়াম টিভির কর্ণধার নূর মোহাম্মদ, ইউএসএনিউজঅনলাইন.কমের সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, ফটোগ্রাফার এম বি তুষার এবং কবি ড. দলিলুর রহমান।

সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী নাসরীন চৌধুরী, সুরকার গীতিকার আশীষ দেব রায়। নৃত্যে ছিলেন ড. নীলা জেরীন ও নতুন প্রজন্মের মায়া এঞ্জেলিকা। মনোজ্ঞ এই ফাগুন সন্ধ্যায় ছোটদের আবৃত্তি, ফাগুনের সাজসজ্জা ছাড়াও ছিল পিঠা প্রতিযোগিতা। ফাগুন সাজে সবাই ছিলেন অপরূপা। তবে দর্শকদের বিচারে প্রথম ঘোষিত হয় মাকসুদা আহমদ, দ্বিতীয় মেহের চৌধুরী, তৃতীয় কামরুন নাহার রীতা। ফাগুন পিঠায় প্রথম দুধকুলি ফিরোজা রিংকু। দ্বিতীয় বিবিখানা মাকসুদা এবং তৃতীয় শিল্পী নাসরীন চৌধুরী।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেলস ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile SIMPLE h2o UNLIMITED T-Mobile univision mobile Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ল' অফিস অব এটর্নি মোঃ গোলাম মোস্তফা
Our Services
Personal Injury & Workers Compensation (Recovery over 3 million dollar)
Car Accidents
Medical Mal Practice
Accident in Construction
Lead Poisoning
Slip and Fall
Dental Mal Practice
Immigration all kinds &
Green Card via employment & Investments
Real Estate & Business Closings
Non payment or no over time payment
Will, Trust and Estate Planning
Bankruptcy, Landlord-Tenant
Family Matter-Divorce
All Civil Matters
"Prior results do not guarantee a similar outcome"
New York State Attorney
M. Mostofa, Esq
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
Queens: 146-10 Hillside Ave, 2nd Fl. Jamaica, NY 11432
Long Island : 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576
Ph# 917-285-6247
E-mail: abmostofa1@gmail.com
বাড়ি বিক্রয়ের সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাথী
সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রীর নিশ্চয়তা - দীর্ঘ বকেয়া মর্টগেজ / ফ্যাক্টোরার মামলার বাড়ী বিক্রয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ
Attorney Realty Inc.
Regulated by Experienced Real Estate Attorney
REAL ESTATE SALESPERSONS
MOSHARRAF HOSSAIN Cell: 347-307-1406
ADVOCATE MD NURUZZAMAN Cell: 347-469-9268
ADVOCATE MOHAMMAD HASHIM Cell: 646-552-2748

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
DR. SADI ALAM, DPM
আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।

মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল
কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.
Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

আপনাদের প্রথম আলো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্দেশ, নৈতিকতা ধারণ করার চেষ্টা করেছি, করছি। ২০১৯ সালে সম্পাদক মতিউর রহমান নিউইয়র্কে উপস্থিত হয়ে আমাদের এ কাজে প্রেরণা দিয়ে গেছেন। তাঁর কারণেই প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা নিউইয়র্কে তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে যাবে।

প্রথম আলো ঢাকা অফিস থেকে এসে সহকর্মীরা নিউইয়র্কে ছুটে এসেছেন বিভিন্ন সময়। তাঁদের মধ্যে আনিসুল হক, জসীম উদ্দিন, মোমেনুর রশীদ সিদ্দিকী, পলাশরঞ্জন ভৌমিক, সেলিম খানসহ সবার সহযোগিতা ও নির্দেশনা আমাদের পথ চলার পাথেয় হয়ে থাকবে। তাঁদের সঙ্গে আজকের এ শুভক্ষণে স্মরণ করছি তাঁদের যাঁরা শুরু থেকে শুধু কর্মী হিসেবে নয়, স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে; নিজেকে উজাড় করে দিয়ে প্রথম আলোকে নিউইয়র্কে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা, অপার ভালোবাসা। মহামারির কঠিন বাস্তবতায় বহু প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সার্বক্ষণিক চালু ছিল। ছাপা ও অনলাইনে এই মহাদুর্যোগের কথা তুলে ধরেছে, পাশে থেকেছে সর্বতোভাবে।

এ কথা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, গত পাঁচ বছরে আমরা প্রবাসী জনসমাজের সহযোগিতা পেয়েছি। কেউ ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়ে, কেউ বিজ্ঞাপন দিয়ে, কেউ লিখে, কেউ প্রচার করে—এভাবে যে যেমন করে পেরেছেন আমাদের পাশে থেকেছেন। তাঁদের সবার প্রতি আমাদের অপার কৃতজ্ঞতা।

২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে নানাবিধ বাস্তবতায় প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যবস্থাপনায় উত্তর আমেরিকা সংস্করণ বন্ধ করার উদ্যোগ নেন। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ, একেবারে বন্ধ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে স্থানীয় ব্যবস্থাপনার ওপর ভরসা রেখে এই প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে তাঁরা সম্মত হন। প্রথম আলো কর্তৃপক্ষের এ উদার সিদ্ধান্তের কারণে কার্যত তেমন কোনো পরিবর্তন ছাড়াই আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সংস্করণ প্রবাসে বাংলা সাংবাদিকতার চর্চা করেছে নিষ্ঠার সঙ্গে। একটি পরিচ্ছন্ন, দলনিরপেক্ষ পত্রিকা হিসেবে পাঠকের মন জয় করেছে। এ পত্রিকার সঙ্গে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত একদল লেখক ও সংবাদপত্রকর্মী আন্তরিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের উৎসাহ ও সমর্থনে মহামারির বিপন্ন সময়েও পত্রিকাটি প্রকাশনা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় প্রবাসীদের কাছে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য এ কাজটি অব্যাহত রাখা বেশ কঠিন হলেও, তা করা সম্ভব হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর প্রথম ধাক্কায় নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। তথ্য সমন্বয় করাসহ সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য-সহযোগিতার খবর পৌঁছে দেওয়া, মহামারির কঠিন সময়ে সামনের সারির কর্মী ও নাগরিকদের কথা তুলে ধরেছে। বিপন্ন সময়ের সেই সব ঘটনাকে আবার মলাটবন্দী করে বই প্রকাশিত হয়েছে, যা সময়ের দলিল হিসেবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সাক্ষ্য দেবে। মহামারির সময়ে আমেরিকার বহুজাতিক জনসমাজের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে যোগ দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার কর্মীদের। সবাই জানে, আমেরিকার বিখ্যাত জাতীয় সংবাদমাধ্যম এনপিআর কোনো বিজ্ঞাপন ছাড়াই ভালো সাংবাদিকতার জন্য সাধারণ মানুষের সমর্থনে ও আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হয়।

একই উদাহরণ ব্রিটেনের ২০০ বছরের পুরোনো ও প্রভাবশালী দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান। সাধারণ মানুষ তথা পাঠকের সমর্থনে তারা নীতি ও মান বজায় রেখে সৎ সাংবাদিকতা করে যাচ্ছে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকায় শুধু যে একটি বাংলাভাষী সংবাদমাধ্যম হিসেবে কাজ করে তা নয়। নানা সামাজিক কর্মসূচিও পরিচালনা করছে। একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র আমেরিকান প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা এখন পরিচালিত হচ্ছে এবং একে সংবাদমাধ্যমের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে আরও বিস্তৃত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, এটি প্রকৃত সময়, বৃহত্তর সমাজের পাশে দাঁড়ানোর, তাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করার, যেকোনো বিপদ থেকে রক্ষার।

শুরু থেকেই কেবল একটি সংবাদপত্র হিসেবে নয়, জনসমাজের জন্য বড় কিছু করার চিন্তা ছিল, প্রয়াস ছিল প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার। গত পাঁচ বছরে এসব কাজ করার জন্য একটি কর্মীবাহিনী গঠনে আমরা সক্ষম হয়েছি। এই বাস্তবতাকে আমরা এখন ভিন্নমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস নিয়েছি। পত্রিকা প্রকাশনা পাশাপাশি একটি অলাভজনক সংস্থার মাধ্যমে প্রথম আলো জনসমাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে পাশে দাঁড়াবে।

নতুন অভিবাসীদের তথ্য দেওয়া, পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানো, কমিউনিটির মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়ান, দেশজ সাহিত্য সংস্কৃতি রক্ষা ও এগিয়ে নেওয়া, অভিবাসন আইন, নাগরিকত্ব, ভোটার রেজিস্ট্রেশন, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, জলবায়ু, মানসিক সমস্যা, নাগরিক অধিকার, নাগরিক দায়িত্ব, মাদকাসক্তিসহ নানা বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা যাতে বৃহত্তর আমেরিকান সমাজে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অঙ্গীভূত হতে পারে সে জন্য কাজ করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান। সব মিলিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা নাগরিক সমাজের একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে চলেছে।

কৃষ্ণাঙ্গ, স্প্যানিশ, ইহুদি, চীনা ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের জনসমাজভিত্তিক অনেক সংবাদমাধ্যমকে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে। আমেরিকায় বাংলাদেশি জনসমাজও ক্রমে একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াচ্ছে। আত্মপরিচয় ও উদ্যমের জন্য বাংলাদেশিরা আমেরিকাসহ সারাবিশ্বের কাছে এরই মধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিকভাবে "প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবার" নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছে। একদল অগ্রসর মানুষ এ পরিবারের সদস্য হয়েছেন নিজেদের উদ্যোগ, সমর্থন ও ভালোবাসায়। আমরা এ যাত্রাকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যেতে যাই। সে জন্য আপনার সমর্থন আমাদের প্রয়োজন। আপনার সাহায্য, সহযোগিতা, সমর্থন, ভালোবাসা আমাদের এই এগিয়ে চলাকে আরও বেগবান করবে। আমরা ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে প্রথম আলো ফাউন্ডেশন নামে একটি অলাভজনক সংস্থার ঘোষণা দিচ্ছি। নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত অগ্রসর জনসমাজকে এর সঙ্গে জড়িত করার কাজ চলছে। আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, আপনার বাড়িয়ে দেওয়া হাত, ছোট্ট একটা সহযোগিতাকে সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা অনেক বড় অর্জনের দিকে নিয়ে যেতে পারব। আপনাদের অবারিত সহযোগিতা ও সমর্থনের প্রত্যাশায় আমরা এরইমধ্যে বলতে শুরু করেছি,—PROTHOMALO is not just a media for the community, it is of the community, by the community, for the community"! আমাদের এই প্রয়াসে আপনারাও বিরামহীন যাত্রাসঙ্গী।

সবার মঙ্গল হোক। ধন্যবাদ।

ইব্রাহীম চৌধুরী, সম্পাদক।

সুখী দেশের তালিকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা হয়। অ্যানালেটিক রিসার্চ গ্যালাপ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তারা এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এবারে দশমবারের মতো হ্যাপিনেস রিপোর্ট প্রকাশিত হলো।

ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টে, বিশ্বের সবচেয়ে অসুখী দেশ হলো আফগানিস্তান। এরপরই রয়েছে লেবাননের অবস্থান। সুখী দেশের তালিকায় সার্বিয়া, বুলগেরিয়া এবং রোমানিয়ার উন্নতি হলেও লেবানন, ভেনেজুয়েলা এবং আফগানিস্তানের বড় পতন হয়েছে।

অর্থনৈতিক সংকটে ভোগা লেবানন ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ১৪৭ দেশের মধ্যে ১৪৬ নম্বরে রয়েছে। আর এ তালিকার তলানিতে রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান। তালেবান ক্ষমতায় আসার পর দেশটিতে মানবিক সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, এই শীতে সহায়তা না পেলে পাঁচ বছরের কম ১০ লাখ শিশু আফগানিস্তানে মারা যেতে পারে। এবারের সুখী দেশের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে উত্তর ইউরোপের দেশগুলো। তালিকায় ফিনল্যান্ডের পরই আছে ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডস। এই তালিকায় তিন ধাপ এগিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির অবস্থান এখন ১৬। আর যুক্তরাজ্যের অবস্থান ১৫। ফ্রান্সের অবস্থান সুখী দেশের তালিকায় ২০। বাংলাদেশ আছে তালিকার ৯৪ নম্বরে। সে হিসেবে বাংলাদেশ র‍্যাংকিংয়ে সাত ধাপ এগিয়েছে। এদিকে প্রতিবেশী দেশ ভারতের অবস্থান ১৩৬ এবং পাকিস্তান ১২১।

প্রতিবেদনটির সহ-লেখক জেফরি শ্যাস বলেন, বছরের পর বছর ধরে ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টের শিক্ষা হলো সামাজিক সমর্থন, একে অপরের প্রতি উদারতা এবং সরকারে সততার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে বিশ্ব নেতাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

সাইবার যুদ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চাপ রাশিয়ার দীর্ঘ সময় ধরে বহন করা সম্ভব নয় বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। প্রতিশোধপরায়ন ভ্লাদিমির পুতিন যেকোনো মুহূর্তে সাইবার হামলা চালাবেন, এ আশঙ্কায় প্রস্তুত ওয়াশিংটন। এর আগেও রাশিয়া আমেরিকায় পরীক্ষামূলক সাইবার হামলা চালিয়েছে বলে মার্কিন পক্ষ অভিযোগ করেছে। যদিও এমন হামলার কথা রাশিয়ার পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হচ্ছিল। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশনি সংকেত জোরালো। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কী অস্ত্র ব্যবহার হবে, তা বিজ্ঞানীরাই বলে গেছেন।

পারমানবিক হামলা করতে সক্ষম পক্ষসমূহ এরইমধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে গেছে। পুরো সভ্যতা বিলীন করে দেয়ার অস্ত্র তাদের হাতে। এর আগেই সব তছনছ করে দিতে পারে সাইবার হামলা, পাল্টাহামলা। এ হামলা নিয়েই এখন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর উদ্বেগ-আশঙ্কার কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

টরেন্টো নিয়ে বিমান টালমাটাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শত শত টন। বিমান সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঢাকা-টরেন্টো-ঢাকা রুটে ফ্লাইট আসা-যাওয়া করাতে প্রায় ২০০ টন জেট ফুয়েল প্রয়োজন হতে পারে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার মূল্য প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

পাইলটের ভাষায় 'পরীক্ষামূলক ফ্লাইট': 'পরীক্ষামূলক ফ্লাইট' সম্পর্কে কথা হয় বিমানের সাবেক ও বর্তমান একাধিক পাইলটের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে ঢাকা-নিউইয়র্ক-ঢাকা রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করেছেন এমন কয়েকজন বিমানের সাবেক পাইলটও রয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই পাইলটেরা পরীক্ষামূলক ফ্লাইট সম্পর্কে ধারণা দেন। তবে 'পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ফ্লাইটে' তকমাটি তাঁদের অবাকেই করেছে।

বিমানের এক সাবেক পাইলট জানান, কোনো রুটে প্রথম বারের মতো ফ্লাইট চালুর আগে প্রুভ ইন ফ্লাইট চালানো হয়। তবে নতুন রুটের কাছাকাছি কোনো রুটে ফ্লাইট আগে থেকে চালু থাকলে সেখানে নতুন করে পরীক্ষামূলক বা প্রুভ ইন ফ্লাইটের প্রয়োজন পড়ে না। তবে টরোন্টোর মতো রুটে ফ্লাইটকে ক্রিটিক্যাল ফ্লাইট হিসেবে গণ্য করা হয়। একইভাবে নেপালের কাঠমান্ডু ফ্লাইটটি ক্রিটিক্যাল ফ্লাইট। কারণ টরেন্টো বা আশপাশের অঞ্চলে ফ্লাইট চালাতে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের এপাড় থেকে অপরপাড়ে যেতে কমপক্ষে ৫ ঘণ্টা সময় চলে যায়। বিশ্বের বড় বড় ব্যস্ত বিমানবন্দর দুই পাড়ে থাকায় ফ্লাইটও চলাচল করে হাজার হাজার। পাইলটদের ভাষায় 'এয়ার ট্রাফিক' বা বিমানজট থাকে ২৪ ঘণ্টা। এরসঙ্গে আবার তাপমাত্রা, মহাসাগরের ওপর বাতাসের গতিপথ বার বার পরিবর্তনের বিষয়গুলোও রয়েছে। এজন্য প্রতিদিনই আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার জন্য রুট পরিবর্তন করা হয়। ১২ থেকে ১৪টি আলাদা রুটে এই অঞ্চলে ফ্লাইট চলাচল করে। একটি রুট থেকে আরেকটি রুটের দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোমিটার। একই রুটে একাধিক ফ্লাইট থাকলেও এয়ারক্রাফটের দূরত্ব থাকে কমপক্ষে ১০০০ মিটার। এছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠের ২৭০০০ থেকে ৪২০০০ ফুট ওপর দিয়ে এয়ারক্রাফটগুলো চলাচল করে। এটি অবশ্য বাতাসের গতিপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। তবে পরীক্ষামূলক ফ্লাইটের আগে ওই বিমানসংস্থার সেরা ও অভিজ্ঞ পাইলটদের বেছে নেয়া হয়। ক্রিটিক্যাল রুটে ফ্লাইট হলে বিশেষ প্রশিক্ষণ করানো হয়। এরই অংশ হিসেবে ওই পাইলটকে অন্য কোনো বিমানসংস্থার সংশ্লিষ্ট রুটের ফ্লাইটে যেতে হয়। ওই ফ্লাইটের ককপিটে যেতে হয়। হিমালয় পর্বতমালার কারণে নেপালের কাঠমান্ডু ফ্লাইটের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়। তবে 'পরীক্ষামূলক ফ্লাইটে' ভিভিআইপি থাকার বিষয়টি অবাক করেছে পাইলটদের।

জ্বালানি খরচ : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের দীর্ঘ রুটে ফ্লাইট ছিল ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে। ডিসি-১০ এয়ারক্রাফট দিয়ে এই রুটে বিমানের ফ্লাইট চলত। তুলনামূলক জ্বালানি বেশি প্রয়োজন হতো ডিসি-১০ এয়ারক্রাফটে। তবে জ্বালনি খরচ, অব্যবস্থাপনাসহ নানা কারণে লোকসানের মুখে ২০০৬ সালে ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে থাকা বিমানের এক সাবেক পাইলট সিটি নিউজ ঢাকাকে বলেন, ডিসি-১০ উড়োজাহাজে প্রচুর জ্বালানি লাগত। তখন ঢাকা-দিল্লি-ব্রাসেলস হয়ে নিউইয়র্কে যেতে হতো। তবে বর্তমানে বিমান ড্রিমলাইনার দিয়ে টরেন্টোতে ফ্লাইট চালাবে। এধরনের এয়ারক্রাফট বেশ জ্বালানি সাশ্রয়ী।

বিমানের ড্রিমলাইনারের এক পাইলট জানান, বিমানের বর্তমানের দীর্ঘ রুট হলো ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা এবং ঢাকা-ম্যানচেস্টার-ঢাকা। এই রুটে ঢাকা থেকে শুধু যেতে সময় লাগে প্রায় ১২ ঘণ্টা। জেট ফুয়েলের প্রয়োজন হয় ৬০ টন। ঢাকা-লন্ডন রুটে যাতায়াতে ১২০ টনের মতো জেট ফুয়েলের দরকার হয়। তবে বাতাসের গতির ওপর এয়ারক্রাফটের গতিও কমবেশি করতে হয়।

ওই পাইলট বলেন, ঢাকা থেকে টরেন্টো যেতে ১৮ ঘণ্টা টানা চলতে হবে। লন্ডনের হিসেব করে তুলনা করলে প্রায় ১০০ টন জেট খরচ করে টরেন্টো যেতে হবে। আবার ফিরতি পথে আরও ১০০টন জেট ফুয়েল ভরতে হবে। সব মিলিয়ে ২০০টন জেট ফুয়েল প্রয়োজন হবে ঢাকা-টরেন্টো-ঢাকা রুটে একবার ফ্লাইট চালাতে। জ্বালানি বেশি ভরলে এয়ারক্রাফটও হাল্কা রাখতে হবে। এজন্য যাত্রী ধারণক্ষমতার কম রাখতে হবে। অথবা কার্গো পণ্য কম নিতে হবে।

এদিকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২৩ মার্চ বুধবার আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য প্রতিলিটার জেট ফুয়েলের দাম ৯৫ মার্কিন সেন্ট বা ৯২ টাকা। সেই হিসেবে ঢাকা-টরেন্টো-ঢাকা রুটে একবার আসা-যাওয়ায় ২০০ টন জেট ফুয়েলের দাম হবে ১ কোটি ৬৪ লাখ টাকা।

বিশেষজ্ঞদের কাছে অচেনা 'পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ফ্লাইট': 'পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ফ্লাইট' অ্যাভিয়েশন বিশেষজ্ঞদের কাছে অচেনা। তাঁরা জানান, বাংলাদেশে বহু নামিদামি বিমানসংস্থার ফ্লাইট চলাচল করে। তারা কখনও ঢাকায় 'পরীক্ষামূলক ফ্লাইট' বা 'পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ফ্লাইট' চালায়নি।

অ্যাভিয়েশন বিশেষজ্ঞ আশীষ চৌধুরী বলেন, 'বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোর সঙ্গে আমার কাজ করতে হয়। আমি ৩০-৪০ বছর ধরে এদের সঙ্গে কাজ করছি কখনও পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ফ্লাইটের কথা শুনিনি। আর পাইলটেরা তো টেনিং করেই এসেছেন। কোন রুটে কীভাবে এয়ারক্রাফট চালাতে হবে সেই ট্রেনিং বা স্পেশাল ট্রেনিং তো তাঁদের রয়েছেই। প্রতি বছর তাঁদের নতুন করে ট্রেনিং নিতে হয়, পারফরমেন্স টেস্ট দিতে হয়। টরেন্টোতে জিএসএ নিয়োগ দিতে পারেনি। সেলস সেন্টার নেই সেখানে। এর মধ্যে পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ফ্লাইট!'

অ্যাভিয়েশন বিশেষজ্ঞ কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেন, ৯০ এর দশকে কাতার এয়ারওয়েজে বাংলাদেশে সরাসরি ফ্লাইট চালু করে। বাণিজ্যিক ফ্লাইটের আগে তারা ঢাকায় কোনো পরীক্ষামূলক ফ্লাইট চালায়নি। তাদের উদ্বোধনী ফ্লাইট ছিল বাণিজ্যিক। যাত্রীও ছিল সাধারণ। কোনো ভিভিআইপি ছিল না। সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল কাতার এয়ারওয়েজের তখনকার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল বাকের ছিলেন একজন পাইলট। তিনি নিজেই ঢাকায় কাতার এয়ারওয়েজের উদ্বোধনী ফ্লাইট চালিয়ে এসেছিলেন।

তিনি বলেন, '৯০-এর দশকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের সুপারসনিক এয়ারক্রাফট কনকর্ড ঢাকায় একটি প্রমোশনাল ফ্লাইট নিয়ে এসেছিল। ওই ফ্লাইটে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের মার্কেটিং টিম ও কর্নকর্ডের টেকনিক্যাল টিমের সদস্যরা এসেছিলেন। আমাদের টরেন্টোর উদ্বোধনী ফ্লাইটে হয়ত কিছু ভিভিআইপিরা যেতে পারতেন। সেই উদ্বোধনী ফ্লাইট তো শুনছি আরও তিন মাস পর চালু হবে।'

টরেন্টো ফ্লাইট নিয়ে দৌড়ঝাঁপ বিমানে: টরেন্টো ফ্লাইট নিয়ে বিমানে কার আগে কে যাবেন এক নিয়ে দেনদরবার চলছে। ২৯৮ যাত্রী ধারণক্ষমতার বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার যাবে টরেন্টো ফ্লাইটে। বিমান কর্তৃপক্ষ বলছে, ওই ফ্লাইটে টরন্টো যাবেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, সচিব, দুজন সাংসদ, বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ (এমডি) বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা। জানা গেছে, পাইলট, কেবিন ক্রুসহ ২০ জন থাকবেন। এছাড়া ভিভিআইপিসহ আরও ২০জন। সবমিলিয়ে ৪০ জন। তবে ভিভিআইপিদের তালিকা ঠিকঠাক হলেও পাইলট, ক্রু হিসেবে কারা টরেন্টো যাবেন সেটিই এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি বিমান কর্তৃপক্ষ। কারণ পাইলট, কেবিন ক্রুদের মধ্যেও টরেন্টো যাওয়া নিয়ে রশি টানাটানি চলছে। ফ্লাইট পরিচালনা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, টরেন্টো ফ্লাইটের পাইলটের তালিকা বার বার অদল-বদল চলছে। ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান অ্যাভিয়েশন সেইফটি এজেন্সির (ইয়াসা) নিয়ম অনুসরণ করে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। সেই অনুযায়ী, ১৮ ঘণ্টা বা তার বেশি সময়ের ফ্লাইটকে আল্ট্রা ফ্লাইট বলা হয়। এধরনের ফ্লাইটে ৫ থেকে ৬ জন পাইলট থাকতে হবে। এছাড়া কেবিন ক্রু বা ফ্লাইট স্টুয়ার্ট থাকবেন আরও ১৫ থেকে ১৬ জন। এদের সবাইকে ভিসা নিয়ে কানাডায়ে যেতে হবে। ৪০ জন বা এর বেশি টরেন্টো গেলে দুদিন বা ৪৮ ঘণ্টা থাকতে হবে। আর খরচ প্রায় ৮ কোটি টাকা। বিনা পয়সায় টরেন্টো যাওয়ার এই সুযোগ কেউ-ই হাতছাড়া করতে চাইছেন না। সব মিলিয়ে বিমানে চলছে টরেন্টো ফ্লাইটের দৌড়ঝাঁপ। অথচ ১১ জুন থেকে বাণিজ্যিকভাবে সাধারণ যাত্রী নিয়ে টরেন্টো ফ্লাইট চালুর কথা বলছে বিমান। অনেকে বলছেন, টরেন্টোর দৌড়ঝাঁপ আবারও আসবে তিন মাস পর।

বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল সাফল্যের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিণত হবে। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা।

২০ মার্চ নিউজার্সির প্লেন্সবোর টাউনশিপের কাউনসিলম্যান ড. নুরুন নবীর উদ্যোগে নিউজার্সি বাংলাদেশি আমেরিকান সম্প্রদায়ের পক্ষে ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর বব মেনেনডেজকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। স্বাগত বক্তব্যে ড. নবী সিনেটর মেনেনডেজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সাফল্য উল্লেখ করে বাংলাদেশ-আমেরিকার বর্তমান সুসম্পর্কে তাঁর অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। এ সময় সিনেটর মেনেনডেজ বলেন, বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে তারা আমেরিকার নিরাপত্তার চমৎকার অংশীদার। বিশেষ করে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে। তারা আমাদের কাউনটার টেরোরিজমের একটি মিত্র দেশ। আমি এ জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করি।

বাংলদেশের গার্মেন্টস শিল্পের প্রশংসা করে সিনেটর বলেন, আমেরিকা এবং বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের গার্মেন্টিস একটি উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্য। তিনি বলেন, পৃথিবীর ১৮ কোটি জনসংখ্যার এই দেশটির সামনে রয়েছে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা।

সিনেটর মেনেনডেজ আমেরিকা-বাংলাদেশের সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে তিনি কাজ করবেন। অনুষ্ঠানে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও বাংলাদেশি আমেরিকান সম্প্রদায়ের

মুখে কুলুপ লেই র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ কে আব্দুল মোমেন ২৩ মার্চ বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন।

শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া পঞ্চম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলমসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনার বিষয়ে প্রশ্ন করলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ১০ ডিসেম্বরের পর মার্কিনদের সঙ্গে যেকোনো আলোচনায় র‍্যাবের বিষয়টি এসেছে। আর মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড সম্প্রতি ঢাকা সফরে এসে বলেছেন, গত তিন মাসে র‍্যাবের কারণে কোনো মৃত্যু হয়নি। এতে তিনি অত্যন্ত খুশি।

গত বছর ১০ ডিসেম্বর নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিক, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর দমন, নিপীড়ন ও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে তিন দেশের ১৫ সরকারি কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় (ওএফএসি)। এর মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) বর্তমান ও সাবেক ছয় কর্মকর্তা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথক এক ঘোষণায় র‍্যাবের আরও এক কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই সিদ্ধান্ত আসার পর থেকে সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে চেষ্টা চলছে। কিন্তু এখনো কোনো ফল হয়নি। গতকাল পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট, এই প্রত্যাহার খুব একটা সহজ নয়।

অংশীদারত্ব বৈঠকে আলোচনা নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা মার্কিনিদের জানিয়েছি যে আমরা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছি। এই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলো বাংলাদেশের ব্যবস্থার মধ্যে ছিল। কিন্তু অনেক সময়ে এগুলো ঠিকমতো কার্যকর হয়নি। এগুলো যাতে ঠিকমতো কার্যকর হয় তার ব্যবস্থা নিয়েছি।

অভিষেক অনুষ্ঠান **মহামারির সময় পেরিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আজ ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করেছে। এর আগে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কংগ্রেসউওম্যান গ্রেস মেং কথা বলছেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে।** ছবি: এম বি তুষার

নিউইয়র্কের সব উদ্যান সবুজায়ন হবে

রোকেয়া দীপা

জ্যাকসন হাইটস থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষনান নিউইয়র্ক নগরের পার্ক উন্নয়নে পাঁচ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। এ পরিকল্পনার মাধ্যেম পুরো নিউইয়র্ক নগরের সব উদ্যান আরও সবুজায়ন করা হবে। ওয়াটার পুল বৃদ্ধি করা হবে। পার্কে নাগরিকদের বিনোদন ও খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

নগর আইনসভার পার্কস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে শেখর কৃষনান ১৪ মার্চ সোমবার জ্যাকসন হাইটেসের কাছে করোনা পার্কে দাঁড়িয়ে নগরের উদ্যান নিয়ে নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষনান বলেন, মহামারি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে মুক্ত উদ্যান ও পরিবেশ জনস্বাস্থ্যের জন্য কতটা জরুরি। তিনি বলেন, জরুরিভিত্তিতে উন্মুক্ত উদ্যানের বিনিয়োগ করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে আরও বেশি সবুজ এলাকা। উদ্যানগুলোকে উন্নয়ন করে নিউইয়র্কের জনগণের জন্য উদ্যান সুবিধা অবারিত করতে হবে বলে তিনি বলেছেন। ` শেখর কৃষনান নগর উদ্যান উন্নয়নের জন্য এ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক। ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ লাখ নতুন বৃক্ষ রোপণ করা হবে। উদ্যানভিত্তিক খেলাধুলার সুবিধা সব এলাকার জন্য নিশ্চিত করা হবে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে।

> কুইনস বোরো প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ধনোবান বলেছেন, উদ্যান নিয়ে কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষনানের উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা নাগরিকদের জন্য অধিকতর সুবিধা প্রদান করবে।

কুইনস বোরো প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ধনোবান বলেছেন, উদ্যান নিয়ে কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষনানের উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা নাগরিকদের জন্য অধিকতর সুবিধা প্রদান করবে। এ কাজে বিনিয়োগ করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পাশে থাকবেন তিনি। গত মাসে ঘোষিত মেয়র এরিখ অ্যাডামসের প্রাথমিক বাজেটে এবছরের জন্য নিউইয়র্ক নগরের উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ৪৯৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নগরের মোট বাজেটের প্রায় ৫ শতাংশ।

কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষনানের উদ্যান পরিকল্পনার অন্যান্য নগর আইনপ্রণেতার ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছেন। অপ কাউন্সিলম্যান রোবার্ট হোল্ডেন বলেছেন, আমাদের নগরের উদ্যানগুলোকে দীর্ঘদিন থেকে অবহেলা করা হচ্ছে। অধিক বরাদ্দ নিশ্চিত করে উদ্যানগুলোর উন্নয়ন নগরবাসীর জন্য জরুরি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিন

ট্রাম্প বলেছেন, এই পুতিন সেই পুতিন নয়

রহমান মাহবুব

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন তিনি যে ভ্লাদিমির পুতিনকে জানতেন, সেই পুতিন বদলে গেছেন। নিজে ক্ষমতায় থাকার সময় রাশিয়ার নেতা পুতিনের সাথে বেশ দহরম মহরমই ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের। পুরোনো বন্ধুকে এখন বেশ অচেনাই লাগছে।

২১ মার্চ ফক্স নিউজের সাথে কথা বলছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়ে ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে কিনা। উত্তরে ট্রাম্প বলেন, তিনি যে পুতিনকে জানতেন, এখন দেখছেন ভিন্ন মানুষ। পুতিন তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন বলেই সেসময় ট্রাম্প তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে দেখতেন। এখন বদলে যাওয়া পুরোনো বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা অবিচল আছে কিনা, তার সরাসরি কোনো উত্তর দেননি ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেন, নিজের দেশকে ভালোবাসা থেকেই আরেকজন রাষ্ট্রনেতা তাঁর দেশকে ভালোভাসে দেখে পুতিনকে ভালোবাসতেন, এখন পুতিন একেবারেই বলে গেছেন।

ইতিবাচক ভাবনায় অনড় থাকুন

উত্তর আমেরিকা অফিস

কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি, ইউএসএ'র জ্যামাইকাস্থ কার্যালয়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক সাদাকায়ন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় গত ১৯ মার্চ শনিবার। নিউইয়র্ক সময় সকাল ১০টায় বিশেষ মেডিটেশন "সুস্থতা, সাফল্য, দীর্ঘজীবন" দিয়ে প্রোগ্রামটি শুরু হয়। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির দায়িত্বশীল, এমদাদ উল্লাহ ভূঁইয়া। বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় আলোচক ছিলেন রকিবুর রহমান। আলোচনার বিষয় ছিল "ইতিবাচক ভাবনায় অনড় থাকুন।"

আলোচনার শুরুতে আলোচক বলেন, ভাবনাই বাস্তবতা তৈরি করে। সমস্ত বাস্তবতার জননী হচ্ছে ভাবনা। যখন আপনি ভাববেন ভালো দিন আসছে, আপনি ধৈর্য্য ধরতে পারবেন।

ভালো ভাবনাটা আপনার মধ্যে সবকিছুর ভালো ছোঁয়াটা দিয়ে যায়। যখনই কেউ ভালো ভাবতে পারেন, তার মধ্যে বিশ্বাস, ইতিবাচকতা, সাহস সৃষ্টি হয়। বর্তমান পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন, আমাদের উচিত জীবনে ভালো কিছু ঘটবে, আমার জন্য ভালো কিছু অপেক্ষা করছে- এই বিশ্বাস মনের ভেতরে গেঁথে নেয়া। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে ইতিবাচক ধারণা লালন করতে পারব আমরা তত সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে পারব। ইতিবাচক ভাবনা অনড় থাকা মানে সর্বাবস্থায় শোকরগোজার থাকা। জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য ইতিবাচক ভাবনার কোনো বিকল্প নেই। মাছকে যেমন পানিতে থাকার জন্য কষ্ট করতে হয় না, তেমনি ইতিবাচকতায় অবগাহন করলে সাফল্যের প্রাকৃতিক বলয়ে ঢোকার জন্য তেমন কসরত করতে হয় না। মেডিটেশন, জীবনঘনিষ্ঠ ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং আলোচনা দিয়ে সাজানো এই অনুষ্ঠানে অনসাইট এবং অনলাইনে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে আমেরিকার ৭টি স্টেট, কানাডার একাধিক প্রভিন্সসহ মোট ৬টি দেশের অর্ধশতাধিক মানুষ প্রতিসপ্তাহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন।

আগামী ২৬মার্চ শনিবার সকাল ১০টায় ৮৬-৪৭ ১৬৪ স্ট্রিট, সুইট # বি ই, ফোন: ৫১৬ ৭৬১ ১৬১৪ জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক কোয়ান্টাম লার্নিং সেন্টার হলে সোসাইটির নিয়মিত সাপ্তাহিক সাদাকায়ন অনুষ্ঠিত হবে, যা সবার জন্য উন্মুক্ত। রয়েছে মনোযোগ, সচেতনতা, সাফল্য, সুস্বাস্থ্য, ও প্রশান্তি বাড়ানোর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-মেডিটেশন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ পরিবার আয়োজিত উত্তাল মার্চের অনুষ্ঠান। ছবি : সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত মার্চের অনুষ্ঠান

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ পরিবার উত্তাল মার্চের বিভিন্ন দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস এবং ৮ মার্চ জাতীয় নারী দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বীর মুক্তিযাদ্ধাদের সম্মাননা দেয়া হয়।

নিউইয়র্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক বাকসুর সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা ও এনআরবিসি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরাসত আলী, বিশিষ্ট সাংবাদিক-কলামিস্ট ও সম্পাদক এম ফজলুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাঈদুর রহমান সাঈদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম সরকার ও অধ্যাপক হুসনে আরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোহাম্মাদ আলী সিদ্দিকী, শাহ মো. বখতিয়ার আলী, রুমানা আখতার ও খন্দকার জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, তরজমা ও দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুর রহিম, পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন সবিতা দাস।

আলোচনা সভায় আরও শেখ হাসিনা মঞ্চের সভাপতি জালাল উদ্দিন জলিল, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জামাল হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুমানা আক্তার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সবিতা দাস, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মনির উদ্দিন, যুবলীগ নেতা নূরুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি মঞ্জুর চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট যুবলীগের সভাপতি খন্দকার জাহিদুল ইসলাম, নিউইয়র্ক স্টেট ছাত্রলীগের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, শেখ হাসিনা মঞ্চের সহ-সভাপতি নাদের চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের দপ্তর সম্পাদক মোস্তফা হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা রণি দেওয়ান, সাবেক দপ্তর সম্পাদক মামুনুর রশিদ, ইফতি, নাজনীন সুলতানা ও কানিজা আয়শা।

ডেন্টিস্ট মাহফুজ ও ভাড়াটে ওয়াছিউর গ্রেফতার

রওশন হক

মারামারিতে জড়িয়ে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। একজন হচ্ছেন ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান এবং ভাড়াটে ওয়াছিউর রহমান ইমন। ২২ মার্চ মঙ্গলবার কুইনসের সানিসাইড থেকে পুলিশ তাদের করে। পরদিন বুধবার কুইনসের আদালত থেকে তারা জামিনে ছাড়া পেয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। গ্রেফতার হওয়া ডেন্টিস্ট নিউইয়র্কের পরিচিত চিকিৎসক ডাক্তার মাহফুজ হাসান। তিনি প্রথম আলোকে জানান, ওয়াছিউর রহমান ও তার স্ত্রী দীর্ঘদিন তাদের ভাড়াটে। মাসের পর মাস ভাড়া না দিয়ে থাকছেন। এ নিয়ে তাদের সাথে বিরোধ শুরু হয়েছে। আগে থেকেই বিরোধে জড়িয়ে থাকা মাহফুজুল হাসান ও ওয়াছিউর রহমান তর্কাতর্কি থেকে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। একজন আরেকজনের ওপর চড়াও হলে পুলিশ ৯১১ কল পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে দুজনকেই গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়া ওয়াছিউর রহমানের পক্ষে কাজ করছে আইন সহায়তা প্রতিষ্ঠান লিগ্যাল নেটওয়ার্ক। তাদের পক্ষ থেকে দেয়া ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছে, ভাড়াটের স্ত্রী বাংলাদেশের একজন ডেন্টিস্ট। তিনি নিউইয়র্কের ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ও ডাক্তার বর্ণালী হাসানের ৪০-১৪ গ্রীনপয়েন্ট এভিনিউ সানিসাইডের

মাহফুজুর রহমান ও ওয়াছিউর রহমান

অফিসে কর্মরত ছিলেন। ডাক্তার বর্ণালী হাসানের স্বামী ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ভাড়াটের স্ত্রীকে নিউইয়র্কের ন্যুনতম মজুরি না দিয়েই কাজ করাচ্ছিলেন। কিছুদিন আগে ভাড়াটের স্ত্রী কর্মস্থলে সিঁড়ির ওপরে পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাত পান। এসময় তাকে ৯১১ কল করা থেকে বিরত রাখা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে ভাড়াটের স্ত্রী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

ভাড়াটের স্ত্রী অভিযোগ করেছেন (স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় নাম উল্লেখ করা হচ্ছে না) মাহফুজুল হাসান তাঁকে বিভিন্ন উপায়ে যৌন হয়রানী করতেন। একজন ডেন্টিস্টের পুরো কাজ করিয়ে নিতেন যা পুরোপুরি অবৈধ। যেহেতু চিকিৎসা করার জন্য ভাড়াটের স্ত্রীর আমেরিকায় কোনো লাইসেন্স নেই। তাকে নিউইয়র্কের ন্যুনতম মজুরি না দিয়ে বঞ্চিত করা হয়েছে মাসের পর মাস। বিরোধের একপর্যায়ে মাহফুজুল হাসান প্রথমে ভাড়াটের বাসার গরম পানি বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে হিট ও পানি সরবরাহও বন্ধ করে দেন বলে ভাড়াটে পক্ষের অভিযোগ।

লিগ্যাল নেটওয়ার্কের অ্যাটর্নিদের সহায়তায় ভাড়াটে পক্ষ লেবার ডিপার্টমেন্টে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। যৌন হয়রানীর জন্য পুলিশ ডিপার্টমেন্টে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কর্মস্থলে শারীরিক আঘাতের জন্যও আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। আসছে শুক্রবার এ নিয়ে আদালতে শুনানি রয়েছে বলে আইনজীবী জানিয়েছেন।

ওয়াছিউর রহমানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কোনো কারণ ছাড়াই মাহফুজুর রহমান দুই-তিন জন বহিরাগত নিয়ে মঙ্গলবার অতর্কিতে তার বাসায় হামলা করেন।

এসব অভিযোগের বিষয়ে ডাক্তার বর্ণালী হাসানকে জিজ্ঞাসা করে হলে তিনি বলেন, ভাড়া নিয়ে বিরোধ রয়েছে। ভাড়া না দিয়েই তার প্রতিষ্ঠানের সাবেক কর্মচারি ও স্বামী দীর্ঘদিন থেকে নানা হুমকি দিয়ে আসছেন। যৌন হয়রানীর ভুয়া অভিযোগ তুলে তাদের হয়রানী করার চেষ্টা করছেন এবং এ নিয়ে মিটমাট করার জন্য তাদের কাছে দুই লাখ ডলার পর্যন্ত চাওয়া হয়েছে।

ভাড়াটে ওয়াছিউর রহমান দম্পতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কোভিড -১৯ এর কারণে বাড়ি থেকে ভাড়াটে উচ্ছেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। লিগ্যাল নেটওয়ার্ক থেকে বলা হয়েছে, বাড়ির মালিক রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ভাড়া আদায়ের সুবিধা দিয়েছে সরকার। অনেক বাড়ির মালিক তথ্য গোপন করে কর ফাঁকি দেয়ার জন্য ভাড়ার কথা গোপন রেখেছেন। এছাড়া একদিকে সরকারের কাছে বাড়ি ভাড়ার সহযোগিতার আবেদন করেছেন, অন্যদিকে ভাড়াটের কাছ থেকেও অর্থ আদায় করছেন। পুরো বিষয়ে তদন্তে সত্য বেরিয়ে আসবে বলে তারা বলেন। একসাথে দুজন বিশিষ্টজনের গ্রেফতার ঘটনা কমিউনিটিতে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

গ্রীষ্মকালীন ইন্টার্নশিপ কেন করতে হবে?

আসিফ মোক্তাদির

ভালোমতো পড়াশোনা করে সুন্দর ভবিষ্যত গড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই স্বপ্ন। কিন্তু সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার প্রত্যয়ে অনিশ্চিত ও দীর্ঘযাত্রায় অনেক শিক্ষার্থীই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। কোন্ বিষয় পড়তে নিজের কাছে ভালো লাগে, কোন্ বিষয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে ভালো করা যাবে, এ নিয়ে দোটানায় ভোগে অনেক শিক্ষার্থীই। ছাত্রাবস্থা থেকেই শিক্ষার্থীদের কোন্ বিষয় পড়তে ভালো লাগে, কর্মসংস্থানের পরিবেশ সম্পর্কে জানা এবং সর্বোপরি ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে গড়ে তোলার খুবই কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন ইন্টার্নশিপ।

গ্রীষ্মকালীন ইন্টার্নশিপ নানা রকমের হয়ে থাকে। কিছু প্রোগ্রাম থেকে শিক্ষার্থীদের উপার্জন করার সুযোগ থাকে, আবার কিছু প্রোগ্রাম বিনা বেতনে এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক। সব বয়সের ও শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্যই ইন্টার্নশিপ খুবই সহায়ক। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য তা সবচেয়ে সহায়ক বলে ধারণা করা হয়। কেননা উচ্চ মাধ্যমিকে ইন্টার্নশিপ করার ফলে কলেজে ওঠার পর শিক্ষার্থীরা কোন্ বিষয়ে পড়াশোনা করবে, তার সিদ্ধান্ত নেয়া অনেক সহজ হয়ে ওঠে। আবার কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই কর্মসংস্থানের পরিবেশ, এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিজে উপযুক্ত কিনা, সে সম্পর্কে বুঝতে পারে।

গ্রীষ্মকালীন ইন্টার্নশিপ অর্থ উপার্জনের মাধ্যম ছাড়াও শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইন্টার্নশিপ করার ফলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে কী কী কাজ করতে হতে পারে, কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ, দায়িত্ব নেয়া, কারও তত্ত্বাবধানে কাজ করা ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায়ই অভিজ্ঞতা সঞ্চার করতে পারে। ইন্টার্নশিপ করার ফলে চাকরির আবেদনের সময় যাদের আগে কাজের অভিজ্ঞতা আছে, তারা অন্যান্য আবেদনকারী থেকে অনেক এগিয়ে থাকবে। স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে আগে থেকেই নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির মোক্ষম সুযোগ তৈরি করে ইন্টার্নশিপ।

গ্রীষ্মকালীন ইন্টার্নশিপ সাধারণত মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে। নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকেই এসব ইন্টার্নশিপের আবেদন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু না জানার ফলে হোক কিংবা আলস্যের কারণে হোক, অনেক শিক্ষার্থীই এসব সুযোগ সম্পর্কে জানার আগেই আবেদন করার সময় ফুরিয়ে যায়। যার ফলে অনেক শিক্ষার্থীই এসব সুযোগ হাতছাড়া করে থাকে। একটু সচেতন হয়ে নভেম্বর মাস থেকে বিভিন্ন কোম্পানির ওয়েবসাইট, চাকরি খোঁজার ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে নজর রাখলেই অনেক ইন্টার্নশিপের বিজ্ঞাপন চোখ পড়বে।

ইন্টার্নশিপের আবেদন করার জন্য সহায়ক এরকম কিছু ওয়েবসাইট হলো: লিংকডইন, গ্লাসডোর, গুগল, ইন্টার্নশিপস ডট কম, ইন্টার্নম্যাচ ডট কম, ইউটার্ন, আইডিয়ালিস্ট, গ্লোবাল এক্সপেরিয়েন্স, কুল ওয়ার্ক্স। এসব ওয়েবসাইটে নিজের প্রোফাইল তৈরি করে রাখলে এবং নিয়মিত খোঁজাখুঁজি করলে সহজেই ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

সিনেটর বব মেনেনডেজের সাথে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও বাংলাদেশি আমেরিকান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ। ছবি: সংগৃহীত

রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক আগের মতোই বন্ধুত্বপূর্ণ থাকবে: ভারত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেনে আক্রমণ সত্ত্বেও রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আগের মতোই বন্ধুত্বপূর্ণ থাকবে। বৃহস্পতিবার ভারতের পার্লামেন্টে দেশটির পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি এ কথা বলেন। খবর এএফপির

ইউক্রেন যুদ্ধ ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে প্রভাব ফেলেছে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে এ বক্তব্য দিলেন মীনাক্ষী।

এক দশকের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেছে ভারত। এই সময়ে ভারতের সীমান্তে চীনা শক্তির পুনরুত্থান ঘটেছে। যদিও চীনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র রাশিয়া ভারতের সবচেয়ে বড় অস্ত্র সরবরাহকারী। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ অনেক হিসাব-নিকাশ বদলে দিয়েছে। ভারত হলো যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ একমাত্র বড় দেশ, যারা ইউক্রেন আক্রমণের জন্য রাশিয়ার নিন্দা করেনি, কোনো নিষেধাজ্ঞাও দেয়নি।

তবে আজ পার্লামেন্টে দেওয়া বক্তব্যে ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি বলেন, ভারত অবিলম্বে লড়াই বন্ধ করে কূটনৈতিক তৎপরতা ও সংলাপে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয় দেশের সঙ্গেই ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মীনাক্ষী মন্তব্য করেন, ভারতের সঙ্গে বড় দুই দেশের সম্পর্ক তাদের 'মেরিট' অনুযায়ীই চলছে। চলতি সপ্তাহেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ভারত হলো কোয়াডের একমাত্র সদস্য, যারা রাশিয়া নিয়ে কথা বলতে কোথাও একটা 'দ্বিধায়' ভুগছে। কোয়াড হলো যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত—এই চার দেশের অনানুষ্ঠানিক জোট।

এই সপ্তাহেই যুক্তরাষ্ট্রের একজন কূটনীতিক দিল্লি সফর করেছেন।

এমসি এন্ড গভ. কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিলেট এমসি এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক উদযাপন করতে যাচ্ছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান। ২৮ মার্চ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় উডহ্যাভেনের জয়া হলে অনুষ্ঠানমালা শুরু হবে। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক পর্ব থাকবে। সিলেট এমসি এন্ড গভ কলেজের সাবেক শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি শফিক উদ্দিন চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিম রেজু সময়মতো সবাইকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য এক বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

লিঙ্গ-সমতাভিত্তিক টেকসই বিশ্ব নিশ্চিতের আহ্বান

উত্তর আমেরিকা অফিস

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রতিশ্রুতির আন্তরিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও লিঙ্গ-সমতাভিত্তিক টেকসই বিশ্ব নিশ্চিত হতে পারে।

২২ মার্চ মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে কমিশন অন দ্যা স্টাটাস অব উইমেনের (সিএসডব্লিউ) ৬৬তম অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

সিএসডব্লিউ-এর এবারের প্রতিপাদ্য হলো, 'জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস নীতি ও কর্মসূচিসমূহের প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ-সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন'। প্রতিমন্ত্রী সিএসডব্লিউতে পাঁচ সদস্যের বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন। প্রতিনিধি দলে রয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবর্গ।

প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করাসহ নারীর ক্ষমতায়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অবদানের কথা তুলে ধরে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট বাংলাদেশের নাজুক পরিস্থিতি ও দুর্যোগ ঝুঁকির ওপর আলোকপাত করেন এবং এক্ষেত্রে নারীর

জাতিসংঘ সদরদপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে বক্তৃতা করছেন প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা। ছবি: সংগৃহীত

ও মেয়েদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাবের কথা তুলে ধরেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম, যদিও বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে আমাদের অবদান মাত্র ০.৪৭ শতাংশেরও কম।

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে নারী ও মেয়েরা যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে তা কাটিয়ে উঠতে আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী। এছাড়া তিনি 'সমতার নীতি' ও 'লিঙ্গ-জলবায়ু ন্যায়বিচার' চালু করার ওপরও জোর দেন।

সিএসডব্লিউ'র ৬৬তম অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তব্যের পর বুরুন্ডির নারী ও যুব মন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন বাংলাদেশের নারী ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী।

এক ডলার বিনিময়ে ৯২ টাকা পাওয়া যাচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারের বিপরীতে টাকার মান আরেক দফা কমল। একদিনেই ২০ পয়সা দর হারাল টাকা। গত মঙ্গলবার আন্তব্যাংক মুদ্রাবাজারে এক ডলারের জন্য ৮৬ টাকা এবং বুধবার লেগেছে ৮৬ টাকা ২০ পয়সা। ব্যাংকগুলো ডলার বিক্রি করছে এর চেয়ে প্রায় পাঁচ টাকা বেশি দরে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ও জনতা ব্যাংক বুধবার ৯১ টাকা দরে ডলার বিক্রি করেছে। অগ্রণী ব্যাংক বিক্রি করেছে ৯০ টাকা ৯০ পয়সায়। ব্যাংকের বাইরে কার্ব মার্কেট বা খোলা বাজারে প্রতি ডলার ৯২ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে।

দেড় মাস ৮৫ টাকা ৮০ পয়সায় 'স্থির' থাকার পর গত ৯ জানুয়ারি টাকার বিপরীতে ডলারের দর ২০ পয়সা বেড়ে ৮৬ টাকায় ওঠে। এরপর আড়াই মাস সেই দরে 'স্থির' থেকে বুধবার ২০ পয়সা বেড়ে ৮৬ টাকা ২০ পয়সায় উঠেছে। মহামারির মধ্যে একবছরেরও বেশি সময় ধরে ৮৪ টাকা ৮০ পয়সায় 'স্থির' ছিল ডলারের দর। গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে টাকার বিপরীতে ডলারের দাম বাড়তে শুরু করে। বাড়তে বাড়তে ৮৫ টাকা ৮০ পয়সায় ওঠার পর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ওই একই দর ছিল। এরপর থেকে তা আবার বাড়তে শুরু করে। আমদানি বাড়ায় ডলারের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় শক্তিশালী হচ্ছে ডলার। বিপরীতে দুর্বল হচ্ছে টাকা। তবে পর্যাপ্ত রিজার্ভ থাকায় এতে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই বলে মনে করছেন অর্থনীতির গবেষকরা।

মাঝে এক বছর ছাড়া প্রতি বছরই বাংলাদেশি টাকার মান কমেছে।

মিশিগানে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও হোলি উৎসব উদযাপন করছেন। ছবি: সংগৃহীত

মিশিগানে দোলযাত্রা ও হোলি উৎসব

পার্থ সারথী দেব, *মিশিগান*

মিশিগানের বিভিন্ন মন্দিরে গত ১৭ মার্চ তিথি মতো এবং পরে ২০ মার্চ দোলযাত্রা ও হোলি উৎসব পালন করা হয়েছে। এতে পূজা, অঞ্জলি, আবীর প্রদানসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক কর্মকাণ্ড করা হয়েছে।

দুর্গা মন্দির ডেট্রয়েটে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের পরিচালিত মিশিগানের সবচেয়ে পুরোনো ও সর্বজনীন মন্দির দুর্গা টেম্পলে গত ১৭ মার্চ দুপুরে তিথিমতো শ্রীকৃষ্ণের পূজা, অর্চনা, অঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণের চরণে আবীর প্রদান করা হয়। গত ২০ মার্চ রোববার আবার ভক্তদের সুবিধার্থে মন্দিরে পূজা, অঞ্জলি, আরতি, দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে কীর্তন, হরির লুট, হোলি, রঙখেলা হয়। এতে সব বয়সের ভক্তরা অংশ নেন।

শিব মন্দির সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ওয়ারেন সিটির শিব মন্দিরে গত ২০ মার্চ শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে দুপুরে পূজা, গীতাপাঠ, আরতি, মহানাম কীর্তন ও হোলি উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন ও আবহাওয়া ভালো থাকায় মন্দিরের বাইরে ভক্তরা কীর্তন ও রঙখেলা করেন।

কালীবাড়ী ২০ মার্চ মন্দিরে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে দুপুরে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, প্রার্থনা, আরতি, প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শিশু কিশোরেরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। দোল উৎসবের আকর্ষণীয় দিক ছিল কাঠিখেলা ও কাঠিনাচ। সবশেষে ছিল রঙখেলা।

চিকিৎসার পাশাপাশি পেতে পারেন আরও সুবিধা

এইচ বি রিতা

আপনি কী জানেন যে, আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন এবং আপনার যদি ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান থেকে থাকে, তবে আপনি মেডিক্যাল চিকিৎসার পাশাপাশি আরও একটি সুবিধা পেতে পারেন, আর সেটি হলো আপনার নিয়মিত নার্স এবং হেলথ কোচ।

ইন্স্যুরেন্স থেকে নার্স আপনাকে দেয়া হবে যদি আপনার কোনো দীর্ঘমেয়াদী/ক্রোনিক রোগ (আর্থাইটিস, অস্টিওপরোসিস, সিওপিডি, অস্টিরাইটিস, স্টিল'স ডিজিজ ইত্যাদি) থাকে, বয়স বা দুর্ঘটনাজনিত হতে পারে আরও অন্যান্য রোগ, যদি কোনো ট্রান্সপ্ল্যান্ট/সার্জারি করা হয় ইত্যাদি সংকটপূর্ণ অবস্থার জন্য আপনি এই নার্সের সেবা পেতে পারেন। নার্স আপনাকে সপ্তাহে বা মাসে ১/২ বার ফোন করে আপনার অবস্থা এবং প্রয়োজন সম্পর্কে জানবেন এবং উপযুক্ত সেবা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। যেমন- কাউন্সেলিং, হোম এইড সার্ভিস, ঘরে প্রয়োজনীয় ডিভাইস, ডাক্তার এপয়েন্টমেন্ট, উপযুক্ত ডাক্তার খুঁজে বের করা, আপনার মেডিক্যাল টিমের সাথে যোগাযোগ রাখা, আপনার কর্মক্ষেত্রে ছুটির ব্যাপারে যোগাযোগ রাখা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় সুবিধাটি হলো- হেলথ কোচ। এই সেবাটি আপনাকে নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা, ব্যায়াম, ওজন কমানো, বাস্থ্যকর খাদ্য ডায়েট, মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে একজন কোচ নিয়োগ করবে এবং সেই কোচ আপনাকে নিয়মিত গাইড করবে। হেলথ কোচের সেবাটি নিতে আপনাকে ভয়ানক রকমের অসুস্থ রোগী হতে হবে না। আপনি আপনার ইন্স্যুরেন্স কল করলেই বিস্তারিত জানতে পারবেন। দুটি সেবাই আপনার ইন্স্যুরেন্স কভার করবে, আপনাকে কোনো বাড়তি খরচ বহন করতে হবে না।

নিউ আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব, নিউ আমেরিকান উইমেন ফোরাম ও নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরাম আয়োজিত ১৮ মার্চ শুক্রবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনেটর চার্লস শুমার। উইমেন ফোরামের সংগঠক সালমা ফেরদৌসসহ অন্যদের সাথে কথা বলে ছবি ওঠানোরও ভঙ্গিতে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় ক্ষমতাধর এ রাজনীতিবিদ। ছবি: এম বি তুষার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট মারা গেছেন

অনলাইন ডেস্ক

ম্যাডেলিন অলব্রাইট

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রখ্যাত পপ-নারীবাদী ম্যাডেলিন অলব্রাইট গতকাল বুধবার মারা গেছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ম্যাডেলিন অলব্রাইট ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

ম্যাডেলিনের পরিবারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'তিনি পরিবার ও বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত ছিলেন। আমরা একজন স্নেহময়ী মা, একজন দাদি, একজন বোন, একজন চাচি, খালা, ফুফু ও একজন বন্ধুকে হারলাম।' এদিকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ম্যাডেলিন অলব্রাইট ১৯৯৭ সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের প্রশাসনে চার বছরের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি অভিবাসী মার্কিন। তাঁর জন্ম প্রাগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বাহিনী চেকোস্লোভাকিয়া দখল করলে তাঁর পরিবার লন্ডনে পাড়ি জমায়। তাঁর স্কুলজীবন শুরু হয়েছিল সুইজারল্যান্ডে।

ম্যাডেলিন অলব্রাইটের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, জর্জ ডব্লিউ বুশ, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ও যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিজ ট্রাস।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, 'ম্যাডেলিন অলব্রাইট ছিলেন একটি শক্তি। তিনি প্রচলিত সংস্কারকে অমান্য করেছিলেন এবং বারবার বাধা ভেঙেছেন।' জো বাইডেন ২৭ মার্চ পর্যন্ত হোয়াইট হাউস, দূতাবাসসহ সরকারি ভবনে মার্কিন পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন এই প্রখ্যাত নারীবাদী।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনকের নতুন কমিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

ছাইদুর খান ডিউককে সভাপতি ও মো আনোয়ার হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনকের ২০২২-২০২৩ সালের নতুন কার্যকরি কমিটি গঠিত হয়েছে।

কমিটির অন্য নেতৃবৃন্দ হলেন প্রধান উপদেষ্টা জামালুর রহমান চৌধুরী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমান মুকুল, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হোসাইন ও সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

গত ১১ মার্চ কমিটি গঠন সংক্রান্ত এক সাংগঠনিক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

করোনা মহামারির কারণে কমিটি গঠনে বিলম্ব হবার জন্য ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে গঠিত সভাপতি নাছিম আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন কমিটি অদ্যবদি দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয়বাদী ফোরাম ইউএসএ ইনকের পক্ষ থেকে যৌথভাবে বার্তা পাঠান বিগত সভাপতি নাছিম আহমেদ ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন। বিজ্ঞপ্তি।

ব্রঙ্কসে বারী সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট ও হোম কেয়ারের উদ্বোধন। ছবি: সংগৃহীত

ব্রঙ্কসে বারী সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট ও হোম কেয়ারের উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাঙালি মালিকানায় বারী সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট ও বারী হোম কেয়ারের গ্র্যান্ড ওপেনিং হয়েছে গত ১৮ মার্চ শুক্রবার বিকেলে। এদিন ব্রঙ্কসের ১৪১২ ক্যাসেল হিল এভিনিউ এলাকায় এই মাল্টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের। অনুষ্ঠানে বাংলাবাজার জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন।

বারী হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট আসেফ বারী টুটুল ও চেয়ারপারসন হাসিনা মুনমুন বারী নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লুইস সেপুলভিদা, এসেম্বলিওম্যান কারিনাজ রেইজ, মেয়র অফিসের প্রতিনিধিসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ফিতা কেটে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট গিয়াস আহমেদ, হারুন ভূইয়া, মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুস শহীদ, ফাহাদ সোলায়মান, মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুস শহীদ, জামাল হুসেন, আলমগীর খান আলম, আহসান হাবিব, সামাদ মিয়া জাকের, মো.খলিলুর রহমান, নূরে আলম জিকু।

অনুষ্ঠানে বারী হোম কেয়ারের সিইও আসেফ বারী (টুটুল) বারী হোম কেয়ারের সফল যাত্রা এবং ক্রমবর্ধমান প্রসারে সহযোগীতাকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আগামী পথচলায়ও তাদের পাশে পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, একই ছাদের নিচে এখানে গ্রোসারি, রেস্টুরেন্ট, পার্টি হল ও হোম কেয়ার সেবা চালু করতে পেরে মহান আল্লার নিকট শুকরিয়া আদায় করছি।

ক্লিকবাজ নিহার সিদ্দিকী!

রওশন হক

১৮৩৪ সালে ব্রাজিলের ক্যাম্পিনাসে হারকিউলিস ফ্লোরেস নামে এক ফরাসি চিত্রকর ও আবিষ্কারক ডায়েরিতে নিজের একটি পরীক্ষার বিবরণীতে "photographie" শব্দটি ব্যবহার করেন। যতদূর জানা যায়, ১৮৩৯ সালের মার্চে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির একটি লেকচারে স্যার জন হারসেল একটি লেকচারে "photography" শব্দটি প্রথম জনসমুক্ষে আনেন। যদিও ওই বছরই ২৫ ফেব্রুয়ারি Vossische Zeitung নামে একটি জার্মান সংবাদপত্রে ফটোগ্রাফি শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ইংরেজি "photography" এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে আগত যার বাংলা হচ্ছে আলো। আলোর সাথে যেহেতু সম্পর্কিত তাই আজকে এমনি একজন আলোকিত মানুষের কথা সবাই জানেন। তিনি ১৯৮৪ সালে ক্যামেরা হাতে তুলে নিয়েছেন। এখনও চলছে। কমিউনিটির পরিচিত ফটো সাংবাদিক। লম্বা, স্মার্ট, কোঁকড়ানো চুলের সদা প্রাণবন্ত মানুষটি আমেরিকায় আছেন দীর্ঘ ২৬ বছ । হাস্যোজ্জ্বল মুখে স্বদেশিদের সব অনুষ্ঠানে সবাই তাঁকে দেখতে পায় ক্যামেরা হাতে ক্লিক করতে। নিউইয়র্কে এমন কোনো বাংলাদেশির মুখ খুঁজে পাওয়া যাবে না যার চেহারা নীহার সিদ্দিকীর ক্যামেরায় ফুটে ওঠেনি। এই শহরের সবকটি অনুষ্ঠানে নিরলসভাবে ছবি তোলেন। যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির যে কোনো অনুষ্ঠান, জন্মদিন, অভিষেক— সব জায়গাতেই সমান বিচরণ তাঁর। তাঁকে ছাড়া যেন ডিজিটাল স্মৃতির এ্যালবাম অপূর্ণ থেকে যায় নিউইয়র্কে। তাই নিহার সিদ্দিকীকে বলা হয় ডিজিটাল স্মৃতির এ্যালবামের এক জীবন্ত কারিগর। বলা হচ্ছে, আমাদের বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার সাংবাদিক নীহার সিদ্দিকীর কথা। সুন্দর মুখের ছবি তোলার কারিগর নীহার সিদ্দিকী। একসময় দেশের জনকণ্ঠের পত্রিকায় তাঁর তোলা বেশ কিছু ছবি পুরো পাতাজুড়ে শোভা পেয়ে প্রশংসিত হয়েছিল। প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার বাংলা কমিউনিটির পত্রিকার জন্য ফ্রিল্যান্সিং কাজ করেন। মজা করেই বলেন, সবাই তাঁর তোলা ছবিতেই তাদের পত্রিকা রাঙান। সম্মানী দেয়া দূরের কথা, কখনও ফটোক্রেডিটে তাঁর নামটা দিতেও কার্পণ্য করেন। শুধু তাই নয়, করোনা আতংকে পুরো নিউইয়র্ক যখন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল, নীহার সিদ্দিকী তখন এই শহরের অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে দুর্লভ সব ছবির যোগান দিয়েছেন। তাঁর ছবির মাধ্যমেই আমরা প্রথম বাংলাদেশি কমিউনিটির করোনার করুণ কাহিনী জানতে পারি।

নীহার সিদ্দিকী

মহাকাশে বাংলাদেশের একটি স্যাটেলাইট ছুটবে—লাল-সবুজের বাংলাদেশ এই স্বপ্নে বিভোর ছিল অনেক দিন থেকে। ২০১৮ সালের ১১ মে অবশেষে সেই স্বপ্ন সত্যি হলো। ঐদিন দিবাগত রাত ২টা ১৪ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে মহাকাশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট (কৃত্রিম উপগ্রহ) বঙ্গবন্ধু-১। দেশিয় অর্জনের ক্যানভাসে পড়ল তুলির আরেকটি রঙিন আঁচড়। নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশি খ্যাতিমান "আলোকচিত্রী সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী" সেই মাহেন্দ্রক্ষণের বিস্তারিত কভারেজের ওপর ভিত্তি করে তাঁর তোলা আলোকচিত্রের বিশেষ এলবাম নিজ হাতে উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনে নিহার ব্যক্তিগতভাবে তাঁর হাতে তুলে দেন বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ উৎক্ষেপনের ঐতিহাসিক প্রতিটি মুহূর্তের ধারণকৃত ইতিহাস। নিহার সিদ্দিকীর কাছ থেকে এই অসাধারণ উপহার পেয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা অত্যন্ত খুশি হন। তিনি মাথায় হাত দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ জানান।

খুলনার নীহার সিদ্দিকী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছেন। আমেরিকায় এসে ফটোগ্রাফির ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করার পাশাপাশি যুক্ত আছেন আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফার স্যোসাইটির সাথে। এক কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে নিউইয়র্কে ক্লিকবাজ নীহার সিদ্দিকীর সুখের সংসার।

চলমান মিরসরাইয়ের ১৭তম বর্ষপূর্তি ও ১৮তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতি সম্মিলন। ছবি: সংগৃহীত

কাজী নয়নের ১৬ প্রতিষ্ঠানে দরিদ্রদের ১৭ লাখ টাকার অনুদান

বিশেষ প্রতিনিধি

মিরসরাইয়ে আঞ্চলিক প্রকাশনা চলমান মিরসরাইয়ের ১৭তম বর্ষপূর্তি ও ১৮তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতি সম্মিলনে ১৬টি মাদ্রাসা, মসজিদ ও এতিমখানাকে অনুদান চেক ও তার নিজ এলাকায় নগদ অর্থ বিতরণ করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি প্রার্থী ও আমেরিকা প্রবাসী কাজী নয়ন। প্রায় ১৭ লাখ টাকা বিতরণ করেন তিনি।

১৮ মার্চ শুক্রবার মিরসরাই উপজেলা অডিটোরিয়ামে অবসরপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক এম মাঈন উদ্দিনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও আমেরিকা প্রবাসী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন। তিনি বলেন, মিরসরাইয়ে দেশের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল হচ্ছে, এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। কিন্তু এ শিল্পাঞ্চলে যাতে আমাদের মিরসরাইয়ের জনগণ চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান এ জনপদ থেকে শতকরা ৪০ ভাগ মানুষের চাকরি নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন।

আরও বক্তব্য রাখেন মাতৃকা হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. মোহাম্মদ জামশেদ আলম, সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ এমরান উদ্দিন, মিরসরাই প্রেসক্লাবের সভাপতি নুরুল আলম, মিরসরাই প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি শারফুদ্দিন কাশ্মির, ঐতিহাসিক ছুটি খাঁ জামে মসজিদের খতিব মাওলানা নুরুল আলম তৌহিদী, মান্দারবাড়িয়া শাহ অলীয়া মহিলা মাদ্রাসার সুপার মাওলানা নুরুন্নবী, বিশিষ্ট কবি মাহমুদ নজরুল, ইসলামী ব্যাংক জোরারগঞ্জ এজেন্ট আউটলেটের ইনচার্জ সানাউল্লাহ নিজামী।

অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন মিরসরাই উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ফেরদৌস হোসেন আরিফ, উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি সুভাস সরকার, মিরসরাই উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মাইনুর ইসলাম রানা, কবি ও শিক্ষক সাইফুদ্দিন মীর শাহীন, নয়াদালানের চেয়ারম্যান মুজাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক মোহাম্মদ ইউসুফ, আশরাফ উদ্দিন, ইমাম হোসেন।

এ প্রীতি সম্মিলনে অনুদান প্রদানের পাশাপাশি ইমামপুর দারুস সালাম মাদ্রাসার পক্ষ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সংবর্ধনা দেয়া হয় কিছমত জাফরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারি শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফকে। 'চলমান মিরসরাই' মালিক ও প্রধান সম্পাদক প্রথম আলোর চিফ রিপোর্টার ও আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক।

বার্সেলোনায় মহিলা সমিতির বসন্ত ও পিঠা উৎসব

জিয়াউল হক জুমন, *স্পেন থেকে*

ঋতুরাজ বসন্তকে কেন্দ্র করে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে স্পেনের বাণিজ্যিক রাজধানী বার্সেলোনা শহরের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বসন্ত বরণ ও পিঠা উৎসব।

মহিলা সমিতি বার্সেলোনার আয়োজনে নারীনেত্রী মেহেতা হক জানুর পরিচালনায় স্থানীয় মধুর ক্যান্টিন রেস্টুরেন্টে গত ২০ মার্চ এই উৎসব আয়োজন করা হয়।

মহিলা সমিতির নেতৃবন্দের সাথে কেক কেটে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সুচনা করেন সভাপতি মেহতা হক জানু। এসময় উপস্থিত ছিলেন মালাইয়া সাঈদ, সালমা ইসহাক, স্বপ্না রহমান, রুপা সজীব, তাইফা রহমান, ফারহা নাসরীন।

রকমারি পিঠার রসালো উৎসব বসন্ত আমেজে সবাই মেতে ওঠেন। সুজি পিঠা, ভাঁপা পিঠা, তেলে ভাজা পিঠা, পুলি পিঠা, পাকন পিঠা, নকশি পিঠা, চিতই পিঠা, নারুল পিঠা, ম্যারা পিঠা, সংসারী পিঠাসহ রকমারী পিঠার সাথে মহিলাদের সাজ যেন উৎসবের পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

নিউইয়র্কে সুচিত্রা সেন চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করবেন মৌসুমী

উত্তর আমেরিকা অফিস

উপমহাদেশের কিংবদন্তি নায়িকা সুচিত্রা সেনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ৩০ ও ৩১ মার্চ উৎসবের আয়োজন চলছে নিউইয়র্কে। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন হলরুমে এ উৎসবের আয়োজক সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল ইউএসএ। দু'দিনব্যপী উৎসবের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের ৩ বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রী মৌসুমী।

অনুষ্ঠানে বাংলা চলচ্চিত্রের একাল-সেকাল নিয়ে আলোচনা করবেন বিশিষ্টজনেরা। এরপর সুচিত্রা সেন অভিনীত চলচ্চিত্র প্রদর্শন হবে। উৎসব নিয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় বিশিষ্ট অভিনেত্রী লুৎফুন নাহার লতা বলেন, সুচিত্রা সেন একজন কিংবদন্তি অভিনেত্রীর নাম। তিনি আমার কাছে নমস্য। তাঁর অক্লান্ত শ্রম ও সাধনা বাংলা সিনেমাকে দিয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল পরিচয়। তিনি শিল্পের এই শাখার এক মহান দিকনির্দেশক। তাঁর অমলিন স্মৃতির জন্য নিরন্তর যাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল ইউএসএ দু'দিনব্যপী উৎসবের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মৌসুমী।

উৎসবে প্রথম দিন একটি ও দ্বিতীয় দিন দুইটি ছবি প্রদর্শিত হবে বলে জানান সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল ইউএসএ'র কর্ণধার গোপাল সান্যাল। তিনি বলেন, মহামারি কাটিয়ে বিরতির পর আবার আমরা মিলিত হব। চা-কফি খেতে খেতে উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত ছবি দেখে নষ্টালজিয়ায় ভর করে দর্শকরা ঘরে ফিরবেন। উৎসবে সহযোগিতা করছে শাহ গ্রুপ।

উল্লেখ, কিংবদন্তি নায়িকা সুচিত্রা সেন ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল বাংলাদেশের পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোরের দিন কাটে পাবনা জেলার গোপালপুর মহল্লার হেমসাগর লেনে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর সপরিবারে তাঁরা ভারতে চলে যান।

নিউ আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব, নিউ আমেরিকান উইমেন ফোরাম ও নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরাম এনওয়াই আয়োজিত বার্ষিক ডিনারে উপস্থিত ছিলেন সিনেটর চার্লস। ১৮ মার্চ শুক্রবার নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়টের বলরুমে এই অনুষ্ঠানে আমেরিকান উইমেন ফোরামের নেতৃবৃন্দ। ছবি: এমবি তুষার

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

উত্তর আমেরিকায় প্রথম আলো স্বদেশের কথা বলে,
স্বদেশীদের কথা বলে।
মানে ও বিন্যাসে অনন্য প্রথম আলো।
প্রবাসে বাংলাদেশীদের অভিযাত্রার সারথি।

৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণে...

শুভেচ্ছা

Shohel Ahmed
President and CEO
Bonoful Group USA
President
Astoria Welfare Society

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে

গ্রান্ড ওপেনিং অফার

$10 ছাড়

$100 শপিংয়ে!

১৮ মার্চ- ৩১ মার্চ, ২০২২

BARI SUPERMARKET

বারী সুপারমার্কেট

1412, Castle Hill Ave, Bronx, NY, 10462

Tel : 347-810-0087

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

PROTHOMALO
is not just a media for the community,
it is the community
ALL THE BEST FOR THE ACHIEVEMENT

MOHAMMED N MUJUMDER
Master of Laws

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

CONGRATULATIONS TO PRATHAMALO

FOR FIVE SUCCESSFUL YEARS OF PUBLICATION.

WE WISH MANY MORE YEARS OF GROWTH TO ENLIGHTEN THE SOCIETY IN A MEANINGFUL WAY.

TAX OFFICE OF KALIANNA LAKSHMANAN CPA PC.

ABU M. ZAMAN.
BA,MA IN ECON.(DU)

ALIANNA LAKSHMANAN
CPA PC

72 32 BROADWAY SUITE # 306
JACKSON HEITHTS NY 11372
Phone: 646-284-4776

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বহু জনমিশ্রণের এ দেশে প্রথম আলো তথ্য দেয়। অধিকারের কথা বলে।
– শুভেচ্ছা নিরন্তর

Md Liton Ahmed

President

U.S. Bangladesh
Chamber of Commerce and Industry

U.S. BANGLADESH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
USBCCI

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পূর্ব পশ্চিমের কথা বলে। শেকড়ের সাথে বন্ধন দৃঢ় করে এগিয়ে যাওয়ার নাম প্রথম আলো। অনগ্রসর জনপদে আলোর নিশানা দেয় প্রথম আলো।

All the Best Prothom Alo North America

Jhilam Chowdhury

Cafe Bliss
& ORGANIC JUICE BAR

44-17048TH AVE
SUNNYSIDE, QUEENS
ORIGINALLY AT 45-01 QUEENS BLVD

(929) 353-2959

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পূর্ব পশ্চিমের কথা বলে। শেকড়ের সাথে বন্ধন দৃঢ় করে এগিয়ে যাওয়ার নাম প্রথম আলো। - শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা

মাশুকুল ইসলাম খান

সাবেক সভাপতি-
বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউসএ ইনক

সভাপতি-
বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি পেনসিলভেনিয়া ইনক
নর্থইস্ট ফিলেডেলফিয়া ইসলামিক সেন্টার

প্রথম আলো ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

একদল স্বেচ্ছাসেবী মানুষের প্রতিশ্রুতি ও ভালোবাসার নাম প্রথম আলো।
বিনম্র ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখার ,জড়িয়ে ধরার নাম প্রথম আলো।
- অবারিত শুভেচ্ছা ॥

রেজাউল করিম(মার্শাল মুরাদ)
হালিমা হালিনা

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

অনগ্রসর জনপদে আলোর নিশানা দেয় প্রথম আলো।
- অনাবিল শুভেচ্ছা

তোফায়েল চৌধুরী

উপদেষ্টা
রিয়াজুল জান্না জামে মসজিদ
কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি
সুনাম গঞ্জ জেলা সমিতি

যুগ্ম আহবায়ক, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। শুধু একটা সংবাদপত্রই নয়। তারচেয়েও কিছু বেশি। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পূর্ব পশ্চিমের কথা বলে। শেকড়ের সাথে বন্ধন দৃঢ় করে এগিয়ে যাওয়ার নাম প্রথম আলো। অনগ্রসর জনপদে আলোর নিশানা দেয় প্রথম আলো। নির্জনতার সময়েও প্রথম আলো অনেক বেশি কোলাহলের। অনেক বেশি উচ্ছলতার। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার স্বজন সমাবেশ দেখলেই বলতে ইচ্ছে হয় --

" পৃথিবীর মাটি হবে মধুময়
বাতাস হবে মধুময়
আকাশ হবে মধুময়
একদিন...
এই মনে আছে বিশ্বাস
আমরা করি বিশ্বাস
আকাশ হবে মধুময়
একদিন... ।।----- "

সেলিনা উদ্দিন
রিয়েল এস্টেট কনসালট্যান্ট
সেঞ্চুরি-২১ ম্যাট্রো স্টার

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

এগিয়ে যাওয়ার ছয় বছর।
চোখ খুললেই প্রথম আলো।
মন খুললেই প্রথম আলো।

শুভেচ্ছা

ময়নুল চৌধুরী হেলাল
সভাপতি
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

দেশ ও প্রবাসে অগ্রসর জনসমাজের বন্ধু প্রথম আলো।
প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আলোর কথা বলে। ভালোবাসার কথা বলে।

Prothom alo is not just a media for the community, it is the community

আহবাব চৌধুরী খোকন
লেখক ও কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট
সভাপতি, বাংলাদেশি আমিরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইনক।

৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ
উপলক্ষে প্রথম আলোকে
শুভেচ্ছা

Shah Nawaz MBA
President & CEO
NY Car & Limo Services Inc.
NY Insurance Brokerage Inc.
Golden Age Home Care Inc.

NY INSURANCE

biz-usa.org | biz-america.com

কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন্‌ক
Kishoreganj District Association USA Inc.

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ও নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক

স্থান ঃ গুলশান ট্যারেস, উডসাইড, নিউইয়র্ক তারিখ ঃ মার্চ ২৭, ২০২২, রবিবার, সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট

প্রিয় কিশোরগঞ্জবাসী,
কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্‌ক এর উদ্যোগে নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন আগামী ২৭ শে মার্চ, রোববার, সন্ধ্যা ৭:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রবাসী সকল কিশোরগঞ্জবাসীর উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

আমন্ত্রণে

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মাহফুজুল হাসান (টুপন)

আহ্বায়ক
সেলিম চৌধুরী

সদস্য সচিব
নূরুল হুদা জুয়েল

সদস্যঃ **শহীদুল ইসলাম হিরণ, আরমান হোসেন, জুবায়ের আহমেদ (রানা)**

বোর্ড অফ ট্রাষ্ট্রি ঃ
এবিএম ওসমান গণি, ভজন সরকার
মফিজুর রহমান (দুলাল)

উপদেষ্টা মন্ডলী ঃ
বজলুর রহমান, এম রহমান জহির, আক্তার হোসেন, মোহাম্মদ জাহেদুল
নূরুল ইসলাম খান, মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, মাহফুজুল হাসান (টুপন)

সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশনায়: মেহেরুন আহমেদ লিপা জামান সহ আরো অনেকে

সার্বিক সহযোগিতায়

সুজন কুমার রায়, এবাদুল হক, মোঃ আইনুল ইসলাম, পলাশ রায়, সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, স্বপন বিশ্বাস, মোঃ মামুন ভূইয়া, মোঃ ফাইজুল ইসলাম, শফি উদ্দিন আহমেদ, মোঃ ফজলুর করিম (তোপা), কাজল সরকার, জাহাঙ্গীর আলম (জয়), মোঃ কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল খায়ের (তুহিন), মাহফুজুর রহমান, অপরাজিতা কর (মনি), সাইদুর রহমান (পিন্টু), মোঃ আলমগীর হোসেইন, আবদুল্লাহ আল মামুন (স্বপন), কাজী হাসিব হাসান (এডওয়ার্ড), বাদশা খান, আবদুল্লাহ আল মামুন, দেবব্রত চক্রবর্তী, কামরুল ইসলাম চৌধুরী (রুনু), আলী রেজা (গুড্ডু), শাহাব উদ্দিন ঠাকুর, সমীর ঘোষ, মনিরুজ্জামান (মনির), রফিকুল ইসলাম মুন্সী, আনোয়ার হোসেন।

ধন্যবাদান্তে

মোঃ হোসেন আনোয়ার (আঙ্গুর)
সভাপতি
৭১৮-৬১৪-১২৮৪

শফিক খান
সাধারন সম্পাদক
৭১৮-৫৫৯-৭৭৬৭

প্রচার সম্পাদক শফি উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রচারিত

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বহু জনমিশ্রণের এ দেশে প্রথম আলো তথ্য দেয়।
অধিকারের কথা বলে।
- শুভেচ্ছা নিরন্তর

Amluck Hossain Faisal
President
Chittagong university alumni association of USA

Md. Asik Mahmud
Secretary
Chittagong university alumni association of USA

প্রথম আলো বর্ষপূর্তি: শুভেচ্ছা বার্তা

আলোয় আলোয় প্রবাসের আকাশ

ভোরে সূর্যের আলো যেমন জানালার কার্নিশে আছড়ে পড়ে জানান দেয় দিনের সুচনা তেমনি করেই সপ্তাহান্তে “প্রথম আলো” নামক পত্রিকাটা জানিয়ে যায় নানান খবর। কি নেই তাতে? দেশের খবর, বিদেশের খবর, সাহিত্য সমাচার, বিজ্ঞাপন, রাজনীতি সবই থাকে অটুট। কোথায় বাড়ি ভাড়া হবে, কোন রেস্তোরাঁয় লোভাতুর খাবার মিলবে, কোন গ্রোসারিতে দেশিয় আনাজ-মাছ, এসব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। প্রবাসের জীবনে ওই পত্রিকা আমার এক টুকরো বাংলাদেশ, ওই ভাষাই আমার ভাষা। বুভুক্ষের মতো পড়তে থাকি, মাটির কাছাকাছি চলে যাই। বিশেষ করে রঙচঙে সাহিত্যের পাতাগুলো, কারও লেখায় থাকে প্রেম, থাকে দেশ ছেড়ে ভিন্ন মাটিতে জায়গা করে নেবার সংগ্রামের গল্প, থাকে সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা।

কোনো এক সময় লেখার জন্যে অনেক শব্দ মাথায় ভিড় করে থাকতো, কিন্তু তা লেখা হয়ে উঠতো না। এখানের জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে যেয়ে নিজের জন্য কোনো সময় মিলাতে পারতাম না। ফেসবুক নামক সামাজিক মাধ্যম চালু হলে সেখানে একদিন লেখা শুরু করলাম। নিজের গল্পই লিখতাম, চারপাশে যা কিছু দেখতাম, নতুন করে যা শিখতাম সবই তুলে ধরতাম বাক্যের নিপুনতায়। অনেকে সেসব পড়ে বাহবা দিত, আরও লিখতে অনুরোধ করতো। ধীরে ধীরে ভয় কেটে গেল, আমিও ছোট ছোট বিষয় নিয়ে লিখে চললাম। প্রথম আলো’তে ছাপা হল আমার প্রথম গল্প “বকুল কথা”, এক বৃদ্ধ দম্পতির নিঃসঙ্গ জীবনের দিনলিপি। যাদের সন্তানেরা বিদেশে থাকে, তাদের কষ্টের নিঃশ্বাসটাই তুলে ধরেছিলাম আমার গল্পে। ভীষণ প্রশংসা পেয়েছিলাম সেই প্রকাশনায়, আমার অনুপ্রেরণা আকাশ ছুয়েছিল। কিছুদিন পর করোনাকাল শুরু হলো, সেসব দিনের কথা সবারই জানা। নিউইয়র্কে লকডাউন দেবার তের দিন আগেই আব্বা আচমকা চলে গেলেন আমাদেরকে ছেড়ে। বাজ খাওয়া পোড়া গাছের মতো পড়ে রইলাম, চারিদিকে সারা বিশ্ব তখন নিজেকে সাবধানতার চাদরে মুড়িয়েছে। অদৃশ্য এক জীবাণু তাড়িয়ে ফিরছে মানবজাতিকে। ঘরবন্দী অবস্থায় ভীষণ মুষড়ে পড়লাম, পরিচিতজন যারাই ফোন দিয়ে আমাদের সংবাদ নিয়েছে তারা কেউ আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। তারা সবাই করোনায় সাবধান থাকতে বলছে, কে কোন অথেনটিক মেডিক্যাল ইনফরমেশন জেনেছে সেটা নিয়েই বলেছে। অথচ তারা কেউ জিজ্ঞাসা করেনি যে আমি কেমন করে বাবা হারানোর শোকের নদী পাড়ি দিচ্ছি। আমি আসলে তখন করোনাকে ভয় পাইনি, বরং বাবা হারানোর কষ্টে জর্জরিত হয়েছি। সব উপেক্ষা করে একদিন গিয়েছিলাম ম্যানহাটানের টাইমস স্কয়ারে, মানুষ যেন ভোজবাজীর মতো হাওয়া হয়ে গেছে সেখান থেকে। দুটো ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়ানো, দূষণ অনেকটা কমে যাওয়ায় আকাশটা খুব নীল দেখাচ্ছিল। শূন্য শহরে শূন্য হৃদয় নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম, একটা ছবিও তুলে রাখিনি সেদিন, খুব বোকামী হয়েছিল। না ঘুমানোর শহর ম্যানহাটানকে বোধকরি আর কোনদিন এভাবে জনশূন্য অবস্থায় ফিরে পাওয়া সম্ভব না। খবরে শুধু হারানোর ভয়ার্ত গল্প, ফেসবুকের টাইমলাইনজুড়ে হারানোর স্বজনদের ছবি, রাতের বাতাসে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন, চার-পাঁচ লেনের অ্যাভিনিউগুলোতে ওয়াক অথবা ডোন্ট ওয়াক সাইনে কোন মানুষই পারাপার হয় না। তবুও জীবন কিছু সচল ছিল, বাতাসে ভেসেছিল সেবারকার বসন্তে আসা ফুলের পাপড়ি। অঘোষিত ছুটিতে হঠাৎ কেমন ঘরবন্দী আমেজে সবাই কাছাকাছি, তবুও উদ্বেগ উঁকি দিয়ে যায় মনে, শান্তি আসে না পুরোপুরি। পারিবারিকভাবে এই কাছে থাকাটা পজিটিভলি দেখার চেষ্টা করেছি, অনলাইন কিংবা ভার্চুয়াল বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হয়েছি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে। সেই ভয়াল সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে সবাই লিখতেন, পত্রিকাগুলো অনলাইনে ছিল, মাসে একবার আমাদের কুড়ির মতো গল্প নিয়ে বের হতো অনুগল্পের পাতা।

তারপর দুটো বছর কেটে গেছে, আমরাও নীড় ছেড়ে পাখির ছানা উঁকি দেবার মতো করে মাথা বের করেছি। আকাশ আলো করে রোদ উঠে গেছে, ঝলমলে আলোর নিচে আমরা আবারও এক হয়েছি, দেখা করেছি। সাহিত্যের পাতায় এসেছে নতুন চমক, গল্পে গল্পে, কবিতার মূর্ছনায়, রঙিন ছবিতে দৃষ্টি আটকে যায়। আমার লেখা থামেনি, লিখে চলেছি, এখনও লেখার চেষ্টায় আছি। কিছু মানুষ আমাকে টেনে এনেছেন সাহিত্য অঙ্গনে, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন যা ভোলার নয়। কোনদিন কবিতা লিখিনি, তবুও লুকিয়ে দু-চারটে লিখেছিলাম, কিছু মানুষ পড়ে বলেছিল আমার নাকি কবিতা হয় না। লজ্জায় সেই কবিতার পাট গুটিয়েছিলাম। অথচ সেই কবিতাগুলোই প্রথম আলো লুফে নিয়েছিল, আর এভাবেই আমার ফিরে আসা, নিজের জন্যে একটা জগত খুঁজে নেয়া। তাই আছি প্রথম আলোর সাথে, সবার সাথে এক হয়ে।

সোহানা নাজনীন
লেখক

লেখনীর রংধনু রং

প্রবাস জীবন বেছে নিয়েছি-সে প্রায় এক যুগ। লেখালেখির শুরুটা ছিলো আশির দশকে। এর মাঝে অনেক বছর কেটে গেছে তবু থামাইনি লেখা। কত দুঃখ গেলো, কষ্ট গেলো, সংগ্রাম এলো তবুও থামলো না কলমের গতি৷ এই গতির স্রোতেই দিনপাত, এইগতির মাঝেই যাপিত জীবন৷ বয়স বাড়ে, আয়ু ফুরায়, মুছে যায় না দুচোখে লেখনীর রংধনু রং- নীলাকাশ।

করোনার থাবায় বিধ্বস্ত যখন পৃথিবী, মানুষ একাকী ঘরবন্দি তখন সবার মন উশখুশ করে সৃজনশীলতায় পাখা মেলতে৷ সেইমনের ডানায় কেউ উড়ে যায় কেউ অতীত স্মৃতিতে, কেউ ছবি আঁকে আবার কেউ বা লেখে কবিতার পঙ্ক্তি৷ এ আমার কবি মনমেললো পাখনা ভাবনায়৷ আর তাই প্রতিদিন এই দুই হাত খুলে লিখতে থাকলাম কবিতা৷

একদিকে লেখনী যেমন হৃদয়ে আঁচড় কাটে তেমনি অন্যদিকে এর শব্দমালা কালো ছাপ রাখতে চায় সাদা পৃষ্ঠায়৷ আমি হন্য হয়েশুরু করলাম পত্রিকার পাতার অনুসন্ধান৷ মনে পড়লো দৈনিক প্রথম আলোর উত্তর আমেরিকা সংস্করণের কথা- যা কিনা প্রতিসপ্তাহে ছাপা হয়৷ একদা ব্লগে লিখেছি খুব; এখন লিখি ফেইসবুকে৷ তবে প্রথম আলোয় লেখা ছাপানোর আগ্রহ ভেতরে তাগাদাদিতে থাকলো সারাক্ষণ৷

২০২০ সালের প্রথম দিকে করোনাকালীন সময়ে কিছু কবিতা পাঠালাম প্রথম আলোর উত্তর আমেরিকা অফিস বরাবর৷ আমাকেঅবাক করে দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে তারা দুটি কবিতা ছাপালো৷ সেই থেকে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সংস্করণে লেখাপাঠানো নিয়মিত অভ্যাস হয়ে গেলো এ আমার৷

প্রতি সপ্তাহে প্রথম আলোর সাহিত্য পাতা আমাকে ভীষণ টানে৷ কত বৈচিত্র্যেই না ভরা উত্তর আমেরিকা সংস্করণ! প্রবাসেরযাপিত জীবন, দৈনন্দিন খবর, ভ্রমণকাহিনি, গল্প-কবিতা, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ পড়তে পড়তে কেটে গেলো এই তাবৎকরোনাকাল৷ একজন লেখক হিসেবে এর সাহিত্য পাতার সমৃদ্ধ লেখা আমাকে উৎসাহ জোগায়৷

পৃথিবী আজ করোনা থেকে রেহাই পেতে যাচ্ছে৷ আবিষ্কার হয়েছে ভ্যাকসিন৷ করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে সবাই আজ বিপদমুক্তস্বাভাবিক জীবন, নতুন কর্মোদ্যমে ফিরে পাচ্ছে সবাই স্বস্তির সুবাতাস। আর আমারও লেখার কলম পেয়েছে নতুন গতি৷ লিখছিআর পাঠাচ্ছি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা অফিসে সাহিত্য সম্পাদক বরাবর। হঠাৎ করে কোনো সপ্তাহে আমার লেখা ছাপাহলে ফিরে পাই নতুন জীবনীশক্তি। জেগে ওঠে এই আশির দশকের আমার মনে লেখনীরঅফুরন্ত ফল্গুধারা।

জয়তু প্রথম আলো। দীর্ঘজীবী হোক পাঠকের কাছে বহুল আকাঙ্ক্ষিত উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ।

শেখ জলিল
কবি ও লেখক

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ৫ম বর্ষপূর্তি

প্রথম শব্দটা মুখে উচ্চারণ করলেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক অদ্ভুত শিহরণ খেলে যায়। প্রথম শব্দটার মধ্যে আছে এক আবেগ, এক উত্তেজনা, এক সাহস, এক বিপ্লব ও অহংকার। আমাদের সভ্যতার সৃষ্টি থেকে এখনো পর্যন্ত শিক্ষা থেকে উন্নয়ন, শিলান্যাস থেকে স্থাপন, আবিষ্কার থেকে নথিভুক্ত করা, সবক্ষেত্রেই প্রথম শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ। যা থেকেই আমাদের জ্ঞানের কলি একটু একটু করে ফুল হয়ে ফোটে। ফুল ফোটার সাথে এক মিষ্টি মধুর সম্পর্ক আলোর। ভোরের প্রথম আলোর ওম নিয়ে নিজেকে সুন্দরভাবে বিকশিত করে জগতের সব ফুল-ফল, অঙ্কুর থেকে চারাগাছ। এই চরাচরের সমস্ত প্রাণও গভীরভাবে ঋণী আলোর কাছে।

নিজের দেশের মহীরুহ যখন সীমানা অতিক্রম করে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে অন্য দেশে একটি বীজ বপন করে অঙ্কুরোদগমের অপেক্ষায় আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠে তখন আলো সেই কর্মযজ্ঞকে সফল করতে উষ্ণতা দেয়। একদিন অঙ্কুর বের হয়ে মাথা উঁকি দেয়া সেই অংশটি একটু একটু করে কচি ডালপালা মেলে কিশোর হয়েছে। প্রথম আলোর প্রথম ওমের ছোঁয়া পেতে পেতেই বাড়ন্ত হয়েছে তার শরীর। এক, দুই করে করে পাঁচে পা রেখেছে পরবাসী কিশোর গাছটি নিজের শেকড়, নিজের সত্ত্বাকে অক্ষত রেখে। এগিয়ে চলেছে মেরুকরণের সাম্প্রদায়িকতাকে দূরে সরিয়ে নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকে। সারা পৃথিবীর বাংলা শব্দযোদ্ধাদের এক সুতা দিয়ে বেঁধে দৃঢ় করেছে সম্পর্কের বন্ধন।

দৈনিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনের গুরুদায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে সাপ্তাহিকভাবে পৃথিবীর সাহিত্য জগতকেও একত্রিত করেছে একই ছাতার ছায়ায়। খ্যাত-অখ্যাতর বৈষম্যবিহীন মিশ্রণ তুলে ধরেছে তাদের মানসিকতা। প্রত্যন্ত অঞ্চল হোক কিংবা জনবহুল মহানগর প্রত্যেকেই সমমর্যাদায় জুড়ে গেছে একে অপরের সহযাত্রী হয়ে। শব্দ বোঝাই পাণ্ডুলিপি নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিকাঠামোর আশ্রয়ে নোঙর বেঁধেছে প্রথম আলোর বন্দরে। নির্বিঘ্নে নামিয়েছে কলমের আঁচড়ে সৃষ্ট নিজের প্রজ্ঞা, অনুভূতি ও আবেগের পসরা। সযতেœ তুলে দিয়েছে তাদের ঘরে এই বিশ্বাসের সাথে যে, তাদের মগজাত সন্তানের দায়িত্ব পালনে কোনো খামতি থাকবে না। পালিত পিতামাতার মতো করে সেই সন্তানের যতœ নিয়ে তার ভুলভ্রান্তিকে সংশোধন করে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করে চলেছে আপামর বিশ্ববাসীর প্রাঙ্গনে। সেই প্রাঙ্গন কাগজে মুদ্রিত বা সামাজিক গণমাধ্যমের পর্দায়, মুন্সিয়ানার ছাপ প্রশংসনীয়।

দৈনিক সংবাদের পাঠক না হয়েও পাঁচে পা দেয়া প্রথম আলোর দৃপ্ত তেজে পুষ্ট হওয়া সাহিত্যাঙ্গনের সব সন্তানেরা আনন্দে, উত্তেজনায়, আবেগে, অহংকার নিয়ে সগর্বে কুর্নিশ জানাতে কোনো কার্পণ্য করতে চায় না এটাই স্বাভাবিক। তাই লেখার প্রকাশটাও করতে চায় সেই কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে। ভেতরে লালিত হয়ে চলেছিল ইচ্ছা, ক্রমশ বেড়ে উঠেছিল খিদে, একদিন নিজের শব্দ দিয়ে সাজানো তরী ভিড়বে অজানা কোনো শব্দগ্রামে যেখানে সাদরে গ্রহণযোগ্য হবে তার সম্পদ। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উতরাই, প্রত্যাখ্যান ও অবহেলা ডুবিয়ে দিয়েছিল মনকে কালের অন্তরালে। আশার আলো খড়ের চালের ফুটো দিয়ে জোৎস্না পান করার মতো, উঠোনের মাঝে দাঁড়িয়ে ছুঁতে চাইলে গায়ে মেখে আবছা আলো-অন্ধকারের ইন্দ্রজাল মনে হতো। হঠাৎ এক দামাল হাওয়ায় খুলে গেল বাতায়নের খিল, চোখের ওপরে এসে পড়লো ভোরের প্রথম আলো। ভাসিয়ে নিয়ে গেল নীল দিগন্তে। গেয়ে উঠলো মন আনমনে কবির কটা লাইন-

নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল,
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল॥
আকাশের লাগে ধাঁদা রবির আলো ওই কি বাঁধা ॥
বুঝি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগল,
সর্ষেক্ষেতে ফুল হয়ে তাই জাগল॥
নীল দিগন্তে মোর বেদনখানি লাগল,
অনেক কালের মনের কথা জাগল।
এল আমার হারিয়ে-যাওয়া কোন্ ফাগুনের পাগল হাওয়া।
বুঝি এই ফাগুনে আপনাকে সে মাগল,
সর্ষেক্ষেতে ঢেউ হয়ে তাই জাগল।।

সত্যি জাগল হৃদয়, পাখা মেলে উড়ে যেতে চাইল যেখানে মন চায়, আনন্দে আত্মহারা শব্দশিল্পী নিরলস কর্মে ব্যস্ত রাখল নিজেকে এতোদিনের বিমর্ষতা ভুলে। মনকে নিবিষ্ট করলো সৃষ্টির জগতের মহাসিন্ধুতে। তুলে নিয়ে আসতে চাইল অতলান্তের গভীরতা থেকে বহুমূল্য আকর। প্রবালের প্রাচীর সরিয়ে স্বচ্ছ টলটলে জলে অবগাহন করে আহ্নিক সেরে বসলো মসি-দোয়াতের সরঞ্জাম নিয়ে। সামনে খোলা পাতা মিটমিট করে আদুরে হাসি হাসছে, বলছে-

“এবার হয়েছে তো সময়, যে খিদে নিয়ে দিন গুনছিলে সেই খাবার তোমার সামনে অপেক্ষায়। প্রতিযোগিতায় নেমো না, আন্তরিকতায়, সাহসিকতায়, অনুশীলনের পরিশ্রমে অক্ষর দিয়ে ছবি আঁকতে হবে। তাৎক্ষণিক জাঁকজমকের উত্তরীয়তে নিজেকে জড়িয়ে না নিয়ে মলিন বসনকে আশ্রয় করো। যা নিজের তাকেই গুছিয়ে, সাজিয়ে তৈরি করতে হবে নিজস্ব ছাপ। যেই ছাপ দাগ কাটবে পাঠকের মনে, সৃষ্টি চিনবে কলমের বিপ্লবে নামের আতিশয্যে নয়।“

সাদা পাতার নীরব পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হলেও কখনো দিকভ্রষ্ট হয়ে বাঁকাপথে নিয়ে যেতে চায়। পণ্ডিত মশাইয়ের দায়িত্ব পালন করে মস্তিষ্ক, বিবেক দেয় বোধ, পরিবেশ দেয় মুহূর্ত ও প্রেক্ষাপট। সৃষ্টিসুখের উল্লাসে অক্ষরের ছবি এঁকে চলে কবি, গদ্যকার, উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও গল্পকার। বছরের সব ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে থাকে সৃষ্টি, যা অব্যহত থাকে জন্মতিথির আয়োজনেও। আলোয় আলোয় ভরে উঠুক পথচলা। প্রথম আলোর আলোতে পথ খুঁজে পাক শব্দযোদ্ধারা। আলোকিত হোক বিশ্বচরাচর সঠিক সংবাদের পাতায় পাতায় নিজেকে নিমজ্জিত করে।

শুভ বর্ষপূর্তি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।

অনুশ্রী তরফদার

এগিয়ে চলো রে

পাঁচ বছর নিষ্ঠার সাথে পূর্ণ করে ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করছে প্রথম আলো। অভিনন্দন জানাই প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে। ২০২১ সালের জুনের দিকে নারী বিষয়ক একটি লেখার মাধ্যমে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে আমি যুক্ত হই। সেই থেকে লেখার পাশাপাশি নিয়মিত পড়তে গিয়ে পত্রিকাটির প্রতি ভালোলাগার পাশাপাশি একটা টানও তৈরি হয়েছে। সাথে সাথে যেমন পাওয়া যায় রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ খবর, তেমনি আছে বিনোদনের খবরও। আছে সমৃদ্ধশালী সাহিত্য পাতা। চমৎকার সব গল্প, কবিতা দিয়ে সাজানো পাতাটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে যারা যুক্ত আছেন সবার প্রতি আমার ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা রইল। বিশেষ করে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, যার কথা না বললেই নয়। ইব্রাহীম চৌধুরী ভাইয়ার উৎসাহ পেয়েই সাহস করে এত নামী, গুণী পত্রিকায় লেখার সাহস করি। এখানে এডিটিংয়ের সাথে যারা যুক্ত আছেন, তারা খুবই আন্তরিকতার সাথে কাজ করেন। লেখালিখি করতে গিয়ে আমাদের অনেক সময় অনেক ভুলভ্রান্তি থেকে যায়। সেখানে এডিটররা কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষতার সাথে লেখাটিকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা গুণগত দিক দিয়ে অত্যন্ত মানসম্পন্ন একটি পত্রিকা। বিশেষ করে উত্তর আমেরিকার বাঙালি সমাজের জন্যে খুবই গুরুত্ব রাখে, প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যনতুন খবর পেতে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার মাধ্যমেই বাঙালিদের মধ্যে একটি বন্ধন তৈরি হয়। প্রতিদিন যারা প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে থাকেন, তারা জানেন কখন, কোথায় বাঙালিদের কোন্ উৎসব বা মেলা হচ্ছে। সবাই একি সময়ে সেখানে গিয়ে হাজির হন। বিদেশের বাঙালি কারও সাথে মিশে যেতে আগের খাতির, পরিচয় বা আতœীয়তার সম্পর্ক হওয়ার দরকার পড়ে না, বাংলা ভাষায় কথা জানলেই হয়, এক বাঙালি আরেক বাঙালিকে এখানে আপন করে নেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার মাধ্যমে আমরা এখানকার বাঙালিদের উন্নতি, অগ্রগতির খবর পাই। এমনি ঘটনা দূর্ঘটনারও খবরও পাই সাথে সাথে। ফলে সবাই এক হয়ে পাশে দাঁড়াবার সুযোগ হয়। আর সেই যোগাযোগ তৈরি করে দেয় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। নিউইয়র্কের দিকে বাংলা দোকানে কিংবা রেস্টুরেন্টে গেলেই টেবিলে পাওয়া যায় এই জনপ্রিয় পত্রিকাটি। কারও জন্য অপেক্ষা করতে করতে অথবা চা খেতে খেতে পত্রিকাটির কখনও রাজনৈতিক বিষয় অথবা কখনো বিনোদনের বিষয় নিয়ে আলাপের মধ্য দিয়ে আড্ডা জমে ওঠে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা রইল।

দিনা ফেরদৌস

প্রথম আলো বর্ষপূর্তি: শুভেচ্ছা বার্তা

আলো আর অন্ধকারের মধ্যে আলো অপ্রতিরোধ্য

প্রথম আলোর সাথে পরিচয় তার জন্মের আগে থেকেই। অবাক হচ্ছেন, তখন ভোরের কাগজ পড়তাম, তার আগে জনকণ্ঠ। সেই স্কুলজীবন থেকে সকালে চায়ের সাথে পত্রিকা না হলে চলতো না আমার। জন্ম আর বেড়ে ওঠা মফস্বলে, চায়ের দেশ সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ শহরে। তাই তখনকার সময়ে পত্রিকা হাতে পেতে দেরি হতো, কি যে অস্থির লাগতো আমার।

যাহোক, প্রথম আলো প্রকাশের আগে সে কি তুমুল হৈচৈ আর বিশাল আয়োজন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাসহ অনেক বিশেষ সংখ্যা, ছুটির দিন, সাময়িকী, নকশা, রস+আলোসহ বিশাল সংগ্রহ ছিল। কালের বিবর্তনে অনেক প্রিয় কিছুর সাথে সেগুলোও হারিয়ে গেলো। সে এক অন্য গল্প।

প্রথম আলো ব্লগের সেই সোনালী দিনগুলোর একদিন প্রথম আলো অফিসেও গিয়েছিলাম। দেখা হয়েছিল সম্পাদক মতিউর রহমানসহ অনেক বিখ্যাতর সাথে।

নিউইয়র্কে আসার পর যখন আবার লেখালেখি শুরু করলাম, তখন জানলাম উত্তর আমেরিকার প্রথম আলো সম্পর্কে। দেশের বাইরেও বাংলা ভাষীদের প্রাণের ভাষায় তাদের মনের কথা নিয়ে যে বিশাল আয়োজন, প্রথম আলো তার অন্যতম।ভীষণ ভালো লাগে আমাদের ভাষা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলা পত্রিকাগুলো, সগৌরবে।

বরাবরের মতোই শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য, দর্শনের সুন্দর বহির্প্রকাশে সমৃদ্ধ উত্তর আমেরিকার সাহিত্য পাতা। দেশের বাইরেও যে বাংলা ভাষীদের কলমের এত সুন্দর আর সমৃদ্ধশালী কর্মযজ্ঞ চলছে জানতাম না। এক একটা লেখা পড়ি আর ঋদ্ধ হই। প্রথম আলো, আপন আলোয় উদ্ভাসিত। নিজেও লিখছি অল্প স্বল্প।

প্রাপ্তির সাথে প্রত্যাশার একটা মেলাবন্ধন রয়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবে প্রথম আলোর কাছে প্রত্যাশা দেশের আনাচ-কানাচে অগণিত লেখক রয়েছে যারা নিভৃতচারী। আমি চাইবো তারাও যুক্ত হোন আমাদের সাথে। তাহলে আমরা আরও বিস্তার লাভ করতে পারব। প্রথম আলো সাহিত্য পাতা দেশকে বিদেশের মাটিতে সমুন্নত রাখুক। বাংলা ভাষা, আমাদের প্রাণের ভাষা স্পন্দিত হোক সবার হৃদয়ে।

পত্রিকার জন্মলগ্নে আন্তরিক শুভ কামনা ও অভিনন্দন রইল।

মুক্তারা বেগম নদী, লেখক

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে প্রথম আলো পরিবারের সকলের প্রতি অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যে কোনো প্রাপ্তি মানুষকে খুশিতে আপ্লুত করে। প্রাপ্তিতে থাকে ভালোবাসার মিশ্রণ তাই হয় এতো মধুর। যে কোনো প্রাপ্তি মনের আশা জাগায়, গঠনমূলক কাজের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে দেয়। কল্পনার পরিধি হয় বিস্তৃত আকাশ ছোঁয়া।

প্রথম আলো নর্থ আমেরিকা লেখক এবং পাঠকের জন্য প্রাপ্তির সেই আশা জাগানিয়া পত্রিকা যেখানে নিষ্ঠার সাথে সকল প্রকার সংবাদ প্রকাশ করা হয়। প্রথম আলো লেখক ও পাঠকের মনে সব সময় নতুন কিছু সৃষ্টি আলো জ্বালিয়ে দেয়। অজানা প্রতিভাকে খুঁজে বের করে সকলের সম্মুখে রেখে দেয়। পুরো দল সত্য ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করে। সুপ্ত প্রতিভার ভয়ের দরজা বন্ধ করে মনের বিকাশের দরজা খুলে দেয় এবং নির্ভরতার আলো জ্বালিয়ে দেয়। প্রথম আলো যেন কারও একার নয়, আমাদের, আমাদের সকলের।

প্রথম আলো, নর্থ আমেরিকার বর্ষপূর্তিতে প্রথম আলো পরিবারের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। আরও আরও প্রশংসিত হোক, আরও প্রসারিত হোক, ছড়িয়ে পড়ুক সারা বিশ্বে। এই প্রত্যাশা সব সময়।

জান্নাতুল আরা, লেখক

শুভবার্তা প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা

আমার লেখালেখির হাতের খড়িটা কৈশোর থেকে শুরু হলেও জীবনযাপনের তাগিদে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবেই এসেছে। স্কুল-কলেজে পড়াকালীন কবি রফিক নওশাদ স্যারের সম্পাদনায় আমরা লিখতাম কলেজের মাসিক পত্রিকায়। তাঁর পরিচর্যায় আমাদের লেখালেখি উৎরে সর্বোপরি বাংলা চর্চা চলতো দৈনন্দিন পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে। তারপর চলে এলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি কাব্যচর্চাও পেলো বিশদ ব্যাপকতা। বলাবাহুল্য যে, বাংলাদেশে সকল ধরনের সাহিত্যচর্চার মূল কেন্দ্রই ঢাকা। আমিও সেই সকল সুবিধায় অনুপ্রাণিত হলাম। তখনই আমি জেনেছি যে সাহিত্যের বিস্তৃতিতে দৈনিক, মাসিক পত্রপত্রিকাগুলোই প্রধান প্রেক্ষাপট; যেখানে যুগে যুগে জন্ম হয়েছে অসংখ্য কবি, সাহিত্যিকের। এর পরে লিটল ম্যাগাজিনগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখলেও সেখানে সার্বজনীনতার কিছুটা অভাব আমি বোধ করি। তাই ব্যাপকতা বলতেই দৈনিক সাহিত্য পাতার দিকে আমরা চোখ রাখি।

ঢাকাস্থ বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হলো, অনেক গুণী সম্পাদকের সংস্পর্শে এলাম। তাঁদের সহযোগিতায় লেখায় পরিপক্কতা এলো। লেখালেখির পাশাপাশি আমার প্রথম কবিতার বই শীর্ণ নদী ও পূর্ণিমার চাঁদ প্রকাশিত হলো ১৯৯৫ বইমেলায়। কিন্তু এ অনুশীলনেরও সমাপ্তি ঘটলো, জীবনের নতুন অধ্যায়ে; দেশ পাড়ি। প্রবাসে জীবনযাপনে আর যাই হোক না, সাহিত্যচর্চার চরম অনুপস্থিতি আমি অনুভব করলাম। আমেরিকায় তখন তেমন সাহিত্য মাধ্যম ছিল কিনা জানাও ছিলো না। হয়ত ছিলো; ব্যাপকতা নিশ্চয় ছিলো না তেমন। ফলে নিজের ভিতর নিজেই থাকি একা। জমানো বুকশেল্ফ পড়ে পড়ে গড়তে শেখার চেষ্টা।

এরমধ্যে পৃথিবীজুড়ে নেমে এলো নতুন প্রভাব; আন্তর্জালিক যোগাযোগের মাধ্যমের সাথে আমরা সবাই দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। আমি লেখালেখির প্রয়াসে সংযুক্ত হলাম ংড়সবযিবৎবরহনষড়ম ব্লগে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সাহিত্যচর্চা শুরু হলো নতুন আঙ্গিকে। বেশ কিছুদিন নিয়মিত ছিলাম সেখানে। লিখতে লিখতে সখ্য গড়ে উঠলো অনেকের সাথে; কিছু ছদ্মনাম, কিছু সত্যনামের কবিতাপ্রেমীদের সাথে। ভার্চুয়্যাল সম্পর্কগুলো ভার্চুয়্যালই থেকে যায়; তারপর হারিয়ে যায় অবশেষে। কিছুদিন পর আবারও অনিয়মের ছায়ার হাতছানি। ব্লগিং বন্ধ করলাম কিন্তু লেখার অভ্যাসটা আর থামলো না তেমন। এভাবেই নিয়ম অনিয়মের মাঝে ২০১৯ সালে বইমেলায় প্রকাশিত হলো দ্বিতীয় কবিতার বই উড়ে যাই শঙ্খদেশে।

এমনি টুকটাক লেখালেখির ব্যস্ততা নিয়ে চলছিলো জীবন। হঠাৎ আমার বন্ধুর ইনবক্সে খবর পেলাম প্রথম আলোর। সাহস করেই কিছু লেখা পাঠালাম। প্রতিত্তরে খবর পেলাম, কবিতাও প্রকাশিত হলো।

আমার গল্পটা কেবল আমার নয়; হয়ত অনেকের। যারা প্রবাসী দেশের মূলধারা থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন; তাদের জন্য এই লেখালেখির সুযোগ পাওয়া সত্যিই এক পরম প্রাপ্তি। কেননা, একজন সাহিত্যকর্মীর এক গুরত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো তার প্রকাশনা। সাহিত্যের ব্যাপকতা প্রকাশের মাধ্যমেই ঘটে, লেখকের মান বা গ্রহণযোগ্যতা পাঠকদের কাছে। অন্যদিকে গণমাধ্যম ও সম্পাদিত প্রকাশেও আছে ব্যাপক ব্যবধান। সম্পদনায় পাওয়া যায় একটি সাহিত্যকর্মের গুণগত, মানগত ফলাফল কিন্তু গণমাধ্যমে এই বিবেচনার যথেষ্ট অনুপস্থিতি। আমার ভাবতেই খুব ভালো লাগছে যে অবশেষে আমিও প্রবাসে বসে সে সুযোগ নিতে পারছি। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা এবং আরও অনেক মাধ্যম আমাদের সেই সাহায্যের দরজা খুলে দিয়েছে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সাহিত্য পাতাকে জানাই ৫ম বর্ষপূতির অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। সর্বপরি আমি এই অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্মীদের সাধুবাদ জানাই, উন্নতি কামনা করি, আমাদের এ প্রচেষ্টা থাকুক অটুট ও অগ্রগামী।

আহসান

আধারের বুকে আলোর ফোয়ারা

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার যাত্রা শুরু হয় ২০১৭ সালের মার্চে। এটা প্রথম আলোর নিউইয়র্ক সংস্করণ ৪০ পাতার মুদ্রণে প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হয়। এখানে শিল্প, সাহিত্য, খেলাধুলা, বিনোদন, মতামত, আমেরিকার খবর, বাঙালি কমিউনিটির খবর, কানাডা এবং বাংলাদেশের খবরসহ বেশ কয়েকটি বিভাগ থাকে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পাঁচ বছর পেরিয়ে ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করলেও আমি নিয়মিত পড়ছি গত এক বছর ধরে, মূলত সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীর ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ারকৃত প্রথম আলোর বর্ণনা আমাকে খুব টানে। তাছাড়া এইচ বি রিতা আপুর মাধ্যমে সাহিত্য পাতার সাথে পরিচয়ের পর নিয়মিত পড়তে শুরু করি। সেই সাথে পোক্ত হয় ভালোলাগা। খেয়াল করি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে প্রতিনিয়ত, বিশেষ করে সাহিত্য পাতায়। এছাড়া মতামত প্রকাশ কিংবা বিশ্লেষণমূলক কলাম পড়ে মনে হয়েছে- দীর্ঘদিন ধরে আমাদের গ্রাস করতে থাকা ভয়ের সংস্কৃতি থেকে কিছুটা হলেও বের হয়ে মরুর বুকে এক পশলা বৃষ্টি কিংবা আধারের বুকে জোনাকি হয়ে উঠছে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত লিখলেও গত এক বছর লেখা হচ্ছিল না বিভিন্ন কারণে, সেই নিরবতা ভাঙলো প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাহিত্য পাতায়, গত মাসে প্রকাশিত হয়েছিল আমার প্রথম লেখা, তবে শেষ নয়, বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা পাঠক-লেখকদের যে মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে তা এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য কই।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে তার পাঠকদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংবাদ ও তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর সাহিত্য পাতাটি দিন দিন লেখক-পাঠকদের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে প্রতিভা বিকাশের পথ আরও সমৃদ্ধশালী করে তুলছে। নিয়মিত পাঠক-লেখক হয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে পথ চলতে চাই। শুভ কামনা প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।

আবদুল কাদের আরাফাত, লেখক

জয়তু প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা

দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর অতিক্রম করলো প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। আমি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার একজন নিয়মিত পাঠক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই প্রথম আলোর সাথে আমার এই ঘনিষ্ঠতা। একজন সাধারণ লেখক হিসেবেও পত্রিকাটির সাথে আছি বেশ অনেক দিন হলো। প্রত্যেক মাসে পত্রিকাটির "অণুগল্প" সাহিত্য সংখ্যাটির জন্যে প্রতীক্ষায় থাকি চাতকের মতো। প্রতীক্ষার প্রহর যেন শেষ হতে চায় না। যেন কি প্রতীক্ষার প্রথম আলো! যেন কি ভালোবাসার প্রথম আলো!

তবে এই ভালোবাসাময়তা যে শুধু নিজের লেখা প্রকাশ পাবে বলে তা নয়। এই ভালোবাসাময়তা মাটির গন্ধ, দেশি নির্যাস শুষে নেবার আকাঙ্ক্ষার। যার জন্য আমি চাতকের মতো প্রতীক্ষায় থাকি।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আমার প্রাণের স্পন্দন। ভালোবাসার টান। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত মাতৃভূমির এক অমোঘ আবেশে মাতিয়ে রেখেছে আমাকে।

অভিজাত ইংলিশে যখন আমার মায়ের শেখানো বুলিগুলো ফ্যাকাশে ঘাসের মত মৃতপ্রায় হয়ে যাচ্ছিলো, ঠিক তখনই ত্রাতা হয়ে সবুজ প্রাণের সঞ্চারে আবর্তিত হলো প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। তাঁর ছোঁয়ায় প্রাণে ফিরে এলো সবুজের আভা। সেই থেকে পত্রিকাটির কাছে আমি ঋণী। তাই অসীম কৃতজ্ঞতায় কামনা করি, মহিমান্বিত হোক তাঁদের পথচলা।

প্রথম আলো (নর্থ আমেরিকা) যে শুধু আমার হৃদয়ঘটিত আবেগমথিত ব্যাপার তা একেবারেই নয়। এটা আমার ক্ষুদ্র লেখকসত্তার বিকশিত হবারও অনুপ্রেরণা। আমি পত্রিকাটির অতি সিরিয়াস একজন পাঠক। আমি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে এবং জানতে পারি। এটা নিউইয়র্ক তথা পুরো আমেরিকার বহুল পঠিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা বলে পুরো বাঙালি কমিউনিটির সম্মিলনস্থল হওয়ায় আলটিমেটলি বাংলা ভাষীদের ভেতরে বৃহৎ সংযোগস্থলও বটে। তাই প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে অকপটে বলা যায় বাংলা কমিউনিটির হৃদ্যতা বিকাশের একমাত্র চারণভূমি।

একজন শুভাকাঙ্ক্ষী থেকে সময়ের পরিক্রমায় কখন যে এই পত্রিকাটি আমার ভালোবাসার স্পন্দন হয়ে উঠেছে বুঝে উঠতে পারিনি। যাহোক, হৃদয়লালিত ভালোবাসার এই স্পন্দনকে বুকে ধারণ করে নিউইর্য়ক তথা পুরো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রথম আলো পরিবারকে জানাই অকৃত্রিম ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ফারহানা হোসেন

৫ম বর্ষপূর্তিতে প্রথম আলোকে শুভকামনা

'প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা' পত্রিকাটি তার পাঁচ বছর পেরিয়ে ছ'বছরের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। এ সংবাদ শুধু আমি এবং আমার মতো উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলা ভাষী নয়, পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় বসবাসরত বাঙালির জন্য বিশেষ গৌরবের এবং পরম আনন্দের সংবাদ। একটি সঠিক মানসম্পন্ন এবং নিরপেক্ষ পত্রিকা সমাজ এবং দেশের দর্পণস্বরূপ। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বলতে গেলে এসব কিছুরই সুরত-হাল একটি সত্যনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ পত্রিকায় দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে আমাদের সামনে তুলে ধরে। সে বিচারে প্রথম আলো শুরু থেকে পাঠকদের শুভ্র আলোর পথে এগিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার কথা বলতে গেলে আমাকে প্রায় দুই যুগ পেছনে ফিরতে হবে।

গ্রামে সেসময়ে দেশ এবং দেশের বাইরের খোঁজ খবর এবং বিনোদনের একমাত্র না হলেও বিশেষ মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। হাতেগোনা অল্পকয়েক বাড়িতে ব্যাটারিচালিত রেডিও টেলিভিশন থাকলেও সন্ধ্যার পর মাত্র দুই-তিনঘণ্টার বেশি দেখার কিংবা শোনার অনুমতি কিংবা উপায় ছিল না। সে হিসেবে আমাদের একমাত্র আশ্রয় ছিল সংবাদপত্র। বেশ বেলা করে ঢাকা থেকে পত্রিকা আমাদের এলাকার গ্রামগুলোতে পৌঁছাত। সকাল থেকে চলত আমাদের হকারের সাইকেলের টুংটাং আওয়াজের অপেক্ষা। একটা সময় পর হকার চলে আসলে কে কার আগে পত্রিকা বগলদাবা করে পালাবে তার প্রতিযোগিতা চলত। শেষে মায়ের তদারকিতে পত্রিকা পাতার খণ্ডে খণ্ডে ভাগ হতো। আমি এবং বড়ভাই সাহিত্য পাতা, ছোটভাই খেলার পাতা, বড়বোনেরা বিনোদন পাতা। সেই বুঝ হওয়ার পর থেকে সেসময়ের বেশ ভালোমাত্রার একটা পত্রিকা আমাদের বাড়িতে আসন গেড়ে বহুকাল স্থায়ী হয়েছিল। তার বিকল্প অন্য পত্রিকা থাকতে পারে এমন ধারণা কিংবা বিশ্বাস করা যেন দুঃসাধ্য ছিল। ঠিক সেসময়ের এক ঘটনা না বললেই নয়।

সময়কাল ১৯৯৮ সালের শেষের দিকের। শীতের সকাল, বেলা চড়ে গেলেও সূর্যের দেখা নেই। কুয়াশায় চারপাশ সয়লাব। এমনদিনে দূরপাল্লার গাড়িঘোড়ার ঘুম ভাঙ্গে বড্ডবেলা করে। এসব সময়ে পত্রিকা সাধারণত ঢাকা থেকে আসে না কিংবা আসলেও বেলা পরে গেলে, একদম শেষ বেলায়। আজকে পত্রিকার আশা-দুরাশা মাত্র। বিষণ্ণ মনে বাংলাঘরের খোলা বারান্দায় বসে মাটির সুরু- চিলতে মাটির রাস্তা যেটা কী না ঢাকায় যাওয়া- আসার বড় রাস্তার সাথে যুক্ত হয়েছে, সে পথের দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ কুয়াশার চাদর ভেদ করে হকারের উপস্থিতি। খুশিতে চোখে জল আসার পালা। আমাদের পত্রিকার সাথে নতুন একটা পত্রিকা আমাকে ধরিয়ে দিয়ে হকার সহাস্যে বিদায় নেয়। সৌজন্য সংখ্যা। দৈনিক প্রথম আলো- প্রথমেই পত্রিকার নামে মুগ্ধ হই। প্রথম দর্শনে প্রেম বিষয়ের মতো নতুন পত্রিকার ভিন্নমাত্রার সাজসজ্জা এবং বিষয়বস্তুর ভিন্নতা আমার নজরকাড়ে। আমি চটজলদি সাহিত্য পাতায় চোখ রাখি। বিভিন্ন গুণীজনের লেখায় ভরপুর। সাহিত্যের অন্যমাত্রার স্বাদ আমাকে ভীষণভাবে আটকে রাখে। এছাড়া অন্য আলো, বন্ধুসভা, ফিচার পাতায় ভিন্নমাত্রার আয়োজনে চোখ ফেরানো দায়। পত্রিকার প্রেমে পড়ে যাই। মাসের শেষের সময় হওয়াতে হকারকে সামনে মাসের শুরু থেকে প্রথম আলো দিতে বলি। কিন্তু প্রথম আলো আমাদের বাড়ির প্রবেশের শুরুতে বেশ বাধায় পড়ে যায়। বড়ভাই এবং বাবা ছাড়া কেউ আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হয় না। এতদিনের অভ্যস্ত পত্রিকা থেকে নতুন অজানা-পরিচয়হীন এক কাগজের প্রতি বাড়ির বাকি সদস্যরা কোনোরকম আস্থা খুঁজে পায় না। শেষে অবশ্য তাঁরাও আমার মতো প্রথম আলোর প্রেমে পড়ে যায়। পুরাতন পত্রিকা সরে গিয়ে নতুন আসন গেঁড়ে বসে। সেই শুরু থেকে আজ অবধি প্রথম আলোর সাথে পাঠক এবং লেখক হয়ে আছি এবং থাকব ইনশাল্লাহ।

মাঝে অবশ্য একবার প্রথম আলোর সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য হই। সে গল্প সংক্ষেপে বলি। ততদিনে বেশ ক'বছর সময় গড়িয়ে গেছে। এরমধ্যে প্রথম আলোর সাথে বিশেষ করে সাহিত্য পাতা এবং বন্ধুসভার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছি। ঠিক সেসময়ে দেশ ছাড়লাম। পড়াশোনা শেষে বিশেষ প্রয়োজনে দেশ ছাড়ার বিকল্প পথ খোলা ছিল না। দেশ ছেড়ে চলে এলাম যুক্তরাষ্ট্রে। প্রথম দেশের বাইরে পা রাখা। নিজের দেশ,বন্ধু-স্বজনহীন সে জীবনের কষ্ট, বলে কয়ে বুঝাবার নয়। এসবের বাইরে গিয়ে যে জিনিসটার তীব্র অভাববোধ করি- দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা। দিনের শুরুটা হতো যাকে নিয়ে তার অভাবে আমাকে বৈরাগ্য চেপে ধরে। পুরোনো কিছু সাহিত্য পাতা অন্যন্য বইয়ের সাথে বহুকষ্টে বগলদাবা করে নিয়ে আসি। পুরোনো সেসব সাহিত্য পাতা পড়তে পড়তে মুখস্থ হবার পালা। সে সময়ে চাইলেই ইন্টারনেটে পত্রিকা পড়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সকালের চায়ের সাথে নতুন ঝকঝকে পত্রিকা চোখের সামনে মেলে ধরার স্বাদ কি অন্যকিছুর সাথে তুলনায় যায়? এরপর অবশ্য বাধ্য হয়ে ইন্টারনেটে পত্রিকা পড়তাম। যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুই-একটা বাংলা পত্রিকারও সন্ধান পেলাম কিন্তু আমি তাতে সেই প্রাণ ফিরে পাই না।

তারপরপ্রায় পাঁচবছর পূর্বে বহু প্রতীক্ষিত প্রথম আলো পত্রিকা ' প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা' নামে পুরোপুরি সেই পুরোনো আমেজে আমার কাছে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে ধরা দেয়। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা একটি আধুনিক সংবাদপত্র। সমাজ ও জীবনের সব কিছুই পরিবেশন করে অতি চমৎকারভাবে।

আজকের এই শুভদিনে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার কাছে আমার একটা ছোট্ট প্রত্যাশা- সাহিত্য পাতা আরও দীর্ঘ পরিসরে হোক এবং তা পৃথিবীর সবপ্রান্তের বাংলা ভাষীদের লেখায় সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হউক। পরিশেষে আমার প্রিয় পত্রিকা প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পাঁচ বছর পূর্তিতে আবারও বিশেষ অভিনন্দন।

জাকিয়া শিমু

প্রথম আলো বর্ষপূর্তি: শুভেচ্ছা বার্তা

বাংলাদেশে ঊনিশ শতকের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল দৈনিক ইত্তেফাক, দ্য অবজারভার, দৈনিক সংবাদ ও দ্য ডেইলি স্টার। প্রতিদিন সকালে কর্মক্ষেত্রে যাবার পূর্বে বাবাকে দেখতাম পত্রিকাতে চোখ বুলিয়ে যেতেন ব্রেকফাস্ট টেবিলে। সংবাদপত্রের নতুন নতুন খবরের প্রতি আমার অগাধ সহজাতবোধ আকর্ষণ কৈশোরকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয়, চাকরি, নতুন ভবন পরিকল্পনা, ঘটনা-দুর্ঘটনা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, আমদে-প্রমাদে, চুরি-ডাকাতি, কর্মখালি, পাত্রপাত্রী, ধর্মীয় ব্যাপার, বাজার-দর, স্বাস্থ্য ও সাহিত্য পাতা পাঠ করতে যেমন জানার পরিধিতে যোগ হতো নতুন অভিজ্ঞতা তেমনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খবরাখবরে সমৃদ্ধ হবার অবকাশ মিলতো। শিল্প সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, খেলাধুলা ইত্যাদি বহুবিধ খবর ও নান্দনিক রঙিন পেজে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো সর্বোপরিই ছিল সমৃদ্ধ।

এছাড়া রাজনৈতিক ঘটনাবলি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, রোমাঞ্চকর অভিযান, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতির বৃত্তান্ত সংবাদপত্র ছিল বাংলাদেশিদের একটি বিশেষ আকর্ষণ। সেসময় একটিমাত্র টিভি চ্যানেল ও বর্তমানের প্রযুক্তিগত ব্যাপক সহজলভ্যতা ও ব্যবহার না থাকায় সংবাদপত্র পাঠ তাড়নাসুলভ একটি দৈনিক কর্মের মধ্যেই পড়তো।

দৈনিক প্রথম আলো ঢাকায় ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি সেসময় ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। ইংরেজি সংবাদপত্রগুলোর পাশাপাশি প্রথম আলো নামকরণেই এক ধরনের চমকে আকর্ষিত হয়েছিলাম। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সূর্যালোকের প্রথম আলো ঘরে প্রবেশ করার এক অনুভূতি। কালো বোল্ড অক্ষরের পেছনে সূর্যের লাল আলো যেন এক নতুন চেতনা, নতুন আগমনের বার্তা বয়ে নিয়ে এলো। সংবাদপত্রটির প্রতি একধরনের অনুরাগে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ মতিউর রহমান এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। ২০০৮ সাল থেকে তিনি এ পত্রিকাটির প্রকাশক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন। পত্রিকাটি সামাজিক আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে প্রথমে যে শ্লোগানটি প্রচার করেছিল তা হলো 'যা কিছু ভালো তার সঙ্গে প্রথম আলো'। ২০০৮ সালে পরিবর্তিত শ্লোগান হলো 'বদলে যাও, বদলে দাও'। ২০১৩ সালে প্রথম আলোর ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নতুন শ্লোগান প্রচারিত হলো 'পথ হারাবে না বাংলাদেশ'। ২০১৮ সালে ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শ্লোগান ছিল 'ভালোর সাথে আলোর পথে'।

নিউইয়র্কে প্রথম আলো'র যাত্রা শুরু হয় ২০১৭ সালে। বাংলাদেশে ফেলে আসা প্রথম আলো নিউইয়র্কে ঘরে বসে পাবো এই অনুভূতি ছিল অত্যন্ত আনন্দের একটি বিষয়। নিউইয়র্কের কুইন্সের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় প্রবাসীদের উপস্থিতিতে এ উপলক্ষে একটি সম্মিলনী আয়োজিত হয়। ভিডিওবার্তায় বাংলাদেশ থেকে সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান উত্তর আমেরিকায় প্রথম আলোর যাত্রা বিষয়ক একটি ঘোষণা দেন। অনলাইন, ই-পেপার, ছাপা কাগজ, ফেসবুকসহ সর্বক্ষেত্রে প্রথম আলোর এগিয়ে থাকার কথা জানান মতিউর রহমান। অনেক দূর থেকে বিশেষ করে নিউইয়র্কে যেসব বাঙালি পাঠক প্রথম আলো পড়েন তাদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জানান। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার বিপণন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন নর্দান লাইটস মিডিয়ার কর্ণধার সাইফুল ইসলাম সিদ্দিক।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন লেখক সাংবাদিক হাসান ফেরদৌস এবং প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ব্যুরোপ্রধান হিসেবে লেখক সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরী দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার প্রথম অফিস ভবন ছিল নিউইয়র্ক কুইন্সে পারসন্স ব্লুভার্ডে। অতিপরিচিত বাংলাদেশি অধ্যুষিত হিলসাইড এলাকা সংলগ্ন। মাঝে মাঝেই প্রথম আলো অফিসে বিভিন্ন আয়োজনে শরিক হতাম। পরবর্তীতে নতুন কর্মভবন বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা জ্যাকসন হাইটসে স্থানান্তরিত হয়। বিশিষ্ট লেখক আহমাদ মাযহার সম্পাদনা কর্মে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হন।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আয়োজিত লেখক- সাংবাদিক-পাঠক সাপ্তাহিক আড্ডা ও বাংলাদেশ থেকে আগত লেখক সংবর্ধনা আড্ডায় বেশ কয়েকবার অংশগ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ থেকে আগত লেখক আনিসুল হকের সঙ্গে প্রথম আলো কর্মভবনে সাহিত্য আলাপচারিতায় কয়েকবার অংশগ্রহণ করেছি। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার লেখক ও নিবিষ্ট পাঠক হিসেবে বর্ষপূর্তি ও ইফতার আয়জনগুলোতে সর্বোপরি অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশকে অনুভব করেছি।

কবিতা, কলাম, গল্প, সাহিত্য বিভাগে লেখার বিশেষ একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে এই পত্রিকা। দেশ-বিদেশের আলোচিত খবরে প্রথম আলোর পৃষ্ঠা প্রতিনিয়ত পূর্ণ থাকে এবং প্রতি সপ্তাহে কমিউনিটির বাঙালি গ্রোসারিগুলোতে সহজলভ্য। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পত্রিকায় আমার স্বরচিত কবিতা, অনুবাদ ও ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ফারুক ফয়সলের সম্পাদনায় 'কবিতার একপাতা'য় আমার বহুসংখ্যক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। লেখক সাংবাদিক মনিজা রহমানের সম্পাদনায় উত্তরের নকশা পেজে কোভিড সংক্রান্ত কলাম ও অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠক ও কমিউনিটির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রধান আলো উত্তর আমেরিকা সকল শ্রেণী নির্বিশেষে নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পঞ্চম বর্ষ পদার্পণে সাংবাদিক, লেখক ও পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রবাসের অতি পরিচিত মুখ ও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার আবাসিক সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী একজন বিনয়ী, বন্ধুবৎসল মানুষ। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোগের সৃষ্টি বাঙালি কমিউনিটির খবরাখবরে সমৃদ্ধ প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা স্বদেশ ও প্রবাসের মেলবন্ধন সৃষ্টিতে সদা সক্রিয়। নিউইয়র্কে প্যানডেমিক সময়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা প্রত্যহ সংবাদ, সচেতনতা ও সহযোগিতা দিয়ে বাঙালি কমিউনিটিকে সাহায্য করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

দীর্ঘজীবী হোক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা এবং গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন নতুন খবরে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হোক।

রওশন হাসান, লেখক

প্রথম আলোকে অভিনন্দন

প্রথম আলোর আমন্ত্রণপত্রের একটি বাক্যাংশ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বলা হয়েছে শুধু সংবাদপত্র প্রকাশ নয় বরং প্রবাসে জনসমাজ নির্মাণে অনেক কিছু করার আছে। নিউইয়র্কে বাংলা ভাষার যত সংবাদপত্র আছে আর কোনো জাতি গোষ্ঠীর এত সংবাদপত্র নেই। ভারত, পাকিস্তান, চায়নিজ, আফ্রিকান বা স্প্যানিশ তো নয়ই এমনকি ইংরেজিতেও এত পত্রিকা প্রকাশিত হয় কি না সন্দেহ। পত্রিকাগুলো মানুষকে জড়ো করে। পরস্পরের সাথে সেতুবন্ধ রচনা করে। পরস্পরের সৌরভ ভাগাভাগি করে।

এখানে প্রায় প্রতিটি পত্রিকাই সাহিত্যের পাতা বের করে। সাহিত্যের পাতাগুলো মননশীল মানুষ তৈরি করে। যারা মুদি দোকান চালান, পেট্রোল পাম্প চালান, রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করেন, বাড়ি কেনা বেচা করেন, এমনকি কর্পোরেট ব্যবসা করেন তাদের অনেকেই মুনাফার জন্য সাত পাঁচ করে মানুষ ঠকান। আমাদের সারাদিনের চলন বলনে সত্য মিথ্যা, সৎ অসৎ অনেক রকম আচরণ করি। কিন্তু আপনাকে একটি কবিতা লিখতে বলা হলে আপনি সারাদিন ভেবে ভেবে যা কিছু ভালো, যা কিছু সৎ, যা কিছু পবিত্র- এমন একটা কিছুই লিখে আনবেন।

এই যে, একটি কবিতা লিখার জন্য সারাদিন ভালো কিছু ভেবে ভেবে সবচেয়ে ভালো কিছু একটা লেখার চেষ্টা- এটা খুবই প্রণিধানযোগ্য বিষয়। মানুষ এভাবেই নিজের অজান্তেই সততার পূণ্য বলয়ে প্রবেশ করে। একটু একটু করে মানবিক হয়। পরোপকারী হয়। সুবাস ছড়ায়।

কেউ কেউ অবজ্ঞা করে এরকম বলেন যে, নিউইয়র্ক শহরে গাঙচিলের চেয়ে কবি লেখকের সংখ্যা বেশি বা খাবার রেস্টুরেন্টের চেয়ে সংবাদপত্রের সংখ্যা বেশি। এসব যারা বলেন তারা নিজেদের দৈন্যই প্রকাশ করেন। যারা, যা কিছু ভালো তার অনুশীলন করেন। তাদের অবজ্ঞা বা তুচ্ছ করার প্রবণতা খুবই নিন্দনীয়। এটা ঠিক যারা কবিতা বা সাহিত্য রচনা করেন বা করার চেষ্টা করছেন তাদের অনেকেই আমরা তেমন মানসম্পন্ন লেখা লিখতে পারি না। কিন্তু ভালো কিছু একটা লেখার যে প্রচেষ্টা সেটাকে কোনোভাবেই অসম্মান করা যাবে না। যারা এসব সমালোচনা করেন তারাও এমন কিছু ভালো লিখেন না। আপনারাই দেখুন এদের প্রায় কেউই বাংলা একাডেমি পদক বা একুশে পদক মানের কিছু লেখেন না। তাহলে আর কী নিয়ে অহমিকা করা বা অন্যের লেখার প্রচেষ্টাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা?

বরং এক্ষেত্রে পত্রিকাগুলো প্রশংসাযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পত্রিকাগুলো মানুষকে তার ভেতরের মানুষটাকে জাগিয়ে তোলার দিকে, মননশীল করার দিকে, সৎ কিছু করার দিকে নীরবে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে।

নিউইয়র্ক থেকে যতগুলো বাংলা পত্রিকা বের হয়, প্রতিটির সাথে যারা জড়িত, আমি তাদের অভিবাদন জানাই। আর ছয় বছরে পা দেয়া প্রথম আলোকে জানাই বিশেষ আন্তরিক অভিনন্দন।

মনজুর কাদের, লেখক, ছড়াকার

আমার আলো

দূরপ্রবাসে সারাক্ষণই নিজ আবাসের জন্য মন কাঁদে। এ এক এমন অনুভূতি যা শুধু ভুক্তভোগীই জানেন! দেশ ছাড়লে নিজ আত্মীয় পরিজনের জন্য যেমন মন কাঁদে ঠিক একইভাবে মন উদাস হয় ঘরের পাশের সেই পেয়ারা গাছটির জন্য; যে গাছে চড়ে পেয়ারা খেয়ে আর গাছ বেয়ে আশৈশব আনন্দে দিন কেটেছে। মন কাঁদে লতা-পাতা, ঘাস-ফুল-পাখী সবকিছুর জন্য। সবচেয়ে বেশি মন কাঁদে মা আর মাতৃভাষার জন্য! বিদেশের মাটিতে আপাদমস্তক ইংলিশ হয়ে থাকা আমার মতো ভোঁতা বাঙালির পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। তাই অচিরেই খুঁজে বের করি কিছু বাংলা পত্রিকা। মোটা আর ভারী সেসব পত্রিকা পড়েই কাটতো সপ্তাহের বাকি দিনগুলো।

সকাল বিকেল কাজ আর ঘরে ফিরে অবসরে বাংলা পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে ধীরে ধীরে নিদ্রাদেবীর কোলে নিজেকে সমর্পণ করা। আবার চর্কির তালে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া সকাল হলে। মাঝে মাঝে মন উদাসী দুপুরে ফিরে দেখতাম পিছনে ফেলে আসা দিনগুলো। খুব বেশি না হলেও মাঝে মধ্যে একটু লেখার অভ্যাস ছিল। বিচিত্রা, বিচিন্তা, যায় যায় দিন এসব পত্রিকায় শখের বশে কিছু কিছু লিখেছি। সে সব পত্রিকার সম্পাদকের পাঠানো শুভেচ্ছা উপহারগুলো সযত্নে সাজিয়ে রেখেছি। তাই মন কেমন করা আর থামে না।

একদিন অনেক পত্রিকার মাঝে চোখ পড়লো "প্রথম আলো"লেখা পত্রিকার দিকে। এই প্রবাসে অনেক পত্রিকা আছে কিন্তু সরাসরি বাংলাদেশের কোন পত্রিকার নামে নাম এই প্রথম দেখলাম। আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করি, আর পরের সপ্তাহের জন্য অপেক্ষায় থাকি।

একদিন ফেসবুক ভিত্তিক সাহিত্য পেইজ পেন্সিলের এক অনুষ্ঠানে পরিচয় হয় মনিজা, রওশন আর রূপু ভাইয়ের সাথে। ওনারা আমন্ত্রণ জানান প্রথম আলো অফিসের বৃহস্পতিবারের বৈকালিক আড্ডায়। পেন্সিলের অনুষ্ঠানে আমার আবৃত্তি আর উপস্থাপনা দেখে রওশন হক আমাকে জোর দিলো "প্রথম আলো"র পরবর্তী অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য। সেটি ছিল কবি দেলোয়ারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান। রওশন হক আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীর সাথে। সজ্জন ব্যক্তিত্ব ইব্রাহীম চৌধুরী আমাকে স্বাগত জানান। সবার অনুরোধে আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করি। জনাব চৌধুরী আমাকে উৎসাহ দেন পত্রিকায় লেখা দিতে।

সেই থেকেই শুরু। তারপর কখন যে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবারের একজন হয়ে উঠেছি নিজেও জানি না। যাকে জনাব ইব্রাহীম চৌধুরী বলেছি, উনি কখন যে আমাদের সবার ভাইজান হয়ে উঠেছেন বলতে পারবো না। উনি আমাদের সবার শ্রদ্ধা আর ভরসার স্থল।

ইব্রাহীম চৌধুরীর সব চেয়ে বড় গুণ মানুষের ভিতরের শক্তিকে কাজে লাগানো। তিনি খুব সুন্দর ভাবে ঝিনুকের ভেতরের মুক্তোটা বের করে আনতে জানেন। সবার ভিতরেই আল্লাহ কিছু না কিছু গুণ দিয়েই পাঠান। কেউ দক্ষ লেখায়, কেউবা কথায়, কেউবা ভাল সংগঠক। কেউ গান গায়, কেউ আবৃত্তি করে। তো সেই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন জায়গাগুলোই উনি কাজে লাগান।

প্রথম আলোর সাপ্তাহিক সাহিত্য পাতার দায়িত্বে আছেন এইচ বি রীতা, মাসিক নকশাতে মনিজা রহমান, মাসিক কবিতার এক পাতা ফারুক ফয়সল, উত্তরের পথে আছেন রাজুব ভৌমিক এবং মাসিক অণুগল্প শেলী জামান খানের দায়িত্বে। এই যে কাজের বিভাজন সেখানেও উনি মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন! যোগ্য জায়গায় যোগ্য লোক বসিয়েছেন।

২০২০ সালে সারাবিশ্ব যখন কোভিড- ১৯ এর তাণ্ডবে টালমাটাল, তখন নিউইয়র্কের প্রায় সব পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। তখনো প্রথম আলো বন্ধ হয়নি। করোনা কালে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। বিতরণ করা হয় খাদ্যসামগ্রী, অতিপ্রয়োজনীয় মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার। রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফার ঝুঁকি নিয়ে বাইরে ছুটে গেছেন তথ্য সংগ্রহের জন্য। বৈরী প্রকৃতি বাধা দিতে পারেনি। প্রতিদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহে ছিল পেশাদারিত্বের ছাপ।

২০১৯ সালে "সাজে ও সঙ্গীতে ষাটের দশক" অনুষ্ঠানটি ছিল প্রথম আলোর উত্তর আমেরিকার জন্য একটি মাইলফলক। এরকম অসাধারণ অনুষ্ঠান সাফল্যর সাথে করতে পারা প্রথম আলোর জন্য বিশাল অর্জন নিঃসন্দেহে। প্রচুর দর্শকের সমাগমে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল প্রাণোচ্ছল। ষাটের দশকের নায়িকাদের সাজে যখন আমাদেরই প্রিয় পরিচিত মুখগুলো হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখছিল কী অবলীলায় হেঁটে যাচ্ছেন তাদের সেই সময়ের প্রিয় নায়িকারা! শবনম, কবরী, সুজাতা, সুচিত্রা, ববিতা, রোজী! সাথে চলছিল সেই সময়ের মন পাগল করা জনপ্রিয় রোমান্টিক সব গান।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রবাসীদের মাঝে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা তার জায়গা করে নিতে পেরেছে। পত্রিকাটি এখন প্রবাসীদের ভালমন্দের ভরসাস্থল। সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত এখন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা, যা তৈরি করে চলেছে সাংবাদিক, লেখক, কবি ও সাহিত্যিক। সেই সাথে তৈরি করে চলেছে বিদগ্ধ পাঠক।

পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি!

ফরিদা ইয়াসমিন. লেখক

প্রবাসীদের আলোর পথ দেখাবে প্রথম আলো পরিবার

"যা কিছু ভালো তার সাথে প্রথম আলো" সমাজের কৃষ্টি- কালচার ও সংস্কৃতি বদলের নিমিত্তে, সামাজিক পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৯৮ সালে যাত্রা শুরু করেছিল প্রথম আলো। সেই সময়ে আমি স্কুলের ছাত্রী, আর তখন থেকেই প্রথম আলোর সাথে আমার পরিচয়। পত্রিকাটির নিয়মিত সংবাদসহ বিনোদন, খেলাধুলা, বিশ্ব সংবাদ, শিক্ষা পাতা এবং অন্যান্য সাময়িকীর নিয়মিত পাঠক ছিলাম শুরু থেকেই। প্রথম আলোর প্রতিটা বিভাগই আমাকে ভীষণ ভাবে আন্দোলিত করে, যার কারণে পত্রিকাটি আমার আত্মার সাথেই মিশে আছে।

বদলে যাও, বদলে দাও -প্রথম আলো শুধুমাত্র একটা পত্রিকার নামই নয়, এটি বাংলাদেশের ব্র্যান্ড যা সত্যি সত্যি প্রতিটা বাংলদেশির জন্যই গর্ব করার মতো একটি বিষয়।

প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে ছাপা পত্রিকার পাশাপাশি প্রথম আলো এখন অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ করছে। ছাপা এবং অনলাইন পাঠক সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের শীর্ষ এ পত্রিকাটির ওয়েবসাইট শুধু সংবাদমাধ্যম হিসেবে নয়, বরং পৃথিবীতে বাংলা ভাষার যে কোনো ওয়েবসাইট এর মধ্যে প্রথম স্থান দখল করে রেখেছে।

প্রথম আলো সারাবিশ্বের অন্যতম বৃহৎ 'গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান' যা প্রতিনিয়ত পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন সাধন করে, নতুন নতুন উদ্যোগ আর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অনলাইন প্রযুক্তির ব্যাবহারের মাধ্যমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭ মার্চ ২০১৭ সাল থেকে নতুন সংস্করণে উত্তর আমেরিকাতে যাত্রা শুরু করে। নিউইয়র্ক বসবাস করার সুবাদে যাত্রা শুরুর পর থেকেই উত্তর আমেরিকা প্রথম আলো পরিবারের সাথে আমি জড়িত আছি। বিশ্বব্যাপী সবখানে সমানভাবে জনপ্রিয় এ পত্রিকাটি সব প্রবাসী বাঙালির মতো আমারও প্রাণের স্পন্দন।

নিয়মিত পাঠক হবার পাশাপশি বিভিন্ন সময়ে/ অকেশনে লেখার মাধ্যমে উত্তর আমেরিকা প্রথম আলো পরিবারের সাথে সরাসরি জড়িত। এই পরিবার আমার আত্মার সংগঠন, আমার অস্তিত্ব, অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ছোটবেলা থেকেই আমার একটু-আধটু লেখার অভ্যাস ছিল। কিন্তু প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সংস্করণে যখন আমার লেখা প্রথম স্থান পায়, সে সময় আমি প্রচণ্ড আনন্দিত হয়েছি, হয়েছিলাম পুলকিত যা আসলে ভাষায় প্রকাশ করার নয়। লেখার প্রতি চরম উৎসাহ আমি তখন থেকেই পেয়েছি, যার প্রেক্ষিতে নিয়মিত লিখতে শুরু করি প্রথম আলো পত্রিকার জন্য। এ থেকেই প্রথম আলো পরিবার আর আমার সম্পর্কটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

উত্তর আমেরিকা প্রথম আলো পরিবারের প্রতিটা অনুষ্ঠানই হয় অনেক প্রাণবন্ত, যেখানে বিভিন্ন পেশার প্রবাসী বাঙালির অংশগ্রহণে হয়ে ওঠে মুখরিত, রূপান্তরিত হয় আমেরিকা প্রবাসী বাঙালিদের এক মিলনমেলায়। একে অপরের খোঁজখবর নেয়া, ভাল-মন্দ কুশলবিনিময়, আনন্দ-উৎসব, আবৃতি, গান, অভিনয়, একসাথে খাওয়া-দাওয়া আর প্রাণ খুলে আড্ডা সবকিছু মিলিয়ে অভূতপূর্ব এক অনুভূতি, যেন আমেরিকার বুকে এক টুকরো বাংলাদেশ। দৈনন্দিন কাজের ক্লান্তি ও একঘেয়েমি জীবন থেকে পরিত্রাণ এবং মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তির মাধ্যমে শান্তি অর্জনে প্রথম আলো পরিবারের এসব আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয় যা সহজে ভোলার নয়।

প্রথম আলোর উত্তর আমেরিকা সংস্করণে প্রবাসীদের প্রাধান্য দিয়ে প্রবাসীদের সাফল্য, ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা নিয়ে বাংলাভাষীর পাশে আছে সব সময়। বাংলাদেশের নিয়মিত খবর প্রকাশের সাথে তাল রেখে আমেরিকাতে বাংলাদেশিরা কিভাবে সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন সেসব সংবাদ তুলে ধরে বাংলাদেশ ও প্রবাসীদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে চলেছে প্রথম আলো।

ভালোর সাথে, আলোর পথে -এই মন্ত্রে বলীয়ান হয়ে, প্রবাসীদের অনুভূতিগুলোকে যথাযথ মূল্যায়ন করে, প্রতিটি ভালো কাজের সাথে থেকে উত্তর আমেরিকাতেও প্রথম আলো নতুন আঙ্গিকে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করি সব সময়। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে দূরদেশে বসবাস করা বাংলাভাষীদের মনের কথা তুলে ধরে প্রবাসীদের আলোর পথ দেখাবে প্রথম আলো পরিবার। পরিশেষে আমার আত্মার চেয়ে আপন এই পরিবারের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করে শেষ করছি।

কান্তা কাবির, লেখক

প্রথম আলো বর্ষপূর্তি: শুভেচ্ছা বার্তা

উত্তর আমেরিকা প্রথম আলো ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সুমনা বোন রওশন হক একটি শুভেচ্ছা বাণী পাঠানোর সদয় নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথম আলো এই যে একটি টিম এত অল্প সময়ে তৈরি করতে সামর্থ্য হয়েছে এটি পত্রিকাটির সাংগঠনিক সাফল্যের উল্লেখযোগ্য একটি দিক। এতোই পারঙ্গম এ টিমটি যে আমার মতো একজন লাজুক মানুষের কাছ থেকে প্রাগৈতিহাসিক সময়ের প্রেম-ভালোবাসার প্রায় ভুলে যাওয়া স্মৃতি বের করে এনেছে এবং ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, পত্রিকাটির নিত্যনতুন থিম বাছাই আমার খুব পছন্দের। এই বয়সে ও যুগভেরি-খ্যাত প্রিয় মানুষ মাহবুবুর রাহমানের নিবন্ধ, স্মৃতিচারণমূলক লেখা পড়ে অনেক কিছু নতুন কথা কাহিনী শুনি, শিখি এবং সমৃদ্ধ হই। এ রকম আরও কিছু ফিচার লেখক আমাকে মুগ্ধ করেন। পত্রিকাটির বিষয় বিন্যাস, বাস্তবসম্মত সংবাদ এবং কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যার তথ্যসম্ভার উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ প্রশংসা করার মতো।
প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সাপ্তাহিক পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

আশরাফ উদ্দিন আহমেদ
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন মহাপরিচালক, বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী

‘নিউজপেপার’ শব্দটির সঠিক বাংলা হলো ‘খবরের কাগজ’। ‘সংবাদপত্র’ ঠিক ভাবটা প্রকাশ করে না। কেন করে না, তা বোঝা যায় আমরা যখন বলি, ‘কোনো কাগজপত্র আছে কিনা’ এমন কথাটির মধ্যে। কোনো কিছুর সত্যতা নির্ণয়ে সাধারণত আমরা এমন কথা বলি। কাগজ এবং পত্র শব্দ দুটি কাছাকাছি হলেও প্রয়োগ ভিন্ন। ‘সংবাদ’ শব্দটির ক্ষেত্রেও তাই। ঐতিহাসিক বিষয়ে কোনো বাংলা সিনেমাতে দেখবেন রাজা দূতদের প্রশ্ন করছে, ‘কী সংবাদ দূত’, এমনভাবে। অর্থাৎ সংবাদ শব্দটির মধ্যে একটি গোপনীয়তা আছে, রয়েছে আদান-প্রদানের একটি ব্যাপার। কিন্তু আমার যখন প্রশ্ন করি, ‘কী খবর’, তখন তা প্রকাশের নিমিত্তেই। অর্থাৎ খবরের সাথে প্রকাশের সম্পর্কটা পুরোপুরি, যা সংবাদের সাথে সম্পূর্ণত যায় না। কিন্তু মুশকিল হলো এই সংবাদপত্র শব্দটি আমাদের বাঙালদের গিলিয়েছে ঘটি’রা। হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গের ঘটি’রা। তারা ইংরেজির অনেকক্ষেত্রেই অদ্ভুত রকম বাংলা করেছে এবং আমরা সে সময় প্রথাগত বিদ্যায় শক্তসমর্থ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে তা মেনে নেয়েছি। কিন্তু এখন বাংলার কেবলা বদলেছে। কলকাতা নয়, বাংলার কেবলা এখন ঢাকা। তাই বাংলা শব্দের ব্যবহারে আমাদের এখন ঢাকামুখী হতে হবে। না হয়ে উপায়ও নেই, কলকাতার বাংলা এখন হিন্দি আর ইংরেজির চাপে চিড়ে-চ্যাপ্টা।
বাঙাল আর ঘটি ব্যাপারটা একটু বলে নিই। বঙ্গভঙ্গের কথা ওঠার আগে, বাঙালি শব্দটির এত তোড়জোড় ছিল না। কিন্তু যেই বঙ্গভঙ্গের কথা উঠলো, ঘটি’রা বুঝলো বাঙালরা এতে লাভবান হবে, মূর্খ বাঙালদের হাতে চলে যাবে এই ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ, তারা হয়ে উঠবে মোড়ল-মাতবর। তখন তাদের চিকন বুদ্ধি থেকে জোরেসোরে উচ্চারিত হতে লাগলো বাঙালি শব্দটি। রবীন্দ্রনাথও যাতে সামিল ছিলেন সমুখ কাতারে। যাকগে, এ নিয়ে কথা বলতে গেলে বেলা ফুরাবে না। শুধু একটা কথা বলে শেষ করে দিই বিষয়টি। এ সপ্তাহেই সম্ভবত কাগজে দেখলাম দায়িত্বশীলদের কেউ একজন সন্তানদের প্রমিত বাংলা শেখাতে বলেছেন। প্রমিত জিনিসটা কী, এটা বলতে গেলে অনেকেই থতমত খাবেন। এখন যদি উত্তর কোরিয়ার কিমের মতন কোনো ফ্যাসিস্ট সরকার ঘোষণা দেয়, ‘অমুক অঞ্চলের ভাষাকে প্রমিত ঘোষণা করা হলো, এখন থেকে সে ভাষাতেই সবাইকে কথা বলতে হবে।’ তখন কিন্তু মানুষ বাধ্য হবে সে ভাষাতেই কথা বলতে এবং সেটাই হবে প্রমিত। প্রমিত বলে মূলত কোনো ভাষা নেই। আমার জন্ম ঢাকায়। রাজধানীর আদি ভাষাকে যদি আমরা প্রমিত বলি, তাতে সমস্যাটা কী? অহমিয়া ভাষাটা বাংলার কাছাকাছি, আসাম যদি বঙ্গভঙ্গের কারণে আমাদের অংশ হতো, সেটাতো এই ভূখণ্ডেরই ভাষা হতো, নাকি? যেমন সিলেটের নাগরী।
‘প্রথম আলো’র জন্মবার্ষিকীতে কেন ভাষা নিয়ে মাতলাম, এ কথা বলতে পারেন অনেকেই। বলি, কেন মাতলাম। ছোটবেলায় যখন বানান নিয়ে ঝামেলায় পড়তাম আব্বু বলতেন, ‘ইত্তেফাক পড়, বানানের সমস্যা কেটে যাবে’। বোঝেন, খবরের কাগজের উপর কতটুকু ভরসা ছিল। এখন সে ভরসা ডানা পেয়েছে অর্থাৎ উড়ে গেছে। এখন আর খবরের কাগজের ওপর সেভাবে ভরসা করা যায় না। আমাদের নির্ভর করতে হয় অভিধানের ওপর, যা হাতের কাছে সবসময় থাকে না। হাতের কাছে সবসময় পাওয়া যায় খবরের কাগজ। ‘প্রথম আলো’ প্রথম থেকেই বানানের ওপর জোর দিয়েছে। নিজস্ব একটা বানানরীতি দাঁড় করিয়েছে তারা। তাদের নিজস্ব রীতির দিকটা বাদ দিলে, তাদের বানান অনুসরণ করা যায়। তবে ভাষার দিকে ‘প্রথম আলো’ অনেকটাই ঘটি ঘেঁষা যা বাঙালদের ভাষার সাথে খুব ভালোভাবে যায় না। তারা যদি এদিকটা চিন্তায় রাখে তবে ভাষার বিষয়টিতেও তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনুসরণযোগ্য হতে পারে।
আর সাংবাদিকতার কথা যদি বলি, তাহলে প্রথম আলো অনেকটাই এগিয়ে। তবে সামান্য ঘাটতি কিন্তু রয়ে গেছে। সেই ঘাটতির একটা হলো, এজেন্ডা নির্ধারণে কিছু ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা বা মতের প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা এবং তা সফল চেষ্টা। না, নিজস্ব মতের প্রকাশ দোষের কিছু নয়। খবরের কাগজের দুটো অংশ থাকে। একটা হলো নির্ভেজাল খবর, যা নিজ মত-পথের বাইরে হলেও। যেমন আমেরিকার সাম্প্রতিক নির্বাচনে ট্রাম্প সমর্থক কাগজও ট্রাম্পের বিপক্ষে যায় এমন খবর ছেপেছে। এটা হলো খবরের ক্ষেত্রে। আরেকটা হলো সম্পাদকীয় পাতা, যাতে নিজ মতের প্রতিফলন ঘটানো দোষের কিছু নয়। বরং প্রতিফলন না থাকাটাই অস্বাভাবিক। সাথে অন্যমতকেও জায়গা করে দেয়া, বলতে দেয়া। যাতে মানুষ খুঁজে এবং বুঝে নিতে পারে সঠিক মত ও পথ।
‘প্রথম আলো’ বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বেশি প্রচারিত তথা বিক্রিত খবরের কাগজ। খবরের সাথে সাথে বাংলা ভাষার নেতৃত্বের অংশেও তারা। সুতরাং তাদের কাছে অবশ্যই প্রত্যাশা করা যায়, তারা যেন খবরের কাগজের জন্মগত উদ্দেশ্যটার সঠিক প্রতিফলন ঘটায়, সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষার ধারায় নিজেদের সমন্বয় করে নেয়। শুভ জন্মদিন ‘প্রথম আলো’।
প্রথম আলোর জন্মদিনে প্রত্যাশা

কাকন রেজা
লেখক ও সাংবাদিক

সত্য-নিষ্ঠার সাথে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনে এগিয়ে চলেছে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সেই ২০১৭ সাল থেকে। তথ্যনির্ভর বিশ্বাসযোগ্যতায় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটি আগামীতেও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে নাগরিক সমাজে একই ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখছি। শুভ কামনা প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।

আবু তাহের
সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও

প্রতিটি দিন শুরু হয় রাতের অন্ধকার ভেদ করে, ঠিক সে রকমেই দৈনন্দিন খবরাখবর প্রবাসে পাঠকদের কাছে তুলে ধরে আলোর মতো করে খুব অল্প সময়ে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে এই প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। তাই তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জানাই লাল গোলাপ শুভেচ্ছা।

ফাহিম রেজা নূর, লেখক/কমিউনিটি এক্টিভিস্ট

সংবাদ পরিবেশনার স্বাতন্ত্র্যে, শৈল্পিক সৌকর্যে, সাহিত্যমনস্কতায় ইতোমধ্যেই পাঠক-হৃদয় জয় করে নিয়েছে উত্তর আমেরিকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ‘প্রথম আলো’। কাগজটির ৫ম বর্ষপূর্তিতে জানাই অজস্র শুভেচ্ছা। আগামীতে এর আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক।

তমিজ উদ্ দীন লোদী, কবি ও লেখক

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা তার পাঁচ বছর শেষে ছয় বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। একজন লেখক বা পাঠক হিসাবে সবসময়ই আমি পত্রিকা পড়ুয়া মানুষ। নিউইউর্কের বেশ কিছু বাঙালি পত্রিকার মাঝে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা একটি, যার তথ্যনির্ভর ও গুনগত সংবাদ ও অন্যন্য ফিচার প্রকাশ আমার ভালো লাগে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে যুক্ত আছি লেখালেখির সুবাদে, আগামীতেও থাকবো। পত্রিকাটির সম্পাদকসহ অন্যন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
শুভ হোক আগামীর পথ চলা, ভালোর সাথে ভালোর পথে- প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।

স্বপ্ন কুমার, লেখক ও কবি

বাংলাদেশে যখন ছিলাম তখন আমি নিয়মিত পড়তাম প্রথম আলো। নিউইয়র্কে আমি আসার সাথে সাথে প্রথম আলোও চলে আসলো ২০১৭ তে! তাই আমারও প্রবাস জীবন পাঁচ বছর শেষে ছয় এ পথ চলা! প্রথম আলোর সংবাদ পরিবেশনের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। এজন্য প্রথম আলো সব সময়ই আমার ভালো লাগে। উত্তর আমেরিকার প্রথম আলো স্থানীয় লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে নিয়মিত লেখার জন্য- এ বিষয়টাও আমার খুব ভালো লাগে। প্রথম আলোর জন্য নিরন্তর শুভকামনা ।

ড. বিলকিস রহমান, লেখক ও গবেষক

“প্রথম আলো’র আলোর ঝলক সমগ্র বাঙালির প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলুক। প্রথম আলো’র প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে বাংলার বহুমাত্রিক মানুষের জীবনের কথা, হৃদয়ের কথা সংকট ও সংক্ষুব্ধতার কথা প্রকাশের সবচেয়ে যে নিরাপদ জায়গা তৈরি আছে, উত্তর আমেরিকা প্রথম আলো তা আরও বেশি সম্প্রসারণ করবে বলে প্রত্যাশা। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অফুরন্ত শুভেচ্ছা।

এবিএম সালেহ উদ্দীন, নিউইয়র্ক
কবি ও প্রাবন্ধিক

‘প্রথম আলো’ উত্তর আমেরিকায় বিগত ৫ বছরে আমাদের সংবাদ, শিল্প ও সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে ঋণী করেছে। প্রথম আলো এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই। প্রিয় পত্রিকাটির আরও বিকাশ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ আলী বাবুল
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ল’ সোসাইটি ইউ এস এ ইনকরপোরেট

যে আলোর ছোঁয়ায় বেঁচে থাকে প্রাণ

যে আলো দূর করে মনের অন্ধকার, শরীরে, মনে, মননে, হৃদয়ে দেয় উষ্ণ অভ্যর্থনা, সে আলো “প্রথম আলো”। যে আলো বিচ্ছুরিত হয় পৃথিবীর সব চুপ করে বসে থাকা কোনো কোণে আর জাগ্রত করে হতাশ হৃদয়, বদলে ফেলতে চায় তার খোলনলচে, আলোড়িত আর আন্দোলিত হয় অক্ষর, যে আলোর ওম রোমে রোমে সৃজন করে শব্দ সে “প্রথম আলো”। তমসো মা জ্যোর্তিময় : শব্দটি “বোধ” হয় প্রথম আলোর জন্যই। যেখানে ইব্রাহিম ভাই, এইচ বি রিতার মতো গুণীজন খুঁজে নেয় পৃথিবীর প্রতি কোণায় লিখে চলা রাতজাগা কলম। Pen is mightier than sword চরিতার্থ করার নিরলস প্রচেষ্টা বোধহয় একেই বলে! মানুষ বাঁচে খাদ্যে, পানীয়ে, গাছ বাঁচে পানীয়ে আর আলোয়। আর কবি বাঁচে কলমে। সেই কলমকে আরও তীব্র আরও তীক্ষ্ণ করে তোলার নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে “প্রথম আলো”।
আমার আন্তরিক, হার্দিক শুভেচ্ছা রইল। চরৈবতি “প্রথম আলো”।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড, ভারত

‘প্রথম অলো’কে অভিনন্দন

‘প্রথম আলো’ নামে বোধহয় একটা জাদু আছে। সেই জাদুর কারণেই হয়ত বাংলাদেশের পাঠক নন্দিত এই পত্রিকাটি যখননিউইয়র্ক থেকে তাদের যুগপৎ প্রকাশনার ঘোষণা দিল তখন এখানকার সুধীমহল খুশি হয়ে উঠেছিলেন। হাতের কাছে পত্রিকাটির সাপ্তাহিক সংস্করণ সহজেই পাওয়ার খবরে সবাই আনন্দিত হয়েছিলেন। নিউইয়র্কে ‘প্রথম আলো’র আগমনকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। বিশেষ করে একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে আমার খুশি হওয়ার কারণ ছিল। নতুন পত্রিকা প্রকাশ আমাকে আনন্দিত করে। আমি বরাবর বিশ্বাস করি নতুন পত্রিকা প্রকাশ মানে সাংবাদিকতার পরিসর সম্প্রসারিত হওয়া, সাংবাদিকদের রুটি-রুজির সুযোগ বিস্তৃত হওয়া। নিউইয়র্কে বাংলা সাংবাদিকতা বিকাশের এই সময়ে প্রথম আলোর কাছ থেকে একটা গঠনমূলক অবদান আমাদের প্রত্যাশা ছিল। সে আজ থেকে পাঁচ বছর আগের কথা।

নিউইয়র্ক প্রথম আলো ছয় বছরে পা রেখেছে। এর মধ্যে অনেক চড়াই-উৎরাই তাকে পার হতে হয়েছে। অনেক ধরনের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। এ সব বিপর্যয় যে কোনো পত্রিকার জন্যই একটি সাধারণ ব্যাপার। পত্রিকা প্রকাশনার পথ কখনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সবাইকেই অনেক দুর্গম পথ পেরিয়ে এগোতে হয়। পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্ভর করতে হয় পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপনের ওপর। পাঠকপ্রিয়তা ধরে রাখার জন্য পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করতে হয় খবরে-নিবন্ধে। নামে জাদু থাকলেও ‘নিউইয়র্ক প্রথম আলো’ও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাদের জন্যও এই দুরূহ পথ পাড়ি দেয়া ছিল একটি কঠিন বাস্তবতা। তারাও এই ধারার ব্যতিক্রম ছিল না। ভেতরের খবর আমাদের জানার কথা নয়, বাইরে থেকে দেখলাম চার বছরের মাথায় ঢাকার প্রথম আলো, যা এখানকার সাপ্তাহিক সংস্করণটির ‘প্যারেন্ট’ সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিল, তারা হাত গুটিয়ে নিল। পত্রিকাটি ঢাকার প্রথম আলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু এতে হতোদ্যম না হয়ে পত্রিকার এখানকার কর্মীরা সাহসে বুক বেঁধে পত্রিকাটির প্রকাশনা চালিয়ে যেতে থাকলেন। তারা স্বয়ম্ভরতা অর্জন করলেন। আর দশটি পত্রিকার মতো নিউইয়র্ক প্রথম আলো পুরোপুরিই নিউইয়র্কের হয়ে গেল। তখন থেকেই নিজের সামর্থ্যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকাটি এগিয়ে চলেছে, প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছে। অব্যাহত প্রকাশনার এই ষষ্ঠ বছরের শুভ মুহূর্তে নিউইয়র্ক প্রথম আলোকে অভিনন্দন।

মনজুর আহমদ, প্রধান সম্পাদক, সাপ্তাহিক আজকাল

উত্তরের আলোয় আলোকিত স্বদেশ

বছর পাঁচেক আগে যখন শুনেছিলাম প্রথম আলো আমেরিকা থেকেও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তখন একটু সংশয়ী হয়েছিলাম। সাপ্তাহিক আজকের কাগজের প্রাক্তন সম্পাদক আমান উদ দৌলা কথাটি বলেছিলেন ফিলাডেলফিয়ার এক আড্ডায়। কিছুদিন পর উত্তর আমেরিকা প্রথম আলো প্রকাশিত হলো। একটি পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে ও উজ্জ্বল পত্রিকা তরতাজা প্রিয় বর্ণমালায় উদ্ভাসিত হলো উত্তর আমেরিকার জনপদে, বাঙালি লোকালয়ে। আমি মূলত অনলাইন সংস্করণ পড়ি। সংবাদ পরিবেশন, ভাষাগত উৎকর্ষতা, বিষয় বৈচিত্র্য ও সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা সহজেই মুগ্ধ করে আমাকে। বাঙালি কমিউনিটির সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূলধারার বহুমুখী সংবাদ পরিবেশন করে প্রথম আলো নৈতিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

বাঙালি কমিউনিটিতে প্রচুর সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে যাদের অধিকাংশই বিজ্ঞাপনী গাইডবুক ছাড়া কিছুই ভাবা যায় না। কপি পেস্ট ভিন্ন এ সব পত্রিকার কোন সৃজনশীলতা নেই। সেক্ষেত্রে প্রথম আলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে রুচিশীল পাঠকদের মধ্যে সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

‘উত্তরের সাহিত্য’ পাতার সংযোজন প্রথম আলোর ভূমিকাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। বাঙালি জাতিসত্তার মৌলিকত্ব হলো প্রিয়তম বর্ণমালা এবং সেই বর্ণমালায় রচিত সাহিত্য যা বাঙালি জাতির মননের আহার। ‘উত্তরের সাহিত্য পাতা’ উত্তর আমেরিকার বাঙালি মননের আহার সরবরাহ করে বাংলা সাহিত্যের বিশ্বায়নে স্বকীয় দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এজন্যে কবি ও সাহিত্য পাতার সম্পাদক এইচ বি রিতাকে সাধুবাদ জানাই।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জানাই শুভেচ্ছা।

আলী সিদ্দিকী

একসাথে পথচলাতেই আনন্দ

প্রথম আলো ষষ্ঠ বছরে পা রাখছে। এই আনন্দে আমি প্রথম আলোর কাণ্ডারী, যোগ্য সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী ও তাঁর চৌকস কর্মীবাহিনীকে জানাচ্ছি উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।
সাংবাদিক, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, যাদের অক্লান্ত আন্তরিক পরিশ্রমে “প্রথম আলো” বাংলাভাষী মানুষের মনের আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে, তাদের মেধা ও মননের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। আমি জানি না, কোটি কোটি বাংলা শব্দ নিয়ে এই অভিযাত্রা, এই মিছিল চলবে কতকাল। শুধু জানি আমিও এই মিছিলের একজন। আমাদের ভালোলাগা, মন্দলাগা, গল্প, কথা, কবিতা, আমাদের হাঁটা-চলা, দাঁড়ানো, পোশাক, চুলের স্টাইল, কি খাবো, কি খাবো না, কোথায় কি পাবো, কি পাবো না, সবকিছুর দায়িত্ব নিয়ে আমাদের নির্ভর করেছে “প্রথম আলো।”

চাঁদের জ্যোস্নায় স্নান করে ঊষার আলোয় ঘুম ভাঙা পাখি জানে- ধানসিঁড়ি নদী বুকে সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার প্রথম আলো উঁকি দেবে। প্রয়াণের এত, এত বছর পরও রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে হাঁটবেন ধীরলয়ে আর গাইবেন —“আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।”
আর ট্রামের তলা থেকে জীবনানন্দ হাত নেড়ে বলবেন–
“জীবন আলোতে ভ্রমণ হয়তো আলোর ছায়া নেই
আলো তুমি তবুও তো
আলো তুমি ছায়ার ও মনেই।”
আমরা হেঁটে যাবো শীতঘুমে ন্যাড়া বৃক্ষের শনশন শব্দের ভিতর। “প্রথম আলো” হাঁটতে থাকবে আমাদের সমান্তরালে। বনলতার চুলের অরণ্যে হারিয়ে যেতে যেতে, পাখির নীড়ের মতো চোখ হারাবো, “প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার” হৃদয়ের পাতার গভীরে।

সোনিয়া কাদির

MANAGEOLOGY
HOLDINGS

YOU OWN, WE MANAGE!

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বাংলাদেশে তাদের প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের
জন্য নির্ভরযোগ্য একটি প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান

আমাদের দক্ষতা

এপার্টমেন্ট রেন্ট | প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট | ক্রয় এবং বিক্রয়

সেবাসমূহঃ

- এপার্টমেন্টের ফ্ল্যাট সম্পূর্ণভাবে ভাড়ার উপযোগী করে তৈরি করা, যেমনঃ রঙ করানো, ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক, গ্যাস, বাথরুম সংযোগ পরীক্ষা করে দেখা এবং ঠিক করা।
- উপযুক্ত এবং যোগ্য ভাড়াটিয়া যাচাই বাছাই করে খুঁজে বের করা।
- সম্ভাব্য ভাড়াটিয়ার জন্য হটলাইনে কল করে এপার্টমেন্ট এবং ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য নেবার সুব্যাবস্থা।
- এপার্টমেন্ট ঘুরে দেখানোর জন্য সু-ব্যাবস্থা।
- ভাড়ার চুক্তিপত্র তৈরি করে স্বাক্ষর দলিল সংরক্ষণ।
- প্রতি মাসের ভাড়া সংগ্রহ করা এবং ফ্ল্যাট মালিকের নির্দেশিত অ্যাকাউন্টে জমা করা।
- এপার্টমেন্ট প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা ।
- মালিকের পক্ষ হয়ে, এপার্টমেন্ট সম্পর্কিত সকল প্রকার বিল এবং ট্যাক্স সময়মত প্রদান করা ।
- ভাড়া সম্পর্কিত লেনদেনের স্বচ্ছ হিসাব প্রদান করা। বিশেষ করে প্রবাসে ঘরে বসে এপার্টমেন্ট মালিককে ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে ভাড়া এবং বিল সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ও রশিদ দেখার সুযোগ প্রদান।
- এছাড়াও বাংলাদেশে অবস্থিত ফ্ল্যাটবাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে থাকবে পূর্ণ সহযোগিতা।

আস্থার কারণঃ

- উৎসব একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান, বিগত ১৭ বছর ধরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে কাজ করে চলেছে, বিশ্বজুড়ে উৎসবের রয়েছে লক্ষাধিক সন্তুষ্ট গ্রাহক।
- উৎসব গ্রুপের এই নতুন সংযোজিত প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত হওয়ায়, দায়িত্ববোধ এবং জবাবদিহিতা অনেক বেশি।
- গ্রাহকদের জন্য রয়েছে, অনলাইন নিবন্ধনের সুযোগ, যেখানে গ্রাহক নিজস্ব অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে বাড়িভাড়া সংক্রান্ত সকল রশিদ, ইউটিলিটি এবং ট্যাক্স সংক্রান্ত নথিপত্র, রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত সকল রশিদের স্ক্যানকপি দেখতে পারবেন।
- উৎসব এমন একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান, বিগত ১৭ বছরে উত্তর আমেরিকাতে কোন প্রকার অভিযোগ বা দুর্নাম নেই।

Address
1 (917) 485-2179 tanjila@utshob.com www.manageologyholdings.com
168-25A Hillside Ave#2nd Floor,Jamaica NY 11432

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
  লগ ইন করুনঃ www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

নির্বাচন কমিশন ২০২২
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক

নির্বাচনী তফসিল
কার্যকরী কমিটির নির্বাচন ২০২২

১। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক এর আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে নিম্নলিখিত পদ সমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পদের জন্য প্রযোজ্য মনোনয়ন ফি পদসমূহের পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত হলো ঃ

নং	পদের নাম	সংখ্যা	ধার্যকৃত মনোনয়ন ফি (জন প্রতি)
০১	সভাপতি	১ জন	$ ২৫০০.০০
০২	সহ-সভাপতি (প্রত্যেক জেলা থেকে ১ জন করে), সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ	৪ জন	$ ১৭০০.০০
০৩	সাধারণ সম্পাদক	১ জন	$ ২০০০.০০
০৪	সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ জন	$ ১৫০০.০০
০৫	কোষাধ্যক্ষ	১ জন	$ ১২০০.০০
০৬	সাংগঠনিক ও সাদস্যিক সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
০৭	প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
০৮	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
০৯	ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
১০	আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
১১	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
১২	মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	১ জন	$ ১২০০.০০
১৩	কার্যকরী সদস্য (প্রত্যেক জেলা থেকে ১ জন করে), সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ	৪ জন	$ ১০০০.০০

মনোনয়ন পত্রের সাথে উল্লিখিত মনোনয়ন ফি নির্বাচন কমিশনের নিকট নগদ জমা দিতে হবে। মনোনয়ন ফি সর্বাবস্থায় অফেরতযোগ্য।

২। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক-এর তালিকাভূক্ত সদস্যগণ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে যুক্তরাষ্ট্রের (গঠতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৬, ধারা-১২) বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এসব প্রার্থীদেরকে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণ নির্বাচন কমিশনের কাছে অবশ্যই মনোনয়ন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে। অন্যান্য পদে এসোসিয়েশনের তালিকাভূক্ত যে কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৩। নির্বাচনে যে কোন সদস্য একাধিক পদে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে পারবেন, তবে একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটির অধিক মনোনয়ন পত্রগুলি প্রত্যাহার না করলে দাখিলকৃত সকল মনোনয় পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থনকারীদেরকে অবশ্যই এসোসিয়েশন বৈধ সদস্য হতে হবে।

৫। প্রত্যেক প্রার্থী নিজে অথবা প্রতিনিধি মারফত ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো (ফটোর পেছনে স্পস্টাক্ষরে নাম লিখতে হবে) ও মনোনয়নপত্র স্পস্টাক্ষরে ভোটার তালিকার নাম ও নম্বর অনুযায়ী পূরণ করে জমা দিতে পারবেন। প্রার্থী, প্রার্থীর প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী নিজ নিজ হাতে মনোনয়ন পত্রে দস্তখত করতে হবে। মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের দিন বা পরে উল্লেখিত ব্যক্তিত্রয়ের কারো দস্তখতে সন্দেহ হলে কিংবা আপত্তি উত্থাপিত হলে, ঐ ব্যক্তি উপযুক্ত ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র সহকারে কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে দস্তখতের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলয়া গণ্য হবে।

৬। প্রার্থীকে শুধু নির্বাচন কমিশনের সীলমোহরকৃত মনোনয়ন ফরম দ্বারা আবেদন করতে হবে।

৭। নির্বাচন কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে কোন প্রকার প্রচার পোষ্টার লাগানো বা লিফলেট বিতরণ করা যাবে না। নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রকার মাইক, রেডিও অথবা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নির্বাচন কেন্দ্রের সংলগ্ন চারদিকের ফুটপাতকেও নির্বাচন কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হবে।

৮। প্রত্যেক প্রার্থী ভোট কেন্দ্রে পালাক্রমে একজন করে এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন, তবে দুই জনের বেশী এজেন্ট মনোনীত করিতে পারবেন না। নির্বাচনের ৭ দিন পূর্বে বিকাল ৫টার পূর্বে প্রত্যেক প্রার্থী তাঁর এজেন্টগণের দুই কপি কর পাসপোর্ট সাইজ ফটো সহ নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করয়া নির্বাচন কমিশনের নিকট জমা দিতে হবে। অবাধ ও সুন্দর নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীর এজেন্টগণকে নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

৯। ভোট প্রদানকালে ফটোযুক্ত পরিচয়পত্র যেমনঃ ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্টেট আই.ডি., পাসপোর্ট (বাংলাদেশি/আমেরিকান), গ্রীণকার্ড, ওয়ার্ক অথরাইজেশন কার্ড ইত্যাদির যে কোন একটি নির্বাচন কমিশনের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। উল্লিখিত পরিচয়পত্রগুলোর যে কোন একটি ছাড়া কোন অবস্থাতেই কেউ ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

১০। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোটার তালিকার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে কোন আপত্তি করা যাবে না।

১১। ভোট দানে অক্ষম বা নিরক্ষর ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য ভোটারদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন এই ধরণের নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে ভোটার যে কোন একজনকে মনোনীত করতে পারবেন। মনোনীত ব্যক্তি তাঁর নিজের ভোট ও যাকে সাহায্য করবেন, এই দুই ভোট ব্যতিত আর কাউকে সাহায্য করতে পারবেন না।

১২। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে বেসরকারীভাবে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদী সহ নির্বাচন কমিশনের নিকট দুই হাজার (২০০০) ডলার জামানত সহ আবেদন করতে হবে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর দুই তৃতীয়াংশের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং ঐ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অভিযোগ প্রমানিত হলে জামানতের দুই হাজার (২০০০) ডলার ফেরত প্রদান করা হবে। অন্যথায় তা ফেরত দেওয়া হবে না।

১৩। নির্বাচন কেন্দ্রে কেউ কোনো প্রকার বিশৃংখলার সৃষ্টি করলে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় আইনরক্ষাকারী সংস্থার আশ্রয় নিতে পারবে।

১৪। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বা ততোধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান হলে সেক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে।

১৫। মনোনয়ন পত্র সহ নির্বাচনী বিধিমালা সম্বলিত প্যাকেজ ১৫০.০০ ডলার (অফেরতযোগ্য) নগদ প্রদান করে প্রার্থীগণ নির্বাচন কমিশনের নিকট থেকে আগামী **৩ এপ্রিল, ২০২২, রবিবার, বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত** সংগ্রহ করতে পারবেন। স্থানঃ গুলশান টেরাস, (৫৯-১৫ ৩৭ এভিনিউ, উডসাইড, এন্‌ওয়াই ১১৩৭৭)।

১৬। নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ আগামী **৮ মে, রবিবার, ২০২২ তারিখ** নিজ নিজ মনোনয়নপত্র সঠিকভাবে পূরণ করে নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্ধারিত ফি সহ জমা দিতে পারবেন। (স্থান ঠিকানা ও সঠিক সময় পরে জানান হবে)। উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্রে কোন ভুল (ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ নাম, ঠিকানা ও জন্ম তারিখ) অথবা অসম্পূর্ণ হইলে বাতিল বলে গণ্য করা হবে। নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাচাই করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গৃহীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবেন।

১৭। প্রার্থীগণ আগামী **১১ মে, ২০২২, বুধাবর** সশরীরে উপস্থিত থেকে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে তাদের নিজ নিজ প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন। (স্থান ঠিকানা ও সঠিক সময় পরে জানান হবে)।

১৮। কোন ভোটারের ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ নাম, জন্মসাল, ঠিকানার সাথে ছবিযুক্ত পরিচয়পত্রের যে কোন দুইটির ব্যতিক্রম হলে নির্বাচন কমিশন উক্ত ভোটারকে ভোট প্রদান থেকে বিরত রাখবেন।

১৯। অবাধ, সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন আয়োজন করার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। অতএব নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে - নির্বাচনী তফসিল অথবা জালালাবাদের গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই বা অসম্পূর্ণ অথবা পরস্পর বিরোধী, এমন কোন ধারা উপধারার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে পরিস্থিতি বিবেচনা করে কমিশন যে কোন আইনের সংশোধন ও সংযোজন করার ক্ষমতা রাখে।

পরিশেষে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক এর আসন্ন সাধারাণ নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য আপনাদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

আগামী ৫ জুন, ২০২২, রবিবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। স্থান ও সময় পরে জানানো হবে

শুভেচ্ছান্তে

আতাউর রহমান সেলিম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (৯১৭) ২৯৪-০৯৭০

মোশাররফ হোসেন
নির্বাচন কমিশনার (৯৭৩) ৬২৯-২৪৩৪

সাব্বির হোসেন
নির্বাচন কমিশনার (৩৪৭) ৯৯৩-৫৭০৬

আহমেদ এ. হাকিম
নির্বাচন কমিশনার (৫১৬) ৮৫১-৩৭১৫

মিনহাজ আহমদ
নির্বাচন কমিশনার (৯১৭) ৫৬৭-৯৪৫০

Total
— দেশী ওটিটি অপারেটর —
TBN 24
টিবিএন২৪ টেলিভিশন
দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন
টোটাল কেবল্
একমাত্র আমাদেরই রয়েছে সুদক্ষ টেকনিশিয়ান সহ সর্বোচ্চ সময় কাষ্টমার কেয়ার সুবিধা
বাৎসরিক ফী $240.00
সংযোগটি পেতে আজই কল করুন
718 777 6556

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

" প্রথম আলো অগ্রসর মানুষের কথা বলে। বিনয় ও ভালোবাসা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রেরণা দেয় প্রথম আলো" ।।
সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'এর কার্যকারি পরিষদের পক্ষ থেকে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র অগ্রযাত্রায় প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

সভাপতি
আব্দুল মালেক খাঁন লায়েক

সাধারণ সম্পাদক
দুরুদ মিয়া রোনেল

SYLHET SHODOR THANA ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বিনম্র ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখার ,জড়িয়ে ধরার নাম প্রথম আলো। - বর্ষপূর্তিতে শুভেচ্ছা।

Mohammad Khairul
President
SK Foundation
Businessman & Community Activist

Phone: 347-484-0936
Email: khairulm077@gmail.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার প্রকাশনার
পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে জানাচ্ছি রক্তিম
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

৫ম
বর্ষপূর্তি

উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে
পত্রিকাটির গ্রহণযোগ্যতা আরও বেড়ে উঠুক।

শুভকামনা নিরন্তর।

শাহ্ জে. চৌধুরী
ফাউন্ডার, শাহ্ গ্রুপ।

Shah GROUP

ABDUS **SHAHID**

PRESIDENT

AMERICAN BANGLADESHI
WELFARE ORGANIZATION USA INC.

(646)331-9023
+88-01783-994-979 (BD)

Shahid.abdus17@gmail.com

2035 Haviland Ave.
Bronx, NY 10472

www.abdusshahid.com

ABDUS **SHAHID**

PRESIDENT

American Bangladeshi Welfare Organization USA Inc.
Founder President & Trustee Board Chairman: BANDS
Trustee Board Member: Jalalabad Association USA Inc.
Founder & Sr. Vice President: Parkchester Jame Mosjid Inc.
Founder Director: New York Bangladeshi Lions Club.
Vice President: Mic 4 Justice
Member: New York City NYPD Community Liaison
Neighborhood Advisory Board, Bronx Dist.10
Democratic National Committee
Ex. President: Bangladesh Society Of Bronx New York Inc.
Founder Vice President: Sunamganj District Association
Ex. Board Member: NYC Community Board 9

STAR FURNITURE
একটি নির্ভরযোগ্য বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

TAX REFUND SALE

FINANCE AVAILABLE
3 Months 6 Months 12 Months
NO INTEREST

FURNITURE | MATTRESS
Everything 20% Off
For Limited Time Only

যে কোন ধরণের
মেট্রেসের জন্য
আজই অর্ডার করুন।
718-300-5194

Twin - $199
Full - $299
Queen - $399
King - $499

সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
নিউইয়র্ক সিটির যেকোনো স্থানে ফ্রি ডেলিভারির সুব্যাবস্থা

JACKSON HEIGHTS
7814 ROOSVELT AVE.
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
718-450-4725

PARKCHESTER (BRONX)
1935 WESTCHESTER AVE.
BRONX NY 10462
718-792-9534

RICHMOND HILL
116-13 JAMAICA AVE.
RICHMOND HILL, NY 11418
718-581-7051

NORTH BRONX
358 EAST 204 ST.
BRONX, NY 10467
718-844-4899

BOATING | FISHING | SWIMMING | KAYAKING | TUBING

WATERFRONT COTTAGES

Starting at $295 /night

Vacation in Lake George

Book Now with riversidecottageny.com

Riverside Cottage

518-400-9002

riversidecottageny.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বহু জনমিশ্রণের এ দেশে প্রথম আলো তথ্য দেয় ।অধিকারের কথা বলে ।
– শুভেচ্ছা নিরন্তর

আবুল কাশেম
সভাপতি
সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পূর্ব পশ্চিমের কথা বলে।
শেকড়ের সাথে বন্ধন দৃঢ় করে এগিয়ে যাওয়ার নাম প্রথম আলো।
- শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় কিংবা ভাড়ার জন্য আপনার প্রয়োজন দক্ষ ও বিশ্বস্ত এজেন্ট

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

MOHAMMED K. AHMED
Licensed Real Estate Salesperson

Cell: 917-412-7739

75-3531 Avenue Suite 202
Jackson Heights, NY 11370

Phone: 347-846-1200,
Fax: 347-846-1569
E-mail: mkahmed243@gmail.com
web: m-ahmed.kw.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পূর্ব পশ্চিমের কথা বলে।
শেকড়ের সাথে বন্ধন দৃঢ় করে এগিয়ে যাওয়ার নাম
প্রথম আলো। - শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা —

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন

"REALTOR , YOU CAN DEPEND ON"

RE/MAX PROS

Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282

Hashan Chowdhury
Realtor

Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 208/4

মোবাইল: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বহু জনমিশ্রণের এ দেশে প্রথম আলো তথ্য দেয় ।অধিকারের কথা বলে ।
– শুভেচ্ছা নিরন্তর

Salma Ferdous

Treasurer

New American women's forum of NY

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

PROTHOMALO is not just
a media for the
community,
it is the community -
All the best Prothom Alo

FOR SALE

EXIT
EXIT REALTY PRIME
Independent Member Broker

MAHBUB RAHMAN
REALTOR
Cell:347 481 0471

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY
REALTOR MULTIPLE LISTING SERVICE MLS

অনন্ত নৈঃশব্দ্য

রিমি রুম্মান

গল্প

কিছু হাসির গভীরে বিষাদ লুকিয়ে থাকে। অরুনিকার হাসিটি আমার প্রায়ই সেরকম মনে হতো। তার সঙ্গ আমায় অজানা এক বিষণ্ণতায় ডুবিয়ে রাখতো। পাহাড়ি নদীর কিনার ঘেঁষে হাঁটলে যেমন দুঃখ দুঃখ অনুভূতি হয়, অনেকটা তেমন।

অরুনিকা সাহা নিউইয়র্কে আমার সহকর্মী ছিল। বয়সে আমার প্রায় দশ বছরের ছোট হবে। কর্মস্থলে মাঝে মাঝেই চোখেমুখে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে তার মা হতে যাওয়ার সুসংবাদ জানাতো। মাস তিনেক পর কর্মস্থলে তার অনুপস্থিতি আমাদের বিষাদে ভারাক্রান্ত করে রাখতো। মলিন মুখে আবার কাজে যোগ দিতো। এমনটি হয়েছে এই নিয়ে বার তিনেক। আমরা সহকর্মীরা কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইতাম কেনো এমনটি হচ্ছে বারবার? অরুনিকার মুখ মলিন থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠতো। কিন্তু কোনো উত্তর দিত না।

কি-বা উত্তর দিবে? জগতে কিছু উত্তর নীরবতার সাথে থমকে থাকে। তবুও একবার ছলছল চোখে মেঝের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে জানালো, ডাক্তার বলেছে হিমোগ্লোবিনের অভাবে এমনটি হচ্ছে। এ নিয়ে মোট সাতবার গর্ভধারণ করেছিল। ২/৩ মাস সময়কালের মধ্যে তারা সকলে গর্ভেই মৃত্যুবরণ করেছিল। একবার গর্ভের সন্তান পাঁচ মাস শেষে ছয়মাসে পড়লো। আমরা সাত মাস হলে বেবি শাওয়ার করার কথা ভাবছিলাম। সীমাহীন আনন্দে ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতিও নিচ্ছিলাম। এবার বুঝি সত্যি টিকে যাবে শিশুটি। আলো-হাওয়ার পৃথিবী দেখবে। কিন্তু অরুনিকার মুখে আলো ছড়ানো উজ্জ্বলতা ছিল না। ছিল ভয়। জানালো ভয় তাকে তাড়া করে ফিরে। যদি এবারও...!

দুঃখী দুঃখী অবয়বে এক মধ্যদুপুরে লাঞ্চ ব্রেকে খুব কাছে এসে নিচু স্বরে করে বলল, আপা, তোমাদের কোনো হুজুরের কাছ থেকে আমায় পানি পড়া এনে দেবে?

আমি একটু অবাক হই। তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাই। বলি, তুমি আমাদের ধর্ম বিশ্বাস করো?

সে ছোট্ট করে শ্বাস নিয়ে বললো, সব ধর্মই তো শান্তির কথা বলে। মানবিক হতে বলে। একটি সন্তানের জন্যে আমি তাই সব ধর্মের স্রষ্টার কাছে মিনতি করতে, ভিক্ষা চাইতে কুণ্ঠিত নই। এতে যদি পাপ হয় তো হোক।

অরুনিকার বুক কেঁপে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। একটু দম নিয়ে নীরবতা ভেঙে অরুনিকা বলে,

জানো আপা গতরাতে পাশের ফ্ল্যাটে গায়ে হলুদের দাওয়াত ছিল। আমাকে হলুদ ছুঁতে দেয়নি একজন। ফিসফিস করে বলছিল আমি নাকি অপয়া। এসব ছুঁতে নেই! এমন জীবন আর টানতে পারছি না। বড় ভারী লাগে। ক্লান্ত লাগে।

কথাগুলো বলার সময় তাকে ভোরের নীলচে অন্ধকারে নিভু নিভু নিয়নের আলোর মতো লাগছিল।

পরদিন তাকে কাজে আসতে দেখিনি। সুপারভাইজার জানালো অরুনিকার স্বামী ফোন করে জানিয়েছে সে আবারও হাসপাতালে। গর্ভের শিশুটি বেঁচে নেই। আমাদের অনেকের মাঝেই শোকের ছায়া নেমে আসে। অরুনিকার জন্যে বড্ড মায়া হয়। কাজ শেষে যখন সাবওয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটছিলাম, তখন বাইরের পৃথিবীতে সন্ধ্যার আঁধার। এই উত্তরের দেশে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়টা এমনই। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখা হয় না। ভোরের অন্ধকারে কাজে যেতে হয়, সন্ধ্যার নিয়ন বাতির আলোয় বাড়ি ফিরতে হয়। সেদিন ফিরছিলাম একাকী। হেডফোন কানে গুঁজে দিয়ে হাল্কা মিউজিক ছেড়ে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম জনশূন্য স্টাইনওয়ে স্ট্রীট স্টেশনে। এ পথে অরুনিকা আর আমি রোজ বাড়ি ফিরতাম। পথে যেতে যেতে কত দুঃখের গল্প মেয়েটির! অজস্র বেদনায় ডুবে থাকা একজীবনের গল্প। পৃথিবীর কিছু মানুষের জন্মই হয় কেবল দুঃখ পেতে।

হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন এলো। পুরো কামরায় আমিসহ মাত্র তিনজন যাত্রী। একজন শ্বেতাঙ্গ, অন্যজন হিস্প্যানিক। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ ছিল না সেদিন। কেবলই চোখের তারায় ওড়াওড়ি করছিল দেশে থাকার সময়কার ব্যস্তদিনের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করে বের হবার পরই একটি ব্যাংকে চাকুরি হয়েছিল। কয়েক মাস করেছিলামও। ডাক্তার যখন জানালেন আমি মা হতে চলেছি, তখন

> **একমাস বাদে অরুনিকা মাস্ক গ্লাভস পড়ে কাজে যোগ দিল। কারো সঙ্গে কথা বলল না। এক মনে কাজ করে চলেছে। যেন অনন্ত নৈঃশব্দ্য। অথচ অরুনিকা মানে ভোরের সূর্যের পবিত্র আলো। কে জানতো জনম দুঃখী হবে সে! কে জানতো অরুনিকার জীবন একটি 'মা' ডাক শুনবার জন্যে উদগ্রীব অপেক্ষায় কেটে যাবে?**

স্বামী, শ্বশুরকুলের লোকজনের অনুরোধে চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছিলাম।

এছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। স্বামীর পোস্টিং এক শহরে, আমার অন্য শহরে। নিজের বাবা-মা'ও বুঝাল, এমন করে তো আর সংসার হয় না! তাছাড়া পুরুষ মানুষ, একা থাকা ঠিক না। কোনো অঘটন ঘটলে সমাজ তোমাকেই দোষারূপ করবে। আমি বুঝে নিয়েছিলাম কোন বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। বিনা বাক্য ব্যয়ে গুরুজনের আদেশ পালন করলাম। ভাবলাম চাকরি তো পরেও করা যাবে। আগে সংসার। যথাসময়ে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। বছর না ঘুরতেই দুঃসংবাদ! হ্যাঁ আমার কাছে সেই সময়ে এটি একটি দুঃসংবাদই ছিল। আমি আবারও মা হতে চলেছি। এবং বিষয়টি নিশ্চিত হতে বলা চলে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল। সন্তান এলো, পিঠেপিঠি দুই সন্তানের যত্ন নিতে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলা জীবনটা ঘুমঘোরে স্বপ্ন দেখার মতো করে পেরিয়ে গেল। নিজের দিকে আর ফিরে তাকানো হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও নিজের কোনো ক্যারিয়ার হলো না। তাই বলে আক্ষেপও ছিল না, সন্তানরাই আমার স্বপ্ন, আমার সব। এর বাইরে আমার আবার জীবন কী? ওরাই তো আমার জীবন, আমার ভবিষ্যৎ।

দুই কন্যা নিয়ে যখন আমার নাভিশ্বাস জীবন, তখন পুত্রের আশায় শ্বশুর-শাশুড়ি কান ভারী করতে লাগলেন। আমার মা-ও কথায় কথায় এর গুরুত্ব বুঝাতে লাগলেন। বলতেন, নইলে নাকি এত সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে। সম্পত্তি আয়ত্তে রাখার হাতিয়ার হিসেবে তৃতীয় সন্তান এলো। পুত্রের আগমনে বংশ মর্যাদা রক্ষা হলো। সন্তানদের উন্নত জীবনের কথা ভেবে জীবনের মধ্যগগণে বিদেশ আসা। তাছাড়া এমন সুযোগ কেইবা হাতছাড়া করে! ইমিগ্রেন্ট হয়ে আমেরিকার মতো দেশে আসার সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে জোটে? ছেলেমেয়েরা নিজেদের পড়া, খণ্ডকালীন চাকরি নিয়ে ব্যস্ত জীবন যাপন করছে। এর বাইরে নিজেদের আলাদা জগত তৈরি হয়েছে। মাকে সময় দেবার সময় কই তাদের! বরং এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন বাঁচে! বিদেশ বিভূঁইয়ের নির্জন এপার্টমেন্টে একাকিত্ব গ্রাস করেছিল। হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। শেষে প্রতিবেশী অরুনিকাই তার কর্মস্থলে কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। ভয়াবহ একাকিত্ব থেকে তো মুক্তির সাথে জীবনে প্রথমবারের মতো নিজের রোজগারের স্বাদও পেলাম!

এতসব ভাবতে ভাবতে কখন যে হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়ালাম! রিসেপশনে কথা বলে পাঁচতলায় অরুনিকার রুমের সামনে এলাম। দরজা আধা খোলাই ছিল। সে একা জানালার শার্শির দিকে মুখ করে শুয়ে। কাছে যেতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। চোখের নিচে ডার্ক সার্কেল গাঢ় হয়ে উঠেছে। মুখটা ফ্যাকাসে, শুকনো। আমায় দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অরুনিকা বলল,

আপা, আমার জীবনটা এমন হলো কেনো? এ কেমন অমীমাংসিত জীবন!

আমি তার একটি হাত আমার হাতে ধরে আছি। কোনো উত্তর নেই। এমন প্রশ্নের উত্তর পৃথিবীর কারো কাছেই নেই। আমার দুচোখেও অবিরল অশ্রুপাত। অরুনিকা ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন স্বরে বলল, আপা, তোমার তো তবুও তিনটা সন্তান আছে। তোমার বাগান ভরা ফুল। অথচ আমাকে দেখো, কেউ নেই। শুষ্ক, রুক্ষ বাগান। চারিদিকে খাঁ খাঁ শূন্যতা।

আমি দীর্ঘশ্বাস নেই। আমার মনঃকষ্ট অরুনিকা না জানুক। আমার জীবন কী শুধুই উদযাপনের! কী এক অসত্য খোলস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি! ভয়ানক এক অস্থিরতা গ্রাস করলো আমায়। ভাবলেশহীনভাবে বিদায় নেই।

কানে বাজছিল অরুনিকার কথাগুলো। 'অথচ আমাকে দেখো, কেউ নেই!'

আসলেই কি আমাদের কেউ থাকে? দিন শেষে মানুষের কেউ থাকে না। জগতে কেউ কারো নয়!

একমাস বাদে অরুনিকা মাস্ক গ্লাভস পড়ে কাজে যোগ দিল। কারো সঙ্গে কথা বলল না। এক মনে কাজ করে চলেছে। যেন অনন্ত নৈঃশব্দ্য। অথচ অরুনিকা মানে ভোরের সূর্যের পবিত্র আলো। কে জানতো জনম দুঃখী হবে সে! কে জানতো অরুনিকার জীবন একটি 'মা' ডাক শুনবার জন্যে উদগ্রীব অপেক্ষায় কেটে যাবে? এই না পাওয়ার বেদনা তার জীবনটাকে গহীন রাত্রির অন্ধকারের মতো নিকষ করে তুলবে?

আজো গভীর অন্ধকারের অমাবস্যা রাতে আমার অরুনিকার কথা মনে পড়ে। আমি তার দুঃখ গভীরভাবে উপলব্ধি করি।

মানুষ কবে মানুষ হবে!

স্বপন বি লিও

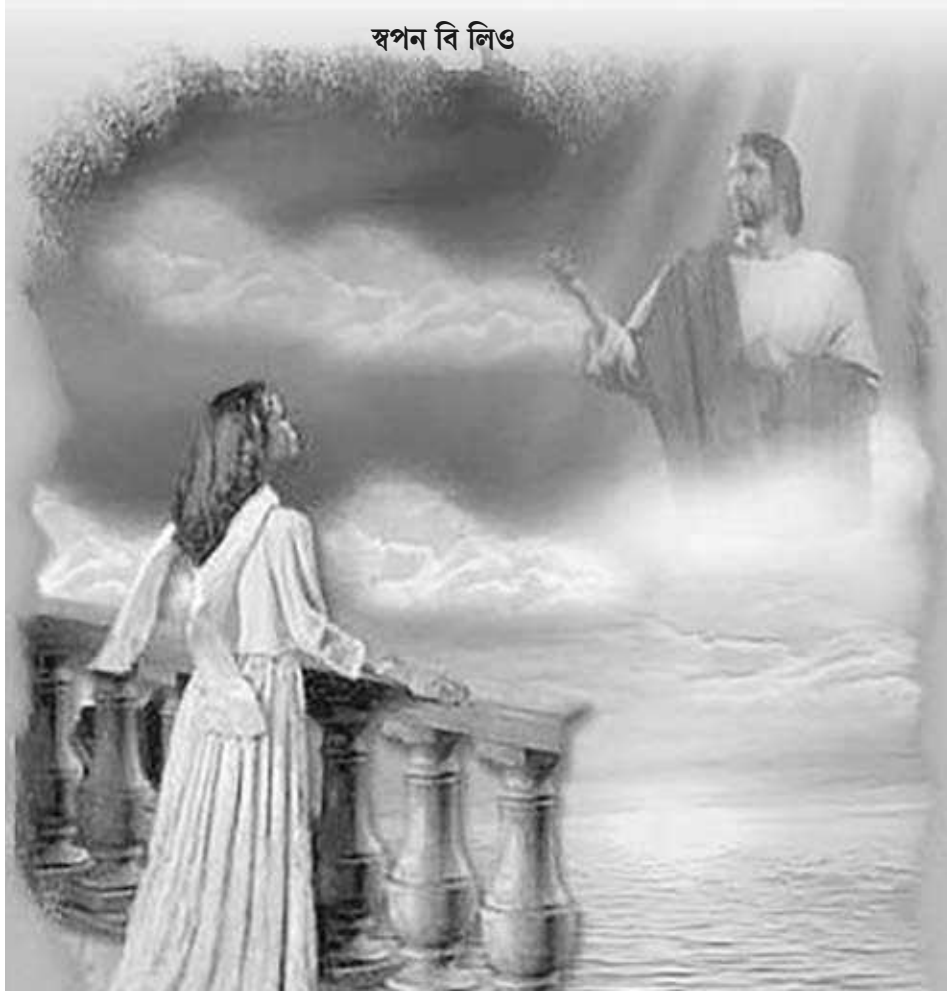

অনেকদিন পরে যীশুজির সাথে দেখা। শেষ দেখা হয়েছিল পাইকারী হারে রোহিঙ্গা নিধনের সময়। তারপর এই তিনি এলেন। কিন্ত একি! যীশুর চুল দাড়ি সব পুড়ে গেল কেমন করে? স্বর্গেও কি তাহলে আগুন লাগে! প্রশ্নটা যীশুজিকে করতেই তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আর বলিস কেন, স্বর্গে নয়রে বোকা তোদের এখানে আসতেই এমন হয়েছে।

আমি বললাম, ঝেড়ে কাশো তো বাপু। ঘটনাটা খুইল্লা কও। উঁনি যা বললেন, তার সারমর্ম হলো এই যে, আমার এখানে মানে বাংলাদেশে আমার কাছে আসার সময় তিনি ঢাকা শহরের ওপর দিয়ে উড়ে এসেছেন। উড়তে উড়তে এক জায়গায় এসে তিনি ভীষণ উত্তাপ অনুভব করেন এবং সেই ভয়াবহ উত্তাপে তার দাড়ি চুল পুড়ে যায়। যীশুজি খুব দুঃখের সাথেই বললেন, তোদের ঢাকা শহরেও যে আগ্নেয়গিরি আছে জানতাম না তো।

বললাম, যীশুজি ওটা আগ্নেয়গিরি নয়, তুমি নিশ্চয় ঢাকা শহরের কারওয়ান বাজারের ওপর দিয়ে উড়ে এসেছ। ওটাই তো এদেশের কাঁচামাল, চাল, তেল, নুনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বড় বাজার। ওখানে বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের আগুন লেগেছে তো তাই এই উত্তাপ। তুমিও বলি হারি, দুই কিলোমিটার ওপর দিয়ে উড়ে এসেই তোমার দাড়ি চুল পুড়ে গেল আর আমাদের দেখ, প্রতিদিন এই তাজা আগুনই তো গিলে খাচ্ছি৷ আর কদিন পরে তো রোজা, তখন তো সরাসরি লাভার চাটনি খেতে হবে।

যীশুজি বললেন, হ্যাঁ রে, তোরা পারিসও বটে, ইতিহাসের ছাত্র হয়ে কাজ করিস ব্যাংকে, ভেটেরিনারি সার্জন হয়ে যাস পুলিশ অফিসার, মৎস নিয়ে পড়াশোনা করে হয়ে যাস সহকারী কমিশনার, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করে হয়ে যাস সাব-রেজিস্টার। যার যেখানে দক্ষতা সে সেখানে থাকলে নিশ্চয় এতটা আগুন লাগতো না। সিস্টেম নিশ্চয় ভালো চলতো।

> **যীশুজি আমার দিকে গভীরভাবে চেয়ে বললেন, দেখতে চাস সেই ক্ষত? যা সারা অঙ্গে বয়ে বেড়াই, সহ্য করে যাই কষ্টের অশেষ সীমা। তবুও নেমে আসি না। কারণ আমি তোদের সুযোগ দিতে চাই বারবার বারবার এবং বিশ্বাস করি একদিন ঠিক তোরা মানুষ হবি।**

আমি বললাম, আমাদের কথা আর কে ভাবে? তুমিও তো সেই আমাদের ছেড়ে চলেই গেলে। ভাগ্য ভালো যে ফিলিস্তিনে জন্মেছিলে, এদেশে জন্মালে নির্ঘাত রাষ্টপতি হতে। যীশুজি বললেন, তা কেন? আমি বললাম, বা রে, তুমি যে নিরিহ টাইপ অবতার, সব অন্যায় দেখেও ক্ষমা ছাড়া কিছুই করতে পারো না, তেমনি উনিও যে তাই।

যীশুজি বললেন তা কেন! আমি তো চলে গেছি আবার আসবো বলেই। পৃথিবীর সমস্ত পঙ্কিলতা আবার আমিই ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবো। এত সহজেই তোরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলিস! কি আর বলবো?

আমি বললাম, বলার আর কিইবা আছে তোমার? আর কবে এসে উদ্ধার করবে মানুষকে? তোমার জন্মভূমি ফিলিস্তিন জ্বলছে, ইরাক জ্বলে গেলো, আফগানিস্তান এখনো অগ্নিকুণ্ডে। মিয়ানমার, উত্তর কোরিয়া নিজ নিজ নাগরিকদেরই জ্বালিয়ে করছে ছারখার। সারাবিশ্বেই চলছে মানুষে মানুষে রক্তপাত। পুতিন আবার শুরু করলো নতুন করে। নিরীহ ইউক্রেনের বাসিন্দারা আজ চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের বলির পাঠা।

আর কবে আসবে তুমি?

যীশুজি হঠাৎ করেই ধরা গলায় বললেন, আমি সবই জানিরে বৎস। তোর এখানে আসার আগে ইউক্রেন হয়েই তো আসলাম। দাড়ি গোঁফ যে শুধু তোদের এখানে দ্রব্যমূল্যের আগুনেই পুড়েছে তা নয়, কিছুটা পুতিনের বোমার আগুনেও পুড়েছে।

আরো অনেক কারণেই আমার অনেক অঙ্গই পুড়ে যায়। কিন্তু তোরা সেটা দেখিস না। ইয়েমেনে যখন সৌদি জোটের বোমা পড়ে, তখনও আমার পুড়ে। ফিলিস্তিনে যখন ইজরায়েলের বোমা পরে তখনও আমার পুড়ে আবার তোদের মত গণতন্ত্রের দেশে যখন মুখোশে আড়ালে দিনের ভোট রাতে করে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা হয় তখনো আমার পুড়ে যায়।

যীশুজি আমার দিকে গভীরভাবে চেয়ে বললেন, দেখতে চাস সেই ক্ষত? যা সারা অঙ্গে বয়ে বেড়াই, সহ্য করে যাই কষ্টের অশেষ সীমা। তবুও নেমে আসি না। কারণ আমি তোদের সুযোগ দিতে চাই বারবার বারবার এবং বিশ্বাস করি একদিন ঠিক তোরা মানুষ হবি।

আমি যদি আবার নেমে আসি তোদের আর মানুষ হওয়া হবে না। জ্বালিয়ে ছাড়খার করে পাপমুক্ত করবো এই পৃথিবীকে।

এই বলেই একটানে যীশুজি খুলে ফেললেন তার গায়ের আলখেল্লা। আমি অবাক চোখে দেখলাম তার সারা শরীরজুড়ে দগদগে পোড়া ঘাঁ। যা সৃষ্টি হয়েছে আমাদেরই পাপের কাফফারা হিসাবে।

আমার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। চোখ পরিষ্কার হয়ে আসতেই দেখি যীশুজি উড়ে চলছেন স্বর্গের পানে। পোড়া বুকে এক বুক আসা নিয়ে।

আমিও ভাবলাম নিশ্চয় একদিন এই পৃথিবী বাস যোগ্য হবে। যুদ্ধের বলি হয়ে আর কোন শিশু মরবে না। দিনের ভোট রাতে হবে না। মানুষ ফিরে পাবে তার অধিকার। প্রথম আলোর সেই চিরায়ত স্লোগানের মত,"আলোর সাথে আলোর পথে" হাঁটবে মানুষ।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনা

সেলিম জাহান

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে উৎপাদন বাড়ানোর কথা ভেবেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে উৎপাদন বাড়ানোর কথা ভেবেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭১ সালের সাতই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ শেষ করেছিলেন এই বলে যে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বাঙালি জাতির সংগ্রামকে তিনি একাধারে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' ও 'মুক্তির সংগ্রাম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এ হয়তো নিছকই স্বাভাবিক শব্দচয়ন। কিন্তু আমার মনে হয়, তা কিন্তু নয়। অত্যন্ত সচেতনভাবে বঙ্গবন্ধু শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ মনে রেখে। 'স্বাধীনতা' ও 'মুক্তির' ব্যঞ্জনা ভিন্ন।

একটি জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেই তার অর্থনৈতিক মুক্তি আসে না। স্বাধীনতা অর্জন করার পরেও একটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বঞ্চনা থাকতে পারে, অসাম্য থাকতে পারে, অন্যায় থাকতে পারে। এগুলো দূর করতে পারলেই তখন কেবল অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব। সুতরাং বঙ্গবন্ধু জানতেন যে বাঙালি জাতির সংগ্রাম শুধু স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে শেষ হবে না, তার অর্থনৈতিক মুক্তিও নিশ্চিত করতে হবে। কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক মুক্তির আবশ্যকীয় শর্ত, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়।

এই চালচিত্র মাথায় রেখে চারটি বিষয়কে জাতীয় নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। জাতীয়তাবাদ আমাদের বাঙালি আত্মসত্তার জন্য আবশ্যিক শর্ত। আত্মসত্তার বোধ একটি জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দরকার।

গণতন্ত্রকেও বঙ্গবন্ধু শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র হিসেবে দেখেননি। তিনি এটাকে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র হিসেবেও দেখেছেন। সুতরাং সম্পদে সবার সমান অধিকার, অর্থনৈতিক সুযোগে সাম্য নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে সব মানুষের সমান কণ্ঠস্বরের কথা তিনি বলেছেন। এ ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সম্পদ ও সুযোগে সম অধিকার এবং সেই সঙ্গে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি। নর-নারীর মধ্যে সাম্যের ব্যাপারটিও তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সুনিশ্চিত করার জন্য কতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। প্রথমত, ব্যাংক-বিমাশিল্প জাতীয়করণের মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোগুলো যেন বাংলাদেশের জনগণের সম্পদ হয়েই থাকে, তার সেবাগুলো যেন সাধারণ মানুষের কাছে লভ্য হয়। পাট ও বস্ত্রশিল্প জাতীয়করণের মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে দেশের বৃহৎ শিল্পের মালিকানা যেন বড় পুঁজিপতিদের হাতে না চলে যায়। বৃহৎ পুঁজির শোষণ তিনি পাকিস্তান আমলে দেখেছেন।

দ্বিতীয়ত, প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার পথে বাংলাদেশকে চালনা করতে চেয়েছেন। তাই স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ অর্থনীতিকে তিনি লাগামছাড়া বাজার অর্থনীতির হাতে ছেড়ে দেননি এবং বিশ্ব অর্থনীতির কাছে উন্মুক্ত করে দেননি। তিনি জানতেন যে নবীন কিন্তু সম্ভাবনাময় এই অর্থনীতিকে বৃহৎ পুঁজির হাতে ছেড়ে দিলে তারা এটা কুক্ষিগত করে নেবে এবং সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এতে শোষিত হবে। তেমনিভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে বাংলাদেশে অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দিলে এই নবীন ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠবে না এবং শিগগিরই এই অর্থনীতি অন্য অর্থনীতির বাজারে পরিণত হবে।

তৃতীয়ত, বঙ্গবন্ধু জানতেন যে গ্রামীণ অর্থনীতি, বিশেষত কৃষি খাত হচ্ছে বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রাণের চালিকা শক্তি। বাংলাদেশের জনশক্তির সর্বোচ্চ অংশই এই খাতের কর্মে নিয়োজিত। বাংলাদেশের দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীরও আয় ও কর্মের মূল বলয় হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি খাত। নগর অর্থনীতিরও প্রধান চালিকা শক্তি এই খাত।

গ্রামীণ অর্থনীতির দরিদ্র এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা এবং তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনে গতিময়তা সুনিশ্চিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের কৃষি খাতে সমবায় প্রথার প্রচলনের কথা বলেছেন। তিনি চেয়েছিলেন যে কৃষিকাজে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির অধিকার এবং প্রাপ্য যেন সুনিশ্চিত হয়। সে লক্ষ্যেই জমি-মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, যাতে বাংলাদেশের কৃষি জোতদারদের হাতে চলে না যায়। ভূমির পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে দরিদ্র চাষিদের ভূমির মালিক করার প্রয়াস ছিল তাঁর।

উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষম বণ্টন, কর্মসংস্থান ও গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন—এই চারটি মূল লক্ষ্য সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশেষ গ্রাম প্রকল্প প্রণয়ন করেছিলেন। উন্নতমানের বৈমানিক ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সব খাতে উৎপাদন বর্ধিত করতে হবে। সুষম বণ্টনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য একদিকে যেমন উৎপাদন উপকরণগুলো সমবায় সমিতির আওতায় এনে সম্পদ ও উপকরণে সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করা, তেমনি অন্যদিকে ফলাফলের বণ্টনেও সমানুপাতিকতা বহাল রাখা। গ্রামাঞ্চলে চাষাবাদের মাত্রা বাড়িয়ে, অকৃষি খাতে নানান কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সবার জন্য উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর মতে, বিশেষ গ্রাম সমবায় প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য হবে বাস্তবানুগ পরিকল্পনার দ্বারা গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে গ্রাম ও গ্রামবাসীকে স্বাবলম্বী ও স্বয়ম্ভর করে তোলা, গ্রাম উন্নয়নমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং গ্রামের ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তুলে গ্রামোন্নয়নে পূর্বশর্ত সৃষ্টি করা এবং গ্রামীণ সমাজের যাবতীয় দিককে এই প্রকল্পের আওতায় এনে গ্রামের সার্বিক ও সর্বাত্মক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন যে বাংলাদেশে সব মানুষ ধর্ম ও জাতনির্বিশেষে সম অধিকারে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করবে। সেটাই তো বাংলাদেশের ঐতিহ্য। ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি তাই একটি সমতার উপকরণ হিসেবে দেখেছিলেন। একটি বহুধা ধর্মসম্পন্ন সমাজে সবার অধিকারকে নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ হতেই হবে। ধর্ম সেখানের ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় সত্তার ব্যাপার নয়। বঙ্গবন্ধু বারবার বলেছেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়।'

রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ও সমাজজীবনে তিনি ধর্ম এবং জাতীয়তাবাদকে এমন জায়গায় রেখেছেন, যেখানে বাঙালি জাতির আত্মসত্তা-অস্তিত্বে কোনো দ্বন্দ্ব না থাকে, আর ধর্ম বিষয়ে কোনো সংশয় না থাকে। পরবর্তী সময়ের সব দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের স্রষ্টা আমরাই—বহু মীমাংসিত বিষয়কে আবার ঘোলাটে করে দিয়ে।

শোষণের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপসহীন। সারা জীবন তিনি শোষণের বিরুদ্ধে বলেছেন, বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, রুখে দাঁড়িয়েছেন শোষকদের বিরুদ্ধে। শোষণকে তিনি দেখেছেন বঞ্চনার একটি শক্তিশালী খুঁটি হিসেবে, সাম্যের পরিপন্থী হিসেবে এবং মানবাধিকারের সঙ্গে সংগতিহীন হিসেবে। সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই তিনি বলেছেন, 'বিশ্ব আজ দুটো শিবিরে বিভক্ত– শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।'

তাই বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রকে একটি যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি, দেখেছেন সামাজিক ন্যায্যতার পরিপ্রেক্ষিত থেকে। সামাজিক ন্যায্যতাকে তিনি একটি শোষণমুক্ত সমাজের অপরিহার্য প্রাক-শর্ত হিসেবে দেখেছেন। তিনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন, কিন্তু দুটোকেই দেখেছেন সামাজিক ন্যায্যতার এক একটি স্তম্ভ হিসেবে। তাই সত্তর দশকের প্রথম দিকে নানা মনে 'গণতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্র' বিষয়ে নানা রকমের ধোঁয়াটে ভাব থাকলেও, এ বিষয় দুটোতে বঙ্গবন্ধুর ধারণা ছিল শার্সির মতো স্বচ্ছ। 'গণতন্ত্র'কে তিনি শুদ্ধ একটি বিষয় হিসেবে ভাবেননি। ভেবেছেন, 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র' হিসেবে; আবার 'সমাজতন্ত্র'কেও একটি যান্ত্রিক মাত্রায় দেখেননি। দেখেছেন, 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' হিসেবে এবং এ দুটোকেই সম্পৃক্ত করেছেন সামাজিক ন্যায্যতার সঙ্গে।

মনেপ্রাণে বাঙালি হয়েও বঙ্গবন্ধুর ছিল একটি বিস্তৃত বৈশ্বিক মানসিকতা। এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো। তাই তিনি শুধু বাঙালির নেতা ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বনেতা। বৈশ্বিক অঙ্গনে তিনি যূথবদ্ধতার পক্ষে ছিলেন, কিন্তু স্বার্থ জোটবদ্ধতার পক্ষে নয়। তাই তাঁকে দেখা গেছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা হিসেবে—টিটো, কাস্ত্রোর সঙ্গে একই কাতারে। বিশ্বশান্তির সপক্ষে তাঁর জোরালো বাণী, বিশ্ব শান্তি কাউন্সিলের প্রতি তাঁর সমর্থন ও মানবতাবাদী বিশ্ব ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা তাঁকে এক বিশ্ববরেণ্য নেতায় পরিণত করেছিল। তাই তিনি শুধু 'বঙ্গবন্ধুই' নন, 'বিশ্ববন্ধুও' বটে।

শেষের কথা বলি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের পরে ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। আমার আর হিমালয় দেখার প্রয়োজন নেই।' আমরা অনেকেই হয়তো হিমালয় দেখেছি, কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দেখিনি। কিন্তু তাতে কি? হিমালয়ের বিস্তার থেকে আমরা বঙ্গবন্ধুর বিশালতা বুঝতে পারি, তাঁর চিন্তা-চেতনা থেকে পাই এক স্থির দিকনির্দেশনা, তাঁর স্মৃতি থেকে পাই এক অনন্য প্রেরণা। প্রাপ্তি আমাদেরইবা কম কিসে? চেতনার সিঁড়ি বেয়ে আমাদের পথচলা অক্ষয় হোক।

সেলিম জাহান, ভূতপূর্ব পরিচালক, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর এবং দারিদ্র্য বিমোচন বিভাগ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

ভারসাম্যপূর্ণ কর্মজীবন

সুখেন গমেজ

মানুষের জীবনে অধিকাংশ সময়ই কর্মক্ষেত্রে অতিবাহিত করতে হয়। প্রতিদিন একঘেয়েমি রুটিন, একই ধরনের কাজ এবং অতিরিক্ত কাজের চাপ মানসিক জীবনকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। এছাড়া কাজের বাইরে ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা এবং পারিবারিক ও সাংসারিক নানা সমস্যা জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এতে কর্মজীবন হয়ে ওঠে আনন্দহীন ও ধীরে ধীরে ব্যর্থতার দিকে ধাবিত হয়। জীবনের অন্যান্য অপরিহার্য কার্যক্রমের সাথে চাকরি কিংবা ব্যবসায়িক কাজের সমন্বয় করাই ভারসাম্যপূর্ণ কর্মজীবন। ভারসাম্যপূর্ণ কর্মজীবন মানসিক অবসাদ দূর করে মানসিক শক্তি যোগায় এবং শারীরিকভাবে কর্মক্ষম রাখে। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে এবং নিজের অস্তিত্ব তুলে ধরে। ভারসাম্য রক্ষা করলে কাজে নিত্যনতুন আইডিয়া পাওয়া যাবে, নিজেকে কর্মঠ রাখা সম্ভব এবং সাফল্যের দেখা মেলে।

ভারসাম্য রক্ষা করলে নিজের চিন্তা ভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে, পরিবার ও সন্তানদের ওপর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি পায়। জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের ক্রমনির্ধারণ সহজতর হয়ে ওঠে। ফলে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। জীবনের কঠিনতম সময়েও সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। সুতরাং নিজের পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়সমূহ নিয়ে সময়টা কাটানো, কর্মজীবনের মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত কাজের চাপ অবসাদগ্রস্ত করে ও শারীরিক অসুস্থ করে ফেলে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। এতে শারীরিক অসুবিধা পাশাপাশি মদ-সিগারেট পান বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় দেখা যায় সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টা কাজের পর কর্মক্ষমতা দ্রুত কমতে থাকে। সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা কাজের পর বাকি সময়ে কাজের দক্ষতা শূণ্যে নেমে আসে ও কাজে মনোযোগ থাকে না। অপর আরেকটি গবেষণায় দেখা যায়, বেতনের তুলনায় খরচ বৃদ্ধি পেলে কিংবা অতিরিক্ত কাজের জন্য যথাযথ ওভার টাইম না পেলে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। শিশু সন্তান কিংবা বয়স্কদের দেখা-শোনা করতে গিয়েও মানসিক ও শারীরিক চাপ নিতে হয়। নিজেকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখতে কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করে কর্মজীবনে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

'না' বলতে শিখুন। 'না' বলা অন্যতম একটি প্রফেশনাল দক্ষতা। নিজের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোনো কিছুতে হ্যাঁ বলা উচিত নয়। ইতিবাচক ভাবে না বলতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'এটা আমার জন্য নয় কিংবা 'হ্যাঁ' বলার চাইতে না বলাটা আমার জন্য সহজ' এ জাতীয় শব্দাংশ ব্যবহার করলে উভয় কূলই রক্ষা পায়। কাজে মধ্যে নিয়মিত রুটিনে বিরতি নেয়া। একটানা কাজ আবসাদগ্রস্ত করে ফেলে। নিয়মিত রুটিনে বিরতি কাজে মনোযোগী হতে সাহায্য করে, আবসাদ দূর করে ও কাজকে আনন্দময় করে।

গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি ৭৫-৯০ মিনিট কাজ করার পর ১০-১৫ মিনিটের বিরতি অনেক বেশি কর্মক্ষম রাখে। মধ্যাহ্ন বিরতিতে ডেস্কে একা আহার গ্রহণের চাইতে সকলের সাথে আহার গ্রহণ দিনের পরবর্তী অংশ চাঙ্গা করে রাখে। পারিবারিক সময়ের জন্য সময় নির্ধারণ করে ব্লক করে রাখতে পারেন। বছরে শুরু থেকে একান্ত পারিবারিক সময় কাটাতে টাইম ব্লক করে রাখতে পারেন। পরিবারকে কাজের চাইতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ছুটিতে দূরে ঘুরতে যাওয়া, নতুন নতুন জায়গায় বেড়ানো, সমুদ্র সৈকতে কিংবা পাহাড় পর্বতে বেড়ানো মনকে প্রসিদ্ধ করে। পরিবার ছাড়াও যাদের সঙ্গ ভালো লাগে, তাদের সাথেও ঘুরে বেড়ানো যায়। গুনগতমানসম্পন্ন সময় অতিবাহিত করুন। নিজেকে সন্তুষ্ট করে এমন কিছু বাদ দিয়ে সন্তুষ্টির আশায় কিংবা নিজেকে দেখানোর অর্থাৎ শো-অফে জন্য কিছু করা থেকে বিরত থাকুন। নিজের প্রতি সৎ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে কিভাবে ব্যক্তিগত সময় কাটালে সত্যিকারের সন্তুষ্টির পাওয়া যাবে। নিজের দুর্দিনে পরিবারের লোকজনকে পাশে পাওয়া যাবে, তা ভুলে যাওয়া যাবে না। নিজের সুস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিন। কর্মক্ষম থাকার জন্য সুস্থ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক ও আবেগীয় সুস্থতার প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে সুস্থ থাকার চেষ্টা করতে হবে। প্রাত্যহিক ধ্যান, শারীরিক ব্যায়াম, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অভ্যাস করতে হবে। নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশে এসবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কর্মস্থলে নিজের চাহিদা, সময় ও কর্মদক্ষতা নিয়ে নিয়োগদাতা সাথে খোলামেলা কথা বলুন। নতুন কিছু গ্রহণ করতে নিজেকে যথাসম্ভব ফেক্সিবল রাখুন। অযথা দুঃচিন্তা না করে সঠিক পন্থায় সমাধান করতে হবে। নিয়োগকর্তার কাছে কাজের ফেক্সিবল সময়, বাড়তি চাপ, অগ্রগতি ও সৃজনশীল বিষয়সমূহ তুলে ধরুন। নিজের সীমাবদ্ধতা জানুন এবং সহকর্মীদের অবহিত করুন। কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করে সহকর্মী ও কাষ্টমারদের জানিয়ে দিন। গভীর রাতে কিংবা অবসর সময়ে কেউ কাজের বিষয় তুলবে না। ই-মেইলে অটো রিপ্লাই সেট করে যোগাযোগ করা যায় কিংবা ফোনের ভয়েস মেইল কাজে লাগে। নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি চর্চা করতে হবে। ভারসাম্যপূর্ণ কর্মজীবন একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিদিনই নতুন কিছু শিখতে ও গ্রহণ করতে হবে। চাহিদা ও পরিস্থিতি দ্রুতই বদলায়, নিজেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে হবে। এতে কর্মস্থল হয়ে ওঠে আনন্দময়, কাজে আসে সফলতা।

খোশবু

লুনা রাহরুমা

গল্প

মানুষ কোনো নেশাই ছাড়তে পারে না সারাজীবন। নেশার বস্তুটির পরিবর্তন হয় শুধু। এই যেমন ধরুন যার মদ্যপানের নেশা ছিল দীর্ঘসময় ধরে, সে রাতারাতি মদ ছেড়ে দিতে পারে না। হয়তো মদের বদলে সিগারেট খাওয়া শুরু করে। কিংবা কারো সিগারেট খাওয়ার নেশা ছিল, সে সিগারেটের নেশা ছাড়তে পান খাওয়া ধরলো। অথবা পান খাওয়া বন্ধ করে সুপারি কিংবা কালিজিরা চাবানোর অভ্যাস করা। আবার যেমন বাল্যকালে কেউ সারাদিন গল্পের বই পড়তো, তার এই বই পড়ার নেশা বাড়তি বয়সে গিয়ে ঠেকলো আইনের বইয়ের পাতায়। সারাদিন আইন-বই ঘেঁটে ভাবতে থাকেন প্রতিবেশীকে আর কিভাবে জব্দ করা যায়। মোদ্দাকথা নেশার অবলম্বন একটি ছেড়ে আরেকটিকে আঁকড়ে ধরা। কিন্তু নেশা মানুষটিকে ছাড়ে না কখনোই।

জালাল মিয়ার নেশা ছিলো টাকা গোনা। ছোটবেলা থেকে টাকা হাতে পেলেই শুঁকে দেখতো। নাকের সাথে মিলিয়ে গন্ধ নিতে নিতে চোখ বন্ধ করে ফেলতো হুমম শব্দ করে। মাঝেমাঝে তার ইচ্ছে করতো টাকা চাবিয়ে খেয়ে ফেলতে। নতুন টাকা যখন ব্যাংক থেকে প্রথম হাতে আসে টাকাগুলো কেমন পিচ্ছিল থাকে, খুব ধার থাকে টাকার গায়ে, গন্ধটাও কী দারুন সতেজ! আবার সেই নতুন টাকাগুলোই যখন মানুষের হাতে হাতে ঘুরে ঘাম, থুতু, খাবারের রং-সুবাস অথবা রোদ বৃষ্টি গায়ে লাগিয়ে, একশ হাতের নোংরা ময়লা গায়ে মেখে, কিংবা অনেক হাত পরিভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে শরীরটা নরম হয়ে যেত, তখন অন্যরকম আরেকটি গন্ধ পাওয়া যায় টাকার গা থেকে- সেই গন্ধও মাতাল করে দিতো জালালকে। জালালের কাছে নতুন বা পুরাতন সব টাকার খোশবুই ছিল দামি যেকোনো পারফিউমের চেয়েও বেশি প্রিয়।

জালালের মনে পড়ে ছোটোবেলায় বাবার মরে যাওয়া। বাবার মৃত্যুর কয়েকমাসের মধ্যে বাবার বন্ধুর সাথে গোপন প্রেমের সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় জালালের মা। কথিত আছে, এই প্রেমের জন্যই জালালের মা কলার ভেতর বিষ মিশিয়ে খুন করেছিল তার স্বামীকে। মায়ের নতুন স্বামীটি জালাল আর তার ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে শুধু আকলিমা বিবিকে নিয়ে চলে যায় দূরের গ্রামে। কারো মা যদি মরে যায়, অন্য মায়েরা তখন মাতৃহারা ছেলেদের মায়ায় বুকে টেনে নেয়। কিন্তু কারো মা যদি বিয়ে করে নাবালক সন্তান ফেলে চলে যায় নিজের সংসার সাজাতে, সেই মাকে সবাই খুব ঘৃণা করে। এতো তীব্র সেই ঘৃণা যে মা সহ তার অবুঝ বাচ্চাগুলো পুরো পৃথিবীতেই অপাংতেয় হয়ে যায়।

জালাল মেধাবী ছাত্র ছিল। দিনে স্কুল করে সন্ধ্যায় নিচের ক্লাসের বাচ্চাদের বাড়ি গিয়ে প্রাইভেট পড়াতো। মেট্রিক পাশের পর গ্রাম ছেড়ে শহরে কলেজে ভর্তি হয় জালাল। কলেজের পাশে এক মধ্যবিত্ত বাড়িতে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত হলো। জালাল হলো সেই বাড়ির বাচ্চাদের লজিং-স্যার। ছোটোভাইটি গ্রামেই থাকে। বাবার ভিটে আর চারপাশে চাচা ফুপুরা সবাই রইলো মাথার ওপর। জালালের চাচা মনে মনে ঘৃণা করতো নিজের দুই ভাইপোকে। সামনে পেলেই অকথ্য গালি দিতো।

"সারাটা দিন আমার চোখের সামনে ঘুরস কেন তোরা দুইজন? আমি কি তোদের বাপ লাগি?"

মাথা নিচু করে নিঃশব্দে সরে যায় দুই ভাই। বাবা ও মা এই দুটিই যাদের নেই, তাদের কোনো অপমানই আর গায়ে লাগে না। অনেক দুর্ব্যবহারের পরেও ছেলে দুটি চাচার দিকে তাকিয়ে থাকতো আড়াল থেকে। আজ তাদের বাবা বেঁচে থাকলে তাকেও তো দেখতে এমনই লাগতো। বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে জালাল বলেছিল, "চাচাজি আমি কলেজে ভর্তি হবো। কলেজ পাশ করলে সবাই ভালো চাকরি পায়।"

চাচা কপাল কুঁচকে তাকায় জালালের দিকে। কষ্ট করে গিলে ফেলে কুৎসিত আরেকটি গালি। এদেরকে দেখলেই কেমন খিচড়ে যায় মেজাজটা তার।

"জজ বেরিস্টার হবি? তোর মা তো ভাগছে দুই পোলারে আমার কান্ধে দিয়া। এখন তুইও যা, আমি তো আছিই। তোর ভাই আমার জুতা টানবো মাথায় কইরা।"

> শৈশব আর কৈশোরের নির্মম নিষ্ঠুরতার ইতিহাস মিশে আছে এই গ্রামের পথে পথে। উদ্ভ্রান্তের মতো খুঁজছে জালাল হারিয়ে যাওয়া দিনের একটুখানি যদি দেখতে পেত কোথাও! বিস্তীর্ণ গ্রামের মেঠো পথের আলে হেঁটে চলেছে জালাল মিয়া।

জালাল চাচার পায়ে সালাম করে গ্রামের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় শহরে। পিছন থেকে শুনতে পায় চাচাজির কণ্ঠ, "বড় চাকরি করে উনি টাকা রোজগার করবেন। টাকা কি গাছে ধরে? আমি পয়সা খেয়ে পায়খানা করবো আর তোরা দুই ভাই আমার পায়খানা ঘেঁটে পয়সা তুলবি। আমি বলে রাখলাম, দেখিস সবাই একদিন।"

মেধা আর বুদ্ধির সাথে তীব্র জেদ মিশে জালালের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল দশ বছরের মধ্যে। ঢাকা শহরে নিজের একটি থাকার বাড়ি, একটি ভালো চাকরি, সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, এলাকায় সৎ-মানুষ হিসেবে সুনাম সুখ্যাতি মিলেছে। কিন্তু শৈশবের সেই মাতাল করা টাকার নেশা মনের ভেতর চনমন করে জেগে ওঠে যখন তখন। খেতে বসে গরম ভাতের থালায় উথলে উঠা সাদা কুয়াশার মতো সুঘ্রাণ মিশে যায় এক বান্ডিল টাকার গন্ধে।

দাম্ভিক চাচাজির বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছিল শরীরে অসুস্থতা। মৃত্যুর আগে তিনি দুই বছর বিছানায় পড়েছিলেন। তখন জমানো অর্থ সব শেষ হয়ে যাওয়ায় চাচাজি চিঠি লিখে, ফোন করে জালালের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। পিতাসম চাচার চিকিৎসার সমস্ত খরচ জালাল একা বহন করেছে। আয়ার বেতন, ডাক্তারের ফি, প্রতিদিন ফ্রেশ খাবার রান্না করা আর মুখে তুলে খাওয়ানোর লোক খরচা- সবই জালাল বহন করেছে। আর মুমূর্ষু চাচা যেন পেশাব পায়খানায় বেশিক্ষণ পড়ে থেকে কষ্ট না পান তার জন্য কড়া নির্দেশ দেয়া ছিল কাজের লোকদের।

এই দেখভাল এবং অর্থব্যয় করার বিনিময়ে জালাল শুধু চাচার থাকার বাড়িটি আর ত্রিশ বিঘা ধানিজমি নিজের নামে টিপ সই করে নিয়েছিল। কারণ, জাঁদরেল চাচার তখন কলম ধরে স্বাক্ষর করার ক্ষমতা ছিল না। কারণ, চাচার তিন প্রবাসী ছেলেমেয়েরা ভাবতে পারেনি জালাল আপন চাচার স্থাবর সম্পত্তি সবটুকু দখল করে নিতে পারে। কারণ, জালাল অনেক আগেই হিসেবে কষেছিল, চাচাজির সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে- অনেক তীব্র গন্ধ পেয়েছিল সে এখানে।

অনেক বছর পর জালাল এসেছে তার ফেলে যাওয়া গ্রামে। শৈশব আর কৈশোরের নির্মম নিষ্ঠুরতার ইতিহাস মিশে আছে এই গ্রামের পথে পথে। উদ্ভ্রান্তের মতো খুঁজছে জালাল হারিয়ে যাওয়া দিনের একটুখানি যদি দেখতে পেত কোথাও! বিস্তীর্ণ গ্রামের মেঠো পথের আলে হেঁটে চলেছে জালাল মিয়া। চোখের চশমার কাঁচ ঘোলা হয়ে যায় বুকের ভালোবাসার উৎসরণে। এই তো সেই গ্রাম। এই সেই মাটি। মাটির কাদামাখা পথ। ঝাপসা চোখে জালাল দেখে দূরে একটি সাত কিবা আট বছরের ছেলে মাথায় ওড়ার ভিতর সবজি নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে স্টেশনের দিকে। সেগুলো বিক্রি করে চাল কিনে বাড়ি ফিরতে হবে যত জলদি সম্ভব।

চোখ বন্ধ করেও জালাল জানে বালকের ওড়ার মধ্যে কী কী সবজি আছে- মিষ্টি কুমড়ার কয়েকটি কচি ডগা, দুটি অপরিপক্ক কুমড়া, কিছু পুঁই শাক আর পুকুরপাড় থেকে তুলে আনা মুঠো মুঠো মালঞ্চ শাক। চোখ ভিজে যায় জালালের, বাড়িতে মা আশা করে বসে আছে ছেলের অপেক্ষায়। সবজিগুলো বিক্রি করে যদি এক কেজি চাল কিনতে পারে তবেই আজ ভাত খাবে তারা চারজন।

সম্পত্তি লাভের এই কোটি টাকার গন্ধ ছাপিয়েও জালালের নাকে লাগে খড়ির আগুনে রান্না হওয়া সেই ভাতের বলক ওঠার গন্ধ। ফুটোওয়ালা টিনের থালায় বেড়ে দেওয়া গরম ভাতের গন্ধ ছাপিয়ে নাকে এসে লাগে মায়ের গায়ের ঘামের গন্ধ। মমতাময়ী মায়ের গা ঘেঁষে, বুকের ভেতর লেপ্টে-সেপ্টে আকুলি-বিকুলি স্নেহের উষ্ণতায় পরিপূর্ণ সুখের গন্ধ।

একজন গফুর ভাইয়ের কথা

মশিউর রাহমান

গফুর ভাইয়ের সাথে সময় কাটানো আমাদের জন্য ছিল আনন্দের বিষয়। তাকে সব সময় কাছে পাওয়া যেতো না। আমরা যে সরকারি কলোনির বাসায় থাকতাম, গফুর ভাই ছিলেন সে কলোনির দারোয়ান। দিনের বেলায় বিভিন্ন বাসায় ফুট ফরমাস খেটে তার সময় কাটতো। এর মধ্যে আমরা যদি কখনো তাকে পেয়ে যেতাম, সেটা হতো আমাদের সৌভাগ্য। মজার মজার গল্প বলে আমাদের মাতিয়ে রাখতেন। গফুর ভাই ছিলেন আমাদের বাবা চাচাদের বয়সী। কলোনির বড়রা তাকে বলতেন গফুর বলে, আর আমাদের কাছে ছিলেন গফুর ভাই।

আমার ছোট বেলাকার স্মৃতিতে গফুর ভাইয়ের কথা মনে হতেই ভেসে ওঠে পোকায় খাওয়া দাঁতের হাসি- খুশি একটা মুখ। গফুর ভাই থাকতেন কলোনির গেটের কাছে এক ছাপড়ায়। গফুর ভাই ছিলেন একাকী মানুষ। দিনের বেলায় কখন কোথায় থাকতেন তার ঠিক ছিলো না। তার ছাপড়ায় সব সময় তালা লাগানো থাকতো। কলোনির বড়রা বলতো গফুর ভাই নাকি বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু বউ থাকেনি। আমাদের ছোটদের কাছে তা ছিল অবিশ্বাস্য। গফুর ভাইকে ছেড়ে কেউ চলে যেতে পারে তা ভাবতেই পারতাম না।

আমাদের অনেক প্রশ্নের সহজ সাধারণ জবাব থাকতো তার কাছে। একবার গফুর ভাইকে দেখা গেল মুখ ভার করে বসে আছে। বাচ্চারা সব হামলে পড়লো। কি হল গফুর ভাইয়ের! জানা গেলো গফুর ভাইয়ের দাঁতের ব্যথা। এবার গফুর ভাইয়ের কি হবে! আমাদের বিচ্ছুর দল সবাই চিন্তিত। একটু পরপর গিয়ে গফুর ভাইয়ের খবর নিচ্ছিলাম। বিকেলের দিকে দেখা গেলো গফুর ভাইকোথায় যেনো যাচ্ছে। আমরা বিচ্ছুর দল গফুর ভাইয়ের পিছু নিলাম। জানা গেলো গফুর ভাই যাচ্ছে পাশের মহল্লায় দাঁতের পোকা বের করার জন্য। প্রথমে আমাদের নিতে রাজি না হলেও পরে হই হুল্লড় করে সবাই চললাম তার সাথে। যে বাড়িতে গিয়েছিলাম সেখানকার এক বুড়ি মহিলা তুলা দিয়ে মন্ত্র পড়ে দাঁতের পোকা বের করেন। আমরা সবাই দেখলাম গফুর ভাইয়ের দাঁত থেকে একগাদা সাদা সাদা পোকা বের করা হলো। আমাদের বিচ্ছুর দল অবাক। দাঁতের মধ্যে এত পোকা থাকে কি করে? মনে পড়ে গফুর ভাইকে বহুবার এ কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। গফুর ভাই মাথা ঝাঁকিয়ে বলত– এটা এখন বুঝবে না, বড় হলে সব বুঝতে পারবে।

একবার কলোনির বাসায় চুরি হলো। বড় ধরনের চুরি। সে বাসার সবাই কোথায় যেন বেড়াতে গেলো। সে সুযোগে রাতের বেলায় বাসায় ঢুকে চোর সমস্ত মালামাল নিয়ে গেলো। সবাই বলাবলি করলো গফুর থাকতে কিভাবে চুরি হয়। পরের দিন বিকেলে গফুর ভাইকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেলো। আমাদের বিচ্ছুর দল তো অবাক! গফুর ভাই এই কাজ করতেই পারে না। আমাদের সবার মন খারাপ। প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে গফুর ভাই থানা থেকে ছাড়া পেলো। আসল চোরের দল ধরা পড়েছে। দেখা গেলো গফুর ভাই ঠিক মতো হাঁটতে পারছে না। পুলিশ তাকে প্রচণ্ড মেরেছে। আমাদের বিচ্ছুর দল গফুর ভাইয়ের এ ঘটনায় খুবই মর্মাহত। আমরা সবাই গফুর ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলাম- নির্দোষ হওয়ার পরও আপনাকে পুলিশ কেন এভাবে মারলো?

আমরা ভাবলাম হয়তো গফুর ভাই বলবে যে বড় হলে সব বুঝতে পারবে। কিন্তু গফুর ভাই এ ঘটনার পর একদম চুপচাপ হয়ে যায়। আগের সেই হাসি খুশি গফুর ভাইকে আর পাওয়া যায়নি। বেশ কিছুদিন পর ছাপড়ায় গফুর ভাইয়ের লাশ পাওয়া যায়। সবাই বলে গফুর ভাই নাকি বিষ খেয়েছে। আমাদের ছোটদের জন্য এ ঘটনা ছিল খুবই দুঃখের। গোপনে অনেক কেঁদেছিলামআমরা। গফুর ভাইয়ের সে কথা প্রায়ই কানে বাজতো- বড় হলে সব বুঝতে পারবে।

আমাদের অনেক কিছুই বোঝা হয় না কখনো। তিন প্রহরের বিল দেখানোর কথায় নাদের আলীকে নিয়ে সুনীল তার কবিতায় লিখেছেন- "আমি আর কত বড় হব? আমার মাথা এ ঘরের ছাদ ফুরে আকাশ স্পর্শ করলে তার পর আমাকে তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবে।"

নাদের আলী আর গফুর ভাইয়েরা আমাদের ছোট মনে আশা জাগিয়েছেন। সে প্রত্যাশা জমে বড় হয়েছি, পড়াশোনা করে গাড়ি-ঘোড়া চড়েছি। তারপরও জীবন সংসারে জানা হয়নি অনেক কিছু।

যে যায় সে আসে

অপরাহ্ণ সুসমিতো

গল্প

ঘুম থেকে উঠলাম মাত্র আর মনে হচ্ছে এখনো ঘুমাচ্ছি। মাঝে মাঝে রাত জাগি। আজকে ঘুমিয়ে উঠে শরীর ভালো লাগছে না।

আমার একটা ছোট চিত্রল হরিণ আছে নাম কুম্ভকর্ণ। খাটের তলা থেকে তার নাক ডাকার শব্দ আসছে ; ঠিক নাক ডাকার শব্দ নয়। তবে মনে হলো ঘড়ঘড় একটা শব্দ। আমি প্রাণী অনেক ভালোবাসতাম, হরিণটাকে প্রতিদিন সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে শাওয়ার করাতাম। করাতাম বলছি কারণ এখন করাই না। অনেকটা অতীত কিংবা কিছুটা নিকটঅতীত।

হরিণটার জন্যে মায়া লাগছে। আজকাল হরিণটা কিছু খাচ্ছে না, তার প্রচণ্ড কাশি। হরিণের কি কাশি হয়? সে কি মানুষের মতো শব্দ করে কাশি দেয়?

আমি একা মানুষ নিরিবিলি থাকি। বন্ধু-বান্ধব আছে কালেভাদ্রে তাদের কাছে যাই। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার কোন বন্ধু নাই। নাহ এটা মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে আসলে বন্ধু আছে পরে বলছি।

লেখালেখিময় সুন্দর একটা বাড়ি আমার। আজকাল প্রাণী নিয়ে চিন্তা করছি কিন্তু আমার চিন্তার বিষয়বস্তু মানুষ মানব জাতি ও তার মন। প্রাণী নিয়ে চিন্তার অন্যতম কারণ প্রায় বেশ কয়েক মাস যাবত লিখতে পারছি না। মা এসেছিলেন কয়েক দিন আগে, গ্রাম থেকে শহরে এলে উনি দুদিনের বেশী থাকেন না। গ্রামে ওনার ভালো লাগে এখানে দম বন্ধ লাগে। আমি মা'র সাথে গল্প করতে পারি না।

হরিণটা কিছু খাচ্ছে না এটা নিয়ে খুব ভাবছি। গনি মিয়াকে বলেছি ওর জন্যে কাঁঠাল পাতা জোগাড় করতে। গনি মিয়া রাজি হয়নি। ধারণা অনেক দূর থেকে আনতে হবে তাই হয়ত... কিন্তু গনি মিয়ার ভাষ্য হরিণটা কাল পরশু মারা যাবে। তাই সে আনবে না। আমি রাগী মানুষ নই, শান্ত। রাগ লাগছে। হরিণটাকে রাগের চোটে বাইরে রেখে আসলাম। সোয়েটারটা পরে জানালার পাশে ঝিম দাঁড়িয়ে আছি।

লেখালেখি আমার চোখের মতো, চোখ কেন ছেড়ে চলে গেলো!চোখ কেন ছেড়ে চলে গেলো এই ভাবনাটা আঁকিবুকি করছে আনমনে জানালার কাচে। মুছে ফেলি। একটা নাম লিখতে ইচ্ছা করে, ঘষা কাচে নাম লিখলে কি সেটা ওপার থেকে পড়া যাবে?

ঘরের ভেতরে কখনো সোয়েটার পরি না। এবার মা দিলেন এক রকম জোর করে। আজ শীত লাগছে। আজ সোমবার। আজ কি টুনটুন আসবে! ও এলে খুব ভালো হতো, শীত লাগত না। মেঘের মতো এক টুনটুন। আমাদের দেখা হয়েছিল কোথাও। সেই থেকে আমরা খুব ভালো বন্ধু। ওর অবশ্য আসাই হয় না, খুব কম আসে।

বলে তুমি মেধাবী কিন্তু কোন কাজের না। ও খুব ভালো ছবি আঁকে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলে সমাজ নিয়ে দেশ নিয়ে মেয়েদের কষ্ট নিয়ে। ওকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম ও সব সময় লিখতে পারে কিনা; বলেছে এমন ওর হয় না। ও পারে। না পারলেও টেনশন করে না। একলা একলা কোথাও ঘুরতে চলে যায়। যখন কথা বলে আমাকে বোঝায় ওর সব কথা আমার এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বের হয়ে যায়। ও মেঘলা আকাশের মতো শরতের মেঘের মতো গাছের সবুজ পাতার মতো। আমাদের যা কিছু প্রিয় ভীষণ, অপারগ আমরা সেখানেই। ইচ্ছা দুনিয়াকে জানানোর কিন্তু গরাদ করে রাখি নিজের মাঝে। এই অপারগতা কখনো সুখের শুধু নিজের ও টুনটুনের জন্য। কখনো এই অপারগতাই কুড়ে কুড়ে খায়।

এই যেমন টুনটুন ও আমি। চাইলেই পারি না ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়তে। স্রোত যেমন সহজেই ছুঁয়ে যায় তীর। অন্ধের মতো ঘ্রাণ চেনে সঙ্গম, দেয়ালের এপাশ ওপাশ। ভিজি ভেজাই। অবদমনে নিস্তেজ করে চলি। মাথায় মুখে মনে পপকর্ন ফোটে

> **লেখার চেষ্টা করছি। ভেতরটা ডাকছে বাবা তুমি কবে আসবে? আর আসবে না? আশ্চর্য আমি লেখাকে বাবা ডাকছি কেন? একবার টুনটুনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি কি লেখাকে কোন বিশেষ নামে ডাকো?**

কিন্তু আঙ্গুলে অপারগতা ভর করে।

লিখতে গেলেই আঙ্গুল ফিরে ফিরে আসে। লেখারাও কি তবে অভিমানী? আটকে রাখে মগজ? কাঠ ঠোকরার মতো পেরেক বসিয়ে খুঁটে খুঁটে খায়। হাত ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতো রক্তাক্ত অসাড় পড়ে থাকে।

জানালার কাচের ওপাশটা ঝাপসা আমার বাগানটা দেখা যায় না দূরের ঝিলটা দেখা যায় না। কাচের গায়ে আঙ্গুল দিয়ে লিখলাম টুনটুন।

তবুও বিষণ্ন লাগছে না ল্যাপটপ খুলে বসলাম লিখব আমি লিখব কিন্তু লিখতে পারছি না। টুনটুন রোদ রঙের একটা শাল জড়িয়ে বসে আছে, ওকে ডেকে বলতে ইচ্ছা করছে একদিন এসো চা বাগানে বেড়াতে যাব। তার আগে আমাকে অনেক লিখতে হবে ।

গনি মিয়া এসে দরজা নক করছে অথচ খুলতে ইচ্ছা করছে না। মনে হয় কাঁঠাল পাতা এনেছে। দরজা না খুলেই বললাম বাইরে হরিণটা আছে ওকে দাও। গনি মিয়ার সাড়া শব্দ পেলাম না।

লেখার চেষ্টা করছি। ভেতরটা ডাকছে বাবা তুমি কবে আসবে? আর আসবে না? আশ্চর্য আমি লেখাকে বাবা ডাকছি কেন?একবার টুনটুনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি কি লেখাকে কোন বিশেষ নামে ডাকো? ও নির্দ্বিধায় বলেছিল; হ্যাঁ ওকে বর্ণ বলে ডাকি। চমকে গিয়েছিলাম কারণ ও মাঝে মাঝে আমাকে বর্ণ সম্বোধন করত।

ওকে কিছু বলিনি কিন্তু ভেতরে তীব্র ভালো লাগছিল। টুনটুনের দেয়া নতুন শার্টটা বের করেছি পরতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে শার্টটা নতুন থাকুক। পুরানো জুতা আর মোজাটা বের করে পরিপাটি করে রেডি হলাম। মোজা জুতা পরে সোফায় চুপচাপ বসে আছি। এ রকম আমি প্রায় করি রেডি হয়ে বসে থাকি। কোথাও যাব না।

হরিণটাকে আনতে গেলাম। গনি মিয়া চলে গেছে কাঁঠাল পাতা আনেনি সে। হরিণটাকে কোলে করে খাটের তলায় শুইয়ে রেখে আসলাম শীতে কেমন যেন জমে গেছে মনে হলো। কাপড় দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিলাম। হরিণটা মনে হচ্ছে ঘুমু।

ঘরে আমার সাইকেলটা অনাদরে পড়ে আছে ভাবছি এটাকে কার্গো করব। সাইকেল ছাড়া কোথাও যাওয়া মানে নিজেকেই সাথে না নেয়া। কি-বোর্ড আর ল্যাপিটাকেও সাইকেলের সাথে কার্গো করব কিন্তু কোন দেশে যাব এখনো জানি না। হরিণটাকে পশু হাসপাতালে দিয়ে আসলে কেমন হয়! গনি মিয়াকে কিছুক্ষণ ডাকলাম তার সাড়া শব্দ পাচ্ছি না। বাসাটা ভীষণ নীরব লাগছে হরিণের কোন অস্তিত্ব নেই কাশছে না কেন? খাটের তলা থেকে বের করলাম জোরে জোরে ধাক্কা দিলাম। খুব ঠাণ্ডা শরীরের হরিণটা কি মারা গেলো?

দ্রুত বাড়ির বাইরে চলে এলাম গনি মিয়াকে খুঁজে বের করতে হবে। কণ্ঠস্বর বসে আছে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। দূরে দেখলাম গনি মিয়া বসা। বললাম গনি মিয়া এসে একটু দেখো হরিণটার কি হয়েছে!

গনি মিয়া এলো, দেখে বলল কুম্ভ মারা গেছে।

আমরা দুজন মিলে বাড়ির পেছনের আম গাছের তলায় ওকে কবর দিলাম। গনি মিয়া কাঁদছে অথচ আমার কোন ভাবান্তর হচ্ছে না। একটু থমকে গেছি কেবল। ল্যাপটপ খুলে আবার বসলাম, লিখলাম। বর্ণ শব্দ ভাষা লেখা। স্ক্রিনটা ছুঁয়ে চোখ বন্ধ করে থাকলাম।

মাথার ভেতরটা চিন চিন করছে দ্রুত নেটে ঢুকলাম। তিব্বতে যাব হিমালয়ের কাছে। যেখানে খোলা আকাশ মেঘেরা কাছাকাছি যেখানে অপার শান্তি সেখানে যাব। আর ফিরব না।

খাটের নিচে হরিণটার আবছায়া মুখ ও কাজল চোখটা দেখতে পাচ্ছি। টুনটুন এসে দূরের চেয়ারে চাপচুপ বসে থাকে নিরিবিলি। আলোময় এক পাশ। আরেক পাশ দেখা যাচ্ছে না। হরিণটার মতোই ছায়া ছায়া। বাতি নিভে গেলেও ঘরের দেয়ালে চাঁদের ছায়া পড়ে। অন্ধকার বলে কী কিছু আছে!

হরিণটা পরাঙ্মুখ করে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। আমি লিখতে পারছি।

ম্যাজিশিয়ান

রোমেনা লেইস

মিশুক ও < মিশুকও জানলা < জানালা অন্তস্বত্তা< অন্তঃসত্ত্বা নূতন < নতুন কাচঘেরা< কাঁচঘেরা ঘরে< ঘরের

'প্রথম আলো'র আয়োজনে জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে 'সংলাপ ও সুধীজন সমাবেশ' অনুষ্ঠান চলছে। কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক মাত্র মঞ্চ থেকে নেমেছেন তুমুল করতালির ভেতর। সে সময় মনিদীপা ঢুকলো। মাইক্রোফোন হাতে ছিলো ইব্রাহীম চৌধুরীর; উনি আবাসিক সম্পাদক প্রথম আলো নর্থ আমেরিকার। তাকে দেখেই বললেন - আমাদের লেখিকা মনিদীপা এই মাত্র এসে ঢুকলেন। আরো যুক্ত হলেন কবি ও শিক্ষক সালেহীন চৌধুরী আর মাহমুদ চৌধুরী। মনিদীপা হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানালো। লেখিকা শেলী জামানের ছেড়ে দেয়া চেয়ারে বসে পড়লো মনিদীপা।

মঞ্চে আহ্বান জানানো হলো ম্যাজিশিয়ান পুলক নন্দীকে। জমকালো জড়ির কাজ করা কালো ওয়েস্ট কোট আর লাল পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক। তার সাথে দুটো অল্প বয়সী ছেলে মেয়ে। বেশ স্মার্ট। ম্যাজিশিয়ানের সাহায্যকারী। মাইক্রোফোন নিয়ে চমৎকার হাসিমুখে বলতে শুরু করলেন। 'উপস্থিত সুধী! আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।'

মনিদীপা চমকে উঠলো। গলাটা যেন খুব চেনা। ভাল করে সামনে তাকিয়ে দেখলো হ্যাঁ সেই চেনা হাসি ত্রিশ বছর পর। জাদুকর হয়ে নাম বদল হয়েছে। কিন্তু সেই চুল, সেই হাসি, সেই তাকানো। ছোট শহরে সদ্য যোগ দেয়া ম্যাজিস্ট্রেট। মনিদীপা তখন ঢাকায় কলেজে পড়তো। প্রতিবার ছুটিতে এসে মায়ের সাথে নতুন আসা জেলা প্রশাসকের বাসায় যায়। জেলা প্রশাসকের স্ত্রী তাকে কাপড়ে পেইন্ট করা শেখান। এবার এসে ছোটবোনের কাছে শুনলো শহরে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন যিনি ম্যাজিশিয়ানও। ছোটবোনের সাথে কবিতা পাঠে এক অনুষ্ঠানে সেও গিয়েছিলো। একঝলক দেখা ও কথা হলো।

হঠাৎ শুনলো মঞ্চে ওর নাম ধরে ডাকা হচ্ছে। কী ব্যাপার? ম্যাজিশিয়ানকে সাহায্য করার জন্য একজন সুন্দরী রমণীকে মঞ্চে ডাকা হচ্ছে, যার নাম মনিদীপা। এটাই ইব্রাহীম চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য। প্রথম আলোর সকল সদস্যদের তিনি সব কিছুর সাথে জুড়ে দেন। যে জীবনে মাইক্রোফোন হাতে নেয়নি সেও অনায়াসেই উপস্থাপনা করতে শিখে যায়। মনিদীপা মঞ্চে গেলো। ভদ্রলোক সেই হাসি মুখে স্বাগত জানিয়ে বললেন যে এখন তাকে বাক্সবন্দি করে তার হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে দেবেন। কাঁচির ধার পরীক্ষা করতে দিলেন। মনিদীপা বললো, তার গলা শুকিয়ে গেছে। পানির বোতল ওর হাতে দিয়ে বললেন একটু পানি খেয়ে নিতে। কাঁচির ধার পরীক্ষা করে দেখালেন। আর তারপর যথারীতি ওর হাত ধারালো কাঁচিটা দিয়ে কেটে ফেললেন।

তুমুল করতালির ভেতর মনিদীপার হাত স্পর্শ করে দর্শকদের দেখালেন যে তার হাত অক্ষত। সব শেষে কাগজের টুকরো থেকে গোলাপ ফুল বানিয়ে তার হাতে একটি লাল গোলাপ তুলে দিলেন ভদ্রলোক। স্মৃতি হুরমুর করে আসতে লাগলো মনে।...মফস্বল শহরের বনেদি পরিবারের মেয়ে মনিদীপা। ভাই বোনের মধ্যে তৃতীয়, বুদ্ধিদীপ্ত। এসএসসিতে প্রথম বিভাগ আর লেটারসহ স্টারমার্ক পেয়ে রাজধানীতে যেয়ে নামকরা কলেজে ভর্তি হয়। সেই সময় আশির দশকের শেষ দিকে কিছু তরুণ অফিসার বিসিএস পাশ করে এসে জয়েন করে পুলিশের এএসপি আর এসি ল্যান্ড। কেউ কবিতা আবৃত্তি করে কেউ গান। আর এই ভদ্রলোক পারদর্শী জাদু দেখাতে। ছোট শহরে প্রায় প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সে অনুষ্ঠানে মনিদীপা গান করতে যায়। ম্যাজিক দেখে অবাক হয়। কাগজ থেকে যখন ফুল তৈরি হয়। করতালিতে ফেটে পড়ে হল রুম। পায়রা ওড়ে। শহরে এসেই জয় করে নেয়। সবার মুখে মুখে এদের নিয়ে আলোচনা। বিশেষ করে যাদের মেয়ে আছে তাদের পিতামাতার মনে এরা ঠাঁই করে নেয় সহজেই। মেয়েদেরও মনের মণিকোঠায় স্বপ্ন বোনা শুরু হয় এদের নিয়ে। মনিদীপার বড়বোনের কয়েক মাস আগেই বিয়ে হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের স্ত্রীর সাথে মনিদীপার খুব ভাব। মনিদীপা ঢাকা থেকে ফেব্রিকের রঙ নিয়ে আসে। বিকেল বেলা যায় বাংলোতে। জেলা প্রশাসকের গিন্নী ওকে শিখিয়ে দেন তুলির টান। ক্রিয়েটিভিটির আনন্দে মেতে ওঠে মন। ভাবীটা দেখতে যেমন মায়াবতী মিশুকও। ট্রেসিং পেপারে কতো ডিজাইন। পছন্দমতো রাধা কৃষ্ণ, ফুলের ডিজাইন, জামদানী ডিজাইন একের পর এক করতে থাকে। নেশায় পেয়ে যায়। মনিদীপার ছুটি প্রায় শেষ। এক স্টেজ প্রোগ্রামে ম্যাজিশিয়ানের ম্যাজিক দেখে। কথাও হয়। তারপর দিনই চলে যায় কলেজের হোস্টেলে। মনিদীপা তখন একজনের জন্য উতলা। প্রেমে উচাটন মন ওর ঢাকা ফেরার জন্য অস্থির। ওর সবার ছোট যে বোন শুচিস্মিতা সে আবার মনিদীপার এজেন্ট। একদিন ওকে গোপনে বাবা-মায়ের কিছু সিদ্ধান্ত জানালো। মনিদীপা সব জেনে চিন্তায় পড়ে গেলো।

গল্প

মনিদীপা বাধ্য হয়ে পত্র লিখতে বসলো। প্রিয়বরেষু, আশা করি সব সংবাদ ভালো। আমার সাথে অন্যায় হতে যাচ্ছে। আমি একজনকে কথা দিয়ে ফেলেছি। সে একজন খেলোয়াড়। এই মুহূর্তে সে বিয়ে করার জন্য তৈরি না। সে আরো তিনবছর পর বিয়ে করতে পারবে।

আপনি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন আপনাকে কেন আমি এসব বলছি। আসলে আমি জানতে পেরেছি আমার পেরেন্টস আপনাকে পছন্দ করেছেন। খুব শিগগিরই তারা আপনাকে প্রপোজাল পাঠানোর চিন্তা করছেন। দয়া করে নিষেধ করে দেবেন।

মনিদীপা, ঢাকা

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে পরের মাসে বিয়ে করে। একবছর গোপন রেখে হলে থাকে। পরের বছর জিগাতলায় বাসা ভাড়া নিয়ে সংগ্রাম শুরু। টিউশনি করে, সাথে পড়ালেখা। কঠিন বাস্তবতা। ভালবাসা ভরা সংসার। অভাবেও সুখে ভরা ঘর। অভাব জানালা খুলে পালায় পালায় এমন অবস্থা। তারমধ্যে বুঝতে পারে সে অন্তঃসত্ত্বা। তবে কষ্টের কাল কেটে যায় সহসাই। জাতীয় দলের হয়ে দুটো দেশ ঘুরে আসে রাজন। ছেলে কোলে নিয়ে ওরা নতুন ফ্ল্যাটে উঠলো।

খাবার বাড়ি রেস্টুরেন্টের কাঁচঘেরা ঘরের সামনে ধুমায়িত কফি। ত্রিশবছর আগের সময় স্মৃতিরা সেলুলয়েডের ফিতায় বন্দি। আর আজ এতো বছর পর সেই জাদুকর ম্যাজিস্ট্রেট তার সামনে।

-কেমন আছেন ? কফিতে চুমুক দিয়ে বলে মনিদীপার দিকে ঘুরে। মনিদীপা বলে, ভালই। একমাত্র ছেলে মৃনাল। সে গুগলে চাকরি করে। থাকে সিয়াটল। তবে জীবনের যোগ বিয়োগ হয়েছে অনেক।

-কী রকম?

মনিদীপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,

-জানেন ওর খুব বাঁচার ইচ্ছে ছিলো। রক্তের শ্বেতকণিকায় তার সংক্রমণ ধরা পড়লো। অল্পদিনেই সে হয়ে গেলো আকাশের তারা।

পুলক দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

-মনিদীপা জীবন আসলে সক্রেটিসের সেই মঞ্চ। মঞ্চে ক্রমাগত নায়ক নায়িকা বদলে যায়। জীবনপট বদলে যায়। আমার স্ত্রী গত হয়েছেন প্রায় দশবছর হলো। সে তখন সাভারের কাছে কালিয়াকৈরে একটা কলেজে জব করতো। ঢাকা থেকে বাসে যাচ্ছিলো। কালিয়াকৈরে এক্সিডেন্ট হলো। তিনজন স্পটডেড। তার একজন আমার স্ত্রী কেয়া। আমাদের একমাত্র মেয়ে তখন পনেরো বছরের। আর ছেলে বারো। মেয়ে আদৃতা এখন অস্ট্রেলিয়ায় আছে। ছেলে আকাশ লস এঞ্জেলসে পড়ছে এবং জব করছে। সন্তানরা ভাল আছে।

-আর আপনি?

-আমি এইতো জাদুবিদ্যা নিয়ে আছি। ঘুরে বেড়াই দেশ বিদেশে। তবে আজ খুব ভাল লাগছে। বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছে। হুট করেই সে চলে গেলো। কেয়া তখনো আমার জীবনে আসেনি। আমি আপনাকে নিয়ে স্বপ্ন ঘুড়ি ওড়াতে শুরু করেছি। কবিতাও লিখেছি ক'খানা। আচমকা টেবিলে অচেনা হাতে লেখা আমার নামের চিঠি পেলাম। চিঠি পড়ে জানলাম আপনি তখন বাগদত্তা অন্য একজনের।

মনিদীপার দুহাত পুলকের হাতে। মৃদু চাপ দিয়ে বলে,

-"লোকে কি বলবে?"

কথাটা ভুলে যাও। যে তোমাকে চিনে না, সে কি ভাবলো না ভাবলো তাতে তোমার কি যায় আসে। আর যে তোমাকে চিনে সে তো জানেই তুমি কেমন। তাই মন যা চায় তাই করো। কথাটি আমার না ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের। তবে এ মুহূর্তে আমারও কথা।

একাকিত্বের খাঁচা থেকে বের হতে ছটফট করা পাখি যেন খুঁজে পায় একটি নির্ভরযোগ্য সাথী। কফির কাপ সামনে বসে থাকে দুজন।

ভদ্রলোক

পলি শাহীনা

গল্প

চল্লিশোর্ধ্ব জামাল সাহেব পেশায় নামকরা একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার। বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সা, সুনাম-খ্যাতি, কোন কিছুরই অভাব নেই। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব-প্রতিবেশী ও পরিচিতজনদের মাঝে তাঁর প্রশংসার কোন কমতি নেই। সমাজে তিনি খুব সম্মানিত ধনাঢ্য ব্যক্তি। শুধু ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবেই নয়, শিক্ষিত ও রুচিশীল হিসেবেও বাইরের দুনিয়ায় তাঁর খ্যাতি আকাশচুম্বী। জামাল সাহেব ভারি মিষ্টি স্বরে কথা বলেন বাইরের লোকজনের সঙ্গে। রাস্তা দিয়ে তিনি যখন হেঁটে যান তখন পাড়া প্রতিবেশী একে অন্যের সঙ্গে শব্দ করে বলতে থাকে,

'আহা! এমন ভদ্রলোক দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া বড্ড দুষ্কর! '

চায়ের দোকানে জামাল সাহেব থাকেন সকলের মধ্যমণি। চায়ের টেবিলে তাঁকে ঘিরে চারপাশের মানুষজন নীতিকথার ঝড় তোলে। গুরুগম্ভীর ভাব নিয়ে মনোযোগ সহকারে তিনি একে একে সকলের কথা শোনেন। সামনের নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। জনগণের জন্য তাঁর আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। তাঁর আকাশস্পর্শী সুনামে চতুর্দিক থৈ থৈ করছে।

প্রবাদ আছে- 'টাকা দিলে বাঘের দুধও মিলে।'

জামাল সাহেবের টাকার কোন অভাব নেই। পৃথিবী নামক এই হাটবাজারে টাকার বিনিময়ে প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়। সমাজসেবাসহ বাইরের মানুষদের জন্য তিনি অকাতরে দুই হাতে টাকা বিলিয়ে যায়। লোকমুখে শোনা যায়, মন্ত্রীর হাত থেকে পদক নেয়ার জন্য জামাল সাহেব এবার বিরাট অংকের টাকা ব্যয় করেছেন।

এ বছর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ অন্যজন দেবেন শুনে সেই রাতে জামাল সাহেবের ঘুম ই হলো না। কাকডাকা ভোরে সংগঠনের সভাপতিকে কল করে সোজাসাপটা জানিয়ে দিয়েছেন-

' যত টাকাই লাগুক প্রধান অতিথির চেয়ার এবং ভাষণ আমি দেব। রফিক সাহেব আপনাকে অনুষ্ঠানের জন্য যত টাকা দিয়েছেন আমি তার চেয়েও দ্বিগুণ টাকা দেব। কিছুদিন পরেই নির্বাচন। আমার প্রচারণা চাই।'

ভোরের আলো ফুটলেই সুটেড বুটেড হয়ে জামাল সাহেব বেরিয়ে পড়েন ঘরের বাইরে। সকালের নাশতা, দুপুর ও রাতের খাবার শেষ করে ঘুমানোর জন্য ক্লান্ত শরীরে বাসায় ফিরেন মাঝরাতে। সভা, সমাবেশসহ টেলিভিশন, পত্রিকায় সাক্ষাৎকার, সবকিছু সামলাতে গিয়ে তিনি হিমশিম খান। যত কষ্টই হোক পেছনে ফিরে তাকাবার কোন উপায় নেই। সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ক্ষমতা হস্তগত করার নিমিত্তে যা যা করা দরকার সব করতে বদ্ধপরিকর তিনি।

জামাল সাহেবের ফোন রাতদিন প্রায় ব্যস্ত থাকে। ফোনের শব্দে মাঝরাতে তাঁর অসুস্থ স্ত্রী তনিমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। ফোনে তিনি অনর্গল কথা বলেই যাচ্ছেন। পাশ ফিরে তনিমা ঘুমানোর বৃথা চেষ্টা করে, কিন্তু ঘুম আসে না। ঘুমের ভান ধরে পড়ে থাকা ওর মনে হাজারো ভাবনারা উঁকি দেয়। ভাবছে, জগতে কতরকম নেশা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। একেকজন একেক জিনিসের নেশায় ডুবে আছে। জগতের প্রায় সকল মানুষ নেশাগ্রস্ত! এটা দোষেরও কিছু নয়। কিন্তু সবকিছুর তো সীমা থাকা উচিৎ। সীমালঙ্ঘনকারীকে কেউ পছন্দ করে না, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও না। ভাবনার অথৈ জলে ভাসতে থাকা ক্লান্ত তনিমা, যেন অন্ধকারের বুকে মুখ লুকাতে চাইছে ওর বুকভাঙ্গা নীরব আর্তনাদ থেকে।

জামাল ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম নিয়ে ইদানীং তাঁর চিরাচরিত ব্যস্ততা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রচারণার সুবিধার্থে তাঁকে রাতদিন কায়িক এবং মানসিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে ব্যাপকভাবে। জামাল সাহেবকে মানুষ এখন আরো বেশি সমীহ করে চলে, সম্মান দেখায়। কারণ জামাল ফাউন্ডেশন থেকে স্বল্প আয়ের মানুষরা মোটা অংকের সুদ দিয়ে সহজে টাকা ধার পায়। জামাল সাহেবের লক্ষ্য হলো নেতা এবং অনেক টাকার মালিক হওয়া। এজন্য যেকোন কাজ করতেই তিনি দ্বিধা করেন না।

ছুটির দিনের বৃষ্টিভেজা শুভ্র সকাল। জানালার ফাঁক গলে ভেজা বাতাস লুটোপুটি খাচ্ছে ঘরের মেঝেতে। অপার্থিব অন্যরকম সুখ সুখ একটা সকাল। এমন দিন, ফেলে আসা সময়ের স্মৃতি উসকে দেয় নরম আদরে! মনে হয় স্মৃতি রোমন্থনে সব সুখ, অন্য সব বৃথা। জাগতিক বাস্তবতা ফেলে মন নতজানু স্মৃতির বারান্দায়! ছোটবেলায় তনিমা বৃষ্টিতে ভিজতে খুব পছন্দ করতো। টিনের চালে বৃষ্টির রুমঝুম নৃত্য! আহা! ভাবতেই ও নস্টালজিয়ায় ডুবে যেতে থাকে। গভীর ঘোরের মধ্যে ডুবে থাকা তনিমা জানালার বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ফোঁটাদের ছুঁয়ে দেয়। বৃষ্টিজলও যেন ওর স্পর্শ পেয়ে আহ্লাদে আটখানা! ভেজা হাতজোড়া খুব আদরে ও জামালের গালে রাখা মাত্রই সে ধমক দিয়ে বললো- 'এসব আবেগ-টাবেগ দূরে রাখো। তোমার এসব ফালতু আবেগ আমার একদম ভাল্লাগে না।'

জামালের অভদ্র কর্কশ চিৎকারে তনিমা সম্বিত ফিরে পায়। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সরি বলে চায়ের কাপ হাতে ও বারান্দায় চলে যায়। টবের ফুল-পাতাগুলো একরাশ উজ্জ্বলতা নিয়ে ওর দিকে নীরবে তাকিয়ে আছে। তনিমা ওদের সঙ্গে গল্প করে, চোখে চোখে কথা বলে! ধোঁয়া উড়া চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আনমনে গলা ছেড়ে গাইতে থাকে-

'আমার দুই চোখে দুই নদী, তুমি দু'হাত ভরে পানি নিও তৃষ্ণা লাগে যদি।'

তনিমার গাল বেয়ে ঝরে পড়া নীরব অশ্রুজল আর বৃষ্টিজল বুকের অথৈ সমুদ্রে মিলিমিশে একাকার হয়ে যায়!

জামাল সাহেবের দুই মেয়ে, কোন পুত্র সন্তান নেই। বড় মেয়ে নুহা স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পথে অসাবধানতাবশত চোখের চশমাটা পড়ে ভেঙ্গে যায়। বাসায় ফিরেই নুহা ভীষণ জড়োসড়ো হয়ে মায়ের কাছে চশমা ভাঙ্গার কথা বর্ণনা করে। নুহা, রিমা তাদের দুনিয়ার সব আবদার, গল্প বরাবর মায়ের কাছে করে। বাবার সাথে ওদের খুব কম দেখা হয়। নুহা, রিমা ঘুম থেকে ওঠার আগেই ওদের বাবা বাইরে চলে যায়। রাতে ওরা ঘুমিয়ে পড়লে পরে ওদের বাবা বাসায় ফিরে। ছুটির দিনেও ওরা বাবার সান্নিধ্য পায় না। একদিন রিমা মায়ের গলা জড়িয়ে বলেছিল- বাবার সঙ্গে আমার কোন গল্প নেই। ছোট্ট মেয়ের কথা শুনে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে তনিমা দীর্ঘশ্বাস লুকায়।

নুহার চশমা ভাঙ্গার কথা শুনে তনিমা ভয়ে চুপসে যায়। কারণ, জামাল সাহেবের কাছে মেয়ের নতুন চশমা কেনার টাকা চাইলেই সে চিৎকার-চেঁচামেচি করে ঘরবাড়ি মাথায় তুলবে। যা ভেবেছিল তনিমা তাই হলো। রাতে তাঁর কাছে মেয়ের চশমা কেনার টাকা চাওয়ামাত্রই তিনি চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন।

'দেখেশুনে তোমার মেয়ে ঠিকমত পথ চলতে পারে না? টাকা রুজি করতে অনেক কষ্ট হয়, তোমার মেয়েকে বলো! আছে তো সুখে। যেদিন টাকা রুজি করবে সেদিন ভালোভাবে বুঝবে, কত ধানে কত চাল।'

সন্ধ্যা নামে নামে, তনিমা বারান্দায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাগরিবের আজান ভেসে আসছে কানে। এমন সময় কলিংবেলটা বেজে ওঠে। এই সময়তো জামাল সাহেব ঘরে ফেরার কথা নয়। পিপহোল দিয়ে দেখে অচেনা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। অল্প আলো আশ্রিত মুখটি ও চিনতে পারে না।

জামাল সাহেবের বিরতিহীন চেঁচামেচিতে গভীর রাতে নুহা, রিমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে দু'বোন নিজেদেরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। ঝড়ে বিধ্বস্ত ডানা ভাঙা পাখীর মতো ভয়ে থরথর কাঁপতে থাকে। মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে রোজকার মতো আজো তনিমা রাত-দুপুরে তীব্র দহনে পুড়তে থাকে। বুকের ভেতর চিনচিনে ব্যথা অনুভব করছে। বুক চেপে ধরে ঘরের মেঝেতে বালিশ-কাঁথা ছাড়াই তনিমা ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তনিমা দাঁড়াতে পারছিলো না। চোখে মুখে ঝাপসা দেখছিল চারপাশ। ওর শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। মৃদুস্বরে ডেকে জামালকে অনুরোধ করলো যেন ওর হাত দুটো ধরে বিছানায় শুইয়ে দেয়, সঙ্গে একগ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেতে দেয়। তনিমার কথা শুনে জামাল সাহেব হুঙ্কার ছাড়ে। তাঁর হুঙ্কারে চৌদিকের দেয়ালগুলোও যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে।

'আমি অনেক ব্যস্ত, আমাকে এখুনি বের হতে হবে। এক মিনিট দেরি হলে চলবে না। তোমার এসব ফ্যানফ্যানানি শোনার সময় নেই। আমার জন্য বাইরে সাংগঠনিক অনেক জরুরি কাজ আটকে আছে।'

জামাল সাহেবের এমন ব্যবহার, আচরণ তনিমার কাছে খুবই সাধারণ প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনা। ও অভ্যস্ত হয়ে গেছে জামাল সাহেবের এমন রূঢ় ব্যবহারের সাথে। জীবন আদতে একটা অভ্যাস বৈকি আর কিছু নয়। কোন উপায়ও যে নেই। সন্তানদের নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য ওকে মুখ বুঁজে সব সয়ে যেতে হবে। দুই কন্যা সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে তনিমা রোজ কতবার মরে, কত বিষ হজম করে তা শুধু ও আর সৃষ্টিকর্তা জানে, অন্য কেউ নয়।

সন্ধ্যা নামে নামে, তনিমা বারান্দায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাগরিবের আজান ভেসে আসছে কানে। এমন সময় কলিংবেলটা বেজে ওঠে। এই সময়তো জামাল সাহেব ঘরে ফেরার কথা নয়। পিপহোল দিয়ে দেখে অচেনা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। অল্প আলো আশ্রিত মুখটি ও চিনতে পারে না। দরজার এপাশ থেকে ও ভদ্রলোকের পরিচয় জানতে চায়।

- কে আপনি?

- জামাল স্যারের কাছে এসেছিলাম। আজ তাঁর সাথে দেখা করার কথা ছিলো। উনি এখন মসজিদে ব্যস্ত আছেন মুসল্লিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে। নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময় দিতে পারবেন না। কিন্তু আমার বাড়ি ফেরার তাড়া আছে শুনে ফোনে বললেন, আপনার কাছে যেন টাকার এনভেলপটি রেখে যাই।'

- কীসের টাকা?

-ঋণের টাকা।

তনিমার বুঝতে কোন কষ্ট হলো না, বেগ পেতে হলো না এ টাকার পাঠোদ্ধার করতে। দরজার এপাশ হতে ও সোজাসাপটা বলে দেয়-

'আমি সুদের টাকা স্পর্শ করবো না। সুদ দেয়া এবং নেয়া দুটোই অন্যায়। অপেক্ষা করুন তাঁর মাগরিবের নামাজ শেষ হওয়া অবধি।'

বলে তনিমা তড়িৎ গতিতে ভেতরে চলে যায়।

মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়ে আসছে, প্রায় মাকরুহ পর্যায়ে। তনিমা তাড়াহুড়ো করে নামাজের ওযু করতে বাথরুমে প্রবেশ করে। নামাজ শেষে আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। অসুস্থ তনিমার হৃদয়জুড়ে আজ গোরস্তানের নিস্তব্ধতা বইছে। আকাশ গাঢ় মেঘে ঢেকে আছে। ওর চোখজোড়া খুব পুড়ছে। অসীম আকাশের শরীরজুড়ে মেঘের ঠাসাঠাসি, বিদ্যুতের ঝলক বইছে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ বেড়ে চলছে। যেন কোন এক অচেনা বিষাদ বুকে শহর ব্যস্ত ঘুমের রাজ্যে পাড়ি জমাতে। তনিমার বুকে সমুদ্রের গর্জন অবিরত। প্রতিবাদী প্রকৃতি, বাতাসের দাপাদাপি তনিমার ভালো লাগলেও বারান্দার দক্ষিণা শীতল বাতাসে ওর শীত শীত লাগছে। রুমে ফিরে আসবে ঠিক ওই সময় ওর চোখ আটকে যায় কিছু দূরে, ল্যাম্পপোস্টের নিচের হলুদ আলোতে।

সোডিয়াম বাতির আলোয় স্পষ্ট তনিমা দেখতে পাচ্ছে জামাল ফোনে কথা বলছে আর হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছে। জগতের সব হাসি সুন্দর। হাসি আর আনন্দ তো সমার্থক শব্দ। কিন্তু জামালের নীচতা, হীনতা, ক্ষুদ্রতার জন্য তার হাসিতে আনন্দ পাওয়ার বদলে ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এ মুহূর্তে তনিমার কাছে জামালকে মানুষ নয়, একজন কদাকার দানব মনে হচ্ছে।

শেষ কবে জামালকে খুব কাছে থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে- তনিমা মনে করতে পারছে না। কাছের মানুষের চোখে চোখ রেখে অপলক তাকিয়ে থেকে, অতল ভালোলাগার অন্তহীন ভুবনে বিভোর হওয়ার সুযোগ কোনদিন আসেনি ওর জীবনে। সময়ের ভেলায় চড়ে মনের ইচ্ছেগুলো সব হারিয়ে গেছে কোন সুদূরে, কে জানে! সম্পর্কে অবহেলা, অসম্মান খুব কষ্টের। সংসার জীবনের শুরুর দিকে কষ্ট হলেও এখন ওসব তনিমার দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

তনিমা চোখ সরাতেই পারছে না জামাল সাহেবের মুখ থেকে। ও তাকিয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে আর শব্দহীন বিড়বিড় করছে-

'জামাল সাহেব তুমি নামীদামী একজন ভদ্রলোক ঠিকই, কিন্তু মানুষ হতে পারোনি। মানুষ হওয়া এক নিরবচ্ছিন্ন সাধনার বিষয়। মানুষ জন্মায় না, জন্মের পর মানুষ হয়ে উঠতে হয়।'

যারা ফিরে না আসার জন্যে চলে যায়

মাসুম আহমেদ

এক.

আমার ছোটবেলার বন্ধু শাহেদ আলী, যার সাথে প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর মার্বেল খেলতাম। একদিন সে আমাকে একটা অদ্ভুত কথা বললো। সে বললো, জানিস মানুষ মারা গেলে তার জন্য কাঁদতে হয়। মারা যাওয়া মানুষটার জন্য কাঁদলে সে আবার ফিরে আসে।

আমার দাদী ইংল্যান্ডে মারা গেলেন। তার লাশ কফিনে করে বাড়িতে আসলো। আমি সে কফিন ধরে দাদীর জন্য খুব কাঁদলাম। আমার বাবাও একদিন মারা গেলেন। আমি তার লাশের পাশে বসে অনেক কাঁদলাম। কিন্তু দাদী বা বাবা তাদের কেউই আর কোনদিন ফিরে আসলেন না।

আমি আমার বন্ধু শাহেদ আলীর কাছে গিয়ে বললাম, 'তুমি তো মিয়া মিথ্যা বলছো'। মানুষ মারা গেলে আর ফিরে আসে না। তাই তাদের জন্য কান্না করে কোন লাভ নেই। তাদের জন্য কান্না করলে তারা কোনদিন ফিরে আসে না, আসবেও না।

শাহেদ আলী একটু গম্ভীর হয়ে কপালটা একটু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, তুই তাদের জন্যে কয়দিন কেঁদেছিস? আমি বললাম, এই তো দুই/তিন দিন হবে। সে সেটা শুনে একটু বিজ্ঞের মতো বলে উঠলো, আরে দুই তিন কাঁদলে হবে নারে পাগলা। তোকে এক নাগালে চল্লিশ দিন কাঁদতে হবে। চল্লিশ দিন নিয়ম করে কাঁদলে তখন যার জন্য কাঁদবি সে ফিরে আসবে। এই তো আমার বাবা গত বছর পৌষ মাসে মারা গেলেন। আমরা সবাই মিলে উনার জন্য চল্লিশ দিন কাঁদলাম। আমার বাবা ফিরে আসলেন।

দুই.

অতঃপর, অনেক দিন চলে গেলো। আমি বড় হলাম। লুঙ্গি ছেড়ে জিন্স প্যান্ট পরা শিখলাম। একা একা মঙ্গল গ্রহে কিভাবে যেতে হয় সে কৌশল জানলাম। একটা নির্ঘুম শহরে বসত বাড়ি গড়ে তুললাম। লাল মদ, লাফ লরেন পারফিউম, মেটাভার্স, বিট কয়েন, ওয়াল স্ট্রিটে ভিড়ে আমি আমার বন্ধু শাহেদ আলীকে একদম ভুলে গেলাম।

সবকিছুই ভালোই চলছিলো। নিয়ম করে ডায়েট করছিলাম, জিমে যাচ্ছিলাম, উইকেন্ডে নেটফ্লিক্সে মুভি দেখছিলাম, ব্যাংকে টাকা জমছিলো, হাইওয়েতে নব্বুই মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। মাঝেমাঝে ক্যান্ডেল লাইটের আলোয় ফ্রাইডে নাইট পালন করছিলাম।

হঠাৎ করে একদিন জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি যার সাথে ক্যান্ডেল লাইটের আলোয় ফ্রাইডে নাইট পালন করতাম, সে আমাকে কিছু না বলে হুট করেই মারা গেলো। মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের এনাটমি শিক্ষার জন্য তার মরদেহটা সেখানে দিয়ে আসার সময় দেখলাম জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখটা আমার পাশাপাশি হাঁটছে। নির্বাক হয়ে দেখতে লাগলাম আমার শ্বাসগুলা কতো সহজেই দীর্ঘ হচ্ছে।

তার মারা যাওয়ার আজকে চল্লিশ দিন হলো। জানি না কেন আজকে আমি বারবার জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে তাকাচ্ছি। মনে হচ্ছে হঠাৎ করে ঘরের কলিং বেলটা বেজে উঠবে। চিরচেনা কোন পায়ের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠবে বাড়ির বারান্দা। এবং বারবার আমার বাল্যবন্ধু শাহেদ আলীর কথা মনে পড়ছে। শাহেদ আলী আমাকে বলেছিলো, এক নাগালে চল্লিশ দিন নিয়ম করে মারা যাওয়া কারো জন্য কাঁদলে, সে আবার ফিরে আসে।

নত না-হওয়ার শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নত না-হওয়ার শিক্ষা কি যথাযথভাবে দেওয়া হচ্ছে? ছবি: উইকিপিডিয়া

মেনে না-নেওয়া, নত হয়ে না-থাকার বিপদ আছে বৈকি। সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র—কেউই এ কাজ সমর্থন করে না। ভাবে বেয়াদব। বেয়াদবি সমর্থন করে না এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠীরাও, বিশেষ করে তারা, যারা সরকারি ক্ষমতার আনুকূল্যে বলীয়ান। যেমনটা ঘটেছিল বুয়েটের আবরার ফাহাদের ব্যাপারে। ছেলেটার অভ্যাস ছিল চিন্তাভাবনা করার এবং বিদ্যমান ব্যবস্থায় সে সন্তুষ্ট ছিল না। রাষ্ট্রের কাজকর্ম নিয়ে সে নিজের ফেসবুকে মন্তব্য করেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেছে প্রতিক্রিয়া। তাঁর পক্ষে বলার লোকও নিশ্চয়ই অনেকে ছিল। কারণ, সে অন্যায় কিছু বলেনি, যা বলেছে তা বহুজনের বক্তব্য; কিন্তু তার বিপক্ষে যারা, যাদের মধ্যে ছিল ওই বুয়েটেই সরকার-সমর্থক তার সহপাঠীরা। তারা আর বিলম্ব করেনি, গভীর রাতে ছাত্রাবাসের তার কামরা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এগারো জনে মিলে তাকে পিটিয়ে একেবারে মেরেই ফেলেছে; পেছনে থেকে আরও চৌদ্দজন এই মহৎ কর্মে সহায়তা দান করেছে। বলেছে, সে নাকি জামায়াত-শিবির করত। পাকিস্তান আমলে শুনতাম যে চতুর্দিকে যত 'অন্যায়' ঘটে সব করে কমিউনিস্টরা; বাংলাদেশে কিছুদিন আগে শোনা যেত দায়ী বিএনপি-জামায়াত, এখন বিএনপির জীর্ণশীর্ণ অবস্থা হয়েছে, নেতারা মামলার ভারে ও ভয়ে অবসন্ন; 'অন্যায়' কাজগুলো এখন তাই বিএনপি আর করতে পারছে না; যা করার জামায়াত-শিবিরই করছে; তারা এতটাই সুসংগঠিত ও সুবিস্তৃত। আবরারের হন্তারকেরা মৃত অবস্থায় তাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল, রাতের অন্ধকারে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করতে পারলেই ল্যাটা চুকে যেত; পুলিশ বলতে পারত মৃত্যু রহস্যময়, তারা অনুমান করত হয়তো ছিনতাইকারীরা আক্রমণ করেছে অথবা হতে পারে প্রেমঘটিত কারণে নিহত হয়েছে। এমনও বলা যেত যে শিবিরের ছেলে, দলত্যাগ করার তালে ছিল, তাই দলের লোকেরাই দিয়েছে শেষ করে। হন্তারকদের দুর্ভাগ্য, রাস্তায় নিয়ে ফেলে দেওয়ার পরিচ্ছন্ন কাজটি তারা সম্পন্ন করতে পারেনি; তার আগেই জানাজানি হয়ে গেছে এবং প্রতিবাদটা হয়েছে ব্যাপক। ছাত্রছাত্রীদের ভেতর ক্ষোভ ছিল পুঞ্জীভূত, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা মর্মাহত হয়েছে, অভিভাবকেরা আতঙ্কিত। ফলে একটা বিস্ফোরণের মতো ঘটে গেল। খুনিদের শনাক্ত করা হয়েছে। তারা ধরা পড়েছে এবং বিচারও হয়েছে। তদবির চলছে হত্যাকারীদের রক্ষার। আবরারের ওপর নির্যাতন কোনো বিচ্ছিন্ন বা একক ঘটনা নয়, এসব অনবরতই ঘটছে। বুয়েটের শিক্ষার্থীরা ধর্মঘট করেছে। নইলে আবরার হত্যার ঘটনাও মিলিয়ে যেত অন্ধকারে। তবে ধর্মঘটে কর্তৃপক্ষ যে অত্যন্ত অস্থির হয়েছে, তা নয়।

এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে লক্ষ করার মতো। সেটা হলো আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনোটাই এখন আর ঠিকমতো কাজ করে না। বুয়েট মনে হচ্ছিল চলছে, কিন্তু স্বাভাবিকতার অন্তরালে সেখানে যে এমন সব অত্যাচার চলছিল, জমে উঠেছিল এমন গভীর অসন্তোষ, তা টের পাওয়া যায়। হঠাৎ প্রকাশের সুযোগ পেয়ে অসন্তোষ ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে ফেলেছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্রলীগের দমন-পীড়ন; শিক্ষক নিয়োগে কর্তৃপক্ষের পক্ষপাত, ঘুষ ও দুর্নীতি, উন্নয়নের টাকাপয়সার ভাগাভাগি নিয়ে সংঘর্ষ, উপাচার্যদের অমনোযোগ ও অদক্ষতা; ছাত্রীদের ওপর যৌন হয়রানি—সবকিছু মিলিয়ে এখন এমন এক দশা হয়েছে, যেমনটা আমাদের এই অভাগা দেশেও উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে আগে কখনো দেখা যায়নি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের দিক থেকে কোনো উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা বা চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা-প্রতাপ প্রদর্শন ইত্যাদি সবকিছুর সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন, কী চাই? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সমিতি আছে; বছর বছর তাঁদের নির্বাচনও হয়, কিন্তু ঘুরে ঘুরে তাঁরাই নির্বাচিত হন যাঁরা আগেও ছিলেন, যাঁরা প্রশাসনের সহযোগী আর প্রশাসন তো অতি অবশ্যই সরকার-সমর্থক। প্রশাসন সর্বদাই নত হয়ে থাকে এবং নত হয় বলেই বৈষয়িক দিক থেকে উন্নতি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ছাত্র সংসদ নেই। আগে ছিল, এখন নেই। না থাকাটা নিয়মবিরুদ্ধ, কিন্তু কার নিয়ম কে মানে। এরশাদের পতনের পরে দেশে গণতন্ত্রের উত্থান ঘটল এবং সেই উত্থানের চরিত্র যে কতটা 'গণতান্ত্রিক' হতে পেরেছে, তার একটা প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদের ওই অগণতান্ত্রিক অনুপস্থিতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ থাকলে সন্ত্রাস থাকত না, আবরার নিহত হতো না এবং 'ছাত্ররাজনীতি বন্ধ চাই' বলে যে আওয়াজটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহল থেকে ওঠে, সেটা উঠত না। আওয়াজটা গণতন্ত্রবিরোধী, নাগরিকদের নাগরিকত্বের প্রাথমিক অধিকারবিরোধী এবং আত্মঘাতী। তবু সেই আওয়াজ উঠেছে। উঠত না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যদি ছাত্র সংসদ থাকত। ছাত্র সংসদ ট্রেড ইউনিয়ন নয়; তারও বেশি। ছাত্র সংসদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাজীবনের সৃজনশীল ও অপরিহার্য অংশ। ওদিকে আবার অরাজনৈতিক মানুষ যে মানুষই নয়, মানবদেহী বন্য প্রাণী মাত্র, এমন কথা দার্শনিকেরা বলে গেছেন, যে কথাটা বাস্তবে শতভাগ সত্য।

ভীষণ রকমের করুণ বাস্তবতাটা হলো এই যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন আর আগের মতো প্রাণবন্ত নয়, গণতান্ত্রিক তো অবশ্যই নয়। আগেও যে খুব প্রাণবন্ত ছিল তা নয়, তবু প্রাণ এখন আগের চেয়েও নিষ্পেষিত। সমাজের সর্বত্র যেমন বিশ্ববিদ্যালয়েও তেমনি, নত হয়ে থাকাটাই এখন বিধিবদ্ধ। নত হয়ে না থাকলে মরতে হবে, আবরার যেমন মরেছে। স্মরণীয় যে একাত্তরের যুদ্ধে প্রথম যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছিলেন, শিক্ষকেরাও ছিলেন। তাঁদের অপরাধও ওই একটাই, নত না-হওয়া। মুক্ত দেশে দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্ববিদ্যালয় আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি, ক্রমাগত নতই হয়েছে। এই দুর্দশা অবশ্য বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। পুঁজিবাদী উন্নতি যা করার তাই করছে; উন্নতির সুযোগ করে দিচ্ছে অল্পকিছু মানুষের জন্য, বাদবাকিরা বঞ্চিত হচ্ছে। আসলে উন্নতির বিরাট ও কঠিন বোঝা ওই বাদবাকিদের, অর্থাৎ মেহনতিদের দুর্বল কাঁধের ওপর যে শুধু চেপে বসে আছে তা-ই নয়, মেহনতিদের শ্রমেই উন্নতিটা ঘটছে।

উন্নতির নির্মম চাপ সামলাতে না পেয়ে সবকিছু ভেঙে যাচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। তাঁদের ভ্রান্ত বলা যাবে না; অবশ্যই ভাঙছে, আরও ভাঙবে; তবে সেই সঙ্গে ভাগও হয়ে যাচ্ছে, দুদিকে। একদিকে ভালো, অন্যদিকে মন্দ। ভালো হওয়ার কথা পাবলিকের, মন্দ হওয়ার কথা প্রাইভেটের। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ঠিক উল্টোটা প্রমাণ করতে ব্যস্ত রয়েছে। সে বলছে পাবলিক মোটেই ভালো নয়, প্রাইভেটই ভালো। বলবেই, কারণ তার লালনপালন প্রাইভেটের কোলে-পিঠে। প্রাইভেট পাবলিককে শোষণ করে। শোষণ করে দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদ শোষণের বন্দোবস্ত করে দেয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে যা ঘটছে তার সর্বোচ্চ সাক্ষী হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই দুর্দশা। পাবলিক হাসপাতালের মতোই তার দুর্গতি। বাংলাদেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রাইভেটাইজেশন এখন পুরোমাত্রায় সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। এমনভাবে ঘটেছে, যা পুঁজিবাদী বিশ্বের অন্যত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। পাবলিক হাসপাতাল এখন মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, চিকিৎসার জন্য ঘুরতে হয় প্রাইভেটের দরজায় দরজায়। যারা সংগতিপূর্ণ, তারা ছোটে বিদেশে। সংগতির অভাব যাদের, তারা হয় প্রাইভেট চিকিৎসার দাপটে সর্বস্বান্ত হয়, নইলে মারা পড়ে। পাবলিক সংকুচিত হয়েছে; হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে প্রাইভেটের চোটপাটে। অত বড় আদমজী পাটকল, একাত্তরের পরে ব্যক্তিমালিকানা ত্যাগ করে যেটি চলে গিয়েছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানায়, ধপ করে সেটি পড়ে গেল মাটিতে। মরা হাতির দামটাও পাওয়া গেল না। নানাজনে নানাভাবে খাবলে খাবলে নিল তার সম্পত্তি। এটি শুধু যে ঘটনা তা নয়, প্রতীকও বটে। সর্ব ক্ষেত্রেই চলছে একই রকম ব্যাপার। প্রাইভেটের যেসব গুণ—লুণ্ঠন, প্রতারণা, সম্পদ পাচার, কর ফাঁকি দেওয়া—অভূতপূর্ব দাপটের সঙ্গে সবকিছু শুরু হয়ে গেল। বাজার হয়ে দাঁড়িয়েছে বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম এবং বাজার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা নয়, থাকেওনি। সবকিছু পরিণত হয়েছে পণ্যে। টাকা দিলে খুনি ভাড়া পাওয়া যায়, ঘুষ দিলে সবাই বশ হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের বেলায় লোকে ন্যায়-অন্যায় বোঝে না, আপন-পর চেনে না, বদ্ধ উন্মাদের মতো কাজ করে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিপন্ন; কয়েকটা ইতিমধ্যেই বসে পড়েছে, বাকিগুলো বসে পড়ার পথে। বসে পড়লে শয্যাশায়ী হতে কী অসুবিধা! এর মধ্যে দেখছি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেশ গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা আরও উঠবে। সংখ্যায় বাড়ছে, গুণেও বাড়বে; পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সেখানে গিয়ে পড়াবেন, এখন যেমন পড়াচ্ছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ধ্যার পরে প্রাইভেট হয়ে যায়, সেটা নিশ্চয়ই না জেনে বলেননি। বস্তুত যেমনভাবে প্রাইভেট ক্লিনিক ও প্রাইভেট হাসপাতালের কাছে পাবলিক হাসপাতাল মার খাচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নাস্তানাবুদ হবে প্রাইভেটের হাতে। প্রাইভেট কোম্পানির বাস, প্রাইভেট গাড়ি, এরা যেভাবে পাবলিককে বিদ্রূপ করে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটবে। ইতিমধ্যে তো এটাও দেখা যাচ্ছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় কিন্ডারগার্টেন ও মাদ্রাসায় ভর্তি বেশি। মূলধারার শিক্ষা পরীক্ষার আক্রমণে এখন বিপর্যস্ত। আগে একটা সমাপনী পাবলিক পরীক্ষা হতো, এখন অগ্রে ও পশ্চাতে একটি করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষামনস্ক করে তোলা হচ্ছে; অর্থাৎ উৎসাহিত করার আয়োজন চলছে লেখাপড়ার চেয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতিকে বড় করে দেখতে, কোচিং সেন্টার ও গাইড বুকের ওপর আরও অধিক নির্ভরশীল হতে, এমনকি নকল করতেও। পরীক্ষা আছে নকল নেই—এমন তো হতে পারে না।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের সরকার তিন বছরের অনার্স কোর্সের সমাপ্তিতে একটি সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থার জায়গায় প্রতিবছরে দুটি করে পরীক্ষার বন্দোবস্ত করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পরিবর্তে পরীক্ষাকে আগের তুলনায় অধিক জরুরি করে তুলে শিক্ষার মানের ওপর ঘা বসিয়েছিল; বর্তমান সরকার ঘা দিয়েছে একেবারে গোড়া পেঁচিয়ে; প্রাথমিক স্তরেই ছোট শিশুদের ঘাড় ধরে ঠেলে দিয়েছে পরীক্ষার কেন্দ্রে। শিক্ষা ব্যাপারটা পরীক্ষা-দানবের অত্যাচারের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় পরিণত করা হচ্ছে। শিক্ষা থেকে আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতা পলায়ন তৎপরতা এখন সর্বত্র দৃশ্যমান।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবৃদ্ধি বনাম জনজীবন

আবু তাহের খান

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট অনুযায়ী, সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের সাত ধাপ এগিয়ে যাওয়াই প্রমাণ করে দেশের মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। আগে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০১তম। এবার ৯৪তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের অবস্থান ১৩৬ এবং পাকিস্তানের ১২১তম।

কিন্তু এর পরও কথা আছে। করোনায় কত মানুষ কাজ হারিয়েছে, কত মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে এবং কত মানুষের আয় কী পরিমাণে কমেছে—এসব বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও পরিসংখ্যানের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সব কটি বিষয়ই যে ব্যাপক পরিসরে ঘটেছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা, কষ্ট ও অসহায়ত্ব কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, তা এখন আর বিতর্কের বিষয় নয়; বরং এই পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে, সেটাই হওয়া উচিত মূল বিবেচনা ও চিন্তাভাবনার মূল ক্ষেত্র। আর সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়া উচিত ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় বিরাজমান প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলোকে বাস্তবতার আলোকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা। এ ক্ষেত্রে নিছক স্ট্যান্টমূলক এমন কোনো বক্তব্য দেওয়া উচিত নয়, যা সাধারণ মানুষের মনকে আঘাত করে। দ্রব্যমূল্য অসহনীয় মাত্রায় বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বশীল পর্যায় থেকে এমনটি বলা হলো যে মানুষের আয় এখন তিন গুণ বেড়ে গেছে, ফলে তাদের জন্য এটি কোনো সমস্যা নয়। মানুষের সমস্যার প্রতি সংবেদনশীল না হয়ে উল্টো এ ধরনের কথা বললে মানুষ সত্যি কষ্ট পায়। এটি বস্তুত তাদের অসহায়ত্ব নিয়ে উপহাস করারই শামিল। প্রয়াত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সাইফুর রহমান অর্থমন্ত্রী থাকাকালে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে উপহাসের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মঙ্গা আবার কী জিনিস?' এ দেশের সচেতন সাধারণ মানুষ এত বছর পরও তাঁর সেই উপহাসের কথা ভুলতে পারেনি। অতএব মানুষের কষ্ট ও অসহায়ত্ব নিয়ে উপহাস করবেন না। সময় পেরিয়ে গেলেও মানুষ এটি ভোলে না।

করোনাজনিত বর্ধিত বেকারত্ব ও সাধারণ মানুষের আয় হ্রাসজনিত পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধির বিষয়টি এখন সাধারণ মানুষের সামনে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় পরিস্থিতির যথার্থতা স্বীকার করে নিয়ে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু নীতিনির্ধারকেরা যদি সেদিকে না গিয়ে ক্রমাগত বলতে থাকেন যে মানুষের মাথাপিছু আয় এখন ২ হাজার ৫৯১ ডলার ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বমুখী, মানুষ তখন স্বভাবতই পাল্টা মন্তব্য করার সুযোগ পায় যে এই করোনার মধ্যে জীবন-জীবিকা নিয়ে মানুষের যখন নাভিশ্বাস অবস্থা, তখনো মাথাপিছু আয় ও প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়া মানে তো গুটিকতক মানুষের মুনাফা ও লুণ্ঠন একচেটিয়া হয়ে ওঠারই নামান্তর। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর মুনাফা ও লুণ্ঠন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে ওঠার কারণেই গড় হিসাবে গিয়ে মাথাপিছু আয় ও প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে যা সাধারণ মানুষের কোনো কাজেই আসছে না।

এদিকে ইউরোপ ও আমেরিকায় করোনা পরিস্থিতি প্রলম্বিত হওয়া, ইউক্রেন যুদ্ধ ও এর সূত্র ধরে রাশিয়ার ওপর ন্যাটো জোটভুক্ত কোনো কোনো দেশের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ, চীন-মার্কিন বাণিজ্য সংঘাত বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি কারণে বিশ্ব অর্থনীতি এমনিতেই ঝুঁকির মুখে, যার নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের নিকট ভবিষ্যতের অর্থনীতির ওপর পড়তে বাধ্য।

এ অবস্থায় সরকার যদি তার আর্থিক ও জনসংশ্লিষ্ট নীতিমালা (যা এখন সুবিধাভোগী শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে) সাধারণ মানুষের ন্যূনতম স্বার্থের অনুকূল করে ঢেলে না সাজায়, তাহলে সামনের দিনগুলোতে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা আরও অধিক কষ্টের মধ্যে নিপতিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। 'চুঁইয়ে পড়া' নীতি অনুসরণে এভাবে আরও কিছু সময়ের জন্য হয়তো কিছু মানুষকে টিকিয়ে রাখা যাবে।

কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এর নেতিবাচক প্রভাব বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ওপর পড়তে বাধ্য। তখন মধ্যম আয়ের দেশ বনে যাওয়ার পরও দেশের একটি বড় জনগোষ্ঠীকে মানবেতর জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই যেতে হবে বলে উদ্বিগ্ন বোধ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও যদি এরূপ আশঙ্কা ও উদ্বেগকে মোকাবিলা করেই আমাদের চলতে হয়, তাহলে আর ওই মুখরোচক মাথাপিছু আয় ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধি কী কাজে লাগল?

সামনেই ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট। যতটুকু জানা যায়, নানা প্রভাবশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, কালোটাকার মালিক, নগদ ভর্তুকির মূল ভোক্তা, ঋণখেলাপি, বেসরকারি ব্যাংকের মালিকপক্ষ, খাদ্যশস্যের মজুতদার, ভোজ্যতেল, এলএনজিসহ বিভিন্ন পণ্যের আমদানিকারক, বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী, ই-ক্যাবের মতো চতুর সংগঠন প্রভৃতি পক্ষের বোঝাপড়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সামনে নির্বাচন। ফলে এ ধারণা নিয়েই তাঁরা এগোচ্ছেন যে তাঁদের দাবিদাওয়ার পরিপূরণ অব্যর্থ হতে বাধ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে উৎপাদক-কৃষক, খুদে উদ্যোক্তা, সাধারণ ভোক্তা, গরিব রেমিট্যান্স প্রেরণকারী তাঁদের পক্ষে দেনদরবার দূরে থাক, তাঁদের পক্ষে নীতিগত বক্তব্য দেওয়ারও তেমন কেউ নেই। ফলে এ আশঙ্কাই ক্রমান্বয়ে প্রবল হচ্ছে যে সামনের দিনগুলোতে দ্রব্যমূল্যই শুধু নয়, অন্যান্য জনভোগান্তিও হয়তো বহুলাংশে বেড়ে যাবে। কিন্তু হতাশার সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে দেশের নাগরিক সমাজও অনেকটাই নিশ্চুপ। আর অন্যতম বিরোধী দলকেও দেখা যায় শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি খুঁজতে। সাধারণ জনগণের সমস্যা, প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার দিকে তাদের মনোযোগ খুবই সামান্য। মোটকথা, জনগণের দিনকাল এখন আসলেই এক অচ্ছেদ্য অসহায়ত্বের চক্রে বন্দী। সেই দুর্ভোগ ও অসহায়ত্বের হাত থেকে কে তাদের উদ্ধার করবে—সেই প্রশ্নের জবাব পাওয়া সত্যি কঠিন হয়ে পড়েছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ জনদুর্ভোগের বিষয়গুলো সম্পর্কে যে দেশের নীতিনির্ধারকেরা অবহিত নন, এমনটি বলা যাবে না। বিষয়গুলো তাঁরা অবহিত বলেই টিসিবির মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে পরিস্থিতি মোকাবিলার অতি দুর্বল কিছু চেষ্টা হয়তো চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারছেন না বা বুঝেও স্বার্থের টানাপোড়েনের কারণে ভুলে থাকার চেষ্টা করছেন যে শুধু টিসিবির মাধ্যমে সামান্য পরিমাণে পণ্য সরবরাহ বাড়িয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

এ ক্ষেত্রে আসল প্রয়োজন হচ্ছে রাষ্ট্রের নীতিকাঠামোকে যত দ্রুত সম্ভব সাধারণ জনগণের স্বার্থের অনুকূলে ঢেলে সাজানো। কিন্তু সেটি কি তাঁরা করবেন? বিত্তবান ব্যবসায়ী ও নানা পেশার সুবিধাভোগীরাই ক্ষমতার মূল পাহারাদার—এরূপ ভ্রান্ত ধারণা যত দিন টিকে থাকবে, তত দিন পর্যন্ত নীতিকাঠামোয় উল্লিখিত কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন কখনোই আসবে বলে মনে হয় না। নীতিনির্ধারকেরা কি তাঁদের ধারণা পাল্টাতে সম্মত হবেন? আশা করি হবেন এবং তা হবেন এ কারণে যে সেটি শুধু জনগণের স্বার্থে নয়, তাঁদের নিজেদের স্বার্থেও জরুরি।

আর এটাও বোঝা প্রয়োজন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য উচ্চতর প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে এর চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপন। তো, সে জীবনই যদি না জোটে, তাহলে প্রবৃদ্ধির বড়াই করা অনেকের কাছেই হাস্যকর বলে মনে হবে।

কৃষক কেমন আছেন?

শাইখ সিরাজ

মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইরে পেঁপের ফলন ও বাজারদরে সন্তুষ্ট কৃষক

দিগন্তজোড়া খেতে সবুজ কার্পেটের মতো যে ফসলি সৌন্দর্য দেখি, সেটি দৃশ্যত স্বস্তিজাগানিয়া হলেও কোনো কৃষকই আর বেশি জমির মালিক নেই। সবাই সামান্য এক টুকরো জমিতে কৃষিকাজ করছেন। দিনে দিনে ছোট হয়ে আসছে জমি। জমিহীন হয়ে পড়ছেন কৃষক।

চলছে রক্তঝরা মার্চ। বাঙালির সাহস ও সংগ্রামের সবচেয়ে গর্বিত সময়। বহু সংগ্রামের পথ পেরিয়ে এই মাসেই বাঙালি মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পায়। আর দুদিন পরেই স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী। এই গর্বিত সময়ে মহান নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ ও এ দেশের সোনার মানুষ কৃষকদের এখনকার জীবন-জীবিকার খোঁজ নিতে তিনটি মাস ধরে যেখানেই গিয়েছি কৃষকদের কাছে, জানতে চেয়েছি তাঁরা আসলে কেমন আছেন? যেমন সপ্তাহ দুই আগে গিয়েছিলাম মানিকগঞ্জে।

ফাগুন পেরিয়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে পড়ে গেছে চৈত্রের বাতাস। মানিকগঞ্জের বৈচিত্র্যময় কৃষির এলাকা সিঙ্গাইর উপজেলার খালাসিপাড়া। এখানকারই একটি গ্রাম খাসেরচর। গাড়ি থেকে নেমে গ্রামের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল একটা বাড়ি। গ্রামের একটা গৃহস্থবাড়ি যেমন হয়। আগে গ্রামাঞ্চলে যেমন জীর্ণ ভাঙা বাড়ি চোখে পড়ত, এখন তেমনটি আর চোখে পড়ে না। এখন গ্রামের অনেক বাড়িই পাকা, নয়তো টিনের চালার ঘর। খাসেরচরের যে বাড়িটির কথা বলছি, এটি আধা পাকা একটি বাড়ি। এগিয়ে এলেন গৃহকর্তা। নাম সিরাজুল ইসলাম। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। এখনো বেশ শক্ত সামর্থ্য। কথা হলো তাঁর সঙ্গে। আমাকে নিয়ে গেলেন বাড়ির উঠোনে। ঘরের বারান্দায় বসতে দিলেন। কৃষিজীবী সিরাজুল ইসলাম অল্পস্বল্প ব্যবসা করেন। গত ২৪ বছর তিনি এই বাড়িতে আছেন। বলছিলেন, 'অসাধারণ সুখী পরিবার তাঁর। জীবনে তৃপ্তিও আছে। উঠোনের চারদিকে চারটি ঘর। দুটি থাকার ঘর। একটি রান্নাবান্নার। আর একটি ঘর গরুর। সেখানে দুটি গরু রয়েছে। 'প্রতিবছর দুটি করে গরু মোটাতাজা করে কোরবানির সময় বিক্রি করি। এতে হাতে বেশ কিছু নগদ টাকা আসে।' বলছিলেন সিরাজুল। 'কৃষিকাজ করে এখন বেশ আয়-উন্নতি হয়।' সিরাজুল ইসলাম নিজের চোখে দেখা কৃষি উন্নতির কথা বলছিলেন। মাঠে মাঠে ফসলের বৈচিত্র্য বেড়েছে। তবে কৃষকের নিজের জমি কমছে। এই এলাকার প্রতি বাড়িরই কেউ না কেউ বিদেশে থাকে। বিদেশ থেকে পাঠানো টাকায় কৃষিকাজ হয়, গরু কেনে। জানালেন সিরাজুল ইসলাম। তার মানে এই অঞ্চলের কৃষিতে বিনিয়োগের একটা বড় অংশই আসে রেমিট্যান্স থেকে। শুধু এ অঞ্চল নয়, সারা দেশেই কৃষিতে বিনিয়োগের বড় একটা অংশ আসে অকৃষিজ পেশা থেকে। কেউ বিদেশ থেকে টাকা পাঠায়, কেউ বা গার্মেন্টস বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করে বাড়িতে টাকা পাঠায়। সেই টাকায় কৃষিকাজ হয়।

সিরাজুল ইসলামের বাড়ি থেকে বের হয়ে এগিয়ে গেলাম কৃষিখেতের দিকে। ফসলের বৈচিত্র্যে অনন্য খাসেরচরের মাঠ। এক জমিতে শিম চাষ হচ্ছে, পাশের জমিতেই বেগুন, পেঁপে, কলা, লালশাক, ধনে, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, ভুট্টা, ধান। মাঠে কাজ করছিলেন কৃষক রজব আলী। তাঁর জমি আছে চার পাখি। কৃষিকাজের পাশাপাশি ব্যবসা আছে। এটিও কৃষকের একধরনের সচ্ছলতা। আরেক কৃষকের নাম তাসের খালাসি। ছোট্ট একটি কুমড়াখেত এখানে তাঁর। দীর্ঘদিন মধ্যপ্রাচ্যে ছিলেন। করোনার সময় দেশে ফিরে এসে এখন কৃষিকাজই করছেন। বলছিলেন, একই জমিতে সারা বছর চারটি ফসল চাষ করেন। এ ক্ষেত্রে বীজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বল্প সময়ে ফসল উত্তোলনের জাত আবিষ্কারের ফলে কৃষক একই জমিতে বছরে চারটি পর্যন্ত চাষ করতে পারছেন। সরকারি-বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আর একটু এগোতেই চোখে পড়ল পাম্প দিয়ে পানি সেচ দিচ্ছেন কৃষক। মাঠে নানা রকম সেচব্যবস্থা। বিদ্যুৎ চালিত পাম্প যেমন আছে, আছে ডিজেলচালিত পাম্প। সেচব্যবস্থার উন্নয়ন এ দেশের কৃষিকে এগিয়ে এনেছে বহুদূর। পাহাড়ি ভূমিতেও এখন সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ হচ্ছে।

যাহোক, চোখে পড়ল কলাগাছ দিয়ে খেত সমতল করছেন এক কৃষক। নাম দেলোয়ার হোসেন। বলছিলেন, এক জমিতে একই সঙ্গে তিনি তিনটি ফসল বুনেছেন। প্রথমে ফলন আসবে মুন্নিশাকের। তারপর ফলবে শসা। এরপর মিলবে ধুন্দুল। এক জমিতে একই চাষে তিনটি ফসল মানে এক খরচে তিন গুণ ফল। তবে দেলোয়ার বলছিলেন কৃষিশ্রমিক পাওয়া ভার। পেলেও কৃষিশ্রমিকের মজুরি বেড়েছে। শুধু মজুরি নয়, খাবারও ভালো দিতে হয়। খাবার হিসেবে মাছ-মাংস না পেলে কাজ করতে চায় না। এই জায়গাতেই যান্ত্রিক কৃষির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যাচ্ছে।

পাশের জমিই দুলাল মিয়ার। তিনি জানলেন, বিঘায় বেগুন করে লাখ টাকা পেয়েছেন। শোনালেন লাভের হিসাব। বললেন, কৃষির উন্নতিতে অনেক কৃষক ভালো আছেন। কথা হলো এক শিক্ষিত তরুণ কৃষকের সঙ্গে। সুজন মোল্লা। তিনটি ফসল একসঙ্গে করেছেন। তাঁর কৃষি কৌশলটি বিজ্ঞানসম্মত ও লাভজনক। লেখাপড়া করে বাবার কৃষির দায়িত্ব নিয়েছেন। অল্পদিনেই কৃষির যশ বুঝে গেছেন। জানতে চাইলাম, আপনার ঘরে কী কী আছে? জানালেন, টিভি, ফ্রিজ, সোফা, প্রয়োজনীয় আসবাব। তারপর বললেন, ওয়াই-ফাইও আছে। এখন আর মোবাইল ডেটা কিনতে হয় না। বাহ! শহরের সব সুযোগ-সুবিধাই চলে এসেছে গ্রামে! শুনে বিস্মিত হলাম। এমন স্বপ্নই দেখেছি। বহু ভাঙন আর উৎকণ্ঠার ভেতর দিয়ে গেছেন আমাদের কৃষক। তবে কালক্রমে সামনে এগোচ্ছেন। এ কৃতিত্ব তাঁদের নিজের। সরকারের সাপোর্ট ছিল। তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে গণমাধ্যম। আমাদের কৃষক নিজের চেষ্টায় এগিয়ে যাচ্ছেন।

বোরোর খেতে পানি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আরেকজন কৃষক। নাম তাঁর চন্দন মণ্ডল। কৃষির আয়-উন্নতিতে যথেষ্টই সন্তুষ্ট তিনি। বলছিলেন, মধ্যস্বত্বভোগী কমিয়ে আনতে পারলে কৃষক ভালো দাম পাবেন। এই এলাকার কৃষিশ্রমিকেরা যথেষ্টই তুষ্ট। কৃষির বহুমুখী পরিবর্তন ও কৃষকের সুদিনের গল্প রয়েছে তাঁদের কাছেও। সবখানে যে একই চিত্র, তা নয়। কৃষকের প্রাপ্তির সঙ্গে অপ্রাপ্তির অনেক গল্পও রয়েছে। সময় ও অর্থনীতির নানা হিসাব তাঁদের কাছে। সেটিও মূল্যায়নের দাবি রাখছে। এই তো মাস দেড়েক আগে সিঙ্গাইর এলাকার কৃষকদের সঙ্গে কথা হয়েছিল। নানান সংকটের বিষয় তুলে ধরেছিলেন এক কৃষক আলী ইব্রাহিম। বলছিলেন, কৃষিজমিতে বসেছে ইটের ভাটা। তাতে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাচ্ছে। রোগব্যাধি বাড়ছে ফসলের এবং মানুষের।

নরসিংদীর মিনার হোসেন বলছিলেন, সরকারি ব্যাংকগুলোতে কৃষিঋণ পেতে এখনো বেগ পেতে হয়। হতে হয় হয়রানির শিকার। বাধ্য হয়ে এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছেন তিনি। আরও একটি বিষয়ে আলোকপাত করলেন। বললেন, 'রোগ-বালাই দমনে কীটনাশক দিচ্ছি, কিন্তু পরিমাণে ঠিকঠাক দিচ্ছি কি না, তা বলতে পারব না। কোম্পানির লোকজন যা দিয়ে যায়, তা-ই প্রয়োগ করছি। মনে মনে অস্বস্তি থেকে যায়।'

সবচেয়ে ভয়ানক বিষয়টির কথা বলেছিলেন নাটোরের আতিক। কৃষিজমি কৃষকের হাতে থাকছে না। নিজের জমি বিক্রি করে দিয়ে অনেকেই হয়ে উঠছেন কৃষিশ্রমিক। এমন একজনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম মানিকগঞ্জের খাসেরচরে। সুজন নামের এক কৃষক। তিনি ৪০ শতাংশ জমিতে পেঁপের চাষ করে বেশ লাভবান। কিন্তু ভয়ে আছেন, সামনের বছর এ জমিতে চাষ করতে পারবেন কি না। কারণ জমিটি তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন কোনো এক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাছে। জানালেন আশপাশের অনেক জমিই বিক্রি করে দিয়েছেন কৃষকেরা। এখন পর্যন্ত কৃষকের হাতে থাকলেও কাগজে-কলমে জমির মালিক আর কৃষক নেই।

বাস্তবতা হলো, দিগন্তজোড়া খেতে সবুজ কার্পেটের মতো যে ফসলি সৌন্দর্য দেখি, সেটি দৃশ্যত স্বস্তিজাগানিয়া হলেও কোনো কৃষকই আর বেশি জমির মালিক নেই। সবাই সামান্য এক টুকরো জমিতে কৃষিকাজ করছেন। দিনে দিনে ছোট হয়ে আসছে জমি। জমিহীন হয়ে পড়ছেন কৃষক। এখন যাঁরা বাণিজ্যিক কৃষি করছেন, তাঁরা জমি ভাড়া নিয়ে কৃষিকাজ করছেন। যাঁরা বড় আকারের কৃষি প্রকল্প গড়ে তুলছেন, তাঁরা একরের পর একর জমিতে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষি প্রকল্প গড়ে তুলছেন। কিন্তু আবহমান বাংলার সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে যে কৃষকের মাধ্যমে, মহান মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিলেন যে কৃষক, তাঁদের কৃষির পরিধি দিনে দিনে সংকীর্ণ হয়ে আসছে। তারপরও ফসলি বৈচিত্র্য আর শস্যের নিবিড়তা তাঁদের এখনো যথেষ্ট সন্তুষ্ট রেখেছে। বাঙালির নিজস্ব জীবনব্যবস্থার শক্তিকে জাগিয়ে রাখতে এই কৃষকশ্রেণির কথাই বেশি করে ভাবতে হবে আমাদের। ফসলের মাঠে প্রকৃত কৃষকের অংশীদারত্ব বড় হয়ে থাক—এটাই প্রত্যাশা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর...

আব্দুর রাজ্জাক

লভভের উদ্দেশে মায়ের সঙ্গে কিয়েভ ছাড়ছে এই শিশু। ছবি: রয়টার্স

একসময়ের সোভিয়েত রাশিয়া ছিল আমেরিকাসহ পশ্চিমা ধনবাদী পুঁজিপতিদের আতঙ্ক। সাম্রাজ্যবাদী এই পুঁজিপতিরা সব সময়ই ভয় করত সোভিয়েত ইউনিয়নকে। বিশ্বের মেহনতী শ্রমজীবী মানুষের একমাত্র আশ্রয় ও ভরসাস্থল ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কয়েকটি দেশ মেহনতী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শামিল হলো।

আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্ব ভাবল তাদের পুঁজি বিনিয়োগের জায়গা সংকুচিত হয়ে আসছে; শোষণের জায়গা, বিশেষ করে শ্রমের শোষণ ও মানুষে মানুষে বৈষম্যের কারণে পুঁজি বিস্তার অনেকটাই বাধার মুখে পড়ছে। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের পরিকল্পনা প্রসারিত করতে আরম্ভ করল। যে করেই হোক সোভিয়েত রাশিয়াকে ১৫টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বদলে গেল; অর্থাৎ শোষণমুক্ত সমাজের চিন্তাভাবনা তিরোহিত হলো। প্রায় ৭২ বছরের এ প্রক্রিয়াটি বিলুপ্ত হলো রক্তপাতহীনভাবে। বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবে অবলুপ্ত হয়ে গেল। ওয়ারশ জোট ভেঙে গেল। ওয়ারশ জোটের দেশগুলো, সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫টি দেশ স্বাধীনভাবে যার যার মতো করে রাজ্য পরিচালনা করতে আরম্ভ করল। বার্লিন প্রাচীর ভেঙে গেল। পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিন একত্র হয়ে গেল। পশ্চিমা বিশ্ব শান্তির ঢেকুর তুলল। বিনা শ্রমে, বিনা রক্তপাতে সামরিক শক্তি ব্যয় ছাড়া বিনা যুদ্ধে, আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করল।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জ্যেষ্ঠ বুশ ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার বেকার ঘোষণা করলেন ন্যাটো এক ইঞ্চিও আর পূর্ব দিকে অগ্রসর হবে না। সারা বিশ্বের ৬০০ কোটি মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। পৃথিবী থেকে শীতল যুদ্ধের অবসান হয়েছে, এই পৃথিবী হবে শান্তির পৃথিবী। অস্ত্র প্রতিযোগিতা হবে না, ঠান্ডা যুদ্ধ চলবে না, জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ থাকবে না। প্রতিটি রাষ্ট্র নিজের মতো করে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে, প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে, মানবজীবনকে শান্তিময় পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ করে দেবে।

পৃথিবীব্যাপী শুধু এই পৃথিবী থেকে রোগ-শোক, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করে শান্তির পৃথিবী সামনের দিকে অগ্রসর হবে, সেটাই ছিল শান্তিকামী মানুষের চাওয়া।

পশ্চিমা বিশ্বসহ আমেরিকা কিছুদিনের মধ্যেই সবকিছু ভুলে গেল। ন্যাটো জোট সম্প্রসারিত হতে লাগল। ন্যাটো জোটের ১২টি দেশ থেকে ৩০টি দেশে তাদের সম্প্রসারণ ঘটাল। ওয়ারশ জোটের প্রায় সবগুলো দেশ ও তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের তিনটি দেশ লিথুনিয়া, ইস্তোনিয়া ও লাটভিয়াকে ন্যাটো জোটের অন্তর্ভুক্ত করল। আমেরিকা ও পশ্চিমাদের সম্প্রসারণনীতি ক্রমেই আগ্রাসী রূপ ধারণ করল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন বরিস ইয়েলৎসিন। দুর্বল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। মদ্যপ অবস্থায় পড়ে থাকতেন দিনের বেশির ভাগ সময়। সেই সময়ে রাশিয়া সরকারের দুর্বলতার কারণে যা ঘটার ঘটে গেল। সম্প্রসারণ ঘটে গেল ন্যাটোসহ পশ্চিমাদের অগ্রসরমাণ নীতি।

২০০০ সালে ক্ষমতায় এলেন ভ্লাদিমির পুতিন। সবকিছু পেছনে ফেলে নিজের দেশের অর্থনীতি ও সামরিক শক্তিকে এগিয়ে নিলেন; বিশেষ করে গভীরভাবে অনুধাবন করলেন, যে কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেল, ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হলো, তা তো হচ্ছে না পশ্চিমা আগ্রাসী নীতির কারণে। ন্যাটোসহ পশ্চিমারা কোনো কথাই রাখছে না। এই চিন্তা থেকেই ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বে রাশিয়া আবার সেই সোভিয়েত আমলের মতো সমরশক্তি বৃদ্ধি করল বিশ্বকে আগ্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। রাশিয়া তার সুবিধামতো বন্ধু বেছে নিল। কিছু কিছু শক্তিধর রাষ্ট্র সরাসরি বন্ধুত্বের হাত না বাড়ালেও ভেতরে-ভেতরে তাদের নিউট্রাল করে দিল। সারা বিশ্বকে জানান দিল পৃথিবীতে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য রাশিয়া এখন প্রস্তুত।

এই যখন রাশিয়ার অবস্থা, সেই সময়ই রাশিয়ার একেবারে সীমান্তঘেঁষা ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ পশ্চিমাদের আশ্বাসের কারণে ন্যাটো জোটভুক্ত হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করল। এবার রাশিয়া ভাবল এখনই সময় আগ্রাসী তৎপরতা রুখে দেওয়ার।

আমরা যত কিছুই ভাবি না কেন, স্বাধীন দেশে আগ্রাসন, জোর যার মুল্লুক তার, রাশিয়া কোনো কিছুই পরোয়া করে না—এই সব নানান কথা বলতে পারি। সবকিছু বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, ১৯৯১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত যা যা পরিবর্তন ঘটছে, এখনো রাশিয়া হাত গুটিয়ে বসে থাকলে দশ বছরের মধ্যে সারা পৃথিবী এককেন্দ্রিক হয়ে যাবে, কোনো ভারসাম্য থাকবে না। একটি গোষ্ঠীর মোড়লিপনা, স্বেচ্ছাচারিতা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। পুতিন সবকিছু মাথায় রেখে ইউক্রেনে সামরিক অপারেশন করেছেন, এ কথাই বলছে রাশিয়া। রাশিয়া বলেছে, তারা ইউক্রেন দখল করবে না, ইউক্রেনের নতুন নাৎসিবাদী সরকারের পতন ঘটিয়ে, ইউক্রেনিয়ানদের তাদের নিজের সরকার গঠন করতে সহায়তা করে নিজের দেশে চলে আসবে।

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, আমেরিকাসহ পশ্চিমা নেতারা এই ৩০ বছরে শান্তির পৃথিবী গড়ার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

বিশ্বনেতারা ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পরে ওয়ারশ জোট ভেঙে যাওয়ার পরে কেন শান্তির পৃথিবী গড়ে তুলতে পারলেন না, এর দায় কে নেবে? সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে চিন্তা করার অনুরোধ থাকবে, এই ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে পৃথিবী কী শিক্ষা নিল। ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকবে? নাকি এককেন্দ্রিক ক্ষমতার বলয়ে থাকবে? গোটা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের এই বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে চিন্তাভাবনা করে অগ্রসর হতে হবে।

লেখক: প্রকৌশলী

হেলিমরা বারে বারে জন্ম নেয় না

স্মরণ

জাহেদ আহমদ

আশির দশকের শেষের কথা। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। রাস্তায় আমরা ও গলা ছেড়ে স্লোগান দিচ্ছি, এক দফা এক দাবি, এরশাদ তুই কবে যাবি; জ্বালো জ্বালো, আগুণ জ্বালো। তখন কেবল মাত্র হাই স্কুলে পড়ছি। সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার কুশিয়ারা তীরে অবস্থিত কুড়ার বাজার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে রোদে-মেঘে স্নাত হয়ে কয়েক মাইল পায়ে হেঁটে মিছিল নিয়ে আমরা বিয়ানীবাজার যেতাম। হরতাল আমাদের কাছে উৎসবের মতো ছিল। এসবের মূল নেতৃত্বে ছিল আমাদের সহপাঠি ও স্কুল ক্যাপ্টেন হেলিম। ভাল নাম হেলিমুল হক। লিকলিকে লম্বা পাতলা গড়নের তেজস্বী এক তরুণ। বক্তৃতাতে যেন আগুন ঝরে। হাইস্কুল পড়ুয়া তুখোড় সেই তরুণের মুখে কালমার্ক্স-লেনিন- মাও সেতুং। তার আগুন ঝরানো বক্তৃতা শুনতে যুবক-বুড়োরাও ভিড় জমাতো আমাদের মিটিঙে। কার ছেলে? অনেকে জিজ্ঞেস করতেন। বক্তৃতা-আবৃত্তি-আলাপচারিতায় আমরা কেউ তার সমকক্ষ ছিলাম না। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তার ভরাট কণ্ঠে নজরুলের 'বিদ্রোহী' শুনে মনে হত তরুণ নজরুল স্বয়ং আমাদের সামনে কবিতা পড়ছেন। কখনো ঈর্ষা হত তার জনপ্রিয়তা দেখে। আবার গর্ব হত এই ভেবে, তার আর আমার বাড়ি একই গ্রামে। প্রচণ্ড পড়ুয়া ছিল হেলিম। বাড়ির পূব দিকের দুচালা টিনের দুই দ্বিতীয় কক্ষে থাকত হেলিম। দেয়ালে টাঙানো কাঠ-গ্লাসের ফ্রেমে পুরানো পত্রিকার সাদাকালো ছবিসমেত কাটিং, শিরোনাম 'মহাপ্রয়াণে চেয়ারম্যান মাও'। পাশাপাশি দেয়ালে ছিল ফ্রেমে হেলিমের বাবার সাদা কালো ছবি। মাও সেতুঙকে ভালবাসতেন হেলিমের বাবা। মাও এর তিরোধানের খবর (১৯৭৬) পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তিনি সেই কাটিং সযত্নে রেখে দিয়েছেন।

হেলিমের ঘর ঠাসা থাকত হরেক রকম রাজনীতির বইয়ে। বেড়াতে গেলে দেখতাম, হেলিমের খাটের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন বই। বাংলা ভাষায় রাজনীতি বিষয়ক অনেক ক্লাসিক সে তখনি পড়ে ফেলেছে। হাই স্কুলপড়ুয়া কিশোর হেলিমের হাতে দেখেছি কার্ল মার্ক্স এর 'দ্যস ক্যাপিটাল' (পুঁজি) এর বাঙলা সংস্করণ (সোভিয়েত থেকে প্রকাশিত)। 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (আবুল মনসুর আহমদ), 'আমি সুভাষ বলছি' 'সমাজতন্ত্র দেশে দেশে' এসব। নব্বইয়ের দশকের শেষ ভাগ। পত্রিকার পাতা ওল্টালে চোখে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট দেশ সমূহে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ার খবর। আমাদের দেশের বাম রাজনীতিকেরা তখন এক ধরনের ডিনায়েল এর মধ্যে। এর ছাপ হেলিমের মধ্যে ও দেখতে পাই। আমরা তাকে ক্ষ্যাপাতে চাইতাম এই বলে 'সমাজতন্ত্রের দিন শেষ'। হেলিম আমাদের বুঝাত, সমাজতন্ত্র শেষ হবার নয়, মিখাইল গর্বাচভ এটি নতুন করে ঢেলে সাজাচ্ছেন। মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্নে তখনো বিভোর কিশোর হেলিম তখন হারিকেনের আলোতে পড়ছিল, মিখাইল গর্বাচেভ এর 'প্যারেস্রাইকা এবং সাম্প্রতিক ভাবনা'।

হাইস্কুল পাশ করে আমি ঢাকা চলে যাই। ছুটিতে বাড়ি আসলে হেলিমের খবর নিতাম। বিয়ানী বাজার কলেজে। উচ্চ মাধ্যমিক শেষে আমি উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারত চলে যাই (১৯৯৩-১৯৯৮)। হেলিমের প্রতি আমার আগ্রহে ভাঁটা পড়েনি। বছরে এক-দুই বার দেশে আসতাম। হেলিম ততদিনে কলেজে ছাত্র নেতা হিসেবে সুপরিচিত। বেশ মজা পেলাম শুনে এক সময়ের তীব্র শেখ মুজিববিরোধী হেলিম ততদিনে 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু' আর 'জননেত্রী' শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছে। (আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে হেলিমের সাথে স্কুলে আমাদের বহু বাদানুবাদ হয়েছে। স্বীকার করতে আপত্তি নেই তর্কে ওর সাথে পেরে ওঠা সহজ ছিল না।) ছাত্রলীগে যোগ দেয়া হেলিমের জন্য ছিল খুব স্মার্ট একটা ডিসিশন। বিয়ানীবাজার কলেজে ছাত্রলীগের বাইরে থেকে ভিপি নির্বাচিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। আর ভিপি হওয়ার জন্য হেলিম একবছর লসও করেছে। রেকর্ড নম্বর ভোটে ভিপি নির্বাচিত হয়। এ সময় বা কিছুকাল পড়ে হেলিমের আরেক মেধার পরিচয় মেলে। বিয়ানীবাজারের ছাত্রনেতা আব্দুল বারি আর হেলিমুল হক মিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ওপর একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। যতদূর জানি, দুজনে সমকালীন রাজনীতি ও ইতিহাসের অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে বইটি লিখেছিলেন। এসময় কিছুকাল

সহপাঠীদের সাথে হেলিমুল হক (উপরে বাম থেকে দ্বিতীয়)

হেলিম গান শেখারও চেষ্টা করে। এ নিয়ে আমি আর আব্বাছ ওকে টিজ করেছি। হেলিমের কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত শুনতে মজাই লাগছিল -"মনে রবে কিনা রবে আমারে সে আমার মনে নাই মনে নাই ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে অকারণে গান গাই। ..." —সব কিছু হেলিমের প্লান মাফিক এগুচ্ছিল।

আমরা জানতাম হেলিমের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যারিষ্টার হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা। আইনের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক বহু পুরানো। পাক-ভারত উপমহাদেশের (এবং বাইরে) বিখ্যাত রাজনীতিকদের বেশিরভাগ ছিলেন আইনের মেধাবী ছাত্র এবং দাপুটে আইনজীবী। চিত্তরঞ্জন দাস-গান্ধী-নেহেরু-সোহরাওয়ার্দী-জিন্নাহ প্রত্যেকে ছিলেন ব্যারিষ্টার উপাধিপ্রাপ্ত। শেরেবাংলা, বঙ্গবন্ধুও ছিলেন আইনের ছাত্র।

রাজনীতিতে প্রবল আগ্রহী, সুবক্তা, তার্কিক হেলিমের জন্য আইন ছিল সবচাইতে যুতসই বিষয়। বিএ পাস করে হেলিম সপরিবারে ঢাকা চলে যায়। ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভুঁইয়ার ভুঁইয়া একাডেমীতে ইংল্যান্ডের এলএলবি অনার্সে সে ভর্তি হয়। সেটা ছিল ১৯৯৫-৯৬-৯৭। ঢাকাতে দু একবার হেলিমদের বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। সে সময় ওদের বাসায় ভুঁইয়া একাডেমীর আইনের অনেক ছাত্র আসা-যাওয়া করত। হেলিম ছাত্র হিসেবে খুব পপুলার ছিল। অনেক ক্লাসমেট হেলিমের কাছে আসত হেল্প চাইতে। হেলিমের ব্যস্ততা দেখে ভাল লাগত। ২০০০ সালে আমি আমেরিকা চলে আসি। কয়েক বছর পরে হেলিম আইনে উচ্চতর ডিগ্রী নিতে ইংল্যান্ড চলে যায়। শুনতে পাই ওখানে ও হেলিম ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হিসেবে টিচারদের নজর কেড়েছে। ধরে নিয়েছি, কয়েক বছরের মধ্যে হেলিম ব্যারিষ্টার-এট-ল হচ্ছে। ও কি ইংল্যান্ড থাকবে নাকি দেশে গিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে? মাঝে মাঝে এসব প্রশ্ন মনে আসত।

২০০৮ সাল পুরোপুরি চমকে যাই শুনে হেলিম দেশে চলে গেছে। ব্রিটিশ ইমিগ্রেশন হেলিমকে ইংল্যান্ড ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। হেলিম আইনের পড়াশোনা শেষ করতে পারেনি। ব্যারিষ্টার হতে পারেনি। চৌদ্দ বছর পর ২০১৪ সালে আমি দেশে গিয়েছিলাম। হেলিমের সাথে দেখা করতে গেলাম। এখন ও দেখতে দশাসই। তবে চেহারা আগের চেয়ে কিছুটা গোলগাল দেখাচ্ছে। মাথার চুল কমে যাওয়াতে কপাল আরেকটু বিস্তৃত হয়েছে। ছোটখাটো কথা-বার্তা হলো। সৌজন্যতাবোধ আগের মতোই আছে। ধীরস্থিরচিত্তে কথা বলার অভ্যাসও রয়ে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলাম, দিস ইজ নট দ্য সেইম হেলিম দ্যাট আই নো। হেলিম বেশ কিছুটা ডিল্যুশনাল। যেমন — সে এখনও মনে করে (শুনেছি এর ব্যত্যয় ঘটেনি আমার চলে আসার পরেও) ব্রিটিশ সরকার তাঁকে অন্যায়ভাবে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। সে ইউরোপিয়ান হিউম্যান রাইটস আদালতে মামলা করেছে। শীঘ্রই রিপ্লাই আসলে সে আবার ইংল্যান্ডে যাবে, বার-এট-ল কমপ্লিট করবে। আমাকে আরও জানাল, জাতিসংঘে সে মিটিংয়ে গিয়েছে, আমেরিকাতে ওয়াশিংটন ডিসিতেও বৈঠক করেছে। এখানে বলে রাখি, কেউ যেন ভেবে না বসেন, হেলিম এসব কথা বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। মোটেও তা নয়। ডিলিউশনাল রোগে যারা ভোগে তাঁরা বাস্তব আর কল্পনার ফারাক খেয়াল রাখতে অক্ষম। তাঁরা মনেপ্রাণে অবাস্তবকে বাস্তব মনে করে। এর মানে এই নয়, তাঁরা সকলে ভায়োলেন্ট উন্মাদ। তাঁদের বেশিরভাগ আচরণ স্বাভাবিক। কোনো অসুখ বোঝার উপায় নেই।

হেলিমের মামা সর্বজন প্রিয়, প্রখর বুদ্ধির মানুষ, ম্যাথিউরা ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান লুৎফুর রহমান মামার সাথে অনেকবার হেলিমদের নিয়ে কথা বলেছি। তাঁর একটা হাইপথিসিস আমার কাছে শেয়ার করেছিলেন। বলেছিলেন, আমার ভাগ্না ভাগ্নিদের জীবন শুরু হয় রূপকথার মত। মেধা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর শারীরিক গঠনে এরা অতুলনীয়, যে কারও নজর কাড়তে বাধ্য। কিন্তু মিডল এজে পৌঁছাবার আগেই এঁদের কিছু একটা এলোমেলো হয়ে যায়। সম্ভবত জেনেটিক। সদা হাস্যময় লুৎফুর মামা বিমর্ষ হয়ে এসব কথা বললেন। সহপাঠী হেলিমুল হক স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে চলে যায়। মৃত্যু প্রতিটি জন্মের অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু অপরিণত বয়সে হেলিমুল হকের মতো অতুলনীয় মেধা এবং মহৎ চিন্তার একজন মানুষের জীবনের সমাপ্তি মন মেনে নিতে চায় না। হেলিমরা বারে বারে জন্ম নেয় না। দেশ আর মানুষকে তাঁর অনেক কিছু দেয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাঁর জীবনের শুরু সেই ইঙ্গিত দিয়েছিল।

বাঙালির বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠার গৌরবময় প্রচেষ্টা

শেখর ভট্টাচার্য

সহকর্মী ক্যাথরিনাকে নিয়ে যাচ্ছি অষ্টগ্রাম। ক্যাথরিনা আমাদের অফিসে জেন্ডার ইউনিটে কাজ করে। আটলান্টা হেড অফিসে ওর ডেস্ক। এশিয়ার ছায়ার আশে পাশেও ঘুরা হয়নি কখনো, বাংলাদেশে তাই এর আগে আসার প্রশ্নই ওঠে না। দুদিন আগে জেএফকে থেকে সরাসরি ঢাকা। ক্যাথরিনার চোখে অপার বিস্ময়। কিশোরগঞ্জের চামটা বন্দর থেকে স্পীডবোটে করে ভরা শ্রাবণে হাওর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমরা মানে আমি ও ক্যাথরিনা। মধ্য হাওরে যখন স্পীডবোট জলতরঙ্গের ওপর দিয়ে নেচে নেচে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত হাওরের জল। আকাশ যেখানে দূর দিগন্তে ভূমির সাথে মিশে যাচ্ছে, সে অবধি স্ফটিক স্বচ্ছ জল। শ্রাবণের আকাশে কখনো মেঘ, কখনো ঝর ঝর বৃষ্টি।

স্পীডবোট চালাচ্ছি আমি। জলের মধ্যে আকাশের নানারকম ছায়া। ঢেউ এসে ছায়া ভেঙ্গে দিচ্ছে আবার নতুন ছায়ার জন্ম হচ্ছে। ক্যাথরিনা খুব মনোযোগ দিয়ে প্রকৃতি দেখছে। এক সময় বলে ওঠে "অসাধারণ, সমুদ্র ছাড়া এরকম উদাস করা জলরাশি এর আগে আমার কখনো দেখা হয়ে ওঠেনি। হাওরে না আসলে হয়ত জীবনে কখনো, এতো সুন্দর জায়গায় দেখা হতোনা"। আমি স্পীডবোট চালাচ্ছি আর ক্যাথরিনার কথা শুনছি। ইচ্ছা ছিলো, তাকে এক বার বলি, এই উদাসী হাওর কতো মানুষকে ঘরছাড়া বাউল বানিয়েছে। কতো কতো নাম।হাসন, রাধারমন, শাহকরিম। সে আলোচনায় ইচ্ছে করে গেলাম না, বিশাল দার্শনিক আলোচনা করতে ইচ্ছে করছে না এখন। ক্যাথরিনার সাথে আমার এটিই প্রথম দেখা। বয়স খুব বেশি নয়। গ্রাজুয়েশন করেছে বছর তিনেক। চমৎকার প্রাণবন্ত একটি মেয়ে। আমি স্পীডবোট চালাচ্ছি, তাই বেশি কথা বলছি না। কথা বলার জন্য মাঝে মাঝে উসকে দিচ্ছি মেয়েটিকে। ক্যাথরিনাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কী পড়াশোনা আটলান্টাতে করেছো? আমি ইচ্ছে করেই এরকম প্রশ্ন করি, আমি জানি এর উত্তরে ক্যাথরিনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবো।

ক্যাথরিনার মুখের ছিপি খুলে দিলাম যেনো। অনেক কথা বলতে থাকলো। সে আমেরিকায় আছে গ্রাজুয়েশনের পর থেকে, এর আগে সে ছিলো তার জন্মভূমি বাহামায়। বাহামাতেই তার লেখাপড়া, বেড়ে ওঠা। "জানো বাহামা এক অসাধারণ দেশ। সারা পৃথিবীর পর্যটকদের সবচেয়ে প্রিয় গন্তব্য হচ্ছে বাহামা। সাতশটি বালুকাময় দ্বীপ।" এরপর বলে যায় চোখ বন্ধ করে। বন্ধ করা চোখের ভেতর বাহামা। আমি কিছুটা টের পাই।কথা গুলো শুনে যাচ্ছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে, কিউবা ও হিস্পানিওলা দ্বীপের উত্তরে হচ্ছ বাহামা। বাহামাকে

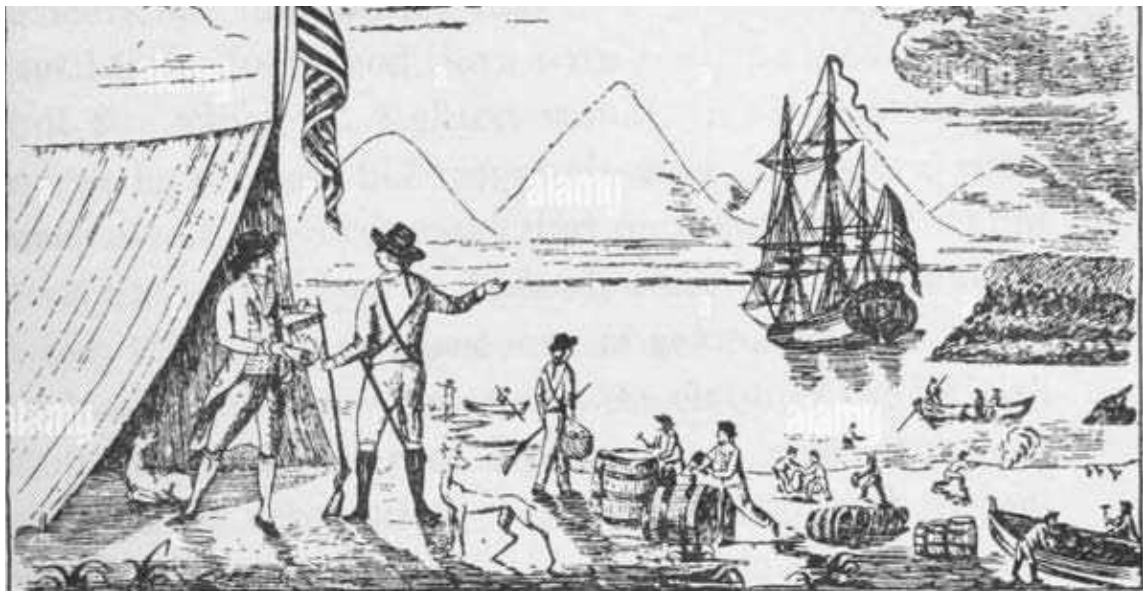

ঘিরে রেখেছে চোখ জুড়ানো নীল সমুদ্র। সমুদ্রের পাশে বালুকাময় অসাধারণ সমুদ্র সৈকত। এরপর ক্যাথরিনা যে কথাটি বলে সে কথাটি আমার কাছে শুধু অভুতপূর্বই নয় অশ্রুতপূর্বও মনে হলো। ক্যাথরিনা বললো বাহামিয়ানরা বিশ্বাস করে ঈশ্বর যদি সিদ্ধান্ত নেন এখন থেকে পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করবেন, তাহলে তিনি বাহামাকেই পছন্দ করবেন। আমি তাকে হেসে হেসে বললাম, ঈশ্বর তো এ সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছেন অনেক আগে, তিনি তো বাংলাদেশেই বসতি গড়বেন। কী চমৎকার ছয়টি দৃশ্যমান ঋতু। ঢেউ খেলানো পাহাড়। আবার পাহাড় আর সমুদ্র গলাগলি করে এক স্বর্গীয় রূপ ধারণ করেছে কক্সবাজারে। তেরশ' নদী আমাদের দেশটির গলার মালা হয়ে আছে। আহা, বসন্তে রঙের খেলা সারা দেশময়। কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশের ফুলগুলোকে ঈশ্বর নিজের হাতে বর্ণিল রঙে সাজিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথায় থাকবেন না বলে প্রায় ঘোষণা করে ফেলেছেন। আমার কথা শেষ হলে দুজনেই হো হো করে হেসে উঠি। কথার রেশ কেটে গেলে স্থির হই দুজন। দুজনই একমত পোষণ করে বলি, আসলে আমরা নিজেদের দেশকে ভালোবেসেই একটু বেশি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। দেশপ্রেমের আবেগের বাঁধ আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণহারা করে ফেলেছিলো। দুজন আবারো একমত হই পৃথিবীর সব মানুষের কাছে নিজ দেশের তুল্য আর কিছু হতে পারে না।

ক্যাথারিনার গল্পটি আজ এখানে একটু বিরতি দেই। সুযোগ হলে আর একদিন ক্যাথেরিনাকে নিয়ে অনেক কথা হবে। গল্পটি তোলা থাকলো। দেশপ্রেমের কোন প্রসঙ্গ এলেই আমার মনে পড়ে ক্যাথেরিনার সেই ঈশ্বরের পরিকল্পনার গল্পটির কথা। সারা বিশ্বে যখন দেখি নতুন নতুন বাংলা দেশ গড়ে উঠছে, তখন আমার ক্যাথরিনার কথাগুলো মনে পড়ে। বাংলাদেশের বাইরে বাংলাদেশ। বাঙালি প্রকৃত অর্থে বিশ্ব নাগরিক হয়ে উঠছে। নিউইয়র্কে "লিটল বাংলাদেশ" নামে একটি জায়গা আছে। অভিবাসী বাঙালিরাই শুধু এই নামে ডাকেন না, জায়গাটির আনুষ্ঠানিক নাম লিটল বাংলাদেশ। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পড়ে জানলাম, জ্যামাইকার একটি সড়ক আছে, সড়কটির নাম হোমলোন স্ট্রীট। হোমলোন স্ট্রিটের ত্রিকোন জায়গাটি নগরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে রূপান্তরিত হচ্ছে দিন দিন। বিশেষভাবে বাংলাদেশি নিউইয়র্কারদের জন্য। এই জায়গাটি হলো "লিটল বাংলাদেশ"। এতো গেলো নিউইয়র্কের কথা। আবার আমেরিকার মিশিগানের সবচেয়ে বেশি বাঙালি-অধ্যুষিত এলাকার নাম সিটি হ্যামট্রামি। পুরো এলাকা ঘুরে বেড়ালে অনুভব করা যায় বিদেশে এক টুকরো বাংলাদেশের অস্তিত্ব। বাংলাদেশিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে প্রায় নয় বছর আগে এ এলাকার একটি রাস্তার নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ অ্যাভিনিউ'। আর ২০১৫ সালে মিশিগানের স্টেট গভর্নর রিক স্নাইডার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশিদের স্বপ্নের 'বাংলা টাউন'।

বিলেত বাঙালির বড় প্রিয় একটি জায়গা। ইষ্ট লন্ডনের বাংলা টাউন, লন্ডনের বিখ্যাত একটি বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা। ইষ্ট লন্ডনে যা পাওয়া যায়, তা নাকি খোদ ঢাকা শহরেও পাওয়া যায় না। ইউরোপ, আমেরিকা শুধু নয়, সারা বিশ্বে বাংলাদেশ, দেশ হিসাবে ইতিবাচক ভাবমূর্তি নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর এই ভাবমূর্তি তৈরির কারিগর হচ্ছেন বিদেশে বাংলার দূতেরা, অনাবাসি বাঙালি সন্তানেরা যাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত বাংলাদেশ। বাঙালিরা যতোই কবি, বাউল সাধক, পীর-ফকির, সাধু, সন্ন্যাসীর উত্তরসুরি হোক না কেনো, বাঙালি নির্জনতা পছন্দ করে না। বাঙালি জনাকীর্ণ হয়ে আনন্দ, উৎসবে মেতে থাকতে পছন্দ করে। আত্মপরিচয়কে বিসর্জন না দিয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে সবার সাথে মিলিত হতে চায় বাঙালি। বাংলাদেশে প্রাণের আবেগ দিয়ে যেভাবে নববর্ষসহ জাতীয় উৎসবগুলো উদযাপিত হয়, একইভাবে ইউরোপ আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে বাঙালি তার আবেগ দিয়ে "তেরপার্বণের" আয়োজন করে থাকে। বিশ্বপরিমণ্ডলে বাঙালির বর্ণিল উৎসব এখন বিশ্ববাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এর ফলে বাঙালি সংস্কৃতির বিশ্বায়ন হচ্ছে ক্রমাগত। আমরা টের পাই নানা মাধ্যমে। আজ বিলেতে রাধারমণ উৎসব তো কাল নিউইয়র্কে পিঠাপুলির মেলা। সারা বছর জীবিকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেও বাঙালি তার সংস্কৃতিকে ছাড়তে পারে না। বাঙালি বিশ্বনাগরিক আবার বাংলারও। দেশকে ধরে রাখে তার সংস্কৃতি দিয়ে। বাঙালি তাই উদাত্ত হয়ে রবিঠাকুরের কথায় বলে ওঠে, "যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না মা, তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা।"

বড়ই বৈচিত্র্যপিয়াসী জাতি আমরা। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার ১৬৮টি দেশে বাঙালি যেমন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবীকা নির্বাহ করে, একইভাবে বাঙালি সংস্কৃতিরও চর্চা করে। বৈচিত্র্য বাঙালির অন্তরে। যারা বৈচিত্র্য পছন্দ করে না, তাদের থেকে দূরে থাকে বাঙালি। গাজীর গান যারা করেন তারা পৃথিবীর সব চেয়ে মহান বৈচিত্র্যের বাণী ছড়িয়ে দেন, "নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ/জগত ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।" জাত-পাতের বৈষম্যবিষে দংশিত মহাত্মা লালন ফকির একতারা হাতে নৃত্য করে গান ধরেন: "জাত গেল জাত গেল বলে/একি আজব কারখানা...", তেরশ নদীর পলি থেকে উঠে আসা মানবিকতার এই বাণী অন্তরে আছে বলেই, বাঙালি ধীরে ধীরে বিশ্ব নাগরিক হয়ে উঠছে।

বিশ্বসংস্কৃতি থেকে যেভাবে বাঙালি আহরণ করছে একইভাবে বিশ্বসংস্কৃতিকেও বাঙালি তার নিজের সংস্কৃতির নান্দনিক দিকগুলো উপহার দিচ্ছে। সারাবিশ্বে আজ বাঙালি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আহ্বান করছে, "এসো হে আর্য/ এসো অনার্য/ হিন্দু মুসলমান/ এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ/এসো এসো খৃষ্টান।" বাংলার ভেতরে বাংলা যেমন নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে ধীরে ধীরে সবল হয়ে উঠছে, বাংলার বাইরেও সারা বিশ্বময় বাঙালি উঠে দাঁড়াচ্ছে। বাঙালির মূল শক্তি তার ভূমি থেকে ওঠে আসা উদার সংস্কৃতি। নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, রোম, জোহানেসবার্গ, বার্লিন, বনসহ বিশ্বের বড় বড় শহর ও দেশে বাঙালি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা ছড়িয়ে দিচ্ছে কর্ম-নিষ্ঠা দিয়ে, এর সাথে বহন করছে চিরন্তন মানবিক সংস্কৃতি। বাঙালির এই যে ছড়িয়ে পড়া, এ ছড়িয়ে পড়া পুষ্প হাতে নিয়ে, নান্দনিক ভালোবাসার বাণীকে বুকে ধারণ করে। বাঙালি কোনো কালেই সম্প্রসারণবাদী কিংবা সাম্রাজ্যবাদী ছিলো না। বাঙালি তার নিজ বাস ভূমের বাইরে আর কোনো ভূমির জন্য লালায়িত নয়। বাঙালির একটিই চাওয়া, বিশ্বমানবের মনোভূমিতে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করা। গৌরবের সাথে দেশে, মহাদেশে বাঙালি তার আপন সত্তা দিয়ে জয় করে নিচ্ছে বিশ্বমানবের মনোভূমি।

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৬ষ্ঠ
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে চাই, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা জনসমাজের এক নন্দিত সংবাদমাধ্যম। শুধু পত্রিকা হিসেবে নয় , এরসাথে জড়িত লেখক সাংবাদিকদের ইতিবাচক কর্মকোলাহল মুগ্ধতায় ভরপুর। ৬ বছরে পদার্পণ করায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক সহ সাংবাদিক ভাই-বোনদের, যারা পত্রিকাটির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের সবাইকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রথম আলো নিউইয়র্ক সিটিসহ সকল প্রবাসী পাঠকের কাছে অত্যন্ত প্রিয় একটি পত্রিকা। আমি নিজেও পত্রিকাটির একজন নিয়মিত পাঠক। দেখে আসছি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পত্রিকাটি বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করে আসছে এবং সবার কাছে প্রশংসিত হচ্ছে। প্রথম আলো নতুন প্রজন্মকে মূল্যায়ন করে। সংবাদ পরিবেশনে উন্নত মানের এবং বৈচিত্র্য বজায় রাখে। আমি পত্রিকাটির নির্ভিক এবং ন্যায্য কণ্ঠস্বরকে মূল্য দিই। আগামী দিনগুলোতেও প্রথম আলোর এ ধারা অব্যাহত থাকবে, এটাই আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মুক্কুল হক

ভাইস প্রেসিডেন্ট

সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক

SYLHET SHODOR THANA ASSOCIATION OF AMERICA, INC.

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

একদল স্বপ্নচারী সাংবাদিক লেখকের
অবিরাম পথ চলার নাম
আটলান্টিক পাড়ের প্রথম আলো।
এগিয়ে চলুক দাপটের সাথে...

অনাবিল শুভেচ্ছা

জিল্লুর রহমান জিল্লু

সাবেক সাধারণ সম্পাদক
যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি
আহবায়ক
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

আমরা এ যাত্রার অদম্য সহযাত্রী - শুভেচ্ছা

সুখেন গমেজ
লাইসেন্স রিয়েল এস্টেট এজেন্ট
বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় কিংবা ভাড়ার জন্য আপনার প্রয়োজন দক্ষ, সৎ বিশ্বস্ত এজেন্ট

929 395 8430
347-846-1200
347-846- 1569
Sukhen.gomes@gmail.com
Sukhen.kw.com
Sukhen Gomes Real Estate
Sukhen Gomes Keller Williams
Sukhen.gomes.real.estate
@GomesSukhen
Sukhen Gomes

REALTOR
EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

75-35 31st Avenue, Suite:202,Jackson Heights,NY- 11370

"শুধু তুমি"
Tumi
সময়মতো বিয়ে করুন
জীবনকে সুন্দর করুন
মনের মতো জীবন সঙ্গী পেতে
Visit Now
www.shudutumi.me

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বিনম্র ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখার ,জড়িয়ে ধরার নাম
প্রথম আলো। - বর্ষপূর্তিতে শুভেচ্ছা।

Mohammed A Azad MBA
Real Estate Developer

Libertyrenovation04@gmail.com
989 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
Commercial, Residential & Retail

917-346-8207

Liberty Renovation
Libertyrenovation.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। শুধু একটা সংবাদপত্রই নয়। তারচেয়েও কিছু বেশি। ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়ার শুভেচ্ছা

• ফ্রি কনসালটেশন • ফ্রি সেমিনার • ফ্রি ক্লাস

ROUF M. SHARKAR
Regional Vice President

- লাইফ ইনস্যুরেন্স লাইসেন্স
- ইনভেস্টমেন্ট সিরিজ লাইসেন্স ১
- ইনভেস্টমেন্ট সিরিজ লাইসেন্স ২
- ইনভেস্টমেন্ট সিরিজ লাইসেন্স ৩

$124
ডলার বিনিয়োগ করে পাচ্ছেন ৪ টি লাইসেন্স এবং কাজ ও ব্যবসার সুবিধা

ঘরে বসে পার্ট টাইম কাজ করে মাসে ১ হাজার ডলার আয়ের সুবর্ন সুযোগ

Call us
703-798-4078

PRIMERICA®

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বহু জনমিশ্রণের এ দেশে প্রথম আলো
তথ্য দেয়াঅধিকারের কথা বলে।
- শুভেচ্ছা নিরন্তর

GIASH AHMED

Former Senator candidate
New York State Senate, District 13, Queens
Former International Affairs Secretary
National Executive Commitee BNP
Former President
At America Bangaldesh Chamber of Commerce
Chairman/ CEO
Immigrant Elder Home Care.LLC

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

অদম্য প্রত্যয় নিয়ে আলোর পথের যাত্রী প্রথম আলো।
ভালোবাসা আর উচ্ছ্বাসের নাম প্রথম আলো। - শুভেচ্ছা

অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন

সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ সোসাইটি
সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পূর্ব পশ্চিমের কথা বলে। শেকড়ের সাথে বন্ধন দৃঢ় করে এগিয়ে যাওয়ার নাম প্রথম আলো। অনগ্রসর জনপদে আলোর নিশানা দেয় প্রথম আলো।

অনাবিল শুভেচ্ছা

হাজী আব্দুর রহমান
সভাপতি

আবু তালেব চান্দু
সাধারণ সম্পাদক

জাতীয় পার্টি
যুক্তরাষ্ট্র শাখা

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

অদম্য প্রত্যয় নিয়ে আলোর পথের যাত্রী প্রথম আলো। ভালোবাসা আর উচ্ছ্বাসের নাম প্রথম আলো – শুভেচ্ছা

নাছিম আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনক
যুগ্ম সমদ্য সচিব
স্বাধীনতার সূবর্ন জয়ন্তী উদযাপন কমিটি যুক্তরাষ্ট্র

মোতাহার হোসেন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনক
যুগ্ম সমদ্য সচিব
স্বাধীনতার সূবর্ন জয়ন্তী উদযাপন কমিটি যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

জেহাদুল হক জেহাদ
সভাপতি

হুমায়ূন আহমেদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক

কানেকটিকাট ষ্টেট আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র

Executive Committee
2021-2023

BANGLADESHI AMERICAN ASSOCIATION OF CONNECTICUT
BAAC

urul Alam Nuru
President
860-538-4077

Humayun Ahmed Chowdhury
General Secretary
203-993-7788

বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট (বাক)
Bangladeshi American Association of Connecticut (BAAC)

সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ, ইনক
SYLHET SHODOR SAMITEE USA, INC.

দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী
সভাপতি জাসদ যুক্তরাষ্ট্র
সিলেট সদর সমিতি ইউ এস এ

সিলেট সদর সমিতি, ইউএসএ
SYLHET
SHODOR SHOMITEE
USA, INC.

হুমায়ূন আহমেদ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
সিলেট সদর সমিতি ইউ এস এ

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পূর্ব পশ্চিমের কথা বলে।
শেকড়ের সাথে বন্ধন দৃঢ় করে এগিয়ে যাওয়ার নাম প্রথম আলো।
- শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা

Rina Saha

Advisor
New American women's forum of NY

Licensed Real Estate Salesperson

কাঙাল হরির কেত্তন

স্বপন বিশ্বাস

গল্প

তখনও ভোরের আলোয় ছোপ ছোপ অন্ধকার লেগে আছে। রেনু বোষ্টমী প্রভাতি গাইতে আসবে আরও কিছুটা আলো ফুটলে। আমাদের ঘরের ছোট খোপ থেকে তখন গান ভেসে আসে। বড়মা'র খনখনে ভাঙা গলা। থেমে থেমে কখনো সুর চড়া হয়, আবার হারিয়ে যায়। আমি তখনও গানের ভাব রস বুঝি না। শুধু কান পেতে রই। তিনি চড়া সুরে গেয়ে ওঠেন-

হরি দিনতো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে!

তখন বাবার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি বিরক্ত হয়ে ধমক দেন- "ও দিদিমা! তোমার কাঙাল হরির কেত্তন থামাও। একটু ঘুমোতে দেও।" গান থেমে যায়। আমি ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকি। জানি, আবার শুরু হবে-আমি আগে এসে ঘাটে রইলাম বসে–ওহে –আমায় কি পার করবে না হে?

আমি অধম বলে–যারা পাছে এল আগে গেল আমি রইলাম পড়ে!

হরি দিনতো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে!

আমি মনে মনে ভাবি, ঘরে শুয়ে শুয়ে এতো আক্ষেপ করার কী দরকার। এইটুকু তো পথ। হাঁটতে হাঁটতে ঘাটে গেলেই তো হরি পার করে দেয়। হরি আমাদের ঘাটের পাটনী। আমরা ডাকতাম হরি কাকা। গায়ের রঙ শ্যামলা। দেহের তুলনায় হাত দুটো বেশ মোটাসোটা। যখন লগি ঠেলে তখন পিঠের পেশিগুলো আলাদা করে দেখা যায়। একদিন খেয়া পারের সময় বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ও কি কাঙাল? তখন আমি কাঙাল শব্দের মানেটা জানতাম। বাবা বললেন, ও কাঙাল হতে যাবে কেন? ও তো বতরের সময় সবার বাড়ী থেকে ধান পায়। তাই দিয়েই ওর সংসার চলে যায়।

তবে যে আপনি বলেন কাঙাল হরির কেত্তন!

বাবা হেসে বললেন, সে তো কাঙাল হরিনাথ। যিনি ওই গানটা বেঁধেছেন। তার বাড়ি কুমারখালী।

সেই প্রথম কাঙাল হরিনাথের নাম শুনেছিলাম। আমাদের চুনিয়াপাড়ার গড়াই পার হলে ওপারে শিমুলিয়া। বাবার হাত ধরে শিমুলিয়ার রাস্তায় হাঁটতে থাকি। রাস্তা মানে ধুলো ওড়া মাটির ডহর। তার দুধারে সবুজ গাছপালার ফাঁকে ছোট ছোট বাড়ি। আর কিছু ভাঙাচোরা ভুতুড়ে দালান। সেগুলো পেরিয়ে গেলেই মাঠ। বাবা রাস্তা থেকে দুটো জমি পেরিয়ে একটা ঝোঁপের সামনে এসে দাঁড়ান। তখন মীরপুরের কয়েকজন সর্দার ঝোপের ভেতরে ছাপছুতোরের কাজ করছিল। ওইদিন রাতে ওখানে ওদের কালি পূজা। বাবা বললেন, আগে এই শিমুলিয়ায় কত বড় বড় লোক ছিল। দেশভাগ হয়ে সবাই চলে গেল। এখন তো পূজা করার একটা মানুষও এ গ্রামে নেই। তোমরা এতো দূর থেকে এসে বছরে একবার পূজাটা কর তাই আসনটা টিকে আছে। দেখ কতদিন ধরে রাখতে পার।

আমি বললাম- বাবা, বড় বড় লোক মানে কী? বিখ্যাত লোক?

হ্যাঁ, অনেক বিখ্যাত লোকও ছিল। অক্ষয় কুমার মৈত্র নামে একজন খুব বড় ইতিহাসবিদ জন্মেছিলেন এই গ্রামে। তাঁর মামাদের বাড়ি ছিল এখানে। তিনিই তো সিরাজদৌলার সঠিক ইতিহাসটা লিখেছিলেন। তাঁর আগে যারা লিখেছিল সেগুলো সব ইংরেজদের খুশি করার জন্য।

আপনার ছোটবেলায় নাকি এই এলাকায় কোন স্কুলই ছিল না। তাহলে তিনিও কি আপনার সাথে ঈশ্বরদীর সাঁড়া মাড়োয়ারী স্কুলে পড়তেন?

না, তিনি তো আমার থেকে আরও একশ' বছর আগের মানুষ। তিনি লেখাপড়া শুরু করেছিলেন কুমারখালী। কাঙাল হরিনাথের পাঠশালায়। তখন তার বাবা থাকতেন কুমারখালী। তিনি ছিলেন মস্ত উকিল। পরে তিনি যখন ওকালতি করতে রাজশাহী চলে যান তখন অক্ষয় মৈত্রও বাবার সাথে রাজশাহী গিয়ে পড়াশোনা করেন।

এই কাঙাল হরিনাথ গান বাঁধতো আবার মাষ্টারিও করত?

উনি তো খুব গুণী মানুষ ছিলেন। ওনার গানের দল ছিল, স্কুল চালাতেন এবং কুমারখালী থেকে সেই সময় ছাপা পত্রিকা বের করতেন। তার পত্রিকার নাম ছিল "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা"। সেই পত্রিকায় তিনি গ্রামের মানুষদের কথা লিখতেন। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে লিখতেন। জমিদারদের অত্যাচারের কথা লিখতেন।

জমিদার মানে কি কুঠিবাড়ির রবীন্দ্রনাথ?

না, তিনি যখন পত্রিকা বের করেন তখন রবীন্দ্রনাথ মাত্র দুই বছরের শিশু। রবীন্দ্রনাথের বাবা তখন জমিদার। এইসব লেখালেখির জন্য হরিনাথকে অনেক হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। জমিদাররা তাকে মারতে লাঠিয়াল পাঠিয়েছে। লালন ফকির তাঁর লোকজন নিয়ে তাকে সেসব বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে।

আর মীর মশাররফ হোসেন?

মীর মশাররফ গ্রামবার্ত্তার সাংবাদিক ছিল। তাঁর লেখা ছাপা হতো গ্রামবার্ত্তা পত্রিকায়।

তখন কি কুমারখালীতে ছাপাখানা ছিল?

না, শুরুতে ছাপাখানা ছিল না। কলকাতা থেকে ছেপে আনতো। পরে এই অক্ষয় কুমার মৈত্র'র বাবা মথুরানাথ মৈত্র কুমারখালীতে একটা ছাপাখানা বসান। তিনি রাজশাহী যাওয়ার সময় ছাপাখানাটা কাঙাল হরিনাথকে দান করে যান। সেই সময়ে এই মফস্বল থেকে একটা ছাপা পত্রিকা বের হতো। ভাবলে এখনও অবাক হতে হয়। যে কারণে তিনি গ্রামীণ সাংবাদিকতার জনক।

দুই,

জে এফ কে এয়ারপোর্টে নেমে ট্যাক্সিতে আসছি। চোখে তখন অনেক রঙিন স্বপ্ন। ছোট ছোট বাড়িগুলো দেখে কিছুটা হতাশ হলাম। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একটা লেখায় পড়েছিলাম, "গ্রামে যেমন শহর থাকে, শহরেও গ্রাম থাকে।" সেটা আরো ভালোভাবে বুঝলাম পরদিন একটা বাঙলা পত্রিকা হাতে নিয়ে। মনে হল কোন মফস্বলের পত্রিকা পড়ছি। অসংখ্য বানান ভুল। পড়ার মতো

বাবা রাস্তা থেকে দুটো জমি পেরিয়ে একটা ঝোঁপের সামনে এসে দাঁড়ান। তখন মীরপুরের কয়েকজন সর্দার ঝোপের ভেতরে ছাপছুতোরের কাজ করছিল। ওইদিন রাতে ওখানে ওদের কালি পূজা। বাবা বললেন, আগে এই শিমুলিয়ায় কত বড় বড় লোক ছিল। দেশভাগ হয়ে সবাই চলে গেল। এখন তো পূজা করার একটা মানুষও এ গ্রামে নেই।

ভালো মানের কোন লেখা নেই। সেদিন আমার কাঙাল হরিনাথের কথা খুব মনে হয়েছিল। তখন কলকাতা থেকে পত্রিকা ছাপিয়ে আনতে হতো। পরে জেনেছি, নিউইয়র্কের বাংলা পত্রিকার অনেক কাজ এখনও ঢাকা থেকে করে আনতে হয়। হয়তো ইন্টারনেটের যুগে পথ পাড়ি দিতে হয় না। তবু পত্রিকার মান বিবেচনা করলে ঢাকা রাজধানী, নিউইয়র্ক একটি মফস্বল। কত রকমের অপ্রতুলতা নিয়ে এখানে কাজ করতে হয়। বছর পাঁচেক আগে যখন প্রথম আলো নিউইয়র্কে যাত্রা শুরু করে তখন অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। অনেক আঁধারও হয়তো কেটেও গেছে। তবু পরবাসে বাঙালির প্রতিষ্ঠা পেতে আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। 'প্রথম আলো' সেই পথ চলার সাথী হয়ে থাকবে। প্রথম আলোর জন্য অনেক অনেক শুভকামনা।

বায়বীয় এক জগতে বুঁদ হওয়ার সময়

জাহিদা আলম

প্রযুক্তিময় বিশ্বে ফেসবুক এখন প্রভাবশালী সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করা এসব সামাজিক মাধ্যমকে আর এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। হাতের মুঠোয় এখন আমাদের সামাজিক জীবন। বন্ধুর সাথে, পরিবারের সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে ফেসবুক। শুধু বিনোদন নয়, এর অনেক সামাজিক কার্যকারিতা, বাণিজ্যিক কার্যকারিতা এখন সবার জানা।

কোনও পোষ্ট কিংবা কমেন্টে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গেলে, সাধারণত ডিজিটাল ইমোজির ব্যবহার আমরা সবাই করে থাকি। এসব ইমোজি আগেভাগেই মজুত করা থাকে সোশ্যাল মিডিয়ার সাইটগুলোতে। দুঃখ, হাসি, কান্না, রাগ নিজেদের নানা ধরনের অভিব্যক্তি। বাক্য ব্যয় না করে ইমোজির মাধ্যমে একে অপরকে বুঝিয়ে দেয়া যায় নিজের অভিব্যক্তিটা।

ফেসবুকের ইমোজি ব্যবহার নিয়ে নানা কাণ্ডই ঘটে থাকে। ইমোজির সঠিক ব্যবহার নিয়ে বিপত্তিও ঘটে প্রায়ই। কখনো সচেতনভাবে, কখনো সম্পূর্ণ অসেচতনভাবে ইমোজির ব্যবহারে নানা ঝামেলার কথা জানি। খোদ বাংলাদেশে হা-হা ইমোজি'র বিরুদ্ধে ফতোয়া জারির বিষয়টা আমাদের জানা।

দেশের এক মাওলানা সম্প্রতি বলেছেন, 'আজকাল আমরা মানুষের সঙ্গে মজা করার জন্য ফেসবুকের হা হা ইমোজি ব্যবহার করি।' আমরা যদি হাসতে হাসতে হা হা পোষ্ট করি ও যার উদ্দেশ্যে এই পোষ্ট করা হয়েছে, তিনিও সেটিকে মজা হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আপনার প্রতিক্রিয়া যদি মানুষকে উপহাস করার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়, তাহলে ইসলামে তা সম্পূর্ণ হারাম।'

তো হারাম, হালাল নিয়ে বিতর্কে না গেলেও ইমোজির ব্যবহারে যে বিপত্তি ডেকে আনে মাঝেমধ্যেই, তা বলাই বাহুল্য। একজন খুব বিখ্যাত মানুষ মারা গেছেন। তাঁর এক প্রিয় অনুরাগী বিখ্যাত ব্যক্তিটির মৃত্যু সংবাদের নীচে ভালোবাসার ইমোজি দিলেন। মারা যাওয়া ব্যক্তিটির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জন্যই তিনি দিয়েছিলেন। অপর একজন অনুরাগী এর ব্যাখ্যা করলেন, মৃত্যু সংবাদকে ভালোবাসা জানিয়েছেন বলে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে শুরু হলো সামাজিক সংঘাত।

এমন ঘটনা আমরা প্রায়ই দেখি। একজনকে উদ্দেশ্য না করে ফুল পাখিকে উদ্দেশ্য করে কেউ কিছু লিখছেন। এ লিখাকে নিজের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন একজন। বন্ধুত্বের প্রসারের জন্য ফেসবুক পরে বন্ধুত্বের অবসানের দলিল হয়ে দেখা দেয়। এমন ঘটনার মোকাবেলা আমরা করছি সব সময়।

মানুষের ভাব প্রকাশের জন্য, অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য ইমোজি ব্যবহার কিন্তু নতুন নয়। ভাষায় প্রকাশের জন্য বর্ণমালারও আগে ইমোজির ব্যবহার হয়ে আসছে। লেখালেখির শুরুতে হাতে আঁকা ইমোজির ব্যবহার হয়েছে। লেখায় অভিব্যক্তি যেমন স্পষ্ট থাকে ইমোজিতে অনেক সময় ব্যখ্যার কারণে, ব্যবহারের কারণে ভুল অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটতে পারে।

প্রতিদিনের কার্যকলাপ ফেসবুকে জানান দেয়া এখন এক সামাজিক অভ্যাস। কে কতটা আনন্দের সঙ্গে জীবন কাটায় তার যেন প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষ যে নিজে আনন্দিত থাকতে চায়, নিজেকে সুখী দেখতে চায় তার প্রকাশই বেশি ঘটে ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে। অন্যের সুখ দেখলে দুঃখ পাওয়ার লোকজনেরও অভাব নেই সমাজে। সমস্যা হলো, পরশ্রীকাতরতা দেখানোর উপযুক্ত জায়গা ফেসবুক বাঁ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারে না।

ফেসবুকে বিভিন্ন জনের কথা পড়লে, ছবি দেখলে মনে হয় না সমাজে কোন খারাপ মানুষ আছে। কারও মধ্যে দুঃখ-হতাশা যন্ত্রণা আছে। ফেসবুকে সবাই মহৎ সবাই সুন্দর। সবাই সুখী। সবাই জ্ঞানী। সবাই উপদেশদাতা। এ নিয়ে বিব্রত হওয়ার কোন কারণ নেই। সামাজিকভাবে মানুষ সর্বোচ্চ অবস্থায় নিজেকে উপস্থাপন করতে চায়।

বাস্তবে মানুষ এত সুন্দর বা মহৎ হয়ত নয়। অনেকের ব্যক্তিগত জীবনযাপন আর ফেসবুকের জীবনযাপনের মধ্যে ফারাক আকাশ-পাতাল। অনেকের ফেসবুকে দেখানো ভালো মানুষের চেহারাটা খসে পড়ে বাস্তব জীবনে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের কক্সবাজারে এক নারী পর্যটক ধর্ষণের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি আশিকুল ইসলাম নামের এক যুবককে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। সে কক্সবাজার পৌরসভার বাহারছড়া এলাকার একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে ছিনতাই, নারী নির্যাতনসহ নানা অভিযোগে ১৬টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ছিনতাই মামলায় সে জেল খেটে বের হয়েছে ৮ ডিসেম্বর। এই ১৬ মামলার আসামির ফেসবুকজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন রকমের ভালো ভালো কথা ও উপদেশ। ফেসবুক যে মানুষের প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরে না,তার সেরা উদাহরণ যেন এই আশিকুল।

পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে দেখা গেছে, ফেসবুকে নিজের একটি ছবি দিয়ে আশিকুল লিখেছে, 'জীবনটাকে সুন্দর করতে হলে, দুষ্টু লোকের ছায়া থেকেও দূরে থাকতে হবে। না হলে...(এর পর সে চারটি ইমোজি ব্যবহার করেছে)

তাঁর আর কিছু ফেসবুকে স্ট্যাটাসে লেখা আছে,'বিদেশে যাইতে লাগে বিমান, আর জান্নাতে যাইতে লাগে পারফেক্ট ইমান।' 'সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নিজেকে চেনা এবং সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া।'

প্রোফাইল দেখে কিংবা পোষ্ট পড়ে কাউকে এখন চেনা যায় না। প্রোফাইলে কেউ খারাপ কিছু ব্যবহার করে না।

অনেক অসৎ মানুষকে আমরা জানি, যারা ভালো ভালো কথা বলায় ওস্তাদ। তাদের কথা শুনলে মনে হয় আমার সব মনের কথাগুলোই তিনি বলেছেন। পার্থক্য একটাই। তার লেখার সঙ্গে নিজের কোনো দিক থেকেই মিল নেই। বিভিন্ন কমেন্টে তাকে দিনে দিনে মহান বানিয়ে দেয়ার ঘটনাও দেখা যায়। আশপাশের মানুষ হয়তো ফেসবুকের এমন মহান মানুষের প্রতিচ্ছবি দেখে বিভ্রান্ত হয়, মুচকি হাসি দেয়।

ফেসবুকসহ সামাজিক মাধ্যমে সবাই বলছে, আমি ভালো। বলছে আমি সৎ, আমি মহৎ। ভালো আছি, আমি সুখে আছি। আমাকে দেখো, আমাকে লাইক দাও, আমাকে অনুসরণ করো—এমনি 'আমি' আর 'আমাকে' দিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের প্রযুক্তিময় সামাজিক জগত। মহনীয়, রঙিন আর আকর্ষণীয় এ জগত। এই জগতে বুঁদ হওয়ার সময় এখন।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে

রতন শরীফ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়টাতে আমি আখাউড়া রেলওয়ে সকুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। আম্মা তখন আখাউড়ায় কাষ্টমস ইন্সপেক্টর। ৬৯-র গণআন্দোলন আর ৭০-র নির্বাচনের পর ৭১-র মার্চে এসে দেশব্যাপী মুক্তি আন্দোলনের জোয়ারে জনগণের মাঝে টান টান উত্তেজনা। সেই উত্তেজনার ঢেউ আখাউড়াতেও এসে লাগে। প্রতিদিন মিটিং-মিছিল আর স্লোগানে মুখরিত চারিদিক। আমরা দল বেঁধে মিছিলে সামিল হয়ে স্লোগান দিতাম আর মিটিংয়ে গিয়ে গরম গরম বক্তৃতা শুনতাম। ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানি সেনারা-আমরা বলতাম পাঞ্জাবী -গণহত্যায় নামে। সারা দেশের সাথে ঢাকার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। আব্বা ঢাকায় থাকতেন। উনার সাথে আমাদের যোগাযোগ নেই - বেঁচে আছেন কিনা জানিনা। সারাদেশে শুরু হলো প্রতিরোধ যুদ্ধ। "যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা"-র শুরু। আখাউড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিমে নদীর ওপাড়ে ইপিআর ক্যাম্প। জওয়ানদের মাঝে অনেক পাঞ্জাবী ছিলো। একদিন শোনা গেলো এলাকার ছাত্র-জনতা মিলে ক্যাম্প আক্রমণ করবে পাঞ্জাবীদের তাড়িয়ে সমস্ত অস্ত্র দখল করতে। এলাকাবাসীকে আগাম জানিয়ে দেয়া হলো যেন সাধারণ মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে। আমরা ছোটরা তো ভয়ে অস্থির। যুদ্ধ দেখা দূরের কথা- কখনও গোলাগুলির আওয়াজই শুনিনি।

আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয় বস্তু হয়ে গেলো আসন্ন আক্রমণ । সারাক্ষণ বড়দের আশপাশে ঘুরঘুর করি আর বিভিন্ন কথা গলধঃকরণ করে নিজেদের কল্পনার জগতে ব্যস্ত থাকি- গুলি চলাকালীন মাটিতে শুয়ে থাকতে হবে, বুলেট মাটির এক ফুট উপর দিয়ে যায়, কেউ বলে তিন ফুট উপর দিয়ে ইত্যাদি ধরনের প্রভৃতি চিন্তাভাবনা। আমরা তখন কান্দু নানার বাড়ীতে ভাড়া থাকি। আমাদের বাড়ীটি পাকা দেয়ালের দালান ছিলো বলে নিরাপত্তার দিক দিয়ে আমরা অনেকটা স্বস্তিতে ছিলাম। নির্দিষ্ট দিনটি এলো। সকাল থেকেই আখাউড়াতে একটা চাপা অস্থিরতা -না জানি কি হয়! দুপুরের পর থেকেই রাস্তা-ঘাট সব ফাঁকা। আমার খালাতো ভাই, আবরার ভাই, ময়মনসিংহ থেকে আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছেন। দুপুরের দিকে বাসার পিছনের বাঁশঝাড় থেকে কয়েক হাত লম্বা একটা বাঁশ কেটে রওনা দিলেন ছাত্র-জনতার সাথে আক্রমণে যোগ দিতে। মুক্তির উত্তেজনায় এক টগবগে তরুণ—আম্মার নিষেধ মানলেন না। পরদিন উনাদের গ্রামের বাড়ী বিষ্ণুপুর চলে গেলেন। সেখান থেকে বর্ডার ক্রস করে ভারতের আগরতলায় গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে জয়েন করেন। আমার ক্লাসমেট ও বন্ধু মতি যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে। ও আমাদের মাঝে একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা। দেশ স্বাধীনের পর যুদ্ধজয়ী হিসেবে ওর নামের আগে গাজী শব্দটা লাগিয়ে নেয়। মজার ব্যাপার হলো বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী আমাদের আরেক ক্লাসমেট যুদ্ধ না করেও "মুক্তিযোদ্ধা ভাতা" নিচ্ছে। অথচ আবরার ভাই আসল মুক্তিযোদ্ধা হয়েও কোনো ভাতা বা সরকারী সুবিধা পাননি। অবশ্য বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টায় ও বাংলাদেশ দূতাবাসের সৌজন্যে সুইডেনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ওনার দাফন হয়েছিলো। আমরা একটু পর পর গেটের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে বাইরের পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করি -জনশূন্য ফাঁকা রাস্তা। হঠাৎ দেখি কয়েকটি ছেলে একজন লোককে মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাথা থেকে রক্ত ঝডরছে —চিৎকার করে কাঁদছে। লোকটিকে চিনতাম। রেলওয়ের কর্মচারী কলোনীতে থাকতো। নীরিহ বেচারা মার খাচ্ছে বিহারী ছিলো বলে। অসহায় লোকটার জন্য খুব খারাপ লাগলো। রাস্তাঘাট ফাঁকা ছিলো বলে লোকটাকে রক্ষা করার জন্য কেউ ছিলো না। কিছুক্ষণ পর দেখি আমার মেঝ মামা কাঁধে এক টিন কেরোসিন নিয়ে ভয়ে কাতর হয়ে গেটের সামনে ছোটাছুটি করছেন। কেরোসিন উপচে পড়ে আর ঘামে গলদগর্ম হয়ে উনার সমস্ত পাঞ্জাবী ভিজে আছে। আম্মার সাথে মনোমালিন্য থাকায় সংকোচে ভিতরে আসছেন না আবার কেরোসিনের টিন কাঁধে নিয়ে খড়মপুর পর্যন্ত যাওয়াও কঠিন ব্যাপার।

আম্মাকে বলতেই সাথে সাথে মেঝ মামাকে ভিতরে নিয়ে আসেন। দুজনে আসন্ন পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও করণীয় নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। কেরোসিনের টিন রেখে উনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। আম্মা খাটের নীচে মেঝেতে আমাদের জন্য বিছানা পেতে দিলেন। বিকাল চারটার মধ্যে সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার কথা। পৌনে চারটার ভেতর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে খাটের নীচে আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম। টেনশনে সবাইর হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে। চারিদিকে সুনশান নিরবতা। একটা কাকপক্ষীর আওয়াজ পর্যন্ত নাই। চারটার

কিছু পর ইপিআর ক্যাম্পের দিক থেকে প্রথম গোলা-গুলির আওয়াজ শোনা গেলো। আমরা সবাই খাটের নীচে লম্বা হয়ে সটান শুয়ে আছি। কারো কোন সাঁড়া-শব্দ নাই -একেবারে জীবন্ত লাশ। আম্মাকে কিছুটা নার্ভাস দেখাচ্ছে। আব্বার সাথেও যোগাযোগ করতে পারছেন না। আমরা পাঁচ ভাই-বোন, খালাতো বোন নাজলী আপা ও কাজের মেয়ে রমুজা মিলে সাত-আট জনের একটি পরিবারের দায়িত্ব আম্মার উপর। সবাই মরার মতো পড়ে আছি। একটু পর পর গুলির আওয়াজ, আবার নিরবতা, আবার কিছুক্ষণ গোলাগুলি - এভাবে চলতে থাকলো। আমরা খাটের নীচে মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে ঘুম ভাংগলো রাস্তায় মানুষের কোলাহলে। বাইরে বের হলাম। মানুষ ছুটছে ইপিআর ক্যাম্পের দিকে। আমিও সাথে ভীড়ে গেলাম। ফাঁকা ক্যাম্প ছাত্র-জনতার দখলে। ইপিআর-র বাংগালি সদস্যদের সাথে আগে থেকেই জনতার যোগাযোগ ছিলো। পশ্চিমারা ক্যাম্পের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে বের হয়ে কুমিল্লা-সিলেট রোড ধরে পালিয়ে কুমিল্লা চলে যায়। কোনো হতাহত হয়নি। ক্যাম্পের পাশের বাড়ীর গোয়ালে একটা গরু চুপচাপ দাঁড়িয়ে -গরুটার গায়ের চার-পাঁচ জায়গায় ফুটো থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে -চোখ দুটোতে হাল্কা অশ্রুর ধারা। দৃশ্যটা দেখে সবাইর চোখ ভিজে যাচ্ছে। একটা অবোধ পশুর জন্য মানুষকে কাঁদতে দেখলাম। আর আজকাল মানুষের জন্য মানুষ কাঁদবে দুরের কথা – সামান্য সহানুভূতিটুকু পর্যন্ত নেই। পাঞ্জাবীরা আস্তে আস্তে সারা দেশ তাদের কব্জায় নিতে লাগলো। প্রতিরোধ যুদ্ধও চললো। লাঠি-সোটা আর থ্রী-নট-থ্রী রাইফেল দিয়ে কতটুকু প্রতিরোধ সম্ভব!

আস্তে আস্তে পুলিশ, আনসার, ইপিআর, সেনাবাহিনীর ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালি সেনারা ছাত্র-জনতার সাথে যোগ দিতে শুরু করলো। দিন সাতেক পর বহু কষ্ট করে অনেক বিপদ মোকাবেলা করে আব্বা আখাউড়ায় পৌঁছলেন। এদিকে পাঞ্জাবীরা কুমিল্লা থেকে আখাউড়ার দিকে রওনা হয়েছে। উজানীসার ব্রিজের গোড়ায় প্রতিরোধ হবে। আব্বা-আম্মা আসন্ন বিপদ নিয়ে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নিলেন - আমরা আখাউড়া বর্ডারে কাষ্টমস কলোনীতে উঠবো। পাঞ্জাবীরা ওদিকটায় এলে আমরা বর্ডার ক্রস করে আগরতলায় চলে যাবো। মুক্তিবাহিনী উজানীসার ব্রীজের একাংশ উড়িয়ে দেয় পাঞ্জাবীদের চলায় বাধা দিতে। আখাউড়ার বাসায় তালা দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস সাথে নিয়ে আমরা বর্ডারে চলে যাই - গেইটের কাছের প্রথম বাসাটায় উঠি। কোন রকমে প্রথম রাত কাটে। পরদিন আব্বা স্থানীয় এক লোককে সাথে নিয়ে বর্ডার ক্রস করে আগরতলায় যান নিরাপদ একটা আশ্রয়ের খোঁজে। সুখবর নিয়ে ফিরলেন। ওপাড়ে সীমান্তের কাছাকাছি স্থানীয় বাজারে আব্বার সাথে দেখা হয় উনার এক প্রাক্তন ছাত্র শন্করের সাথে। বিএ পরীক্ষার পর আব্বা কিছুদিন দেবগ্রাম স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। শন্করদা তখন আব্বার ছাত্র ছিলেন। বেশ অনেক বছর আগে শন্করদার পরিবার ভারতে মাইগ্রেট করে। বাজারে উনাদের একটা মুদি দোকান ছিলো। উনার বাবাও আব্বাকে চিনতে পারলেন। শন্করদা আব্বাকে সাহস দিলেন - প্রয়োজনে আগরতলায় চলে যেতে বললেন। আব্বার দুশ্চিন্তা অনেকটা কমলো। আমাদের অবস্থা শরণার্থীদের মতো। মেঝেতে চাদর পেতে বালিশ ছাড়া ঘুমাই।

খাওয়া-দাওয়াও শর্টকাট - গরুর মাংসের খিচুরি। আম্মা বেশী করে রান্না করে টিফিন ক্যারিয়ারে রাখেন যদি হঠাৎ করে মুভ করতে হয় তাহলে অন্তত একবেলার খাওয়াটা রেডি থাকবে। সন্ধ্যায় সবাই বারান্দায় বসে বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠান শুনছি। এদিকে উজানীসারের প্রতিরোধ সফল হয়নি। মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে আখাউড়ার দিকে আসছে। আমাদের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে ক্লান্ত যোদ্ধারা আগরতলায় ঢুকছে - ভারতের বিএসএফ সবাইকে আন্তরিকতার সাথে ওয়েলকাম করছে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের পিপাসার্ত পাঁচ-ছয় জন সৈনিক আমাদের কাছে খাওয়ার পানি চাইলেন। পানি খেতে খেতে বারান্দার সামনের ঘাঁসে বসে পড়লেন। কথায় কথায় জানালেন – উজানীসার থেকে ফিরছেন। গত তিনদিন যাবত পানি ছাড়া পেটে আর কিছু পড়েনি। আম্মা টিফিন ক্যারিয়ারে রাখা খিচুড়ি খেতে দিলেন। সামান্য খিচুরি এতো তৃপ্তির সাথে খেলেন যে সেই দৃশ্য দেখে খুশীতে আম্মার চোখে পানি চলে এলো। সৈনিকরা অসংখ্য বার ধন্যবাদ জানিয়ে আগরতলায় চলে গেলো। পরদিন বিকেলে খবর এলো পাঞ্জাবীরা বর্ডারের দিকে আসছে। সেই রাতেই আমরা নয়জন মানুষ আগরতলায় রওয়ানা দিলাম। সীমান্তের যে রাস্তাটা দিয়ে আব্বা দুদিন আগে আগরতলায় ঢুকেছিলেন, রাতের অন্ধকারে তা ঠাওর করতে পারলেন না। ঘুটঘুটে অন্ধকারে বিএসএফ ক্যাম্পের পিছন দিয়ে ধানের জমির আইল ধরে আব্বা আমাদের নিয়ে চললেন। হাঁটু সমান পানিতে হাটতে গিয়ে নরম মাটিতে বার বার পা পিছলে যাচ্ছে। নিমিষ কালো অন্ধকারে অন্ধের মতো আব্বার পিছু পিছু হাঁটছি। মাথার উপর দিয়ে একটু পর পর বিএসএফের সার্চ লাইটের আলো ঘুরে যাচ্ছে। আব্বার কোলে শিলা আর রমুজার কোলে রেজা। পথ যেন আর ফুরায় না। "মরার উপড় খাবার ঘা"-র মতো আচানক সবাই হুমড়ি খেয়ে কোমর সমান পানিতে পড়ে গেলাম। দূরে আগরতলার ষ্ট্রিট লাইট দেখা যাচ্ছে । সামনে পানির গভীরতা জানা নেই- পিছনেও ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। তার উপড় পানিতে পাহাড়ি জোঁকে কিলবিল করছে। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ানোর উপায় নেই। আমরা সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অন্ধকারে নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম .....।

নিহিত শক্তি বোঝার অক্ষমতাই দুর্বলতা, সে অর্থে নারীরা দুর্বল

কাকন রেজা

এক সময় মেয়েরা তাদের মাকে ফলো করতো। ঘর গোছাতো, ভালো রান্না করতো। এখন বাপেদের ফলো করে। মানে ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক আর ইয়ে-টিয়ে করে আর কী। আমার যখন করার কিছু থাকে না, মুড অফ থাকে তখন কমেডি শোগুলো দেখি। বিদেশী শো'র মধ্যে ইংরেজিটা কোনো রকমে বুঝি। অন্যগুলি বুঝি না বলে দেখি না। আর হিন্দিতো পরস্ত্রী। ওটা দেখা হয়। এই যে, মেয়েদের মা-বাবাকে ফলো করার জোকটা এটাও কমেডি শো থেকে নেয়া। শুনে মনে হলো, জোকটার মধ্যে জিনিস আছে। মেয়েরা যত আধুনিক হচ্ছে ততই বাপের মতন হচ্ছে। ড্যাশিং বলতে পারেন। সাথে এও বলতে পারেন, আধুনিকতা বিষয়টা পুরুষের মতন ড্যাশিং, আর নারীরা, থাক বললাম না, কিছু কথা মুখে বলতে নেই। তবে সাম্প্রতিক নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে পাওয়া একটি জোকের কথা বলি। 'স্বামীর দেয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার মোবাইলে পাঁচশ টাকার ওড়নার ভিডিও করে ফেসবুক পেজে আপলোড করা, আর স্বামীর কেনা পঞ্চাশ লাখ টাকা দামের গাড়িতে হাঁকিয়ে মেলায় যোগ দেয়ার নাম হচ্ছে হালের নারী উদ্যোক্তা।' আগেই বলছি এটা জাস্ট জোক, উত্তেজিত হবার কিছু নেই। এই যে উত্তেজিত না হতে বলাটা এটাও দুর্বলতা, আত্মসমর্পন বলতে পারেন, সাহসী পুরুষের বীরের মতন পলায়ন। না হলে খবর আছে। না, মেয়েদের ছোট করতে নয়, এই কথাগুলো মনে হচ্ছিল আমার এক বান্ধবীর সাথে কিছুটা বাহাসের পর। তার ধারণা মেয়েরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ইভটিজিংসহ নানা অপ্রীতিকর বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে অথচ পুরুষদের হতে হচ্ছে না। সত্যি, মেয়েরা বাইরে বেরুলে এ ধরণের নানা অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু পুরুষরা কী হয় না? আপনি সুন্দর করে চুলটা কেটেছেন, ড্রেসআপটাও দারুণ। রাস্তায় বেরিয়েছেন, মোড়ের তিনটা ছেলে দেখেই বললো, 'ওহ হালায় শাহরুখ খান সাজছে, যেই না আমার খমা'। আপনি পুরুষ বলেই পাত্তা দিলেন না। এই ঘটনা মেয়েদের সাথে ঘটলে, আর কিছু না হলেও দুজন অন্তত শুভাকাঙ্ক্ষী এসে পাশে দাঁড়াতো। ছেলেদের পাশে কিন্তু কেউ দাঁড়ায় না। উল্টো আরো বলে, 'হালার সাহস নাই'। অথচ সাহস নয় আপনি হয়তো অযথা উটকো ব্যাপারে জড়াতে চাইছেন না।

নিজেকে দিয়েই বলি, আমার ছোট থেকেই চুল লম্বা। অর্ধশতক পেরুনোর পরও তাই। এই চুল নিয়ে কতবার টিজের সম্মুক্ষীন হতে হয়েছে আমার। এখনো হয়। কদিন আগেই পিছন থেকে কানে এলো, 'হালায় বাউল সাজছে'। আমি নিজের গাড়ি নিজে ড্রাইভ করি, ড্রাইভার রাখার ক্ষমতা নেই বলে। কিছুদিন আগে আমার জেলা শহরে রিকশায় চড়ে বাসায় ফিরছি। রিকশা থেকে নামতেই পেছন থেকে শুনলাম, 'ডিমোশন হইছে'। বুঝলাম গাড়ি থাকা সত্ত্বেও রিকশায় ওঠার কারণে এমনটা বলা। না, এটা বথাটে বলেনি, বলেছে, আমারই এক পরিচিতজন। বিপরীতে আমি কিছু বলিনি, কারণ আমি তাকে চিনি, তার ঠিকুজিটাও জানি। জানি, তার কাছ থেকে এরচেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না। সুতরাং মাওলানা রুমির কথা, উপেক্ষার চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই। মেয়েদের কথায় আসি। অসুর নিধনে দেবতারা নারীরূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন। মেয়েরা আসলে নিজেদের শক্তিটা এখন পর্যন্ত বুঝতেই পারেনি। আমার বান্ধবীকে বলেছিলাম পাওলো ফ্রেইরির কথা। তার দাস মানসিকতার তত্ত্বটা তাকে বোঝাতে চাইছিলাম। একজন মানুষের ভেতর গড়ে ওঠা দাসত্ব থেকে মুক্তি না পেলে কোনো মানুষের সত্যিকার মুক্তি ঘটে না। একজন নারীর জন্ম থেকেই সামাজিক নানা বাধা নিষেধের মধ্যে বড় হতে হতে নিজের ভেতরে এক ধরনের সেলফসেন্সরশিপ গড়ে ওঠে। ফলে তারা মন থেকেই দাস তথা দুর্বল থেকে যায়। এখানে পুরুষতান্তিকতার কথা বলবেন কেউ কেউ। অথচ একটা অর্থে পুরুষ শব্দটির কোনো লিঙ্গ নেই। পুর মানে শক্তি যার ভেতর পুর আছে সেই শক্তিধর, পুরুষ। এখানে প্রশ্নটা সবল ও দুর্বলের। আমরা বস্তির ছেলেটাকে আমাদের সোফায় বসতে দিই না, মাটিতে বসতে দিই। অথচ সে কিন্তু ছেলে, তার শ্রেণিটা দুর্বল। দুর্বল বলেই আমরা তাকে সোফায় বসার যোগ্য মনে করি না। মাদরাসায় পড়ে যে ছেলেরা তাদের দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াগণ ফাজলামো করে। করে কারণ, মাদরাসার ছেলেরা বেশিরভাগই বস্তির ছেলেটির মতন দুর্বল শ্রেণী থেকে আসা। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ক্ষমতা নেই। কারও বাবা-মা নেই, এতিম। মাদরাসাই তাদের আশ্রয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো এতিমখানা নেই। সুতরাং এতিমদের তথা দুর্বলদের স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। মোদ্দাকথা, শ্রেণী মূলত দুই রকম। সবল আর দুর্বল। মেয়েরা নিজেদের দুর্বল ভাবে বলেই তারা দুর্বল। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিকতার উল্লেখ করে যারা পার পেতে চান, তারা মূলত দুর্বল সেজে কোটার সুযোগটা নিতে চান। প্রকৃত পক্ষে পুরুষরা দুর্বল বলেই পুরুষতান্ত্রিকতার সৃষ্টি। উদাহরণটা ফ্যাসিজমের সাথে জুড়ে দিই। ফ্যাসিজম কী? সোজাকথায় দুর্বল শাসকদের টিকে থাকার ইজম বা তন্ত্র। জনগণের সমর্থন যাদের নেই তাদের টিকে থাকতে নানা নিয়মকানুন সৃষ্টি করতে হয়। কালাকানুন যাকে বলে। কথা বলতে না দেয়া তার প্রধান একটি। দুর্বল পুরুষের পুরুষতান্তিকতাও তাই। টিকে থাকতে অন্যের ওপর অর্থাৎ নিয়মকানুনের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফ্যাসিবাদ যেমন হটাতে হয়। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যেমন রুখে দাঁড়াতে হয় তেমনি নারীদের নিজেদের শক্তিটা অনুভব করে রুখে দাঁড়াতে হবে। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ায় না, তাদের লিঙ্গ যাই হোক তারা 'অবলা', বল নাই যার। সুতরাং নিজের শক্তিটা বুঝতে, অনুভব করতে হবে। আর অনুভব করার উপায় হলো নিজের মনের দাসত্ব থেকে মুক্তি। সুতরাং মেয়েরা বাপেদের ফলো করার চেয়ে নিজের আত্মশক্তিটা বোঝার চেষ্টা করলেই প্রকৃত মুক্তি সম্ভব।

ফুটনোট : কমেডি শো দেখার মানে কিন্তু আনন্দ পাওয়া নয়, আমাদের আশপাশের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো কমেডি কিনা তা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা। শেষ কথায় আরেকটা জোক। সূর্য আর বউয়ের সাথে বড় মিলটা হলো কারো দিকেই চোখ তুলে কথা বলা যায় না।

উন্নয়নের সুফল জনগণকে উপলব্ধি করতে হবে

আব্দুর রাজ্জাক

সব মানুষের ঘরে উন্নয়নের সুফল ঠিকমতো পৌঁছেনি

প্রায় এক যুগে দেশে দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে, সরকারের যাঁরা কঠোর সমালোচক তাঁরাও এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন না। এই উন্নয়ন হয়েছে দেশের অবকাঠামো নির্মাণে। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতেও উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপক।

২০০৮ সালের পূর্বাবস্থা আর বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে এর পার্থক্য। ৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যবস্থা থেকে বর্তমানে প্রায় ১৯ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। আরও বেশ কিছু বিদ্যুৎ প্রকল্পের উন্নয়নের কাজ সমাপ্তির পথে; হয়তো আগামী দুই বছরের মধ্যে জাতীয় সঞ্চালন লাইনে এই বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হবে।

সবচেয়ে গর্বের ব্যাপার, রূপপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রায় ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আগামী দুই বছরের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালিত হবে। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো, এ ক্ষেত্রে বিদ্যুতের মোট অবদান কতভাগ সেটা হিসাব না করে, এটি একটি আত্মমর্যাদার ব্যাপার হিসেবে দেখতে হবে। আমাদের মতো অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা পিছিয়ে পড়া একটি জাতি যেখানে ঘনবসতিপূর্ণ, সেখানে দেশে খনিজ সম্পদ অপ্রতুল। যদিওবা সামান্য পরিমাণে গ্যাস আছে। এ ছাড়া জ্বালানি তেল একেবারে নেই বললেই চলে। সেই অবস্থায় বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন একটি নজিরবিহীন ঘটনা। হয়তো ভবিষ্যতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আরও একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হবে। এটা শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যবস্থায় নয়, জাতি হিসেবে গর্ব করার মতো একটি ঘটনা ঘটে গেল এই এক দশকের মধ্যে।

শিল্পে প্রসার ঘটেছে, বেপজা, বেজা ও বিডা সম্প্রসারণের মাধ্যমে শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে এবং আরও প্রক্রিয়াধীন আছে। ব্যক্তি খাতেও শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটছে দিনদিন।

নগরায়ণ হচ্ছে। ঢাকা শহরে বলতে গেলে কোনো খালি জায়গা আর বাকি নেই। সব জায়গায় উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। ঢাকা শহরের চতুর্দিক দিনদিন সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আমাদের এই রাজধানী শহরে প্রায় দুই কোটি লোকের বসবাস। গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ঢাকার বাইরে থেকে এসে অফিস করার মানসিকতা থাকতে হবে, ঢাকা শহর বসবাসের প্রায় অনুপযুক্ত; অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রায় সব মানুষই শহরকেন্দ্রিক হতে চায়, জনগোষ্ঠী শহরকেন্দ্রিক হচ্ছে। পরিবেশের কোনো বালাই এখন আর আমাদের সমাজে নেই। যে যেখানে পারছে, যেখানে পরিবেশ বিনষ্ট করছে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শহরকেন্দ্রিক রাস্তাঘাট নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাইওভার, মেট্রোরেল নির্মাণকাজ অব্যাহত আছে। ভূগর্ভস্থ আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোরেল যাচাই-বাছাইয়ের সমীক্ষা চলছে।

পদ্মা সেতু প্রায় শেষ। এখন শুধু উদ্বোধনের অপেক্ষায় কয়েকটি দিন। চট্টগ্রামে নদীর তলদেশ দিয়ে যোগাযোগব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এটাও উদ্বোধনের কয়েকটি দিন বাকি। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কপথ চার লেনে উন্নীত হয়েছে। ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-মাওয়া হয়ে খুলনা পর্যন্ত চমৎকার যোগাযোগব্যবস্থা ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান হয়েছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। সবচেয়ে দৃশ্যমান হয়েছে আমাদের রিজার্ভের পরিমাণ ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাথাপিছু বার্ষিক আয় প্রায় ২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার। অর্থনীতির অন্যান্য প্যারামিটার আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় অগ্রগামী।

ওপরের এই উন্নয়নের ফিরিস্তি দেওয়ার কারণ, আমাদের দেশের সাধারণ জনগণ, এককথায় বলতে গেলে বেশির ভাগ জনগণ এর সুফল কতটুকু ভোগ করতে পারছে। প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের ক্যালরি গ্রহণের ক্ষমতা কি বেড়েছে? ঢাকাসহ বড় বড় কয়েকটি শহর বাদে, উপজেলা পর্যায়ে, ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম অঞ্চলের মানুষের বার্ষিক আয়, তাদের ক্রয়ক্ষমতা, তাদের বসবাসের স্থান, তাদের চিকিৎসাব্যবস্থা, তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা ও লেখাপড়ার মানের কী অবস্থা, সেটার ব্যাপারে এখনই তদারকি করা দরকার।

ঢাকাসহ বড় বড় শহরে টিসিবির ট্রাকের পেছনে মানুষের দীর্ঘ লাইন তাদের হতাশা-নিরাশার কথা দেখলেই বোঝা যায়, এই সব মানুষের ঘরে উন্নয়নের সুফল ঠিকমতো পৌঁছেনি। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কোনো সরকারি সাহায্য বা সরকারি সহায়তায় কম দামে খাদ্য বিতরণের ক্ষেত্রে একই রকম লাইন পড়ে যায়। গ্রামের মেম্বার-চেয়ারম্যানরা সঠিক সাহায্য বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করতে পারছেন না। মানুষের মনে ক্ষোভ বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলের স্কুল-কলেজে মানসম্মত শিক্ষাদান করা হয় না ভালো শিক্ষকের অভাবে। মেধাবী, ভালো, মানসম্মত শিক্ষকেরা এখন আর কেউই গ্রামের স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা করতে চান না, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষকের অপ্রতুলতা সব অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়।

ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা দিনদিন পুঁজি হারাচ্ছেন। তাঁদের অবস্থা খুব একটা ভালো নেই। প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকেরা মোটেও ভালো অবস্থায় নেই। তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য তাঁরা পান না। তাঁরা দিনদিন তাঁদের জমি হারাচ্ছেন। তাঁরা ছোট প্রান্তিক কৃষক থেকে দিনমজুরে পরিণত হচ্ছেন। উন্নয়ন হচ্ছে গুটিকয়েক লোকের। আমাদের দেশের ৪৩ লাখ লোক সব সম্পদের প্রায় ৯২ ভাগ ভোগ করে। এই সব জনগোষ্ঠীকে বলে রেন্ট শিকার। এই রেন্ট শিকারদের কাছে সম্পদ দিনদিন চলে যাচ্ছে।

যাঁরা বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন, অনেক কোম্পানি এই করোনার মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মচারী-কর্মকর্তা ছাঁটাই করেছে। আবার কোনো কোনো কোম্পানি বেতন কমিয়ে দিয়েছে। বেশির ভাগ বেসরকারি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা খুব ভালো অবস্থানে নেই।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত আছে। এক মাসের মধ্যেই ভোজ্যতেল নিয়ে তেলেসমাতি, পেঁয়াজের ঝাঁজ বৃদ্ধি ও কমার মধ্যে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। চিনি, ডালসহ শহরে তরকারির দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চালের দাম মানুষের নাগালের মধ্যে থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আছে। এত উন্নয়ন সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জনগণ কেমন জানি হাহাকার করছেন। তাঁরা উন্নয়নের কোনো সুফল ভোগ করতে পারছেন না।

একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, 'বিচার শুধু করলেই হবে না, এটা দৃশ্যমান হতে হবে যে বিচার হয়েছে।' সেই রকম উন্নয়ন শুধু হলেই হবে না, পরিসংখ্যানভিত্তিক, মাথাপিছু আয়, ব্যাংকের রিজার্ভ, শিল্পের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন—সবকিছুই জনগণকে তার দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালি উন্নতির সঙ্গে তুলনা করে একসঙ্গে বিশ্লেষণ করতে হবে।

উল্লিখিত উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যদি তিন বেলা না খেতে পারে, তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকে; কিসের জন্য কোনো অবকাঠামো বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে সেবা পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকে, তাহলে মানুষ উল্লিখিত উন্নয়নকে উন্নয়ন বলবে না। ধীরে ধীরে বেশির ভাগ মানুষ বলতে শুরু করবে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের উন্নয়ন হয়েছে। এই উন্নয়নকামী মানুষগুলো সাধারণ মানুষকে আরও নিঃস্ব করছে।

তাই এখন থেকেই সরকারকে চিন্তা করতে হবে, এককেন্দ্রিক কিছু লোকের উন্নয়ন না ঘটিয়ে এই উন্নয়ন যেন সার্বিকভাবে সবার মাঝে সুষমভাবে উন্নয়ন হয়; সেই লক্ষ্যে অর্থনীতির গতিধারা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

এখানে এমনভাবে উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে, শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের সেতুবন্ধ তৈরি করতে হবে, যাতে একটি সুব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণি তার ন্যায্য পাওনা পায় এবং উন্নয়নের অংশীদার হতে পারে।

যখন কোনো শ্রমিক দেখবেন তাঁর মালিক প্রতিবছর নতুন নতুন প্রজেক্ট করেন অথচ শ্রমিকেরা তাঁদের জীবন-জীবিকার মানের উন্নয়নের কোনো পরিবর্তন অনুভব করেন না, তখন এই উন্নয়ন একসময় মুখ থুবড়ে পড়বে। প্রান্তিক চাষি যদি নিঃস্ব হয়ে যান, অনাহারে-অর্ধাহারে থাকেন, তখন তিনি কৃষিকাজ বন্ধ করে দেবেন। ফলে আমাদের এই ঘনবসতিপূর্ণ দেশে খাবারের সংকট দেখা দেবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বঙ্গবন্ধু যে পথ দেখিয়েছিলেন—সম্পদের সুষম বণ্টন। দেশকে একটি সমতাভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলে সম্পদের সুষম বণ্টননীতি। সময় থাকতে সে পথেই অগ্রসর হওয়া উচিত।

দেশের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ অবস্থায় রেখে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। কিছু মানুষের অগ্রসরতা বেশির ভাগ মানুষ হিংসার চোখে, ক্ষোভের সঙ্গে গ্রহণ করলে সেই উন্নয়ন টেকসই হবে না। আমরা চাই টেকসই উন্নয়ন। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের দেখানো পথে সবাইকে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

যাঁরা বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন, অনেক কোম্পানি এই করোনার মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মচারী-কর্মকর্তা ছাঁটাই করেছে। আবার কোনো কোনো কোম্পানি বেতন কমিয়ে দিয়েছে। বেশির ভাগ বেসরকারি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা খুব ভালো অবস্থানে নেই।

শব্দের অনুভূতি বা ভাবের রঙ

আহমদ সায়েম

আমরা শব্দহীন হতে পারছি না। যন্ত্রণা, স্বপ্ন, ক্ষোভ, ভালোবাসা সবকিছুতেই আমাদের শব্দের প্রয়োজন। লিখতে গেলে 'শব্দ' লাগে, কথা বলতেও তা-ই। শব্দের ব্যঞ্জনা ছাড়া কোনো অনুভূতিই প্রকাশ পাচ্ছে না। কিছু-একটা বললেই বুঝে যাই একটা কিছু বলা হচ্ছে যা আমাদের এখন বুঝে যাওয়া উচিৎ তাই আমরা বুঝি। এই বোঝাবুঝির যোগসূত্র কিন্তু 'শব্দ'। শব্দটার এত-যে শক্তি তা কবে থেকে শুরু হলো? গদ্যটা লেখার আগে দু-একজনের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, এই 'শব্দ'টা কবে থেকে শব্দ করছে? মানে এর আমদানি কোথা থেকে, কবে থেকে? কার মাথার শব্দে এত-এত সংগ্রহ, সংকলন আর সমগ্র? কারোর কাছেই বোঝে আসার মতো আল্লার নেই, উল্টা প্রশ্ন ধরিয়ে দেয় সবাই– 'এমন আজগুবি প্রশ্ন ভায়া কই থেকে নামাইলি?'

আসলে নামানোর কিছু নেই। শব্দের 'শব্দ' যে আবিষ্কার করেছে, আসলে সে একটা ...

-কী, কি বলা যায় তারে? শব্দবাজ বলব না অন্যকিছু? অন্যকিছু তো বলতেই হবে, তা না-হলে 'কইর তেল দিয়ে কই ভাজা'-র মতো মানে দাঁড়ায়! কিন্তু সেই সামর্থ্য বা শক্তি তো পাচ্ছি না। ঘুরেফিরে শব্দের মাঝেই আটকে আছি। মানে এমন একটা মাল যারে ছাড়া ঝগড়াও করা যায় না আর ভালোবাসার জন্য তো লাগে ১০৮টা পদ্মফুল।

বাচ্চাদের শব্দগুলো যদি সংগ্রহ করা যেত বাংলা অভিধানগুলো মনে হয় বেশ সমৃদ্ধি পেত। কারণ আমরা যারা অনেক বুঝি, ভাবি, আর এই এত ভাবা আর বোঝাবুঝি দিয়ে নতুন কিছু করে দেখানো সম্ভব হয় না। আর যারা এইসবের কোনো ধারই ধারে না, একমাত্র তারাই পারতেছে নতুন কিছু করে দেখাতে। নতুন শব্দ তারাই আবিষ্কার করে। বুদ্ধিজীবী বা ইন্টেলেকচুয়াল বললে 'শিশু'দেরকেই বলতে হবে। বড় হওয়া মানে শূন্য হয়ে যাওয়া। কারণ আমরা তো কিছুই দিতে পারছি না, কোনো আউটপুট নেই আমাদের। রবীন্দ্রনাথ যে শব্দ নিয়ে নোবেল পাইলেন, বাউল আবদুল করিমও সেই একই শব্দ নিয়ে একুশে পদক আনলেন। আমরাও সেই একই তারে ঝুলছি। আমরা ভাবতে ভাবতে বলি। ভাবতে ভাবতে লিখি। ভাবতে ভাবতে গাই। ভাবতে ভাবতে চলি। তাই নতুন কোনো ভাবনাই কাজ করে না আমাদের মাথায়। যা যা আসে বা বের হয় তাতে আমাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। কোনোদিন যদি বাচ্চারা বিচারক হয়ে যায়, আমাদের সব কেরামতি প্রকাশ পেয়ে যাবে। কারণ আমরা তো নতুন কিছু দেই না। যা যা দেই –সব পুরাতন নিয়ে নতুন একটা প্রচ্ছদে বেঁধে দেই; যে এই হচ্ছে আমাদের আদি সংস্কৃতির নতুন পাঁচফোড়ন বা বাদ্যযন্ত্র। বাচ্চারা আর যা-ই করুক ভাবনাচিন্তার মাথা খেয়ে নতুন শব্দ দিতে পারে। যেমন তারা পানিকে 'মানি' বলবে, ভাতকে বলবে 'বে'। এই দুইটা শব্দের মর্ম খুঁজতে-খুঁজতে আপনার লিকার হয়ে যাবে ঠাণ্ডা। আমরা জানি ঠাণ্ডা লিকারে কখনো তৃপ্তি আসে না...

শব্দভাণ্ডার বাড়ানোর কাজে প্রায় সব বাচ্চাই রেডি, আমাদের ফোকাস লেবেলটা বাড়ালেই হয়। আমি একটা বাচ্চার কর্ম এখানে তুলে রাখছি। বয়স তিন বা সাড়ে-তিন বছর। তাদের বাসায় বাথরুম রয়েছে তিনটা, তবু সে লুকিয়ে বাসার বারান্দায় প্রস্রাব করবে। এর জন্য তারে অনেক শাসানো হয়, বোঝানো হয়, তবু সে বারান্দাতেই কাজটা সারবে। একদিন সুন্দর দিন, দুপুরের দিকে হঠাৎ বৃষ্টি চলে আসলো। বারান্দায় কিছু কাপড় শুকাইতে দেয়া হয়েছিল, সবগুলো কাপড় বেখেয়ালে ভিজে গেছে, অতএব বারান্দাও ভিজা। বাচ্চার মা এসে দেখলেন সে ওখানেই খেলতেছে, তো 'মা' জেনেবুঝেই তার কাছে জানতে চাইলেন বারান্দায় এত জল কী করে আসলো?

বাচ্চাটার সহজ উত্তর আমি না 'মা', আজকে বাতাসে 'মুতিছে'। মানে আজ সে প্রস্রাব করেনি বারান্দায়, বাতাসই প্রস্রাব করেছে। মা তো শুনে থ বনে গেলেন তার বলার নান্দনিকতায়। আরেকদিনের কথা বলি, –বাচ্চাটা মায়ের কাছে শুয়ে জানালার বাইরে একটা গাছের পাতা দেখিয়ে বলতেছে, দেখো 'মা', বাতাস নড়ল। মানে, বাতাস নড়তেছে...! আমরা সারাজীবন গাছের পাতাকে কাঁপতেই দেখেছি, শুনেছি পাতা নড়ার শব্দ। অনুভব করেছি বাতাসের গতি, তার ছায়া তার ছোঁয়া তার গন্ধ। কোনোদিন ধরতে পারিনি তার শরীর। অথচ আজ একটা বাচ্চার কাছ থেকে জেনে নিলাম বাতাস কীভাবে নড়ে, আসলেই তো বাতাসই নড়ে যা আমরা দেখতে পাই না। পাতার তো কোনো সাধ্য নেই কাঁপার। কোনোদিন চিন্তাও করতে পারিনি যে বাতাস নড়তে পারে! বাচ্চাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পাতা কাঁপে না কখনো, বাতাসই নড়ে এবং বৃষ্টিও পড়তে পারবে না বাতাসের সাহায্য ছাড়া। অতএব বাচ্চাটার সাথে আমিও একমত যে – 'বাতাসই প্রস্রাব করেছে বারান্দা'। বাচ্চারা নতুন শব্দ যুক্ত করার পাশাপাশি নতুন চিন্তার যোগান দিচ্ছে। তাই এখন স্বপ্ন দেখি বাচ্চা হবার, বাচ্চা হয়ে জন্ম দেবো নতুন চিন্তা ও শব্দের অন্য একটা রঙ। যে-রঙ দিয়ে ভাবের অনুভূতিগুলো দেখিয়ে দেয়া যায় এবং এমনকিছুর প্রকাশ ঘটাব যা দিয়ে শব্দের সকল শব্দ হারিয়ে যাবে।

পরের বিতর্ক এড়াতে আগেই সতর্ক হতে হবে

বিভুরঞ্জন সরকার

পদকপ্রাপ্তির জন্য এই বই প্রকাশ উদ্দেশ্যমূলক ছিল কি?

স্বাধীনতা পদক প্রদানের প্রক্রিয়াটি গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মনোনয়ন দেওয়ার পদ্ধতিতেই পরিবর্তন আনতে হবে। যাচাই-বাছাই কমিটিতে এমন অন্তত তিনজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি জরুরি, যাঁরা শিল্প-সাহিত্যের মান নিরূপণের যোগ্যতা রাখেন।

স্বাধীনতা পদক প্রদানের প্রক্রিয়াটি গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মনোনয়ন দেওয়ার পদ্ধতিতেই পরিবর্তন আনতে হবে। যাচাই-বাছাই কমিটিতে এমন অন্তত তিনজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি জরুরি, যাঁরা শিল্প-সাহিত্যের মান নিরূপণের যোগ্যতা রাখেন।

১৫ মার্চ সন্ধ্যায় বাংলা একাডেমির বইমেলায় একজন তরুণ সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনি কবি আমির হামজার নাম শুনেছেন?'

আমি একটু ভাবলাম। স্মৃতি হাতড়ে বললাম, 'হ্যাঁ, ইন্দোনেশিয়ায় এই নামে একজন কবি ছিলেন বলে মনে পড়ছে।'

এটুকু বলে সাংবাদিক ভাইটির কাছে আবার জানতে চাই, 'কেন বলুন তো, হঠাৎ আমির হামজার কথা জানতে চাইলেন কেন?'

তিনি মুচকি হেসে বলেন, 'তিনি এবার সাহিত্যে স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন।'

আমি একটু বিস্মিত হলাম বৈকি! আমাদের দেশে কি তাহলে বিদেশি খ্যাতিমান ব্যক্তিদেরও রাষ্ট্রীয় পদক-সম্মাননা দেওয়া শুরু হলো? হলে ভালো। গুণীদের তো আর দেশকালের গণ্ডিতে বন্দী রাখা যায় না! আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও তো এমন সম্মাননা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। বাংলাদেশের একাধিক গুণীজন 'পদ্মশ্রী' পেয়েছেন।

আমাকে একটি ভাবনা পেয়ে বসল। এই রাষ্ট্রীয় পদক দেওয়া নিয়ে কোনো 'কেলেঙ্কারি' হবে না তো? কেলেঙ্কারি শব্দটি মাথায় একেবারে অকারণে আসেনি। মনে পড়ল, স্বাধীনতাযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশি বন্ধু ও সংগঠনকে কয়েক পর্বে সম্মাননা দিতে গিয়ে সোনার ক্রেস্ট দেওয়া হয়েছিল। এই ক্রেস্টের সোনার মধ্যে খাদের পরিমাণ বেশি থাকায় সংবাদপত্রে খবরের শিরোনাম হয়েছিল 'ক্রেস্টের স্বর্ণের ১২ আনাই মিছে'। বিষয়টি নিয়ে তখন ব্যাপক হইচই হয়েছিল। কিন্তু এই অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত কারও কোনো শাস্তি হয়েছিল বলে জানা যায়নি। আমাদের দেশে নানা পর্যায়ে যেসব অনিয়ম, দুর্নীতি বা অপরাধ সংঘটিত হয়, তার বেশির ভাগেরই কোনো বিচার হয় না বা কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় না।

বইমেলা থেকে বাসায় ফিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'আমির হামজা'র স্বাধীনতা পদক পাওয়া নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করলাম। না, যে আমির হামজা স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন, তিনি মরণোত্তর এই সম্মাননা পেলেও ইন্দোনেশিয়ার কবি ও জাতীয় বীর নন, এই আমির হামজা বাংলাদেশেরই 'কবি' এবং 'বীর মুক্তিযোদ্ধা'। তবে শিল্প-সাহিত্যের খোঁজখবর যাঁরা রাখেন, যাঁরা নিজেরাও লেখালেখি করেন, তাঁরা কেউ স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত আমির হামজার নাম শোনেননি, তাঁর কোনো কবিতাও পড়েননি।

তবে এমন তথ্যও কেউ কেউ লিখেছেন, আমির হামজার জন্ম ১৯৩১ সালে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার বরিশাট গ্রামে। তিনি কবি, গীতিকার ও সুরকার। তাঁর প্রকাশিত একটি বইয়ে থাকা তথ্য অনুযায়ী, তিনি নিজে গানও গাইতেন। প্রতিযোগিতামূলক কবিগান ও পালাগান করে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে গানের আসরেই গান লিখে ও সুর করে পরিবেশন করতে পারতেন। তাঁর কবিজীবনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি তাৎক্ষণিক দেশ ও জাতির হয়ে শ্রোতার চাহিদা অনুযায়ী গান লিখে পরিবেশন করতেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শ্রীপুর বাহিনীতে যোগ দিয়ে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন বলেও তাঁর নিজ বইয়ের লেখক পরিচিতিতে উল্লেখ আছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে লেখা তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বাঘের থাবা'। মুজিববর্ষ উপলক্ষে 'পৃথিবীর মানচিত্রে একটি মুজিব তুমি' শীর্ষক গানের বইটি কবির প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ। অথচ ২০১৯ সালের ২৩ জানুয়ারি তিনি মারা যান। আর মুজিববর্ষ শুরু হয় ২০২০ সালে। 'একুশের পাঁচালি' নামে তাঁর আরেকটি বই প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে তিনি যে জিয়া এবং এরশাদকে নিয়েও কবিতা লিখেছেন তা তাঁর পরিচিতিতে উল্লেখ করা হয়নি।

নাগরিক সমাজের কাছে অপরিচিত একজন তৃণমূলের কবিকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বড় সম্মাননা দিয়ে সরকার উচিত কাজ করেছে বলেও সাংবাদিক আনিস আলমগীরসহ আরও কেউ কেউ ফেসবুকে লিখেছেন। বিতর্ক কিন্তু এত সহজে শেষ হওয়ার নয়। বাঙালিকে তো 'পরশ্রীকাতর' জাতি বলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে উল্লেখ করেছেন।

স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য আমির হামজাকে মনোনীত করার খবর প্রকাশের পর এই তথ্যও গণমাধ্যমে আসে, তিনি মো. শাহাদাত হোসেন ফকির নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে আদালতের রায়ে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ১৯৭৮ সালে ওই খুনের ঘটনাটি ঘটেছিল। ওই ঘটনায় আমির হামজা, তাঁর ভাইসহ ছয়জনের কারাদণ্ড হয়। আট বছর জেল খেটে ১৯৯১ সালে বিএনপির একজন প্রভাবশালী নেতার সুপারিশে জেল থেকে ছাড়া পান তিনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা, অসামান্য আত্মত্যাগ ও অসাধারণ অবদানের জন্য যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, জনকল্যাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁদের সম্মান জানাতে সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতিবছর এই পুরস্কার দিয়ে আসছে। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় ছিলেন জিয়াউর রহমান। তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন—এই তকমা ব্যবহার করে, সমন্বয়ের রাজনীতির নামে স্বাধীনতাবিরোধীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রায় নিরাময়-অযোগ্য ব্যাধি সংক্রমিত করে গেছেন।

পদক প্রসঙ্গে বলার কথা এটাই যে পদক পেয়ে কেউ মহিমান্বিত হন না, মহিমান্বিত মানুষদেরই পদক দিয়ে পদক সম্মানিত হয়। পদকপ্রাপ্তের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সেটা ভালো দেখায় না। অথচ এমন প্রশ্ন বা বিতর্ক একাধিকবার উঠেছে। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী এবং যুদ্ধাপরাধী শর্শিনার পীর আবু সালেহকে 'স্বাধীনতা পদক' প্রদান করার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পদকদান বিষয়টিকে প্রথম বিতর্কিত করা হয়। আবু সালেহর মতো চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তিকে দেশের সর্বোচ্চ পদক দিয়ে মহিমান্বিত করা হয়নি; বরং তাঁকে এ পদক প্রদানের মাধ্যমে সে বছরেই অন্য দুজন স্বাধীনতা পদক প্রাপককে খাটো করা হয়েছে। সেই দুজন অনন্যসাধারণ মানুষ হলেন প্রয়াত জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী।

শর্শিনার পীর আবু সালেহের 'স্বাধীনতা পদক' শর্তহীনভাবে অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. সেলিম জাহান। এই দাবি যৌক্তিক। এটা না করা হলে একজন যুদ্ধাপরাধীকে স্বাধীনতার যোদ্ধা বলে স্বীকার করা হবে, একটি দুষ্কর্মকে স্থায়ীভাবে সমর্থন করা হবে, জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্বদের অপমান করা হবে এবং 'স্বাধীনতা পদক'-এর অবমাননা করা হবে।

বর্তমান সরকারের আমলেই ২০২০ সালে সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য এস এম রইজ উদ্দিন আহম্মদকে মনোনীত করা হয়েছিল। বিভিন্ন মহলে তাঁর পদক পাওয়া নিয়ে ব্যাপক নিন্দা ও সমালোচনা হলে তা বাতিল করা হয়। এবারও ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার মুখে সরকার আমির হামজার নাম বাদ দিয়ে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

আমির হামজাকে নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক ওঠায় এখন স্বাধীনতা পদক প্রদান প্রক্রিয়াটির শুদ্ধতা ও স্বচ্ছতাই প্রশ্নের মুখে পড়েছে। আমাদের স্বাধীনতা পদক প্রদানের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে একটি আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। প্রথমে একজনের নাম প্রস্তাব করে একটি ফরম পূরণ করে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হয়। স্থানীয় পর্যায় থেকে সেটাকে ঊর্ধ্বতনদের কাছে পাঠানো হয়। উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত সচিব কমিটিতে প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর জাতীয় পুরস্কারসংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের তালিকা চূড়ান্ত করে। বর্তমানে এ কমিটির আহ্বায়ক মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

আমলাতন্ত্র কেন এ রকম একটি সৃজনশীল বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করবে? আমলা ছাড়া সরকারি প্রশাসন চলবে না, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের মতো সুকুমার বিষয়গুলোও কেন তাঁদের সুপারিশ ও সিদ্ধান্তেই নিয়ন্ত্রিত হবে?

একটি দৈনিক পত্রিকার খবর অনুযায়ী, আমির হামজার ছেলে মো. আসাদুজ্জামান সরকারের উপসচিব। তিনি তাঁর বাবার নাম এবারের স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব তপন কান্তি ঘোষ সেই প্রস্তাবে সুপারিশ করেন। এই দুজনের বিরুদ্ধে এখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া না হলে একই দুষ্কর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটার আশঙ্কা থাকবে। স্বাধীনতা পদক দেওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমির হামজার কবিতার বই প্রকাশ উদ্দেশ্যমূলক কিনা তাও এখন খতিয়ে দেখা দরকার।

স্বাধীনতা পদক প্রদানের প্রক্রিয়াটি গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মনোনয়ন দেওয়ার পদ্ধতিতেই পরিবর্তন আনতে হবে। যাচাই-বাছাই কমিটিতে এমন অন্তত তিনজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি জরুরি, যাঁরা শিল্প-সাহিত্যের মান নিরূপণের যোগ্যতা রাখেন। যাঁর নাম প্রস্তাব করা হবে তাঁকে আগে স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন—এমন তিনজনের সুপারিশপত্র নিতে হবে।

পদক প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা না আনলে এ নিয়ে বারবার বিড়ম্বনার মুখে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। আর এসব ভুলভ্রান্তির জন্য সরকারপ্রধানের ওপর দায় চাপানোর সুযোগ তৈরি হবে। ইদানীং মহলবিশেষ থেকে একটি প্রচারণা চালানো হয় যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সব তথ্য আছে এবং তাঁর অগোচরে কিছু হয় না। কিন্তু বাস্তবে একজন মানুষের পক্ষে সব তথ্য জানা সম্ভব হয় না। সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে নির্ভুল তথ্য পাওয়ার একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া থাকা তাই অত্যন্ত জরুরি।

যুদ্ধবর্ষে ভারত পলায়নকালে কবি হয়ে ওঠার গল্প

সালেম সুলেরী

১৯৭১-এ আমার বয়েস ভরা-কৈশোরে উদ্দীপিত। বসবাস বাংলাদেশের সীমান্তঘেঁষা উত্তরবঙ্গে। বৃহত্তর রংপুরের নীলফামারীর ডোমারে। এপ্রিলে পাক হানাদার বাহিনীর ভয়ে আমরা শঙ্কিত। পরিবারের সঙ্গে গরুর গাড়িতে তাই পলায়ন গভীরগ্রামে। তিনটি ছই'অলা গাড়িতে আমরা পাঁচটি পরিবার। রাতের যাত্রায় সামনে ডাকাতের ভয়। পেছনে খানসেনাদের অস্ত্র, কনভয়। জীবন বাঁচানো নিয়ে কী এক মহাউত্তেজনা। আমাদের হাতে ছিলো সদাপ্রস্তুত তীর-ধনুক। বড়োদের হাতে লাঠি, বর্শা, বল্লম। রাতে অবশ্য ডাকাত তাড়ানো সম্ভব হলো।

শঙ্কামুক্তভাবে কাঁচা সড়কে গরুগাড়ির অভিযাত্রা। সূর্য ওঠা সকাল দেখতে নামলাম সড়কে। পাটাতনের নিচেই দুই চাকার গার্ডার। গরুরগাড়িতে নীরবে বসে থাকার গোপন স্থান। সেখানে বসে থাকতে থাকতেই অনুরণিত হয় ছন্দ। গুণ গুণ করে আওড়াতে থাকি ছড়াপদ্য। গভীর মফস্বলে কয়েকদিন ছিলাম আমরা। কখনও চিড়াভিজা গোলনা। কখনও বা ডিমলার খগাখড়িবাড়ি। কিংবা সবুজশাসিত বাবুপাড়া ছাতনাই। গুণ-গুণানো পংক্তিগুলো আকু পাকু করছিলো। বুকের ভেতরে অন্যরকমের বুদ বুদ। যেমনটি দেখছি, ভাবছি তা খলবল করছে। লিখে ফেলবার তাড়া অনুভূত হচ্ছে। শেষে পুকুরঘাটে বসেই কয়েক পংক্তি লিখে ফেলি। কিন্তু তা শেষ করি ভারতে আশ্রয় নিয়ে।

কোচবিহারের হলদিবাড়িতে আমরা সপরিবারে থাকি। একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আমাদের ঠাঁই হয়। আত্মীয়বাড়ি ছিলো বলে শরণার্থী শিবির আমাদের নেয়নি। তখন কাগজে-কলমে কবিতাটি শেষ করি। ছন্দ-মাত্রা তখনও জানা ছিলো না। সাতাত্তরে আমি তা সংশোধন করি।

লেখাটি প্রথম বেরোয় 'শতভাগ ছড়া' যৌথগ্রন্থে। ভারতবাংলার ছড়া-যুবরাজ দীপ মুখোপাধ্যায়সহ যৌথবই। বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে পদ্যটি প্রথম পড়ি। ২০০৬ সালে ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরের মিলনায়তনে। উদ্বোধক ছিলেন একুশের প্রথম কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী। সভাপতিত্বে কিংবদন্তী কবি আল মাহমুদ। সর্বকবি আসাদ চৌধুরী, দীপ মুখোপাধ্যায়, আমীরুল ইসলাম আলোচক। সবাই প্রশংসা করেছিলেন যুদ্ধদিনের লেখা কবিতাটিকে। জীবনের প্রথম পদ্যটির এমন অভিষেকে আমি মহা-আপ্লুত।

ভারতবাংলা'র ট্রেন ১৯৬৫ পর্যন্ত আমাদের ডোমারে আসতো। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি চলতো 'দার্জিলিং মেইল'। যশোর হয়ে 'বাবা-

জেনারেশন' কলকাতা যেতো, আসতো। কিংবদন্তী গায়ক আব্বাসউদ্দীন এসে বড়ো ফুপুকে বিয়ে করেন। খ্যাতিমান লেখক-ভাস্কর সোমনাথ হোরও ১৯৪৬-এ এসেছিলেন। কৃষক আন্দোলন দেখতে কলকাতা থেকে সরাসরি ডোমার। 'তেভাগা আন্দোলনে'র ওপর ছবি ও তথ্য দিয়ে বই লেখেন। দেহাবসান ২০০৬ সালে শান্তিনিকেতনের বাড়িতে। ২০০৪-এ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়সহ। আমার 'কবিতা হাতের পাঁচ' ও 'শতভাগ ছড়া' তুলে দেই। 'যুদ্ধদিনের পদ্য' পড়ে স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠেন। বলেন, ডোমার-ডিমলা দেখে এসে 'তেভাগা'র ডায়েরী' লিখেছি। বৃহত্তর রংপুর, নারী-পুরুষের আন্দোলন— সব মনে আছে। তোমার কবিতায় সেই বিপ্লবাপন্ন দৃশ্যগুলো যেন ভেসে উঠছে। ইস, আরেকবার যদি সেই রমণতেজী এলাকাটিতে যেতে পারতাম...!

বাংলাদেশ হয়ে 'কলকাতা-শিলিগুড়ি' ট্রেন আবার চালু হলো। ১৯৬৫-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে বন্ধ হয়েছিলো চলাচল। ৫৫ বছর পর ১৬ ডিসেম্বর, ২০২০-এ ফের খুললো। বাংলাদেশের বিজয় দিবসে খুলে গেলো হলদিবাড়ি'র সোজা পথ। আর গরুর গাড়ি নয়, রেলগাড়ি ঝমাঝম...। নিউইয়র্ক থেকে অচিরেই অবগাহন করতে যাবো যুদ্ধস্মৃতি। 'চিলাহাটি থেকে হলদিবাড়ি' রেলপথ হেঁটেও পাড়ি দিয়েছি। আট আনা পকেটে নিয়েও শৈশবে হলদিবাড়ি গিয়েছি। স্মৃতি সতত সুখের সতত বেদনার। আবার দেখতে চাই সেইসব 'এপার-ওপার'! চারাটি যেখানে রোপিত— আমার প্রথম কবিতার।

যুদ্ধদিনের পদ্য
সালেম সুলেরী

চল্ চল্ চাকারে
মেঠো পথ বাঁকারে
গরু গাড়ি চলে ধীরে—
কতো মাঠ ফাঁকা রে,
পথ চলি রাত্রে
পথ খুঁজি হাত্ড়ে
পেছনে গুলীর ভয়, লাশে কাঁদে ঢাকা রে!
যুদ্ধের মাঝখানে যায় নাতো থাকা রে!
গুডবাই ইশকুল
বাড়ি ঘর গুডবাই,
শত্রুরা, দালালেরা সম্পদ লুটবাই—।
লুটেরারা মুড্ মারে মালিকের আড়তে...
বাবা-মাকে সাথে নিয়ে গ্রাম হয়ে ভারতে—
চলেছে গরুর গাড়ি চলেছিতো পরিবার,
পলায়ন ছাড়া আর কিছু নাই করিবার।
দ্রুত চল চাকারে
পথ কেনো বাঁকা রে,
প্রশ্ন কিভাবে করি মামা আর কাকারে—
গ্রামের সরল লোক
সহজ প্রাণের চোখ
পথ কেনো বাঁকা হলো, কি জবাব হাঁকা রে...
যুদ্ধটা এলো কেনো বিভৎস আকারে?
আয় আয় স্বাধীনতা সুবাতাস মাখা রে!

Chittagong University Alumni Association North America Inc.

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক

ESTD. 1993

প্রবাসে বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন

ঐতিহ্য ও গৌরবের ২৯ বছর

কার্যকরী কমিটি
২০২২-২০২৩

মাহবুব আহমেদ
সভাপতি

এস এম ইকবাল ফারুক
সাধারণ সম্পাদক

দিলাশার চৌধুরী (টগর)
নির্বাহী সহ-সভাপতি

হাসান মাহবুব
সহ-সভাপতি

সৈয়দ আরিফ আহমেদ
কোষাধ্যক্ষ

শাহেদ আলী
সহ সাধারণ সম্পাদক

কবিতা সেন
সাংগঠনিক সম্পাদক

ফাহমিদা জিনাত আহসান
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

ইশা দিনেশ সুলতানা
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

এম এ সবুর খান
ক্রীড়া সম্পাদক

কার্যকরী সদস্য

খোরশেদ হোসেন
(কানাডা)

আলেয়াজল কবির

ফারিদা মাহবুব শম্পা
(অস্ট্রেলিয়া)

শরিফা আলী
(টরন্টো)

চৌধুরী ইমদাদুল কবির
(ডালাস)

জামিল ইসলাম চঞ্চল
(বস্টন)

রফিকুল ইসলাম

বিপ্লব সেন

শহীদ আল মামুন

দেলোয়ার এম হাসান

আবুল আওয়াল শহীদ

প্রধান নির্বাচন কমিশনার : শামসুদ্দিন আজাদ (৯১৭-৩৩২-৪১৮৪), নির্বাচন কমিশনার : ড. গোলাম মোহাম্মদ, দেলোয়ার আকতার

সুধিবৃন্দ
আসছে **২৬ মার্চ ২০২২ শনিবার,** বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন এবং নতুন কমিটির (২০২২-২০২৩) অভিষেক ও সংবর্ধনা সন্ধ্যা। আপনার, আপনাদের একান্ত উপস্থিতি মহান জাতীয় দিবস ও অভিষেক অনুষ্ঠানকে আরও মহিমান্বিত করে তুলবে।

স্থান : ববাল্ল কেটারেট ও পার্টি হল
৩৭-২২ ৭৩ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
সময় : বিকাল ৫.০০ টা

মহান স্বাধীনতা দিবস ও অভিষেক

আকতার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
অভিষেক
৬৪৬-৫২৫-৭৩১৫

অধ্যাপক জাহাঙ্গীর শাহনেওয়াজ ডিকেন্স
প্রধান সমন্বয়কারী
৯২৯-৫১৩-৩২৪৬

দেলোয়ার এম হাসান
সদস্য সচিব
৯১৭-৪৭৯-৮০৩৭

পহেলা বৈশাখ
কালচারাল ইভেন্ট ২০২২
Venue: JOYA HALL
63-108 Woodhaven Blvd, Flushing, NY 11374
March 26, 2022 Saturday | Show Time: 6PM - 12AM
SPONSORS
RYAN'S HALAL KITCHEN
KHALIL BIRYANI HOUSSE
DRESSLY
JOURNALIST (PROTHOM ALO)
শুভ নববর্ষ
DESHI DESIGNER COLLECTION, USA
MUKTA'S
STYLE WITH ME
NUSRAT DESIRE NP COLLECTION
DRESS BANGLADESHI OUTFIT
ENTRY FEE $50
Hosted By:
SUBRINA
NANCY
TARIN
DJ: Ridoy
Deena & Nima
Tazneen
Shorif
Lenin
Dola
Photographer: Sohan

নিদ্রালু স্বপ্ন

এইচ বি রিতা

নিদ্রালু স্বপ্নে একটি চাকরি
ছুটছে নিষ্ঠুর কশাঘাতে বৈরী হাওয়ায়
মোহাচ্ছন্ন ভোরে উনুন জ্বলেনি আজ রসুইঘরে
বুকের ভিতর তাপ নিয়ে বসে থাকা মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে
বলেছিল সে, চেষ্টা করছি-

হয়নি কিছু; ছুটে গেলো ট্রেইন দ্রুত গতিতে
নিরাশায় শরীর অবশ হয়ে আসে ক্রমশ
অমেরুদণ্ডী পৃষ্ঠদেশে নটোকর্ড বিদ্যমান হলে;
বিড়ি ফোঁকা খয়েরী ঠোঁট তার আশ্বাস রেখে যায়।

উনুনে লাকড়ি দেবার আশা আজ ধূলিসাৎ হলে
ক্ষুধার রাতে ভাতের শূন্যতা তার;
রক্ত চুষে নেয়
মমতার আঁচলে হতাশার আস্ফালনে,
ছেঁড়া জুতোজোড়াও জননীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

ঋণী হয়ে থাকা জীবন লাকড়ি, উনুন, ভাতের দাবীতে
দিনদুপুরে মমতা-ভালোবাসা গিলে খায়
পুঁজিবাদী সমাজে প্রলেতারিয়েতদের ঘাম কেবল;
পিচ ঢালা পথেই শুকাতে দেখা যায়।

নিষিদ্ধপুরী

বেনজির শিকদার

এখানে দুঃখগুলো
মাখনের মতো জমে আছে নিঃশ্বাসের ভাঁজে;
বুকে ধরে কলঙ্কবিষ, উথলি তরঙ্গশাঁখ
ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তিরতির কাঁপে রাঙা রাতুল ঠোঁট।

বুলবুলি কথা নয়—
ঘন ডামাডোলে রোপিত হয় খিস্তিখেউড়ের চাষ;
নামে অবিন্যস্ত জোছনায় মোহিনী মুদ্রার ঢল
খড় বিচালির মতো দাউদাউ পোড়ে জীবন্ত পাণ্ডুলিপি।

ভুলে গিয়ে ত্রিপাক্ষিক ক্ষত, নির্মম ব্যগ্রতায়
এখানে তামস-উদ্দেশ্যহীন বসে থাকার তোলপাড়।
মুছে ফেলে স্খলিত বীর্যদাগ
রূপসি বসন্ত নামে অহরহ, সাজে পদ্মরাগমণি।

ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো নিলামি দেনায়
আকণ্ঠ অন্ধকার করে পান, জলজোছনা হয়ে
এখানে বনেদি ইচ্ছেগুলো আছড়ে পড়ে যত্রতত্র;
মদির-লালসায় কংক্রিটের শরীরে নামে বৈতালি সম্পর্ক।

কচ্ছপের মতো হামাগুড়ি দিয়ে
প্রায়শই কার্ফুজারি হয়;
দিনান্তে বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে চোখের জল
কেবল বাড়িগুলো বাড়ি হয় না, নারীগুলো হয় না নারী।

নোনতা মায়ায় বেঁধে হৃদয়ের পাড়
আধপাকা শনের মতো দুলিয়ে সুশোভিত দর্পণ
কলঙ্কের পরিভাষা মাপতে, কোন সে সুদূর(!)
বিবর্ণ অন্ধকারে হবে কলতানের পৌষালি এসরাজ।

আক্ষেপ

মনিজা রহমান

বলেশ্বর আর বুড়িগঙ্গা হয়ে হাওয়া বয় ইষ্ট রিভারে
নদী আসে ঘুরেফিরে
আসে বন, সবুজ আর স্মৃতিগন্ধা হাওয়া
মার্চে এই শহরে খুব বেশি হাওয়া বয়
পৌণঃপুনিকভাবে বাড়তে থাকে পলিনের মাত্রা
রমনাবনেও বয়ে যায় বসন্তবাতাস
আম্রমুকুলের গন্ধে ভুরভুর প্রকৃতিতে
নাগকেশর তলায় দাঁড়িয়ে থাকে কাঙ্ক্ষিত যুগল
এমন হাওয়ার দিনে দেখা হবার কথা ছিল আমাদের!
অথচ দেখা হয়নি
কারফিউ ছিল সেদিন তোমার শহরে
আমার শহরে আজো দূরন্ত হাওয়া
না শোনা কথার আক্ষেপ!

হাতের মুঠোয় গোধূলি বেলা

আবদুস শহীদ

এই তো কিছুক্ষণ হলো কোলাহল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে
সভ্যতার সড়ক ধরে
হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে গেছি গাড়ি বারান্দা, তারপর
থিমপার্ক, ওয়াটার পার্কে শিশু-কিশোরদের জলকেলি
সাইক্লোন রাইড; অতঃপর
প্রাণখোলা আবেগ আর শিশুতোষ চিৎকার।

আকাশ সমান জানালা দিয়ে ধূসর তুষারপাত
এখানে কোন প্রকৃতি নেই, তবুও যতনে লালিত
পাতাবাহার বৃক্ষ, সবুজ আর গোলাপির ছড়াছড়ি
প্রাতরাশের সময় যেন নৈশভোজে গড়িয়ে যায়।

এখানে পিদিম জ্বালা রাত নেই,
হাতের কাছে গোধূলি বেলা, পরিপাটি আসন কুশন,
সাংকেতিক
সবুজ-লাল বাতি, ড্রাগনের প্রতিকৃতি জানান দেয়;
এখানেই আমেরিকার স্বপ্ন।

এখানেই নোঙ্গর করেছিল কলম্বাসের জাহাজ
স্বপ্নের মাইলফলক এখানেই জন্ম নিয়েছিল বর্ণবৈষম্যের গোড়াপত্ত
ন,
প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর
মার্টিন লুথার কিং, গণতন্ত্রের প্রথিকৃৎ আব্রাহাম লিংকন।

গাধা-হাতি মার্কায় ডেমোক্রেট আর রিপাবলিকান
জর্জ ওয়াশিংটন তারায় খচিত ডোরাকাটা পতাকা উড়ায়
আরেকটু পথ বাকি কোলাহল থেকে নির্জন গন্তব্যে যাওয়ার।
তুষার বিছানো সাদা কার্বন,
একটু পথ বাকি আছে পৃথিবীর আরেক রূপ দেখার।

অ-প্রেম

রওশন হক

আমাকে একবার দেখবে বলে আকস্মাত,
পাগল হলো মাতাল শহর
চলনে বলনে, কোমরে ছিল না রসায়ন
নাভিতে ছিলো না তখন প্রবাল দ্বীপ, স্তনেও ছিলো না রবিশস্য
তবু, গ্রিবা যেন নিষিদ্ধ হেরেম
চামড়া জুড়ে মরে যাবার মত বেহেস্তি গন্দম।

তাতেই মন্ত্রী মশাই চেক ছুঁড়ে দিলেন আমার প্রাণ পুরুষের দিকে
ডিজিট বসালেই হয়ে যেতাম তার
অঙ্কের দামে কিনতে চাইলেই চিৎকার করে বলেছি, "না! না"
দিতে চাইলেন গাড়ি বাড়ি, চাকচিক্যময় সময়
আশ্বাস দিলেন না ভাবার! বললেন, "ঐ মেয়ে দু'টো আমার হবে।"
উত্তর ছিল শুধুই "না।"

প্রলোভনে হেলেন বানিয়ে রাখার অভয় দিলেন,
বললেন, বোকা মেয়ে! তাজমহল গড়ব তোমার নামকরণে
আশ্বাস দিলেন,
জানোই তো আগস্টের গ্রেনেড হামলায় আমি পৌরুষত্ব হারিয়েছি
কথা দিচ্ছি তোমাকে কখনো ছুঁয়ে দেখবো না।
শুধু দূর থেকে দেখবো। দেখতে দিবে আমায়?

এতো কিছুর পরেও বুকের ভিতর প্রেম এলো না!
লোভ এলো না!
শুধু "না" শব্দটাই হুংকার তুলে গেলো।

সেই "না" এমনি "না" ছিলো,
যা আপনি মেনে নিতে পারলেন না।
হিংস্র বুভুক্ষের মতো সোজা মামলা ঠুকে প্রতিশোধ নিলেন
সেই "না'র জন্য আমাকে গুনতে হয়েছে আদালতের সিঁড়ি।

তবুও নষ্ট বলবার সুযোগ দেইনি আপনাদের
বরং বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবিচল দাঁড়িয়েছি বিচারপতির সামনে
বিচারপতি আমার অগ্নিমূর্তি ধারণ সেদিন ঠিকই
অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।
বিনা বাক্য ব্যয়ে জামিন দিয়ে ক্ষণিকের স্বস্তি ছুঁড়েছিলেন।

তারপর আমি হারিয়ে ফেলি আমার গেরুয়া পাহাড়
শ্রাবণ মাসের একলা দুপুর।
হারিয়ে ফেললাম দূরের মাঠে সবুজ পাতার উপর
ঝরে পড়া বৃষ্টির শব্দ
তেপান্তরের মাঠ, মাঠের পরে দ্বীপ
সব হারিয়ে ফেললাম!
তবু আমি ভুল করে আর প্রেমে পড়িনি।

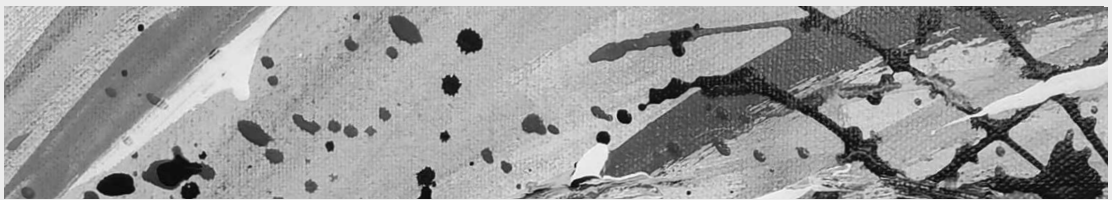

প্রশ্ন

রোকেয়া দীপা

কোনো এক বৃষ্টির দিনে
ভেজা কামরাঙ্গা গাছের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, ভালোবাসা কী?

তরঙ্গজলের ঘূর্ণিপাকে আটকে যাওয়া নিঃশ্বাস গিলে
তুমি বলেছিল,
সোনারঙ্গের বিকেল, কাশফুলের দোল।
একফোঁটা শিশির বিন্দু, আর শিউলি ফুলের স্পর্শ।

কোনো এক সোনালী বিকেলে
তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, প্রেম কী?
ডুবসাঁতারে তলিয়ে যেতে যেতে তুমি বলেছিলে,
হাজার মানুষের ভিড়েও একটি মুখের জন্য প্রতীক্ষা।

মায়াবী এক রাতে মনে প্রশ্ন এসেছিলো স্বপ্ন কী?
আমি যা ঘুমিয়ে দেখি, নাকি যা আমি জেগে জেগে দেখি!
তুমি হেসে বলেছিলে,
ধুর বোকা! জেগে বুঝি কেউ স্বপ্ন দেখে?

তোমাকে আমার দু'চোখের ভাষা যদি বুঝাতে পারতাম
তবে তুমি দেখতে পেতে আমার জেগে দেখা স্বপ্নগুলো।

কোনো এক তুষারপাতের দিনে খুব কাছের মানুষটি,
প্রশ্ন করেছিলো, কষ্ট কী?
আমি বলেছিলাম,
হৃদয় উজাড় করে সারাজীবন যে দেশকে ভালোবেসেছি
তার থেকে বিচ্ছিন্নতা-দূরত্ব রেখে; কোথাও বাস করা।

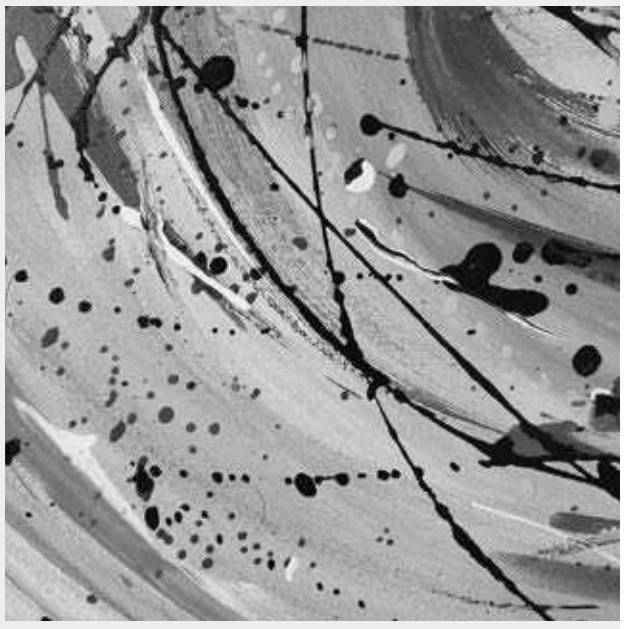

বৃহস্পতির আড্ডা

শেলী জামান খান

ইষ্ট রিভার বিধৌত কুইন্স নগরী, বাঙালির আড্ডাখানা
জ্যাকসন হাইটস্
কুড়ি বছরের এই আমেরিকান জীবনে তেমন করে আগে কখনও যাওয়া হয়নি সেখানে।
কিন্তু ২০১৮ সালে আমার আমেরিকান স্টাইলের জীবনযাত্রাএকেবারে বদলে গেল।
আমেরিকান হয়ে ওঠা এই আমি হঠাৎ বাঙালিপাড়ায় পা রাখলাম।
মুক্তধারা বইমেলায় আমার লেখা গল্প এবং উপন্যাসের প্রদর্শনী শুরু হলো।
আমি জ্যাকসন হাইটসমুখী হলাম।
মনিজা রহমানের হাত ধরে আমার পদার্পণ হলো খবরের কাগজে।
'ইব্রাহীম চৌধুরী' খবরের কাগজেই যার সাথে দেখা প্রথমবার...
জ্যাকসন হাইটস এর পত্রিকা অফিসে, মেধাবীদের মেলায়।
"আমরা কমিউনিটি-মিডিয়া নই; আমরাই কমিউনিটি।"
এমনি অহংকারী একটি প্রতিষ্ঠান উত্তর আমেরিকা প্রথম আলো'।
প্রকৃত আমাকেই যেনো খুঁজে পেলাম আমি 'তাহাদের'ই পাশে।
লেখকের কাতারে দুর্দান্ত সব রিপোর্টারদের ভীড়ে।
প্রথম আলোর সাথে আছি, এমন আত্মঅহংকার আর কিছুটা
নিজেকে খুঁজে পাবার উল্লাস।
ঠোঁটের আকর্ণ হাসি, মনের উচ্ছ্বাস গোপন করি প্রাণপনে।
পত্রিকা অফিসে আমরা আড্ডা দেই, অযথাই গালগল্প, হৈচৈ করি,
আহমাদ মাযহার সূক্ষ্ম সুঁইয়ে এফোঁড়ওফোঁড় করা মজাদার মন্তব্য
করেন আমাদের লেখাজোঁকা নিয়ে।
ইশতিয়াক রূপুভাই প্রায়শয়ই অভিমান করে গাল ফোলান।
একদিন আমারই হাতের 'কালাভুনা' দিয়ে 'বৃহস্পতির আড্ডা'র
সূত্রপাত হয়েছিল। যখন জাহীদ রেজা নূর, আনিসুল হকের মতো সেলিব্রিটিরাও
মাঝেমধ্যে আড্ডায় আসতেন।
আড্ডা বসতো ঈদ-পূজাপার্বন আর বিশেষ দিনগুলোর আমোদ-আয়োজনে।
হঠাৎ আসা অতিমারির থাবা এড়াতেই পৃথিবী মস্ত এক
তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল তার দরজায়।
তাইতো বৃহস্পতির আড্ডাটা একেবারেই কর্পূরের মতো উবে গেল!
আহা... ধূমায়িত চায়ের কাপে সেই 'বৃহস্পতির আড্ডা।'

একজন মানুষের কতটুকু জমি প্রয়োজন

মামুনুর রশীদ

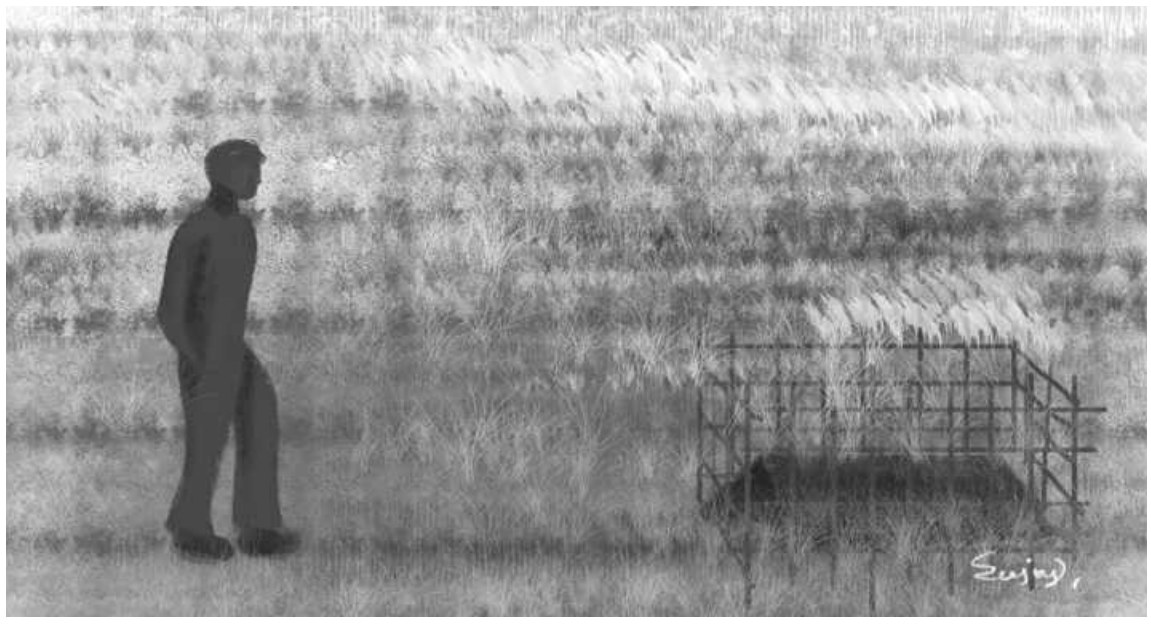

একদিকে দুর্নীতি হচ্ছে, দুদক দু-চারটি মামলা করছে। কিন্তু আঠারো কোটির দেশে দুদকের কর্মতৎপরতা অতিদুর্বল এবং সেখানেও তাদের কর্মকর্তারা মুক্তিযোদ্ধার সনদের অন্বেষায় ছোটাছুটি করেও ব্যর্থ হন। আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা সমাজজীবনে আমরা শৃঙ্খলা আনতে পারিনি।

বাংলা ভাষায় শুধু নয়, পৃথিবীর সব ভাষাতেই একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ 'প্রয়োজন'। এই প্রয়োজন একটি শিশুর জন্ম থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত। কত কিছু প্রয়োজন মানুষের। জন্মের পরেই সুরক্ষা প্রয়োজন, বেড়ে ওঠা পর্যন্ত কত ধরনের রোগবালাই থেকে মুক্তি প্রয়োজন। তারপর শিক্ষা, সমাজে প্রতিষ্ঠা—এমনি আরও অনেক প্রয়োজনে আবদ্ধ মানবজাতির শৃঙ্খল। আবার মানুষের জন্ম এমন একটি কাকতালীয় ব্যাপার যে সে সোনার চামচ নিয়েও জন্ম নিতে পারে আবার নিঃস্ব একটি পরিবারে অনাহারে, অবজ্ঞায় একটি মাতৃক্রোড়েও তার জন্ম হতে পারে। এই অসম যুদ্ধে মানবজাতি অনন্ত কাল থেকে লড়াই করে আসছে।

কিন্তু প্রয়োজনের বিষয়টি এত আপেক্ষিক যে বিশ্ববিখ্যাত লেখক লিও তলস্তয় বিশাল বিত্তের মালিক হওয়া সত্ত্বেও একটি রেলস্টেশনে তাঁর জীবনাবসান হয়। কোনো একটি লেখায় তিনি তাঁর গভীর উপলব্ধির কথা বলে গেছেন। একটা মানুষের জন্য কতটুকু জমির প্রয়োজন হয়, এর ব্যাখ্যাও বিবিধ। কেউ বলবে সাড়ে তিন হাত আবার কেউ বলবে এ প্রয়োজন বিশাল।

প্রাচীন সমাজব্যবস্থা থেকে যখনই মানুষ পুঁজিবাদে প্রবেশ করেছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ তৈরি হয়েছে, তখন থেকেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা অবাধ, অদম্য ও সীমাহীন। যেসব দেশে নতুন করে কোনো সম্পদ আবিষ্কৃত হয়, সেখানে সারা বিশ্বের হাত পড়ে যায়। পৃথিবীতে সম্পদ পরিমিত নয়। এই ধরিত্রী বিপুল সম্পদের মালিক। এই সম্পদ এককালে ভোগ করত শক্তিমানেরা। এরপর এসেছে বুদ্ধিমানেরা। বুদ্ধিমানেরা নানা কলা-কৌশলে সম্পদ অধিকার করার জন্য নানা শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছে। তার মধ্যে একটা বড় শাস্ত্র—অর্থশাস্ত্র।

যাক, ধান ভানতে শিবের গীত অনেকক্ষণ ধরে চলল, এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। মানুষের বেঁচে থাকার একটা ব্যবস্থা হলেই সে সুযোগ খুঁজতে থাকে। এই সুযোগ সাধারণত অর্থের সুযোগ। কারণ, দেখা গেছে, জীবনযাপনের জন্য অর্থই সব থেকে শক্তিশালী একটি মাধ্যম। গত সত্তর-আশি বছরে মানুষের মূল্যবোধ যে জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে, সেখানে অর্থই এখন মূল চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থই ক্ষমতার উৎস। কিন্তু এসব অতিক্রম করে যখন দেখতে পাই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে কোনো সচিব বা মন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে চাপ দিতে থাকেন, তখন তা কিছুটা বিদঘুটে, কিছুটা অদ্ভুত এবং একটা সরকার-নির্ধারিত ব্যবস্থার ওপর হামলা বলে মনে হয়।

কয়েকজন সচিব তাঁদের চাকরির শীর্ষস্থানে এসে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন। আমরা জানি, এই সব সরকারি কর্মকর্তা দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় পাস করে এসেছেন। মেধার দিক দিয়েও তাঁরা সরকারিভাবে উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন। হঠাৎ কী হলো তাঁদের মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল কেন! কাল জ্যোৎস্নায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে কী পেল? ওই দশ বছরের কম বয়সে কী করে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সাধ জাগিল? সেদিন সংবাদপত্রে দেখা গেল দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা অর্থমন্ত্রীর মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার আবেদনটি বাতিল হলো, মৎস্যমন্ত্রীরটা ঝুলে গেছে, আরেক সাবেক মন্ত্রীরটা তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। যদিও গত পঞ্চাশ বছরে এই মুক্তিযোদ্ধা সনদের জন্য অনেক ঘুষ লেনদেন হয়েছে। অনেক সঠিক মুক্তিযোদ্ধা সনদ পাননি। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা নানান সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দুই পয়সা কামাই করে, ব্যবসা-বাণিজ্য, লুটপাট করে বহাল তবিয়তে আছেন। এখন প্রশ্ন আসে এসব মন্ত্রী, সচিব তাঁদের প্রয়োজনের সীমানাটা কোথায়? অর্থ আছে, ক্ষমতা আছে, বাড়িঘর, টাকাপয়সার তো প্রশ্নই ওঠে না। তারপর আর কী প্রয়োজন? সেই প্রশ্নের জবাব ওই আবেদনকারীরা সঠিকভাবে দিতে পারবেন না। তবে মুক্তিযুদ্ধের একটি সনদ মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সরকারের সময় খুবই প্রয়োজন।

এ তো গেল তুচ্ছ একটি সনদের ব্যাপার। প্রতিদিন পত্রিকার পাতাজুড়ে যেসব অর্থ আত্মসাতের তথ্য বের হয়, তা শতকোটির নিচে নয়। এত টাকা! যেমন খবরের কাগজে দেখা গেল ই-কমার্সের মোটরসাইকেল বিক্রির ঝামেলায় দুই সুদর্শন যুবক ধরা পড়েছেন। অনলাইন এবং ই-কমার্সের ব্যবসা রমরমা হয়ে উঠেছে মানব ইতিহাসের এক দুঃখজনক অধ্যায়ের সময়ে। একদিকে মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে পরাজিত হচ্ছে আর অন্যদিকে কোভিড-১৯-কে কেন্দ্র করে নানান ধরনের ব্যবসা। অর্থনীতিবিদদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কোভিড-১৯-এর সময় ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েছে বৈ কমেনি। রাজধানীর শীর্ষ ব্যবসা এবং ত্রাণকেন্দ্র থেকে শুরু করে একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত একটা লুটপাটের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সরকার একটা সময় সাংসদদের নিরাপদ না ভেবে দায়িত্ব দিয়ে দিল আমলাদের। আমলারা আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভূমি ধসিয়ে দিল এবং একজন উপসচিব পর্যায়ের আমলা দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কারটি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ভজিয়ে তাঁর বাবাকে দিয়ে দিলেন। আর কত প্রয়োজন!

চাকরি-বাণিজ্য, শিক্ষা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য-বাণিজ্য এখন অবারিত। উচ্চবিত্ত থেকে একেবারে গ্রামের ছোটখাটো ব্যবসায়ীরাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। আসলে এ দায় কার? যখন ভাবি পথেঘাটে বাড়ির ভেতরে প্রশাসনটা কীভাবে চলছে? রাষ্ট্র কী সর্বক্ষণ পাহারা দেবে? নাকি সমাজের একটা মূল্যবোধ, একটা শ্রেয়বোধ এবং বিবেক এসব নিয়ন্ত্রণ করবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রাস্তায় গাড়িটি কীভাবে চলবে, কীভাবে পার্কিং করতে হবে, কীভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সাহায্য করতে হবে—এগুলো প্রায়ই ঠিকঠাক চলে। আমাদের এখানে এ বোধগুলো কেন তৈরি হয় না? কারণটা একটু আগেই বলা হয়েছে। আমাদের প্রয়োজন বিপুল এবং বিচিত্র। বিপুলের দিক থেকে এতই বিপুল যে খুব ছোটখাটো দুর্নীতির পরিমাণও শতকোটি টাকা। দু-চারজন ধরা পড়ে বটে; কিন্তু অধিকাংশই পার পেয়ে যায়। এরপরও যদি পঞ্চাশ বছর পর কোনো মন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার আবেদন করে সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন, তাহলে বিবেক কী করে তৈরি হবে?

একদিকে দুর্নীতি হচ্ছে, দুদক দু-চারটি মামলা করছে। কিন্তু আঠারো কোটির দেশে দুদকের কর্মতৎপরতা অতিদুর্বল এবং সেখানেও তাদের কর্মকর্তারা মুক্তিযোদ্ধার সনদের অন্বেষায় ছোটাছুটি করেও ব্যর্থ হন। আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা সমাজজীবনে আমরা শৃঙ্খলা আনতে পারিনি। আমরা স্বল্প ব্যয়ে সুন্দর জীবনযাপন করতে শিখিনি। কিন্তু আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে শিখেছি কী করে প্রয়োজনটা বাড়ানো যায়। আর এই প্রয়োজন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা সমাজে তৈরি হয়েছে। এই যে প্রয়োজন বাড়িয়ে বাড়িয়ে যারা জীবনকে বল্গাহীন করে দেয়, তারাও সুখে থাকে না। একদিকে ধরা পড়ার আশঙ্কা, অন্যদিকে পরিবারের লোকদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ঘৃণা। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে বিদেশে মানি লন্ডারিং এবং বাড়িঘর, ব্যবসা কিনে দেশান্তর হওয়া; কিন্তু সেখানেও সব সময় শান্তি মেলে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আজ সারা বিশ্বে যে অস্থিরতা চলছে, মানুষ তার প্রয়োজন নির্ধারণ করতে পারছে না। আমাদের মতো দেশে গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে যে পরিমাণে দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে, তা সমাজে চারদিকের সুস্বাস্থ্যকে কেড়ে নিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা থেকে মানুষের বিবেক তৈরি হয়, ভালো-মন্দ শেখে এবং মানসিকভাবে একটা সুস্থিত জীবনের সন্ধান পায়। শিক্ষকদের চাকরি-বাণিজ্যের ফলে লাখ লাখ টাকা দিয়ে যে শিক্ষকটি চাকরিতে নিয়োগ পেলেন, তিনি শ্রেণিকক্ষে গিয়ে কীই-বা পড়াবেন? ঋণের টাকা শোধ করতে গিয়ে নানা ফন্দি-ফিকিরে তিনি ব্যস্ত থাকেন। তাঁর সামনে তখন একটাই পথ, আরেকজন অসাধু শিক্ষককে খুঁজে বের করা এবং একটি শিশুমনকে ধ্বংস করার প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলা। যার নাম কোচিং সেন্টার। এই শিক্ষকেরা ব্যক্তিজীবনে এত বেশি প্রয়োজনের মধ্যে থাকেন যে ছাত্রদের তাঁদের মনে হয় শত্রু, কিন্তু এই শত্রুর সঙ্গে তাঁর একমাত্র সম্পর্ক টাকা। যখন এতেও হয় না, তখন তাঁরা দোকানদারি, ঠিকাদারি, গরু-ছাগলের ব্যবসা—এসবই করতে থাকেন। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে দরিদ্রতম শিক্ষকটিকেও দোকানদারি করতে দেখিনি। কারণ, তাঁর কাছে কাজটিই মুখ্য ছিল, প্রয়োজনটি ছিল অত্যন্ত ছোট।

আমরা কী জীবনের জন্য যৌক্তিক সুস্থ প্রয়োজনটি বুঝব?

সংবাদপত্র জগতের একাল-সেকাল

আবদুস শহীদ

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে সংবাদপত্রের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ তা লক্ষ্যণীয়। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো দৈনিক সংবাদপত্র ছিল না, সে সময়ে কলকাতা থেকে সংবাদপত্র আসতো। ১৮৮৮ সালে প্রথম বাংলায় সাংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।সে হিসেবে বাংলায় সংবাদপত্র প্রকাশকাল ২০০ বছর পেরিয়ে এসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে সংবাদপত্র আমরা কেন পড়ি? দেশ বিদেশের নানা ঘটনা তাৎক্ষনিক ভাবে জানার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্র। চাকরিজীবীরা চাকরি পেলেই সংবাদপত্রের প্রয়োজন ফুরায় না। মানুষ পত্রিকা পড়ে আনন্দের জন্য, আর দৈনিক ঘটনাবলি জানার জন্য, রাজনীতি, ব্যবসা, বিনোদন, শেয়ারের ওঠানামা,এলাকার খবরসহ সবকিছু জানতে চায় পত্রিকার পাতায়। টিভির খবর দেখার পরেও ছাপা পত্রিকার পাতায় বিস্তারিত জানতে চায় মানুষ।

খবরের কাগজ মানুষকে দিকনির্দেশনা দেয়।দেয় সাম্প্রতিক রাজনীতির ঘটনাবলির বিশ্লেষণ। জানা যায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারিদের মধ্যে উৎসাহদানে খবর ছাপা হতো। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কোন দৈনিক সংবাদপত্র ছিল না। সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে মূলত কলকাতা থেকে সংবাদপত্র আসত। ১৯৪৮ সালে কলকাতা থেকে আসত আজাদ নামে একটি সংবাদপত্র। মৌলানা আকরম খাঁ পূর্ব পাকিস্তান থেকে এ দৈনিকটি বের করা শুরু করেন। ১৯৫২ সালের আগে ইত্তেফাক পত্রিকাটি সাপ্তাহিক ছিল। ১৯৫৩ সালের শেষদিকে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের আগে ইত্তেফাককে দৈনিক করা হয়। ১৯৫৫ সালে সংবাদপত্রে কাজের পরিবেশ খুবই ঢিলেঢালা ছিল। সংবাদপত্রে এখনকার মতো মালিক শ্রমিক সম্পর্ক ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল থাকলেও কাজের পরিবেশ মোটেই সুষ্ঠু ছিল না। ১৯৫৮ সালে আনন্দবাজারের প্রতিষ্টাতা সম্পাদক প্রফুল্ল কুমার সরকারের মৃত্যুর পরে পত্রিকার সম্পাদকের দ্বায়িত্ব নিলেন পুত্র অশোক কুমার সরকার।অশোক কুমার যে কাজটি করলেন, আনন্দবাজার পত্রিকাকে ঢেলে সাজিয়ে শুরু করলেন বাংলা সংবাদপত্রের নতুন অধ্যায়। খবরের কাগজ শুধু খবরের জন্য আর রইল না।বিনোদন ও তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠল। বর্তমানে যেমন প্রযুক্তি বহুদূর এগিয়েছে। তখন লজিষ্টিক সাপোর্ট বলতে ছিল টেলিপ্রিন্টার। সব ক্ষেত্রেই বর্তমানে সিন্ডিকেট বলতে একটা কিছু তৈরি হয়েছে, একজন রিপোর্টার একটা রিপোর্ট লিখে সাথে সাথে সিন্ডিকেটে দিয়ে দেন, তা থেকে অনেকেই লিখেন সিন্ডিকেট কলাম।সিন্ডিকেটে একজনে খবর কভার করলে তাঁর কাছ থেকে কপি নিয়ে সবাই একই খবর ছাপছেন। এই সিন্ডিকেটে সাংবাদিকতার সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

কিন্তু সেকালে এমনটা হতেই পারতো না।কোন সাংবাদিক যখন কোন রিপোর্ট করতেন, তখন সেটা তাঁর নিজেস্ব সম্পত্তি বলেই মনে করতেন। কারো সাথে শেয়ার করতেন না। তাঁদের নিজস্বতা চলে যাবে বলে মনে করতেন। ষাট-সত্তরের দশকে বাংলা সাংবাদিকতার চেয়ে লেখকের চাহিদা ছিল বেশি। এর প্রধান কারণ,আগের সময়গুলোতে বাংলা সংবাদপত্রের ভাষা ও সংবাদ পরিবেশন এবং ভাষা বর্ণনার শৈলী ছিল আধুনিকতার স্পষ্ট বর্ণনে বাস্তব অবস্থানকে চিহ্নত করার ক্ষেত্র। এখান থেকেই বাংলা সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনের আড়ালে বাংলা সাংবাদিকতা তার দৌড়ের ট্রাক বদলাতে থাকে। সত্তরের শুরু থেকেই বাঙালির প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাংস্কৃতিক চেতনা বদলে যাচ্ছিল রাজনৈতিক চেতনায়। সেকালের সংবাদপত্র ব্যক্তি পুঁজিতে গড়ে উঠতো। এখন অবশ্য কর্পোরেট পুঁজি চলে এসেছে।তারপরে ও এই পেশা আগের সেই সম্মানজনক অবস্থায় নেই। তাকে সেই অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া মুশকিল। এই শিল্পের পরিবেশ টিকিয়ে রাখার মতো অবস্থা আর নেই।

নব্বইয়ের মাঝামাঝিতে এই প্রক্রিয়ায় বাংলার সংবাদপত্র পাঠক ভাগ হয়ে গেল। তখন পথে, মাঠে, ঘাটে পাঠকের হাতে ধরা সংবাদপত্র দেখেই শনাক্ত করা যেত কে কোন পক্ষের সমর্থক, কে কোন ধরনের খবরে কতটা আগ্রহবোধ করে। সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা নিয়ে পাঠকের আর কোন মাথাব্যথা রইল না। এভাবেই সংবাদপত্রের প্রতি পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা এক সময় তলানিতে গিয়ে ঠেকল। কমতে থাকলো খবরের কাগজের পাঠকসংখ্যা। কাগজ গুলো তখন ঘটনার বাস্তবতাকে বিনোদনের বিন্যাসে সাজাতে বাধ্য হল। যে কোন খবর পাঠই হয়ে উঠল উপভোগ্য। ইতিমধ্যে অনলাইন খবরের কাগজ আবির্ভুত হল ব্যতিক্রম হিসেবে। গড়ে উঠল নিউজ পোর্টাল, যেখানে বিনোদন নয় বিশ্লেষণ নয়, শুধু খবরেরই প্রাধান্য। যেহেতু প্রকাশমাত্র অনলাইন পত্রিকা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, এজন্য সে সব খবরের যথার্থতা, সত্যতার প্রতি সব কাগজকেই একটু বেশি যত্নবান হতে হয়। একটি খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একাধিক সুবিধা থাকে পাঠকের জন্য। এটা একটা শুভ খবর, বাংলাতেও অনলাইন সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ শুরু হয়ে গেছে। সংবাদপত্রের বিশাল সাম্রাজ্য যখন গড়ে উঠেছে, তখন ইলেক্ট্রিক মিডিয়া নতুন করে তার জায়গা নিতে শুরু করেছে। অনলাইন নিউজ পেপার মূলত সংবাদপত্রের বিকল্প হয়ে উঠেছে। ইন্টারনেট ও স্মার্ট ফোনের প্রসারের কারণে এই অনলাইন নিউজ সেবার দিগন্ত অবারিত হয়ে উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এমি মিশেল ও জ্যাস হলকম পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে সংবাদপত্রের গ্রাহক ৭ শতাংশ কমে গেছে। কারণ পত্রিকা প্রকাশের খরচের কারণে এটি লাভজনক থাকছে না। পৃথিবীর অনেক নামি দামি সংবাদপত্র তাদের প্রিন্ট সংস্করণ বন্ধ করে দিয়ে শুধু অনলাইন চালু রেখেছে। সংবাদপত্রের সেকাল খুব বেশিদিনের কথা নয়। পঞ্চদশ শতকে মুদ্রণযন্ত্র উদ্ভাবনের পরে এর বিকাশ। মুসলমান রাজত্বকালে ভারত বর্ষে সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল। অবশ্য তখন সংবাদপত্র মুদ্রিত হতো না, সমস্ত রাজনৈতিক সংবাদ হাতে লেখা হতো এবং তা দেশের প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীর নিকট পাঠানো হতো। তাছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্র এক করে সম্রাটের কাছে দেয়া হতো।

আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখেছেন, সম্রাট আকবরের সময় প্রতিমাসে গভর্নমেন্ট রাজকীয় সমাচারপত্র প্রচলিত ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠল সংবাদপত্র। নতুন পুঁজিপতিরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সংগঠিত হলেন। কিন্তু তারাও ব্যবসা গুটিয়ে চলে গেলেন। এর পরেও বলতে সংবাদপত্রের স্বর্ণযোগ এখনও ফুরিয়ে যায়নি। সংবাদপত্রের ভবিষ্যত এখনও উজ্জ্বল। কারণ দিন দিন শিক্ষিতের হার বাড়ার সাথে সাথে সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা ও বাড়তে শুধু করেছে। সংবাদপত্রের বিভিন্ন মাধ্যমকে পাঠকরা গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন দৈনন্দিন প্রয়োজনে।

জীবন কাহিনী

রতন শরীফ

পঞ্চাশ দশকে জীবনের জন্ম তার নানা বাড়ীতে। নয় ভাই-বোনের বিশাল পরিবারে জীবনের মা ছিলেন সবার বড়। জীবন তার নানা-নানীর প্রথম নাতি-জন্মের পর থেকে আদর আহ্লাদে সবার কোলে কোলেই বড় হয়েছে। ওদের পরিবার থাকত ঢাকার আরমানিটোলায়। বাবা ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। বেশিরভাগ সময় উনি ঢাকার বাইরে থাকতেন। জীবন পড়ত পুরান ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে। পড়াশোনায় যেমন মেধাবী, তেমনি খেলাধূলায়ও ছিল চ্যাম্পিয়ন। সুদর্শন জীবনের সাথে প্রেম করার জন্য মেয়েদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা ছিল। সবার অতিরিক্ত আদর-ভালোবাসার কারনে জীবনের কোন চাহিদা অপুর্ন থাকেনি। এতে সব কিছুকেই সে খুব সহজলভ্য মনে করত। নিজের অজান্তেই সে হয়ে ওঠে প্রচণ্ড জেদী আর একরোখা। সব সময় ধনী পরিবারের বন্ধুদের সাথে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করত। সখ ছিল- দামি কাপড়-চোপড় কেনা, উর্দু সিনেমা দেখা আর দামী সিগারেট খাওয়া। ফলে অর্থনৈতিক চাহিদা দিন দিন বাড়তেই থাকে। চাহিদা মতো অর্থ না পেয়ে জেদ করে একপর্যায়ে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙ্গা শুরু করে। কেউ বাধা দিলে তাকে মারতে যায়। ছেলের উশৃংখলতায় অতিষ্ঠ হয়ে ওর মা-বাবা সব আশা ছেড়ে দেয়।

শানু নামে জীবনের এক মামা (মায়ের চাচাত ভাই) ওদের বাসায় থাকতেন। ওর বাবা বেশির ভাগ সময় ট্যুরে থাকত বলে শানু মামাই সাংসারিক সব কিছু দেখাশোনা করতেন। মাঝে মাঝে শানু মামাদের এক আত্মীয়, রফি নানাও বেড়াতে আসতেন। ওনাদের দুজনের পরামর্শে জীবনকে ভয় দেখানোর জন্য তার বাবা এলাকার থানায় মামলা করতে যান। সব শুনে ওসি সাহেব পরামর্শ দেন- আসামির খাতায় নাম লিখিয়ে জীবনের মতো মেধাবী একজন ছেলের ভবিষৎটা নষ্ট করবেন না। বন্ধুদের থেকে দুরে রাখতে দরকার হলে ঢাকার বাইরে নিয়ে যান। ঢাকার অদূরে মুড়াপাড়ায় উশৃংখল কিশোরদের জন্য একটা সংশোধনী স্কুল ছিল।

শানু মামা ও রফি নানা একদিন মুড়াপাড়ায় গিয়ে সব খোঁজ-খবর নিয়ে এলেন। দুজনে মিলে বেড়ানোর কথা বলে ফাঁকি দিয়ে জীবনকে মুড়াপাড়া নিয়ে যান। স্কুলের ভিতরে যেতেই সিকিউরিটি গার্ডরা ওকে আটকে ফেলে। টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার সময় জীবন অবাক হয়ে বলল- শানু মামা, এতবড় ধোঁকা? কয়েক মাস পর এক অপরাহ্নে শানু মামা আর রফি নানা খাওয়ার পর ভাত ঘুম দিচ্ছিলেন। হঠাৎ লাথি আর ঘুষি খেয়ে জেগে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওনাদের যম জীবন। ওনাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে জীবনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। প্রচণ্ড রাগ আর ক্ষোভ নিয়ে জীবন চিৎকার করে বলতে থাকে। যেদিন সুযোগ পাব, সেদিন তোমাদের দুজনকে আর বাবাকে খুন করব। তোমরা আমার জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছ। পরে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে পুলিশ এসকর্ট নিয়ে জীবনকে পাবনা মানসিক হাসপাতালে নেয়া হয় পাগলের চিকিৎসা করাতে।

ডাক্তাররা বিভিন্ন পরীক্ষা করে জানায়, জীবন পাগল নয়, সম্পুর্ণ সুস্থ একজন মানুষ। এরপর জীবন আর তার প্রিয় শানু মামার মাঝে তৈরি হয় দা-কুড়াল সম্পর্ক। প্রচণ্ড জিদের কারণে উশৃংখলতা বেড়ে গিয়ে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। পরিবারের সবাইর একমত, জীবন পাগল হয়ে গেছে।

রফি নানা জানান, ওনাদের পাশের গ্রামে একজন নামকরা কবিরাজ আছেন যার চিকিৎসায় বহু পাগল সুস্থ হয়েছে। একদিন খাওয়ার সাথে কড়া ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে বেহুঁশ অবস্থায় জীবনকে রাতের ট্রেনে নানাবাড়িতে নেয়া হয়। ট্রেনে এক সময় হুঁশ এলে নিজেকে আবিষ্কার করে হাত-পা শিকলে বাঁধা। দুপাশে বসে আছে শানু মামা আর রফি নানা। শানু মামা বলে, তাকে কবিরাজি চিকিৎসার জন্য নানাবাড়ি নেয়া হচ্ছে। জীবন নিজের প্রাণভিক্ষা চেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সেই রাতে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। ছোটখালা তখন নানাবাড়িতে। দরজা খুলে দেখেন হাতে পায়ে শিকল বাঁধা জীবন উঠানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে। ছোটখালাকে দেখে জীবন চিৎকার করতে থাকে- ছোট খালা, আমাকে বাঁচাও। এরা আমাকে মেরে ফেলবে। এমন দৃশ্য দেখে ছোটখালা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

বাড়ির উত্তরভিটার খালি ঘরটায় জীবনের থাকার ব্যবস্থা হলো। হাত-পায়ে শিকল বাঁধা, কোমরের শিকল ঘরের পিলারের সাথে তালা দেয়া। মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা। সাথে একটা বালিশ ও কাঁথা। পুরো আয়োজন একজন তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদির। পরদিন থেকেই শুরু হয় কবিরাজি চিকিৎসার নামে অমানসিক নির্যাতন। ওষুধের নামে কবিরাজের বিষাক্ত তরল বলিষ্ঠ জীবনকে খাওয়ানো ছিল দুরুহ ব্যাপার। সকাল বিকাল কবিরাজের কয়েকজন সাগরেদ জীবনকে মেঝেতে চেপে ধরে গলায় ওষুধ ঢেলে দিত। তারপর জ্ঞান হারিয়ে জীবন লাশের মতো পড়ে থাকত। ছোটখালার বাসা ছিল থানা সদরে। মাঝে মাঝে এসে জীবনের সাথে কিছু সময় কাটাতেন। ছোটখালার কাছে জীবন শুধু একটাই আকুতি করতো-আমাকে এই নরক থেকে বাঁচাও ছোটখালা। উনি অসহায়ের মতো শুধু সান্ত্বনা দিতেন আর চোখের পানি ফেলতেন।

অনেকদিন পর কবিরাজের চিকিৎসা শেষ হলো। জীবনকে মুক্তি দিল জীবন্মৃত করে। ওকে দেখে চেনা কঠিন। শুকিয়ে একেবারে কংকাল। মাথার চুল সব ঝরে গেছে। সারাক্ষণ ঘুমের ঘোরে থাকে। অস্ফুট স্বরে নিজের সাথে কথা বলে। কেউ এলে একটা সিগারেটের জন্য আবদার করে। এই অবস্থায় ছোটখালা জীবনকে ওনার বাসায় নিয়ে যান। নিজের সন্তানের মতো সেবা-যত্ন করে তাকে কিছুটা সুস্থ করেন। কিছু কিছু কথা স্পষ্ট হয়। মাঝে মাঝে বলতে শোনা যায়-কেমন আছ বিউটি? অনেক প্রশ্নের পর যতটুকু জানা গেল-বিউটি ছিল মুড়াপাড়া স্কুলের হোস্টেল সুপারের মেয়ে। জীবন তার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রেমের অভিনয় করে। বিউটি ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেয়। এক ভোরে সে গেটের তালা খুলে জীবনকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এখন নাকি বিউটির জন্য খুব কষ্ট হয়।

কুমিল্লা শহর থেকে কয়েক মাইল দুরে দোহাই লেংটার মাজার। ওনার এক ছেলে ছিলেন নামকরা সাইক্রিয়াটিষ্ট। ছোটখালা জীবনকে নিয়ে ওনার সাথে দেখা করেন। ডাক্তার বিস্তারিত শুনে তাজ্জব হয়ে যান- একজন সুস্থ-সবল ছেলেকে তার পরিবার কিভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে! ওর জায়গায় অন্য কেউ হলে তো বহু আগেই আত্মহত্যা করত। তার এই অবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদেরই পাগলের চিকিৎসা করানো উচিত ছিল। ছোটখালা জীবনকে মাসখানেক নিজের কাছে রেখে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেবা-যত্ন করলেন, নিয়মিত ওষুধ খাওয়ালেন। জীবনের অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর দেশের অবস্থা থমথমে।

জীবনকে তার মায়ের সাথে ওদের বাড়ি পাঠানো হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ছোটখালা সপরিবারে ভারতে চলে যান। থানা সদর তখন পাকিস্তানি বাহিনীর দখলে। এলাকা জনশূন্য। সব মানুষ এলাকা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে। পাকিস্তানী বাহিনী আর রাজাকারদের অনুমতি ছাড়া এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। এমন পরিস্থিতিতে জীবন ফিরে আসে ছোটখালার কাছে। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে ছোটখালা ছাড়া আর কাউকে সে বিশ্বাস করে না। নিজের মা-বাবাকেও না। দায়িত্বজ্ঞানহীন মা-বাবার খামখেয়ালিতে ওষুধপত্র, যত্ন-আত্তির অনিয়ম শুরু হয়। জীবনের অবস্থার আবার অবনতি হয়। ছোটখালা নেই, বাসায় তালা। অবুঝ জীবন কিছু না বুঝে আশপাশেই ঘেরাফেরা করতে থাকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হয়। জীবন পড়ে যায় টহলরত পাকিস্তানি বাহিনীর সামনে। কয়েকদিন পর এই বাহিনীর হাতে নিহত কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে জীবনের লাশও পাওয়া যায়। মৃত্যুর কারণ না জেনেই জীবন মারা গেল!!! (জীবনের কাহিনী একটি বাস্তব ঘটনা বলে সবার ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে)

জীবনে প্রথম হানাদার মিলিটারি দেখা

ফজলুর রহমান চৌধুরী

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। অগ্নিঝরা মার্চের সেই ভয়াবহ দিনগুলো। আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের (১৯৭১) ঐতিহাসিক ভাষণের পর দেশের আপামর জনগণ সর্বাত্মক সংগ্রাম, প্রতিরোধ, বিক্ষোভ প্রদর্শনসহ আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। পাকিস্তানি মিলিটারি এর প্রতিশোধ হিসেবে 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ চালাতে থাকে। এভাবে মে মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। লাখ লাখ নারী-পুরুষ ভারতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। মার্চের শেষের দিকে মিলিটারি আমাদের এ এলাকায় আসার কিছুদিন পূর্বে সবকিছু বন্ধ, থমথমে ভয়ানক পরিস্থিতিতে চুনারঘাট থেকে বাইসাইকেলে বসে খালাত ভাইয়েন মাধ্যমে সন্ধ্যায় হবিগঞ্জ আসি। এখান থেকে হেঁটে গ্রামের বাড়ি। শত শত মানুষ সরাসরি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। জেনারেল এমএজি ওসমানীর নেতৃত্বে আর্মি/বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, জনগণ (ছাত্র-জনতা) সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনী দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবনবাজি রেখে বিভিন্ন কৌশলে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক মানুষ, নেতৃবৃন্দ, ছাত্রনেতা এমনকি থানার ওসি সাহেব/ পুলিশ, কর্মকর্তা, কর্মচারী পাকিস্তানিদের সাথে দায়িত্বপালনের পাশাপাশি গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। তেমনি একজন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, তরুণ আওয়ামী লীগ কলেজ ছাত্রলীগ নেতা, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগরক্ষাকারী, রাতের আঁধারে সীমান্তে আসা-যাওয়া করা আমাদের ছোট মামা সৈয়দ মুদাব্বীর আলী সাহেব। জুন-জুলাই মাসে হানাদার বাহিনী স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালত সব কিছু খুলে দিতে চাপ প্রয়োগ করে। যেহেতু আমার মিরাশী হাইস্কুলে আবার পড়ালেখা শুরু হয়ে গিয়েছে, আমি দেশের যুদ্ধাবস্থায় নিজ গ্রামের বাড়ি হিয়ালা তে বসে আছি, পরীক্ষা হয়ে গেলে আমার ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই ছোটমামা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হিয়ালা আসলেন। পাকিস্তানি মিলিটারিদের, পাঞ্জাবি, মিলিশিয়াদের এক'টা মাস যাবত হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণের যে ঘটনাসমূহ শুনছি, দেখছি এবং তেলিয়াপাড়া, হবিগঞ্জে যুদ্ধের গোলাগুলির যে আওয়াজ পাচ্ছি (মর্টার, কামান, মাইন, বোমা ইত্যাদি) তাতে এই পশুদের সামনে দিয়ে যেতে ভীষণ ভয় পাচ্ছিলাম। ছোটমামা আশ্বস্ত করলেন, 'ভয় পেয়োনা,' 'ওরা চেকপোস্টগুলোতে চেক করে কিছু না পাইলে ছেড়ে দেয়।" পরদিন সকালে আল্লাহপাকের নাম নিয়ে ছোটমামার সাথে মামার বাড়ি চুনারুঘাটের দিকে রওনা দিলাম। গতরাতে শুধু একই জল্পনাকল্পনা, পাঞ্জাবি মিলিটারি যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে কি উত্তর দেব। আমার ও ছোটমামার কনুইয়ে বা হাঁটুতে ট্রেনিংয়ের কোনো আলামত নেই তো।

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে, 'হু মাসুম তুম মুক্তিবাহিনী মালুম হে? তুমারা মামা, দরবন্দ কুছু মুক্তি হায়।' আমি উত্তরে বলব,'নেহি সাব হামারা দরবন্দ কুছ নেহি মুক্তি, হেই মামা নেহি পিয়ার মুক্তি। ছোড় দো।" আম্মা একবার জিজ্ঞেস করে ফেললেন, 'এত রাতে কার সাথে উর্দু কথা চলছে?"

আমি বললাম,'পাঞ্জাবি মিলিটারির সাথে।'

'ঘুমা বেটা সকালে উঠে পীরের গাঁও যাইতে হবে।"

নৌকা দিয়ে হবিগঞ্জ। তারপর রিক্সায় বাসস্ট্যান্ড। হবিগঞ্জে বাসে ওঠার আগে চেক হয়। কিন্তু এদিন হয়নি। তাই পাঞ্জাবি মিলিটারি দর্শন এখনও হয়নি। বাসে বসে শুধু সূরা কালাম পড়তেছি, আর আল্লাহকে স্মরণ করতেছি। শায়েস্তাগঞ্জ পুরান বাজার চেকপোস্টে চেক হবে সবাই বলাবলি করছে। আমি চিন্তা করছি জীবনের চেয়ে কি শিক্ষা, লেখাপড়া বড়? জীবন যেখানে ভয়াবহ বিভীষিকাময়, অনিশ্চিত, যুদ্ধবাজ দখলদার বাহিনীর মর্জির ওপর সেখানে জীবন গড়ার বাসনা কতটুকু সঠিক! যেখানে বাঙালি মা-বোনদের ইজ্জত, সম্ভ্রম হায়েনাদের চাওয়া- পাওয়ার ইশারার ওপর নির্ভরশীল। তাদের ক্যাম্পগুলোতে শত শত নারী, মা-বোন বন্দী। সেখানে লেখাপড়া করে জীবন সুন্দর করা কতটুকু সফল হবে? মনে হয়, আজ এসে তাদের কাছে ধরা দিতে ভুল করেছি। আম্মার কাছ থেকে ভালো করে বিদায় নিয়েও আসিনি। আবার ভালোভাবে না বাঁচলে, নিজের অধিকার না থাকলে, দাস আর আজ্ঞাবহ হয়ে বেঁচে থাকা মূল্যহীন। এ ভাবনাও আসছে। আজ যদি ছাড়া পাই, তাহলে গেরিলা বাহিনীতে চলে যাব। এ সব অনেক বিষয় কিশোর বালকের মনে উদয় অস্ত হতে হতে ভাবনায় অবগাহন করে শায়েস্তাগঞ্জ পুরানবাজার চেকপোস্টে বাস এসে থামল। ড্রাইভার সাহেব সবাইকে যার যার ব্যাগ হাতে নিয়ে বাস থেকে নেমে লাইন ধরতে আদেশ করলেন। ব্যাগ হাতে সবাই বাস থেকে নেমে পুরানবাজার বাসস্ট্যান্ডে পশ্চিম দিকে মুখ করে (খোয়াই নদীর ব্রিজের পাশে) উত্তর দক্ষিণে লম্বা সারিতে দাঁড়ালাম। অন্য বাসের যাত্রীরাও একই সারিতে। প্রথমে ওরা মিলিশিয়া/ মিলিটারি ২/৩ জন বাসের ভেতর ঢুকে খুব ভালোভাবে চেক করল বোমা বা অস্ত্র আছে কিনা। কালো পাতলা পোশাক পরা ফর্সা মোটাসোটা শরীর আমাদের সারির উত্তরদিক থেকে চেক করা শুরু করল। আমার ডানে ছোটমামা দাঁড়ানো। ছোটমামা টগবগে তরুণ। ফর্সা, লম্বা, সাদা প্যান্ট, সাদা ফুলশার্ট ইন করে কালো বেল্ট পরা। কি যে স্মার্ট লাগছিল! ৬৯-এ, ৭০-এ, ৭১-এর অগ্নিঝরা মার্চের দিনগুলোতে যিনি ছিলেন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিংয়ে রাজপথ কাঁপানো অকুতভয় ছাত্রলীগ নেতা। গণহত্যা, ধর্ষণ আর নির্যাতনের প্রতিশোধের আগুন যার অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মা, ভাই এবং বাড়ির সবার অনুরোধে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যাননি। লুকিয়ে ভারতে গিয়েও এমপিএ মহোদয় এয়ারফোর্সে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি আজ দখলদার শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি। ওরা শুধু পকেট, শরীর কিংবা ব্যাগ চেক করে না। চেহারা, চোখ ও গতিবিধি অবলোকন করে। কাউকে ছেড়ে দেয়। আবার কাউকে সামান্যতম সন্দেহ হলে আটকে ফেলে। এ জীবন-মরণের ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি শুধু ছোটমামার জন্য বেশি চিন্তা করছি। ওনার চেহারা-চাহনি স্বাভাবিক আছে তো! চেষ্টা করছি আমার চেহারাটাও স্বাভাবিক রাখতে। যদিও গলা শুকিয়ে কাঠ। মিলিশিয়া, মিলিটারি একে একে চেক করে আমাদের কাছে এসে ছোটমামার পেটে, কোমরে, পকেটে নিচের দিকে চেক করল। আমাকে খুব ভালো করে দেখল। কিন্তু কোনো চেক করল না। আমরা কিন্তু একান্ত বাধ্যগত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। লাইন থেকে সরছি না। আমার পরে আর মাত্র চারজন। দু'জনকে চেক করার পর আর্মি একটু আমাদের দিকে ফিরে আসতে দেখে তৃতীয়জন লাইন থেকে সরে যেতে উদ্যত হতেই লোকটার প্রতি ব্যাঘ্র মূর্তি ধারণ করল। তিনি জোড়হাত করে অপরাধের ক্ষমা চাইলেন। মিলিটারি ক্ষমা করল। তবে বাম হাতে কান ধরে ডান হাতে ভদ্রলোকের ডান গালে ঠাস ঠাস করে এক, দুটি থাপ্পড় মারল। আমাদেরকে হাত ইশারায় চলে যেতে বলায় বাসে উঠে আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া। ঐ ভদ্রলোক আরও ৪/৫ মিনিট পর বাসে উঠলেন। তিন জন লোককে হাত শরীর বেঁধে একসাথে রাখতে দেখলাম। বাস চুনারুঘাট আসলে তাড়াতাড়ি নেমে খেয়া নৌকায় নদী পার হয়ে পীরেরগাঁও।

স্কুলে শিক্ষকবৃন্দ ভয়ে ক্লাস করাতেন। কিন্তু কারও মনে শান্তি নেই। সবার মনে একই বাসনা, হতাশা কবে এ যুদ্ধ শেষ হবে। কবে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে! এ আঘাত- প্রতিঘাতে আশা আর সংশয়ে, আতংকে বিভীষিকাময় সময় পার করছে সকলে।

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বহু জনমিশ্রণের এ দেশে প্রথম আলো তথ্য দেয় ।অধিকারের কথা বলে ।
– শুভেচ্ছা নিরন্তর

Fauma
INNOVATIVE INC.

All Choice Energy
Woodside Adult daycare Center
Balaka 3 Star Staffing
Merchant Services
Newyork State Energy Broker

FAHAD R SOLAIMAN
President / CEO

Fauma Innovative Consultancy Group

Office: 718 205 5195, Mobile: 347 393 8504
Email: f ahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73rd St. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বিনম্র ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখার ,জড়িয়ে ধরার নাম প্রথম আলো। - বর্ষপূর্তিতে শুভেচ্ছা।

আপনি কি ম্যারিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ও ওয়াশিংটন ডিসির যে কোন জায়গায় বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় করতে চান? অনুগ্রহপূর্বক

যোগাযোগ করুন:
301-537-9885

NAZIR ULLAH
REALTOR

রিয়েল এস্টেট | ভার্জিনিয়া
ম্যারিল্যান্ড | ডিসি

Contact: 795 Rockville Pike, Rockville,
MD 20852, Office: 301-424-0900,
Cell: 301-537-9885, Fax: 301-454-9290

Aasha Home Care
আশা হোম কেয়ার

$22.25 Per Hour
New York City (5 Boroughs)

$21.25
Long Island
+ $170 Gift Card Every Months

$18.25
Buffalo
New & Transfer Clients*

Free Services for Members

- Transportation
- Arts & Crafts
- Nutritious Breakfast and Lunch
- Movie, Music & Group Dances
- Outdoor Activities (Shopping & Parks)
- A Game Zone (Cards, Bingo, Chess, Carom, etc)

Aasha Social Adult Day Care

Send Surprised Gift
to your Loved one
to Bangladesh

ShaadBD
Your Food Is Here

Eshaa
Vice President

917 306 2981

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে জানাই
প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
প্রথম আলোর কর্ম উদ্দীপনাময় পথচলায়
উত্তর উত্তর সাফল্য কামনা করছি।

সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক

CONGRATULATIONS

PUBLISHERS AND EDITORIAL TEAM OF

PROTHOM ALO

ON THE OCCASION OF

THE LAUNCHING OF THEIR

5th Anniversary

WE WISH YOU SUCCESS
IN YOUR NEW PUBLISHING ENDEAVOR!

Inshallah!

STELLAR PRINTING, INC.
3838 Ninth Street Long Island City, N.Y. 11101
For Sales and Customers Service, please call
Mr. Moazzem Sarker at (646) 208-2140

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

একদল স্বপ্নচারী সাংবাদিক লেখকের
অবিরাম পথ চলার নাম
আটলান্টিক পাড়ের প্রথম আলো।
এগিয়ে চলুক দাপটের সাথে...

অনাবিল শুভেচ্ছা

Sheikh Galib Rahman

CEO, Transfo Tech Academy

Transf tech
ACADEMY

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলোর ৬ষ্ঠতম বর্ষে পদার্পণে
শুভেচ্ছা

sunman express
global money transfer

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্পোরেশন

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER by NYSDFS

SEND MONEY TO BANGLADESH, INDIA, PAKISTAN
AND WEST AFRICAN CORRIDOR
CURRENCY EXCHANGE

MASHUD RANA TOPAN
PRESIDENT & CEO

Uttara Bank Limited
DHAKA BANK LIMITED
Islami Bank Bangladesh Limited
Southeast Bank Limited
AB Bank
Premier Bank
Prime Bank Limited
UNION BANK LTD
UCB
United Commercial Bank Ltd.
Trust Bank
city bank
SBAC Bank Limited
NCC Bank
BRAC BANK

SUNMAN GLOBAL EXPRESS CORP.
HEAD OFFICE: 3717 74TH ST. 1ST FL, JACKSON HEIGHTS, NY-11372
★ JAMAICA BRANCH: 167-05 HILLSIDE AVE. JAMAICA, NY-11432
★ ASTORIA BRANCH: 29-24 36 AVE. LONG ISLAND CITY, NY-11106
PHONE: 718-565-5052 WWW.SUNMANEXPRESS.COM

নিউজ পোর্টাল এডিটর'স ফোরাম

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার
পঞ্চম বর্ষপূর্তি আমাদের কাছে আলোময় সুবর্ণরেখার মত।

৫ম বর্ষপূর্তি

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সব ভালো আর আলোর সঙ্গে প্রথম আলো পথ চলায়
আমাদের নিরন্তর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

NEWS PORTAL EDITORS FORUM
70-52 BROADWAY 1A, JACKSON HEIGHTS, NY 11372.
NPEF2022@GMAIL.COM WWW.NPEF.US

SHAH QURAISHI

Your Real Estate Pro

We have Qualified Buyers to purchase home in your area

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

EXIT REALTY PRIME

REALTOR® MLS™

Tel: (917) 587-4149 | Shah.exit@gmail.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পূর্ব পশ্চিমের কথা বলে।
শেকড়ের সাথে বন্ধন দৃঢ় করে এগিয়ে যাওয়ার নাম প্রথম আলো।
- শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা

গোলাম ফারুক শাহীন

সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জাসাস
সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি
নির্বাহী ডিরেক্টর আসাল, লং আইল্যান্ড চ্যাপ্টার

Mega Homes Realty
স্বপ্ন আপনার, দায়িত্ব আমাদের।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে
জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

৫ম বর্ষপূর্তি

BUY SELL
RENT INVEST

Call To Find Out More
+1 917-535-4131

আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি।
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও বাসা ভাড়া দেওয়া হয়।

মইনুল ইসলাম
(লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্ট)

MEGA HOMES REALTY
32-11, 35 Ave. Astoria, NY 11106
moinul4@gmail.com
www.megahomesrealty.us

আসামে বাংলাভাষীদের ওপর বিজেপি সরকারের দমনপীড়ন চরমে

সুব্রত বিশ্বাস

ভারতের আসাম রাজ্যে বহিরাগত অজুহাত তুলে বিজেপির বাঙালি বিতাড়ন চলছে ক্ষমতায় আসার পর থেকে। বাস্তব ভোটের বাজার চাঙ্গা রাখতেই তাদের এই পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে বহু বাঙালিকে ডিটেনশন সেন্টারে পাঠিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। কিভাবে বহিরাগত নামে বাঙালিদের ওপর নিপীড়ন চলছে সিলেটের পার্শ্ববর্তী আসামের কাছাড় জেলার একটি ঘটনা দিয়ে আজকের এই প্রতিবেদন।

অর্জুন নমঃশূদ্র। নিজেকে ভারতীয় প্রমাণের পরীক্ষা দিতে দিতে অবশেষে আহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মৃত্যুর পর ভারতজুড়ে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। মিডিয়া তাঁর মৃত্যুর করুণ কাহিনী প্রচার করতে থাকে। অর্জুনের মৃত্যুকে হাতিয়ার করে সেদিন ভোট বৈতরণী পেরিয়েছিল বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপর প্রায় আট বছর কেটে গেছে। বরাক নদী দিয়ে বহু জল গড়িয়েছে। ক্ষমতা পেয়ে অর্জুনের চাপ্টার ও যথারীতি ভুলে গেছেন মোদী। শুধু অর্জুনকেই তিনি ভুলে যাচ্ছেন এমন নয়। এবার অর্জুনের বৃদ্ধা মাকে ভারতীয় প্রমাণের পরীক্ষায় ফেলেছেন।

অর্জুন নমঃশূদ্রের কথা জানতে গেলে দুদশক পেছনে যেতে হয়। আসামের কাছাড় জেলার কাটিগড়া থানার অধীন ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হরিটিকর প্রথম বাঙের সুবোধনগর গ্রাম। খুলডি বিলের চারপাশে গড়ে উঠেছে গ্রামের বসতি। এরা সকলেই তফশিলি সম্প্রদায়ের মৎসজীবী। ওই গ্রামের বাসিন্দা অনন্ত নমঃশূদ্র মা অকল বালা নমঃশূদ্র দুজনই ভারতীয়। ১৯৬৫ সালের ভোটার তালিকায় দুজনের নামই রয়েছে। কিন্তু তাদের দুই সন্তান অঞ্জলি নমঃশূদ্র এবং অর্জুন নমঃশূদ্রকে সন্দেহভাজন ভোটার হিসেবে দেগে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ফলে ভোটার থেকে শুরু করে সবধরনের সরকারি সুবিধা থেকে ভাই বোন বিরত। হঠাৎ করে বারবার মৃত্যু হওয়ায় সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে অর্জুনের কাঁধে। সংসার সামলে বোনের বিয়ে দিয়ে নিজে বিয়ে করেন। ২০০৮ সালে বিদেশি ট্রাইবুনাল থেকে অঞ্জলি এবং অর্জুনের নামে নোটিশ আসে। ট্রাইবুনালে গিয়ে তাদের ভারতীয় প্রমাণের পরীক্ষা দেয়া শুরু হয়। একদিকে সংসার চালানো আরেকদিকে ট্রাইবুনালে ঘন ঘন হাজিরা দেয়া দিনমজুর অর্জুনের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। ঘটিবাটি বেচে পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ২০১২ সালের ৫ জুন সুবোধনগর গ্রামে এসে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র নিয়ে করেন বিএলও। কিন্তু অর্জুনের নামে পরিচয়পত্র আসেনি। এবার তাকে দেশছাড়া হতে পারে মায়ের কাছে ভয় পেয়ে বলেছিলেন তিনি। হতাশা আর ভয়ে সেদিনই রাতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন অর্জুন। তখন কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার। বছর খানেক পর ২০১৩ সালে মৃত অর্জুনকে ভারতীয় বলে ঘোষণা করে ট্রাইবুনাল। অর্জুনের মৃত্যুকে হাতিয়ার করে মাঠে নেমে পড়ে বিজেপি। ২০১৪ সালের নির্বাচনী প্রচারে আসামে আসেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী। শিলচরের এক নির্বাচনী সভায় নাটকীয় ভঙ্গিতে অর্জুনের মৃত্যুকাহিনী ব্যাখ্যা করে বলেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে আর কাউকে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে না। প্রতিশ্রুতি দেন তার দল ক্ষমতায় এলে ডি ভোটার তুলে দেবে ডিটেনশন ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দেবে।

এরপর আসামের প্রতিটি নির্বাচনী সভায় অর্জুন নমঃশূদ্রের মৃত্যুকাহিনী বারবার তুলে এনেছেন মোদী। মোদী সেই ভাষণের অংশ রাতদিন বাজিয়েছে বিজেপি। অর্জুনের বৃদ্ধা মা বিধবা স্ত্রী বাবা হারা সন্তানদের সঙ্গে ছবি তুলে প্রচার করেন বিজেপির ছোট বড় মাঝারি নেতারা। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর অর্জুনের কথা মনে রাখেননি নরেন্দ্র মোদী। বিজেপির কোনো নেতা আর দরিদ্র অর্জুনের পরিবারের খোঁজও নেয় না। এদিকে যার মৃত্যুকে হাতিয়ার করে ডি ভোটার তুলে দেওয়া কিংবা ডিটেনশন ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোদী সেই অর্জুনের মা অকল বালা নমঃশূদ্রকে এবার ভারতীয় প্রমাণ করতে নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। আশ্চর্যের বিষয় হলো ৮৫ বছরের অকল বালা দেবী ভোটার তালিকায় ডি ভোটার অর্থাৎ সন্দেহভাজন

বিজেপি শাসিত রাজ্যের ভাষিক সংখ্যালঘু বাঙালিদের ওপর নির্যাতন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভোটার নন। তিনি নিয়মিত ভোট দিয়ে এসেছেন এতগুলো বছর ধরে। ১৯৬৫ সালের ভোটার তালিকায় তার নামও আছে। তখন তার বয়স ছিল ১৬ বছর। কিন্তু সীমান্তপুলিশ সন্দেহভাজন বিদেশি তকমা সেঁটে তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এনআরসি থেকেও তার নাম বাদ দিয়েছে। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী পুলিশ তার হাতে যে নোটিশ তুলে দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে তিনি নাকি ১৯৬৬ সাল জানুয়ারি থেকে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের মধ্যে বিদেশ থেকে বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকেছেন। তিনি যে ১৯৬৬ সালের আগে থেকেই ভারতে আছেন এবং সেদেশে তার জন্ম প্রমাণ করতে না পারলে তাঁকে হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। দেশ বছরের অন্যনাগরিকত্ব বাতিল করা হবে। তারপর থেকে থাকলে নাগরিকত্ব ফিরে পাবেন। অর্থাৎ তার মৃত ছেলে নাগারিকত্ব প্রমাণে যে কঠিন লড়াই লড়েছেন তার চেয়েও কঠিন লড়াই আকল বালা দেবীকে লড়তে হবে। নোটিশ হাতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধা। ছেলে অর্জুনকে নাগরিকত্বের পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেড় বছর আগে বৃদ্ধার সংসার তছনছ হয়ে গেছে। অর্জুন আত্মহত্যা করার পর ছোট ছোট চার সন্তানকে নিয়ে ভাথে ভেসে ভাসেন অর্জুনের স্ত্রী বাসনা দেবী। তখন সবচেয়ে ছোট সন্তানের বয়স মাত্র ছমাস। অর্ধাহার অনাহার নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। একসময় কাজের সন্ধানে সন্তানদের নিয়ে বাড়ি থেকে মেঘালয় সীমান্তবর্তী দিগরখাল চলে যান বাসনা। আকল বালা দেবী বাড়িতে একা থাকতেন। মেয়ে পুত্রবধু এসে খাবার দিয়ে যেতেন। সেই সময়ও বিজেপির কেউ খোঁজ নেয়নি তার। স্বামীর আমলের একটি রেশন কার্ড ছাড়া আর কোনও সরকারি সুবিধা জোটেনি। বিধবাদের মাসে এক হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধাও তাকে দেয়নি রাজ্যের বিজেপি সরকার। জোটেনি সরকারি আবাসও। গত ৫ মার্চ শিলচরের ১৯ নম্বর বিদেশি ট্রাইবুনালে তার প্রথম শুনানির দিন ছিল। শুনানির দিনও তাকে নিয়ে ঘটেছে আরেক খেলা। অকলবালা দেবীর মেয়ে অঞ্জলি বলেন সেদিন মা খেতে চাননি। কিন্তু ডিটেনশন ক্যাম্পের ভয়ে অসুস্থ মাকে কোনোক্রমে শিলচর নিয়ে যাই। সরকারি আইনজীবী অনিল দে মাকে ট্রাইবুনালে হাজিরা নিতে জেলা আদালতের বারে বসে মায়ের নথিগুলো দেখে আগামী ৪ এপ্রিল ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দিতে বলে ফেরত পাঠিয়ে দেন। প্রথম শুনানিতে আকলবালা দেবী শিলচর গেলেও তাকে ট্রাইবুনালে অনুপস্থিত থাকলে একপার্টি অর্থাৎ একতরফা রায়ে বিদেশি ঘোষণা করে দেওয়া হয়। পরে একদিন পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরে দেয়। নিরক্ষতার সুযোগ নিয়ে এমন বহু ঘটনা রাজ্যে ঘটে চলেছে। সরকারি আইনজীবীদের কারণেই এমন কাণ্ড ঘটছে বলে অভিযোগ। আকলবালা দেবীকেও কী ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরে দেওয়ার মতলব করছে বিজেপি সরকার!!! উঠেছে প্রশ্ন। বৃহস্পতিবার আকলবালা দেবী বাড়ির উঠোনে বসে মৃত ছেলের ছবিতে হাত বুলিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বলেন ওরা আমার ছেলেকে এই পৃথিবী থেকে কেড়ে নিয়েছে। এবার আমাকেও কেড়ে নিতে চাচ্ছে। মোদী তো আমার ছেলের মৃত্যুকে হাতিয়ার করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এখন আমাকে জেলে পুরতে কৌশল করছে। জেলের ভয়ে আমার ছেলে আত্মহত্যা করেছে। এখন বৃদ্ধ বয়সে আমাকে জেলে পঁচে মরতে হবে। এদিকে আকলবালা দেবীর মেয়ে অঞ্জলি নমঃশূদ্রের কাহিনীও একই। ভাইয়ের সঙ্গে তাকেও ডি ভোটার করে নোটিশ ধরিয়ে দেয় ট্রাইবুনাল। তার স্বামীর বাড়িও গরিব। এই পরিস্থিতির মধ্যে টানা পাঁচ বছর ধরে ট্রাইবুনালে হাজিরা দিয়ে ২০১৫ সালের ১৬ জুলাই তাকে ভারতীয় ঘোষণা করে ট্রাইবুনাল। এই রায়ে বলা হয়েছে অঞ্জলি নমঃশুদ্রের বাবা অনন্ত নমঃশূদ্র এবং মা আকলবালা নমঃশূদ্রের নামে ১৯৬৫ সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে। তাছাড়া স্কুল সার্টিফিকেটের হিসেবে অঞ্জলির জন্ম ১৯৬৩ সালে। ফলে তাকে ভারতীয় ঘোষণা করা হলো। সাত বছর আগে অঞ্জলিকে ভারতীয় ঘোষণা করার পরেও আজ পর্যন্ত তার নাম তালিকায় ওঠেনি। এনআরসিতে নাম আসেনি। সরকারি সুবিধা জুটছে না। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ট্রাইব্যুনাল বলছে অঞ্জলির মা সন্দেহভাজন বিদেশি। পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রির দি কাশ্মীর ফাইলস সিনেমা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে গোটা বিজেপি দল কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা নির্যাতন নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে এক করছে। অথচ আসাম বিজেপি সরকারের আমলে ডিটেনশন ক্যাম্পগুলোতে বন্দিদের ওপর অমানসিক অত্যাচার অনেকে প্রছিদের ওপর ব্রিটিলারের অত্যাচারের সঙ্গে তুলনা করছেন। অনাহারে অর্ধাহারে বিনা চিকিৎসায় ফুলু দাস দুলাল পাল সুব্রত দাস অমৃত দাস ইসমাইল আলী তালুকদার মণিক দাস সহ ৩১ জন বন্দী বিজেপি আমলে মারা গেছেন। তাদের বিদেশি তকমা সেটে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দেয় সরকার। কিন্তু মৃত্যুর পর দেহ বিদেশে না পাঠিয়ে জোর করে পরিবারের হাতে তুলে দেয়। এবার থেকে ডিটেনশন ক্যাম্পের বন্দীদের নির্জন জায়গায় রাখতে গোয়ালপাড়া জেলার মাটিয়ার জঙ্গলে বিশাল ক্যাম্প তৈরি করেছে মোদী সরকার।

বিজেপি আমলে রাজ্যের ভাষিক সংখ্যালঘু বাঙালিদের ওপর নির্যাতন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষায় তা উঠে আসছে। ডি ভোটার এনআরসি ইত্যাদিকে হাতিয়ার করে একদিকে সরকারিভাবে নিপীড়ন চলছে আরেকদিকে নিরীহ বাঙালিদের হত্যালীলা চলছে। ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর উজান আসামের তিনসুকিয়া জেলার বলা এলাকায় সন্ধ্যা রাতে পাঁচজন মজুরকে অপরিচিত আততায়ীরা গুলি করে হত্যা করে। এরা সকলেই বাংলাভাষী। আজ পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের গ্রেফতার করেনি পুলিশ। উজান আসামে বাংলাভাষী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ওপর তোলা আদায় নিয়ে জুলুম হত্যাদি হরহামেশাই ঘটছে।

বাংলাদেশসহ পার্শ্ববর্তী তিন দেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিতেই নাকি সংবিধানকে অবজ্ঞা করে সিএএ পাশ করেছে মোদী সরকার। দুবছর আগে পাশ হওয়া এই আইন আজ পর্যন্ত একজনও অনুপ্রবেশকারীও নাগরিকত্ব পাননি। বাংলাভাষীদের ওপর বিজেপি সরকারের নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে আসাম ফাইলস কি বিবেক অগ্নিহোত্রী তৈরি করতে পারবেন এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

আমার মেয়ের মুখ ও সৌন্দর্যতত্ত্ব

নাভিদ সালেহ

কাল মধ্যরাতে আমার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধতায় আর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলাম আমি। কি নিখুঁত অপরূপ মুখশ্রী। টানা টানা চোখ অনুপম নাকের নকশা ঈষৎ গোলাপি আভার স্নিগ্ধতায় ছেয়ে আছে ছোট মুখখানি যেন বিদ্যার মতো কোনো নিপুণ ভাস্করের ছেনি হাতুড়িতে গড়া রূপের অবিস্মরণীয় উপস্থাপন। এই মুগ্ধতা সৌন্দর্যের এমন অনুধাবন কি কেবলই আমার তা কি এই জন্যে যে ও আমার সন্তান আমার অন্তর্গত আবেগ আর বুকচেরা ভালোবাসার উদ্গীরণে ওর মুখ অপরূপ হয়ে ধরা দিচ্ছে আমার কাছে; অন্যের কাছে কি তা নাও দিতে পারে সৌন্দর্য কি আপেক্ষিক না এর কোনো নির্দিষ্ট ফর্ম আছে একটি শিশুর কিংবা একজন মানুষের মুখশ্রীর অনুধাবন কি একটি চিত্রকর্ম কিংবা সুললিত কোনো সংগীতের সৌন্দর্য পরিমাপের চেয়ে ভিন্নতর সৌন্দর্য কি আদৌ পরিমাপ করা যায় এর মূল্যমান নির্ধারণের মাপকাঠিই বা কোনগুলো সৌন্দর্যের উপলব্ধি কি কোনো অনুভূতির জন্ম দেয় নাকি তা নিতান্তই স্বতঃস্ফূর্ত একটি প্রকাশভঙ্গি আমরা কি বিনোদনের প্রত্যাশায় সুন্দরকে অবলোকন করি এ প্রশ্নগুলো নিয়ে মানুষ ভেবেছে সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ গ্রিক দার্শনিক ত্র্যারিস্টটল আর প্লেটো মার্ডার আর সিমেট্রিকে সৌন্দর্যের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছিলেন। প্রাচ্য হিন্দুধর্মে ও প্রতীচ্যে খ্রিষ্টধর্ম বিকাশে শিল্পচর্চাকে আধ্যাত্মিকতার আধার বলে ধরা হতো। রিনেসাঁসের কলার চর্চাকে মানবতার প্রসারে কেন্দ্রীয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে নন্দনতত্ত্বের দার্শনিক ভাবনার শুরু ১৭ শতকের প্রথম দিকে। সৌন্দর্যের মূল্যমান নির্ধারণ বিষয়ক প্রতর্কের একাংশকে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা থাকছে এ নিবন্ধে।

সতের শতকের শুরুর দিকে বস্তু কেন্দ্রিক দার্শনিক ব্যক্তির সৌন্দর্যের সংজ্ঞাকে যুক্তিবাদি ফ্রেমওয়ার্কে বেঁধে ফেলা হতো। ধারণা করা হতো কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিচারে সৌন্দর্য পরিমাপ সম্ভব। ১৭১৫ তে সৌন্দর্যকে গাণিতিক কাঠামোতে দাঁড় করাবার প্রয়াস নেন। পরবর্তীতে যুক্তি নয় অনুভব দিয়ে সুন্দরের বিচার হয় এই বিতর্কের সূচনা করে রহিতধারা। তিনি তাঁর একটি সুস্বাদু খাবার রসনায় অনুভূত হবে; রাঁধুনি রন্ধনশিল্পের ধ্রুপদী নিয়ম মেনে তা প্রস্তুত করেছেন কিনা তাতে কি এসে যায় তাই সৌন্দর্য প্যারামেট্রিক ছকে বেঁধে বিচার্য কিছু নয় তা হলো ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুধাবনের বিষয়। এ প্রসঙ্গে তাই সৌন্দর্য বিচারের বস্তুকে চিহ্নিত করা সৌন্দর্য পরিমাপের প্রক্রিয়া থেকে পৃথক করবার ভাবনার উদয় হয়। স্কটিশ এনলাইটেনমেন্টের অন্যতম দার্শনিক চেমনি বলছেন। তাঁর মতে একটি শিল্প বা সাহিত্যকর্ম বিচারের জন্যে যদিও যুক্তিবাদী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে তবে সে শিল্পানুষঙ্গ আবেগের উৎসারণ ঘটায় তার বিচার এমন ছকে বাঁধা যান্ত্রিক নিয়মে করা হয়তবা সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায়

[illegible]

এর মতো আরও অনেকে। পরবর্তী দুই শতকে সৌন্দর্যের ব্যাখ্যায় সংজ্ঞায়িত হতে থাকে নান্দনিক বস্তু নান্দনিক বিচার নান্দনিক মনোভাব নান্দনিক অভিজ্ঞতা আর নান্দনিক মূল্যমান সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াসে নান্দনিক মূল্যমান বিষয়ক তত্ত্বের অবতারনা দার্শনিক বিচারে একটি অন্যতম মাইলফলক বলে ধরা হয়ে থাকে। সৌন্দর্য বা নান্দনিক যে প্রমোদ উদ্গারী এবং প্রমোদ প্রাপ্তিই যে কোনো শিল্পকর্মকে সুন্দর করে তুলবার পেছনের কারণ তা বলাই বাহুল্য। বলছে যে মানবহৃদয় সুন্দরের সন্ধান করে বেড়ায় তৃপ্তি আনন্দ আর সুখানুভব প্রাপ্তির প্রয়াসে। শিল্পীর দায়িত্ব তাই বর্তায় শিল্পে সৌন্দর্যের সঞ্চার করা যা শিল্পানুরাগীদের পুলক চরিতার্থ বারবার বাসনাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে।

সুখানুভব প্রাপ্তিজনিত কেন্দ্রিক নান্দনিকতার ব্যাখ্যায় ১৮ আর ১৯ শতকের বিখ্যাত দার্শনিকদের ভাবিত হতে দেখা যায়; তাঁদের মধ্যে অন্যতম দর্শনশাস্ত্রের দিকপালেরা। নিজের ভাষায়

এ নিবন্ধেও তর্ক চলেছে বিস্তর। তবে কি শিল্প প্রমোদকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে নির্মিত হয় নাকি শিল্পের স্বাভাবিক বিকাশে প্রমোদের স্বতঃস্ফূর্ত বহিরপ্রকাশ ঘটে কোনো চিত্র প্রদর্শনীতে কি প্রমোদপ্রাপ্তির আশায় ভিড়ো হয় জনতা নাকি তাঁর শিল্পের অন্তর্গত গুণের জোরে তৃপ্ত হয়ে ফেরে শিল্পানুরাগীরা প্রদর্শনীতে জমায়েত অনুরাগীদের তৃপ্তি অন্বেষণ না হয় ডেলিবারেট হতে পারে কোনো সুললিত দেয়ালচিত্রের দর্শনে একজন পথিকের অনিচ্ছাকৃত আনন্দের উৎস তবে কোথায় সৌন্দর্য কি তবে সার্বজনীন ও স্বতঃস্ফূর্তনয় পঞ্চাশ জঞ্জার গায়ে গোধূলির ছটার সৌন্দর্য বিথোভেনের নবম সিম্ফোনির মাধুর্য রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বর্ণিত জীবনসংঘটনের টান কিংবা তাজমহলের বিশালত্বের বিস্ময় কি সার্বজনীন নয় আমি তাই এর চিন্তার পক্ষে সমর্থন জানাই সৌন্দর্যের উপলব্ধি মানবচিন্তার সবচেয়ে স্বাধীন ও উন্মুক্ত বহিরপ্রকাশ যা কিনা তার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বশীভূত হতে প্রতিবাদ জানায়।

উপভোগ্য শিল্প কিংবা মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের নান্দনিক মূল্য নিয়ে পর্যালোচনা হতেই পারে। তর্ক উঠতে পারে যে সৌন্দর্য পরিমাপের পদ্ধতি কিংবা এর নিয়ে। সংগীতে গায়কীর শুদ্ধতা কিংবা শিল্পীর কণ্ঠসৌষ্ঠব বাবার পরিবেশনায় চাতুর্য কিংবা ভিন্ন স্বাদের উপস্থাপন আর চলচ্চিত্রে গল্প বর্ণনার গতিময়তা এ সবই প্রমোদকে ধারে এগুতে পারে মানছি।

তবে আমার কন্যার মুখশ্রীর যে প্রবল টান সারল্যে ভরা চাহনির যে মাদকতা নিটোল কপোলের নমনীয় স্নিগ্ধতা আর মুখের রঙের গোলাপি আভার স্বর্গীয় ছটা এ কি কেবল আমায় প্রবল ভালোলাগায় মুহ্যমান করে ও সৌন্দর্য কি কেবল ওর স্নেহাতুর পিতার অন্তর্গত আবেগের বহিপ্রকাশ নাকি তা সার্বজনীনতার মাপে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম এ পর্যালোচনার উত্তর খুঁজতে যাওয়া বোধ করি বাতুলতা মাত্র। আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর সবচেয়ে অমূল্য সবচেয়ে দর্শনীয় আমার পরম নান্দনিক দৃশ্য হলো আমার সন্তানের মুখ। সকল ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করবার এরচেয়ে সহজ ও স্বতোজাত উপায় কোনো স্নেহান্ধ পিতার জানা আছে বলে বোধ হয় না।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Low Income, No Problem

Hard Money 9%

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

646-920-4799

Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106

Direct Lender

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল

১ মাস ফ্রি

72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372 | 718-565-9099

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

অদম্য প্রত্যয় নিয়ে আলোর পথের যাত্রী প্রথম আলো।
ভালোবাসা আর উচ্ছ্বাসের নাম প্রথম আলো –
শুভেচ্ছা

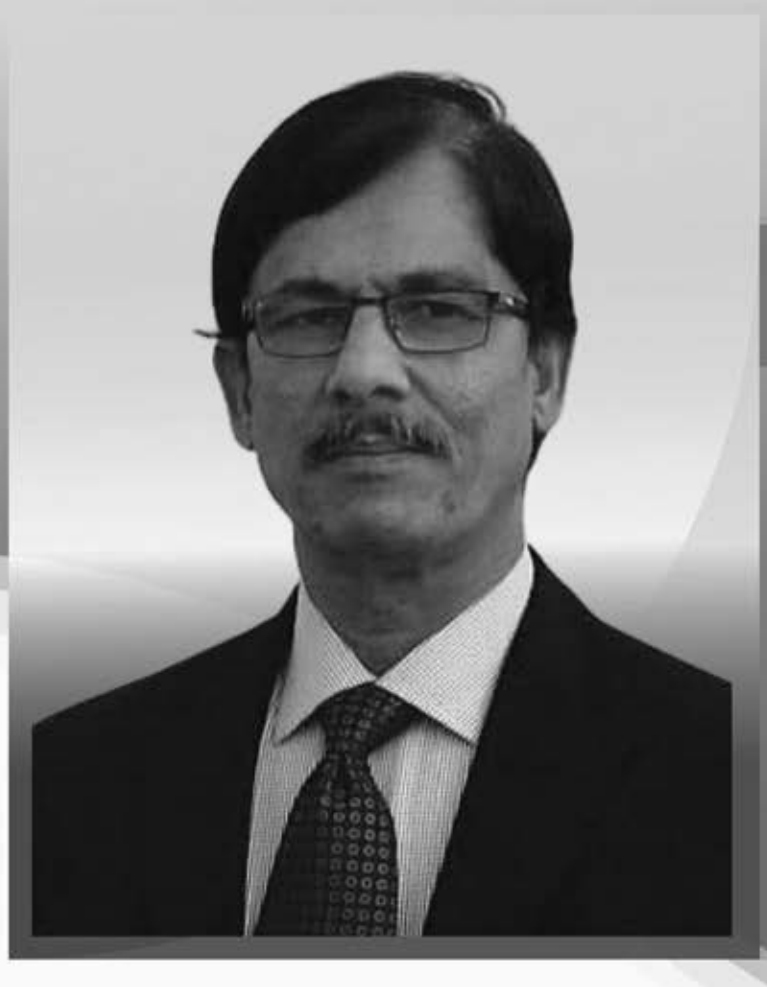

কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন

সভাপতি পদপ্রার্থী

বাংলাদেশ সোসাইটি

সাবেক সভাপতি

মিরসরাই সমিতি ইউএসএ

রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সংবাদ সম্মেলন। ছবি : সংগৃহীত

ডায়াবেটিসের প্রকৃত কারণ আবিষ্কারের দাবি

সংবাদ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বর্তমানে ভয়াবহ এক রোগের নাম ডায়াবেটিস। সারা বিশ্বে ৪৬ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। বাংলাদেশে আক্রান্ত ১ কোটি ২৩ লাখেরও বেশি। বিজ্ঞানীদের মতে, টক্সিন নিয়ন্ত্রিত নিম্ন গ্রেডের সিস্টেমিক প্রদাহের কারণে এ রোগ হয়। গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন ইনসুলিনের উৎপাদন ও কার্যক্ষমতা কমে গেলে রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যায়। এতে ডায়াবেটিস হয়।

এবার ডায়াবেটিসের প্রকৃত কারণ আবিষ্কারের দাবি করেছেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা। গতকাল বুধবার রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করা হয়। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী অধ্যাপক মধু এস মালো ও জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খানের নেতৃত্বে একদল গবেষক এ কারণ বের করেন। বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে গত ৫ বছর ৩০-৬০ বছর বয়সী ৫৭৪ জনের ওপর গবেষণাটি করা হয়।

গবেষক দলটি বলছে, ডায়াবেটিসের নতুন কারণটি হলো, আইএপি (ইন্টেস্টিনাইল অ্যালকেলাইন ফসফেটাস) নামক এনজাইম কমে যাওয়া। মানবদেহের অন্ত্রে থাকা মৃত ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরের অংশ টক্সিন (এন্ডোটক্সিন) হিসেবে কাজ করে। এই টক্সিন সাধারণত মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তবে উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার, ফ্রুকটোজ বা অ্যালকোহল টক্সিনকে রক্তে ঢুকতে সহায়তা করে। ফলে সিস্টেমিক প্রদাহের সৃষ্টি হয়। এতে ডায়াবেটিস হতে পারে। অন্ত্রে থাকা আইএপি এনজাইম এই টক্সিনকে ধ্বংস করে। দেহে এ এনজাইমের ঘাটতি হলে অন্ত্রে অতিরিক্ত টক্সিন জমা হয়ে রক্তে ঢুকে সিস্টেমিক প্রদাহ সৃষ্টি করে। ফলে ডায়াবেটিস ও ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হতে পারে।

গবেষণায় বলা যায়, যাঁদের শরীরে এ এনজাইম কম থাকে, তাঁদের ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি ১৩ দশমিক ৮ গুণ বেশি। অল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে এনজাইমটি দ্রুত কমতে থাকলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ৭ দশমিক ৩ গুণ বেশি। এনজাইমটি যাঁদের অন্ত্রে কম ছিল, তাঁদের ফাস্টিং সুগার বৃদ্ধির মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ। সমাধান হিসেবে বলা হয়, যাঁদের দেহে আইএপি এনজাইম কম, তাঁদের এ এনজাইম খাওয়ানো সম্ভব হলে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ সম্ভব। গবেষণাগারে এনজাইমটি তৈরির চেষ্টা চলছে।

গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল ও আমেরিকান ডায়াবেটিস সমিতির যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত জার্নাল 'দা বিএমজে ওপেন ডায়াবেটিস রিসার্চ অ্যান্ড কেয়ার'-এ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় সহযোগিতা করেন

বারডেমের অধ্যাপক ডা. ফারুক পাঠান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সালিমুর রহমান ও অধ্যাপক মুহাম্মদ হাসানাত, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সালেকুল ইসলাম।

অধ্যাপক মধু এস মালো এর আগে মানবদেহে থাকা ইন্টেস্টিনাইল অ্যালকেলাইন ফসফেটাস এনজাইম পরিমাপের লক্ষ্যে একটি টেস্ট পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই টেস্টের মাধ্যমে এ এনজাইমের স্বল্পতার কারণে একজন ব্যক্তির ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি আছে কি না, তা শনাক্ত করা সম্ভব হবে। যাঁদের ঝুঁকি রয়েছে, তাঁরা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে ডায়াবেটিস থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। ড. মালো ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির উপদেষ্টা এবং বারডেমের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কর্মরত।

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা গভীর করতে চায় ঢাকা-ওয়াশিংটন

অষ্টম অংশীদারত্ব সংলাপ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অংশীদারত্ব জোরদার এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে উভয়পক্ষ। বিশেষ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ইস্যুতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা গভীর করতে চায় ঢাকা ও ওয়াশিংটন।

রোববার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত অষ্টম অংশীদারত্ব সংলাপ নিয়ে এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

প্রায় দুই ঘণ্টার বৈঠকে ঢাকার পক্ষে নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নেতৃত্ব দেন দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনীতিবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া ন্যুল্যান্ড।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, দুই বছর বিরতির পর বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে ঢাকায় এটি বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক সংলাপ। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তীর বার্ষিকীতে এ সংলাপ আরও তাৎপর্যপূর্ণ।

সংলাপে উভয়পক্ষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ইস্যুতে ঢাকা ও ওয়াশিংটনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সমগ্র ধারার বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছে। এতে দুই বন্ধুপ্রতীম দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

নিরাপত্তা, উন্নয়ন, মানবিক সহায়তা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার কথা তুলে ধরে উভয়পক্ষ স্থায়ী অংশীদারত্বের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। উভয়পক্ষ একটি মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে সম্মত হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য, আইপিএস বিষয়ে ঢাকার অবস্থান নিয়ে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন অর্থনৈতিক দিক বিবেচনার ওপর জোর দেয়। জবাবে ওয়াশিংটন জানায়, আইপিএস নিয়ে একটি অর্থনৈতিক কাঠামো শিগগিরই প্রকাশ করা হবে। সংলাপে উভয়পক্ষ ইউক্রেন, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনের বর্তমান পরিস্থিতিসহ দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্বার্থ ও উদ্বেগের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও মতবিনিময় করে।

সংলাপে পররাষ্ট্র সচিব ওয়াশিংটনের প্রতিনিধিকে জানান, গণতান্ত্রিক শাসন ও মানবাধিকারের অঙ্গীকার বাংলাদেশ-মার্কিন অংশীদারত্বের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। জনগণের সব ধরনের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তিনি র‍্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ওয়াশিংটনকে জানান, এর ফলে সন্ত্রাসবাদ ও আন্তর্জাতিক অপরাধ মোকাবিলায় বাংলাদেশের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার লক্ষে ওয়াশিংটনের সঙ্গে অবাধ ও খোলামেলা আলোচনার বিষয়ে বাংলাদেশের ইচ্ছার কথা জানান। এ বিষয়ে অব্যাহত আলোচনার আশ্বাস দিয়েছে ওয়াশিংটন।

উভয়পক্ষ মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি রাশেদ চৌধুরীকে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিও তুলে ধরেছে।

এছাড়া আলোচনায় এসেছে রোহিঙ্গা ইস্যুটি। ঢাকার পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী রাজনৈতিক ও মানবিক সমর্থনের প্রশংসা করার পাশাপাশি প্রত্যাবাসনে সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

ইউক্রেনের ৬৪ হাসপাতালে হামলা হয়েছে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুরুর পর এ পর্যন্ত ৬৪টি হাসপাতালে হামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রুশ বাহিনী অন্তত ৬৪টি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে। প্রতিদিন দুই থেকে তিনটি হাসপাতালে হামলা করেছে রুশ বাহিনী। এতে অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে।

ইউক্রেনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ডা. জার্নো হাবিচ্ট বলেছেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর হামলা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লঙ্ঘন। কিন্তু এটিই যুদ্ধের একটি বিরক্তিকর ও সাধারণ কৌশল।

প্রবাসী আয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

১৭০ কোটি ৪৪ লাখ ডলার পাঠান, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকার মতো (প্রতি ডলার ৮৬ টাকা ধরে)। আর ফেব্রুয়ারিতে প্রবাসীরা দেশে ১৪৯ কোটি ৬০ লাখ ডলার প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ১২ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা।

এক মাসের ব্যবধানে প্রবাসী আয় ১ হাজার কোটি টাকার বেশি কমেছে, যদিও ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনে। তা সত্ত্বেও আয় হ্রাসের হার অনেক বেশি। এর মধ্যে মার্চের শুরু থেকে আয় আসা বেড়েছে। মার্চের প্রথম ১০ দিনে আয় এসেছে ৬৮ কোটি ৯৩ লাখ ডলার, যা দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

পূর্ব ইউরোপে আরও ৪০ হাজার সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত ন্যাটোর

ন্যাটো মহাসচিব

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেনে রুশ সামরিক অভিযানের জেরে পূর্ব ইউরোপের চার দেশ— স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ও রোমানিয়ায় অতিরিক্ত ৪০ হাজার সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট ন্যাটো।

বৃহস্পতিবার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ন্যাটোর বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বৈঠক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন জোটের মহাসচিব জিনস স্টলটেনবার্গ।

সংবাদ সম্মেলনে স্টলটেনবার্গ বলেন, 'ইউক্রেনে রুশ হামলার এক মাস পূর্ণ হলো। এই হামলার ফলে আসলে আমাদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং ন্যাটো মনে করছে, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই পূর্ব ইউরোপের চার দেশে আরও ৪০ হাজার সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

রাশিয়া ও ইউক্রেনের দ্বিপাক্ষিক তিক্ত সম্পর্কের একদম গোড়ায় আছে ন্যাটো। পশ্চিমা দেশগুলোর এই সামরিক জোটকে কেন্দ্র করে ২০০৮ সাল থেকে দ্বন্দ্ব চলছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। ওই বছরই ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছিল ইউক্রেন। সম্প্রতি ন্যাটো ইউক্রেনকে পূর্ণ সদস্যপদ না দিলেও 'সহযোগী সদস্য' মনোনীত করার পর

ন্যাটোর মহাসচিব জিনস স্টলটেনবার্গ

আরও বাড়ে এই দ্বন্দ্ব।

ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন প্রত্যাহারে ইউক্রেনকে চাপে রাখতে গত দুই মাস রাশিয়া-ইউক্রেন সীমান্তে প্রায় দুই লাখ সেনা মোতায়েন রেখেছিল মস্কো।

কিন্তু এই কৌশল কোনো কাজে আসেনি। উপরন্তু এই দু'মাসের প্রায় প্রতিদিনই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা অভিযোগ করে গেছে— যে কোনো সময় ইউক্রেনে হামলা চালাতে পারে রুশ বাহিনী।

অবশেষে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দুই ভূখণ্ড দনেতস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় রাশিয়া; এবং তার দু'দিন পর, ২৪ তারিখ ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' শুরুর নির্দেশ দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

মঙ্গলবার ২৭তম দিনে পৌঁছেছে এই অভিযান। এর মধ্যে ইউক্রেনের দু'টি শহর খেরসন ও ইজিয়ামের দখল নিয়েছে রুশ বাহিনী।

বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অভিযোগ করেন, রুশ বাহিনী তার দেশে ফসফরাস বোমা ছুড়েছে এবং এতে শিশুসহ বেসামরিক লোকজন নিহত হয়েছে। তবে এই হামলা ইউক্রেনের কোথায় চালানো হয়েছে, তা তিনি উল্লেখ করেননি।

বৃহস্পতিবারের সংবাদ সম্মেলনে এ সম্পর্কে ন্যাটো মহাসচিব বলেন, 'যদি সত্যিই এমন ঘটে থাকে, সেক্ষেত্রে এটি আন্তর্জাতিক আইনের সবচেয়ে সরাসরি ও নির্লজ্জ লঙ্ঘণ এবং তার ফলাফল হবে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেলেন খলিলুর রহমান

শেষ পৃষ্ঠার পর

ইউএন প্লাজায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পক্ষে তাঁর হাতে সার্টিফিকেট ও সম্মাননা স্মারক তুলে দিয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত আমেরিকান কর্মকর্তা ড. সীমা কাতনায়া। অনুষ্ঠানে ড.কাতনায়া বলেন, 'এটা দেশের একটি সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদক। আমরা তাঁর হাতে এটি তুলে দিতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতকোত্তর খলিলুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রে এসে ব্রঙ্কসে ছোট্ট পরিসরে খলিল বিরিয়ানী হাউস গড়ে তোলেন। অল্প দিনের ব্যবধানে তিনি বড় পরিসরে খলিল হালাল চাইনিজ, খলিল পিৎজা এন্ড গ্রীল, খলিল সুইটস, খলিল সুপার মার্কেটসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে অনেক প্রবাসীর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করেন। তিনি খলিল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশেও অনেক জনহিতকর কাজে অংশ নিচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নামে 'বাইডেন বিরিয়ান' নামে একটি সুস্বাদু বিরিয়ানী চালু করেও ব্যাপকভাবে আলোচিত হন খলিলুর রহমান।

বহু জাতিগোষ্ঠীর শহর নিউইয়র্কে বাংলাদেশের খাবার এখন পরিচিতি পাচ্ছে আপন মহিমায়। একসময় ম্যানহাটনের সিক্সট স্ট্রিটে পূর্বসূরিরা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টের যে পদযাত্রা শুরু করেছিলেন, তার একটা সফল রূপ দাঁড়িয়েছে খলিল রেস্টুরেন্ট।

নিউইয়র্কের অলিগলিতে বাঙালি হালাল রেস্টুরেন্টের ব্যবসা গড়ে উঠেছে বেশ। জ্যাকসন হাইটস, অ্যাস্টোরিয়া, জামাইকা, হিলসাইড কুইন্সপাড়ায় বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টগুলো বেশি। তার মধ্যে ব্রংকসের খলিল বিরিয়ানি হাউজ সর্বমহলে এখন একটা পরিচিতই নাম। ইউনিয়নপোর্ট রোডে অবস্থিত খলিল বিরিয়ানি হাউজটি বর্তমানে বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয়, জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মূলধারার ভোজনবিলাসীদের কাছে। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে রেস্টুরেন্টটির যাত্রা শুরু। ২০০৮ সালে ডিবি লটারিতে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছিলেন খলিলুর রহমান। শুরুর দিকে তিনি একটি গ্রোসারিতে মিটকাটার হেল্পার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর কাজ করেছেন ডিশওয়াশার হিসাবে। বিভিন্ন জায়গায় কিচেন হেল্পার, এসিস্টেন্ট শেফ, মেইন শেফ —আরও অনেক ধরনের কাজ করতে থাকেন স্বপ্নচারি খলিলুর রহমান। মেইন শেফ হিসাবে তিনি শেষবার কাজ করেন ব্রঙ্কসের প্রিমিয়াম সুইট এন্ড রেস্টুরেন্টে। নিজেকে আরও দক্ষ শেফ হিসাবে দেখার চিন্তা করেন। তাই খাবারের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্কের ইনস্টিটিউট অব কালিনারি এডুকেশনে যুক্ত হোন। সেখান থেকে সম্পূর্ণ কোর্স সম্পন্ন করেন প্রায় ৪ বছর সময় নিয়ে। ২০১৮ সালে কোর্স সম্পন্ন করে তিনি সনদপ্রাপ্ত হন। এরপর নিজেই খলিল বিরিয়ানি হাউজ নামে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা শুরু করেন ২০১৭ সালের জুলাই মাসে। দেশে থাকাকালীন মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ছিলেন একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তিনি কি কখনও ভেবেছিলেন যে, কোনো একদিন তিনিই হবেন নিউইয়র্কের প্রফেশনাল শেফ ও সফল ব্যবসায়ী! খলিলুর রহমান বলেন, 'আমি এমন কিছুই কখনও ভাবিনি।

এদেশে আসার পর ভাবলাম, আমার দেশের লেখাপড়া এখানে কাজে লাগবে না। নতুন করে পড়াশোনা করে ক্যারিয়ার শুরু করতে হবে। তাই ভাবলাম, এমন কিছু আমার করা দরকার, যা আমাকে আর্থিক সফলতা এবং প্রফেশনাল স্কিল —দুটোই এক সাথে দেবে। সময় নষ্ট না করে তাই দুটোই একসাথে শুরু করি।' খলিল বিরিয়ানির মজাদার খাবারগুলো নিউইয়র্ক সিটির সবার কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। সাধারণত এত দ্রুত কোনো রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়িক দিক থেকে সামনে এগিয়ে না। কীভাবে খলিল বিরিয়ানি এত দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠল?

খলিলুর রহমান বলেন, 'খলিল রেস্টুরেন্টটি যদিও কয়েক বছর আগে শুরু হয়েছে, তবে আমি এসবের ওপর স্টাডি করছি বহুদিন। অনেকের কাছেই খলিল ভাই হিসাবে পরিচিত। তাছাড়া আমি শেফ-ইন্টারন্যাশনাল কুজিংয়ের ওপর সার্টিফাইড প্রফেশনাল শেফ। খাবারের ওপর আমার কর্মদক্ষতা বহুদিনের। হতে পারে এসব কিছুই আমার সাফল্যের জন্য একটি ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে বা রাখছে।' খলিলুর রহমান জানান, স্বাস্থ্যসম্মত ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করাই হলো তাঁর মূলমন্ত্র। এজন্য সম্ভবত কাস্টমারদের সবাই তাঁর রেস্টুরেন্টের খাবারের প্রতি আস্থাশীল। বর্তমানে তিনি খলিল ফুড ফাউন্ডেশন গঠন করেছেন। এর মিশন ও ভিশন হলো দেশ থেকে আগতদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া। তাদের পেশাদার হিসাবে জীবিকানির্বাহ করতে সহায়তা করা। জীবিকার তাগিদে অনেকেই দেশ ছেড়ে এদেশে আসেন। অনেকে কাজ পেতে হিমশিম খান। মূলত সেই সব ব্যক্তির জীবিকানির্বাহে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক উপার্জন সহজ করার লক্ষ্যেই তিনি খলিল ফুড ফাউন্ডেশন গঠন করেছেন।

আগামীর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে খলিলুর রহমান বলেন, 'আমি আমার জীবনী তাদের কাছে তুলে ধরতে চাই, যেন তারা বুঝতে শেখেন যে, ছোট যে কোনো কাজ শুরু করেও একদিন আমরা পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোবলের সাথে সফল হতে পারি। আমি চাই বাংলাদেশি ট্রেডিশনাল ফুট বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হোক।'

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান মনে করেন, তিনি একজন পেশাদার শেফ ও সফল ব্যবসায়ী। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন, 'আমি নিজেই একজন শেফ এবং ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী হিসাবে ব্যবসার উন্নতিতে আমাকে শেফ হায়ার করতে হয়নি। শেফের ওপর ভরসা করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়নি। দক্ষ-সফল শেফ বলেই সফল ব্যবসায়ী হতে পেরেছি।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড পর সদা বিনয়ী সেফ খলিলুর রহমান কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর সবধরনের অগ্রযাত্রায় কমিউনিটির সমর্থন ও ভালোবাসার কথা জানালেন। নিজের প্রতিটি সাফল্যকে প্রবাসে স্বদেশী সাফল্য বলে তিনি মনে করেন।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান নিউইয়র্কে এলে তিনিও খলিল বিরায়ানীর স্বাদ গ্রহণ করেন এবং প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন। শেফ খলিলুর রহমান বিখ্যাত এ সম্পাদককে আথিতেয়তা দেয়ার কথা স্মরণ করে জানান, দেশে থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ লোকজন নিউইয়র্কে এলে তাঁর রেস্টুরেন্ট পরিদর্শন করে থাকেন। প্রথম আলো এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে শেফ খলিলুর রহমানকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

37-18, 73 Street, Suit # 202,Jackson HeightsNY 11372, USA, 718-308-5020

Mission: Prothom Alo Foundation(PAF) is a nonprofit organization dedicated to improving the life of community members by providing services along with other partners through counseling, education, support, and advocacy.

Purpose and Goals: PROTHOM ALO FOUNDATION (PAF) is an aspiring non-profit social and cultural organization. The foundation believes that the vast Bengali speaking community needs impartial, unbiased and fact-based information and data to remain relevant in this diverse society and make informed decisions that influence their lives. They also need to know the civics – rights and obligation of a citizen in the society.

'Prothom Alo Foundation' serves the community in various ways. The name has been derived from Bengali origin which means 'aurora of the day'. It is the most read weekly Bangla language newspaper among the Bengali speaking people in North America.

PAF will also endeavor to help new immigrants understand the interfaith relationship and community activism and integrate them into American mainstream culture and society.

The PAF is committed to women, children and senior citizens by providing them with civic education. In the future, the foundation will also carry out need-based social works to meet the special needs of the underprivileged in the community. It will address some issues like, Human Trafficking , Domestic violance, LGBTQ+ issues , cultural and educational barriors.

We intend to offer various programs that will train, motivate, and enhance their skills. PAF will train volunteers to write and speak for themself and others and provide any additional mental support. In doing so, it will always support social justice and promote cultural exchange.

In building a just immigrant community, PAF will also focus on issues such as removing the cultural and social barriers, promoting gender equality, addressing gender based violence, raising awareness on climate change and environmental issues.Through such community engagements, PAF will contribute to empowering the immigrant community so that they can become an integral part of the fast moving society.

Specific focus of goals include the following:

- Community empowerment
- Civic Education
- Cultural and ethnic literature initiatives
- Interfaith harmony
- Social Equality
- Stop Human Trafficking
- New immigrant support system
- Mental Health
- Change cultural attitude towards LGBTIQA issues • Writers Project

Legal Status: Although Prothom Alo has been working since March 2017 starts with their publishing weekly News Bulletin. Since its beginning a group of volunteers gathered and took initiative for social and cultural issues. Covid-19 gave us a better understanding about the need of such an organization which builds through practice and passion.

January 2022 PAF filed their legal papers to the state of New York as a non profit entity and it is in a process to obtain 501C non profit status from the IRS.

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আ.লীগ: ফখরুল

ঢাকা অফিস

স্বাধীনতার পর পরেই এই আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল। সেসময়ও তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সমস্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল কায়েমের লক্ষে কাজ করেছিল। সেদিনও তারা প্রতিপক্ষকে হত্যা করেছে। শুধু ভিন্নমতাবলম্বী হওয়ার কারণে ৩০ হাজার কিশোর তরুণকে হত্যা করেছে শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল সরকার। বিনা বিচারে মানুষ হত্যা করার জন্য আজকের র‍্যাবের মতো একটা রক্ষীবাহিনীও তৈরি করা হয়েছিল। যারা বিনাবিচারে, অন্যায়ভাবে, বেআইনিভাবে মানুষকে হত্যা করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

২৩ মার্চ বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বিএনপি আয়োজিত স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী পেশাজীবী সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে 'মুক্তিযুদ্ধে পেশাজীবীদের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি বক্তব্যে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল। বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, '১৯৭১ সালে যে আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেগুলো এই আওয়ামী লীগ সরকার সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

মিশিগান বাংলা প্রেসক্লাবের বিশেষ সভা। ছবি: সংগৃহীত

বাংলা প্রেসক্লাব মিশিগানের বিশেষ সভা

শফিক রহমান, *মিশিগান থেকে*

বাংলা প্রেসক্লাব মিশিগান ইউএসএ'র এক বিশেষ সভা গত ২০ মার্চ রোববার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ অ্যাভিনিউয়ের রেশমি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংবিধানের খসড়া উপস্থাপন করা হলে বিভিন্ন ধারা-উপধারা নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর সর্বসম্মতি ক্রমে সংবিধানের খসড়া অনুমোদন করা হয়। সভায় মিশিগান বাংলাদেশি কমিউনিটিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়া চিহ্নিত করে তা মিডিয়ায় তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বিশেষ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাব সভাপতি হেলাল উদ্দীন রানা। সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌসের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন পার্থ সারথি দেব, শফিক রহমান, জুয়েল খান।

মাহে রমজান স্বাগতম

শেষ পৃষ্ঠার পর

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় আনন্দিত হতেন, তার সাহাবাদের বলতেন,"তোমাদের দ্বারে বরকতময় মাস রমজান এসেছে।"

রমজান মাস ও এর ফজিলত সমুহের সাথে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকনের সম্পর্ক রয়েছে; আর তা হলো সিয়াম পালন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "হে মোমিনগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমনি ফরজ করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার। [সূরা বাকারা : ১৮৩]"

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, "রমজান মাসই হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। রমজান মাসে সপ্তম আকাশের লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে বায়তুল ইজ্জতে পবিত্র আল-কোরআন একবারে নাজিল হয়েছে। সেখান হতে আবার রমজান মাসে অল্প অল্প করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি নাজিল হতে শুরু করে। কোরআন নাজিলের দুটি স্তরই রমজান মাসকে ধন্য করেছে । শুধু আল-কোরআনই নয় বরং ইবরাহিম আ.-এর সহিফা, তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল সহ সকল ঐশী গ্রন্থ এ মাসে অবতীর্ণ হয়েছে বলে তাবরানী বর্ণিত একটি সহি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। (সহি আল-জামে)

রমজান মাস প্রসঙ্গে রাসূল (সঃ) বলেছেন,"যখন রমজান মাসের আগমন ঘটে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের আবদ্ধ করা হয়। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে-শয়তানের শিকল পড়ানো হয়। (মুসলিম)"

রমজান মাসেই আছে হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম রজনী "লাইলাতুল কদর"। এ উপলক্ষে আল্লাহ বলেন: মাসের মধ্যেই রয়েছে লাইলাতুল কদর। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "আমি একে (পবিত্র কুরআন) নাযিল করেছি শবে-কদরে। শবে-কদর সমন্ধে আপনি কি জানেন? শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (সূরা কদর)"

রমজান মাস দোয়া কবুলের মাস। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সঃ) বলেছেন, "রমজান মাসে প্রত্যেক মুসলিমের দোয়া কবুল করা হয়। (মুসনাদ আহমদ)"

অন্য আর এক হাদিসে আছে: "আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রমজানের প্রতি রাতে ও দিনে বহু মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন এবং প্রতি রাত ও দিবসে মুসলিমের দোয়া-প্রার্থনা কবুল করা হয়। (সহি আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব)"

রমজান মাস হলো পাপ হতে ক্ষমা বা মুক্তি লাভের মাস। এ প্রসঙ্গে নবী (সঃ) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূসরিত হোক যার কাছে রমজান মাস এসে চলে গেল অথচ তার পাপগুলো ক্ষমা করা হয়নি। (তিরমিজি)"

রমজান মাস জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভের মাস। প্রিয় নবী (সঃ) বলেছেন, "রমজান মাসের প্রথম রজনীর যখন আগমন ঘটে তখন শয়তান ও অসৎ জিনগুলোকে বন্দি করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, এ মাসে আর তা খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, এ মাসে তা আর বন্ধ করা হয় না। প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে ঘোষণা দিতে থাকে যে, হে সৎকর্মের অনুসন্ধানকারী তুমি অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের অনুসন্ধানকারী তুমি থেমে যাও! এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে বহু মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। (তিরমিজি)"

রমজান মাসের প্রতিটি সৎ কাজের প্রতিদান বহু গুনে বাড়িয়ে দেয়া হয়। তাই এ মাসে যে যত বেশি নেক আমল করবেন, সৎ কাজে ব্রতী হবেন আল্লাহ তাঁর আমলকে আরও বহুগুনে বাড়িয়ে তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করবেন।

রমজান হল ধৈর্য্য ও সবরের মাস। এ মাসেই ঈমানদার মুসলমানগণ তাদের দৈনন্দিন কাজে সবচেয়ে বেশী ধৈর্য্য ধারন করে থাকেন, যা অন্য কোনো মাসে করেন না। ফলে এ মাসের শিক্ষাই বাকি মাসগুলোতে ঈমানদারদের জন্য অনুকরণীয় ।

সিয়াম-সাধনা, নিজেকে সংযত রাখার শিক্ষায় ভরপুর পবিত্র এই মাসের মহিমায় আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম ও সর্বোচ্চ শিক্ষা নেয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

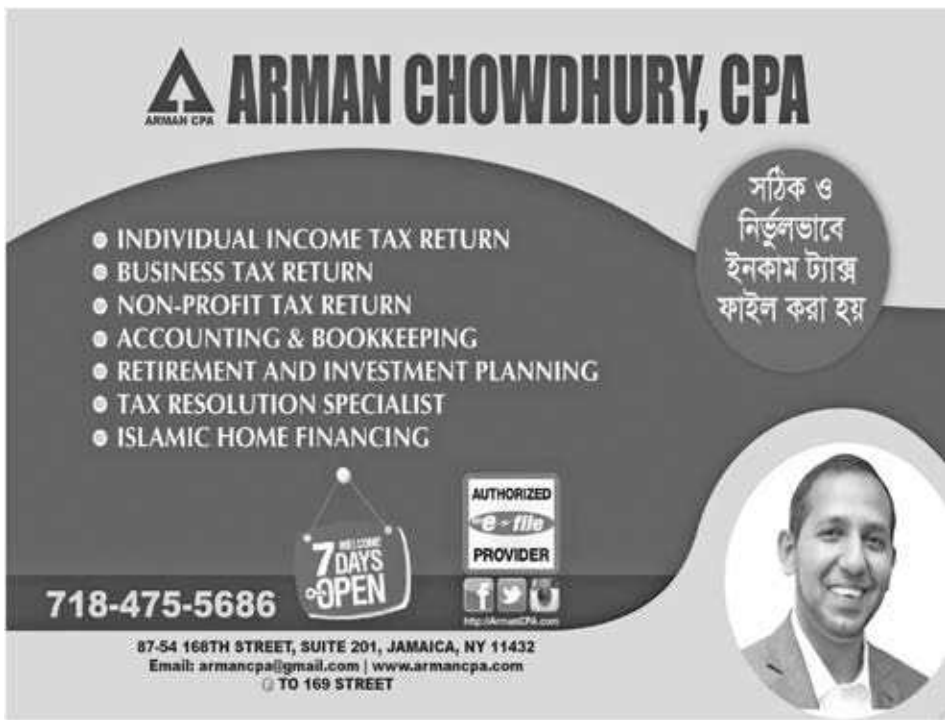

মুজিববর্ষে প্রতিটি ঘর আলোকিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিদ্যুৎ দিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ কোনো ঘর অন্ধকারে থাকবে না।'

পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানিয়ে সরকারপ্রধান বলেন, 'ধন্যবাদ জানাই চীনের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকে। আমাদের অনুরোধে তাঁরা এই সুযোগটা করে দিয়েছিলেন। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সঙ্গে আমাদের দেশের এবং চীনের যাঁরা কাজ করেছেন, বিশেষ করে প্রকৌশলী বা যাঁরা কাজ করেছিলেন তাঁদের নতুন অভিজ্ঞতা হলো। ভবিষ্যতে আমাদের আর কারও মুখাপেক্ষী হতে হবে না। যেকোনো প্রকল্প আমরা নিজেরাই বাস্তবায়ন করতে পারব। সেই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছি।'

সরকারপ্রধান বলেন, '২০০৯ থেকে সরকার গঠনের পর থেকে এই ২০২২ সাল। এই দীর্ঘ সময় সরকারে থাকতে পেরেছি, সে জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের জনগণের প্রতি। ভোট দিয়ে আমাদের তাঁরা নির্বাচিত করেছিলেন। এই ১৩ বছর একটানা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অব্যাহত রয়েছে। এর মাঝে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বাধা অনেক এসেছে। কিন্তু সেটা আমরা অতিক্রম করে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছি বলেই আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে জাতির পিতা স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলে রেখে গিয়েছিলেন। আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে।'

যুবসমাজকে সরকার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে জানিয়ে সরকারপ্রধান বলেন, 'লেখাপড়া শিখে নিজেরা উদ্যোক্তা হতে পারবে। উদ্যোক্তা হয়ে আরও ১০টা মানুষকে চাকরি দিতে পারবে, সেভাবে যুবসমাজকে চিন্তা করতে হবে। তবে দেশই এগিয়ে যাবে।'

সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এ কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তারা যেন সুন্দর ও উন্নত জীবন পায়, সেই পরিকল্পনা আমরা করে দিয়েছি। ২০৪১ সালের বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা করেছি। পাশাপাশি ২১০০ সালের ডেলটা প্ল্যান আমরা করে দিয়েছি। নদী ড্রেজিং করে দেওয়া, নৌপথ চালু করা, সেই সঙ্গে সড়ক পথ, পুল-ব্রিজ ব্যাপকভাবে করে দিয়ে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

সরকারপ্রধান বলেন, 'আমরা চাই এই দেশ এগিয়ে যাক, আজকে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলেছি। দক্ষিণাঞ্চল সব সময় অবহেলিত। রাস্তাঘাট, পুল-ব্রিজ ব্যাপকভাবে করে দিয়েছি।'

গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না। ঠিকানাবিহীন থাকবে না। একটি মানুষও আর কষ্ট পাবে না। ইনশা আল্লাহ সেটাও আমরা করে ফেলব, এতে কোনো সন্দেহ নাই।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গবেষণার মাধ্যমে আমরা লবণসহিষ্ণু ধানবীজ উৎপাদনে সক্ষম হয়েছি। এই দক্ষিণাঞ্চল অবহেলিত ছিল। এখানেই কিন্তু, দশমিনাতে (পটুয়াখালী) বীজ গবেষণাকেন্দ্র করে দিয়েছি। এখানে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা বন্দর থেকে শুরু করে বিভিন্ন উন্নয়নকাজ চলছে। যে সমস্ত এলাকাগুলো ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে পানি এদিক থেকে ওই দিকে বয়ে যেত। মানুষের একটি মাত্র ফসল নষ্ট হলে দুর্ভিক্ষে পড়তে হতো। আল্লাহর রহমতে আর সেই দুর্ভিক্ষ হবে না, মানুষের কষ্ট থাকবে না। মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবে, উন্নত জীবন পাবে। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করব। এটাই আমাদের লক্ষ্য।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখানে আপনাদের (জনগণ) কাজ আছে। আমাদের দল থেকে যেমন প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ করি। কাজেই সবুজ বনায়ন, উপকূল সবুজায়ন করা। এটা আমাদের প্রত্যেকটা নেতা কর্মীদের করতে হবে। আষাঢ় মাস থেকে আমরা বৃক্ষরোপণ করি। গাছ লাগালে নিজেরাও লাভবান হবে। আর আমাদের পরিবেশও ভালো থাকবে।'

সবাইকে করোনাভাইরাসে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন, 'এক ইঞ্চি জমি অনাবাদি থাকবে না। যার যতটুকু সাধ্য আছে, সেই জমিতে যে যা পারেন, আমি সোজা বাংলায় বলব একটি মরিচ গাছও যদি লাগাতে পারেন। সবাই নিজেরা কিছু না কিছু উৎপাদন করবেন। আর কৃষকের পাশে দাঁড়াবেন। সবাইকে সকল কাজে এক হয়ে কাজ করতে হবে। যাতে বাংলাদেশ আর পেছনে না পড়ে থাকে। যে অগ্রযাত্রা আমরা শুরু করেছি, জাতির পিতা যে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন—সেই সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলব। এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'এক মহতী অনুষ্ঠানে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি। করোনাভাইরাস শুরু হওয়ার পর থেকে দুটি বছর অনেকটা গৃহবন্দী। তবে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়েছি, তার মাধ্যমে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম। আজকে ইচ্ছে ছিল জনসভার করার। ভবিষ্যতে ইনশা আল্লাহ আবার আসব, জনসভা করব। সেই সভার অপেক্ষায় আমি আছি। আবার আমি বলি—স্বজন হারার বেদনা নিয়ে যে জীবন শুরু, সেই ব্যথা, কষ্ট, শোক আমাকে প্রেরণা দিয়েছে আমার বাবার স্বপ্ন বাস্তবায়নে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'যে দুঃখী মানুষের হাসি ফোটাতে গিয়ে আমার বাবা-মা এবং ভাইয়েরা জীবন দিয়ে গেছেন। তাঁদের স্বপ্ন পূরণ করে বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। আমি মনে করি, মুজিব আদর্শের প্রতিটি সৈনিককে সেটাই স্মরণ রাখতে হবে।'

বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'জাতির পিতা নামটা মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল পঁচাত্তরের পরে। কিন্তু আর সেটা করতে পারবে না। খুনি ও যুদ্ধাপরাধীরা আর কখনো এই দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। মানুষ আজ নিজেরাই জেগেছে, এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিচ্ছি। এই চলার গতি আর কেউ থামাতে পারবে না।'

মুজিববর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, রোজা ও ঈদকে সামনে রেখে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সবাইকে উপহার দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব হাবিবুর রহমান, ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত লি জিমিং ও অন্যান্যরা।

ইতিহাস নয়াদিল্লিকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরামর্শ দেন ইউক্রেন ইস্যুতে তাদের অবস্থান কি সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে। এই মুহূর্তে যে ইতিহাস লেখা হবে তাতে রাশিয়াকে এবং রাশিয়ার নেতৃত্বকে সমর্থন দেয়ার অর্থ হলো আগ্রাসনকে সমর্থন দেয়া, যার রয়েছে সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিকর প্রভাব।

এর আগে বুধবার ভারতের মিডিয়ায় রিপোর্ট প্রকাশ হয় যে, ভারতের শীর্ষ স্থানীয় তেল বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ওয়েল করপোরেশন রাশিয়ার কাছ থেকে ৩০ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল কিনেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় অনেক কম দামে এই তেল বিক্রির প্রস্তাব করেছে রাশিয়া। ভারতের মিডিয়ায় আরও খবর প্রকাশ হয় যে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে নিঃসঙ্গ করে দেয়ার জন্য যখন আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ইউক্রেনে আগ্রাসনের পর, তখন প্রথম দেশ হিসেবে ভারতই এই তেল কিনেছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ তেলের ক্রেতা ও আমদানিকারক ভারত। চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ তেলই তারা আমদানি করে। এর মধ্যে শতকরা মাত্র দুই থেকে তিন ভাগ তেল কেনে তারা রাশিয়ার কাছ থেকে।

রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার খবরে মার্কিন মিডিয়াগুলো উল্লেখ করেছে যে, এখনও রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা জানায়নি ভারত। এমনকি তারা এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আনীত নিন্দা প্রস্তাবে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু কর্মকর্তা রাশিয়া থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে ভারতের প্রতি অনুরোধ করেন। তারা জানেন মস্কোর ওপর ভারত খুব বেশি নির্ভরশীল। তাদের প্রধান অস্ত্রের সরবরাহকারী হলো রাশিয়া। এর মধ্যে আছে ছোট্ট অস্ত্র, গোলাবারুদ থেকে শুরু করে ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধ বিমান পর্যন্ত।

রুম ভাড়া

ব্রুকলিনের নিউকার্ক এলাকায় বি কিউ সাবওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে দুটি রুম ভাড়া হবে। 347-495-8996

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার 107 এভিনিউ এবং ফাইনগ্রুপ স্ট্রিটের কর্ণারে এক বেড, লিভিং রুম, বাথরুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ 646-683-2174

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পাত্রী চাই

সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫"৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

ন্যানী আবশ্যক

জ্যামাইকার পারসনে বেবি সেটিং এর জন্য একজন মধ্য বয়স্ক মহিলা ন্যানী আবশ্যক। ভাল বেতন দেয়া হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ ফাতিমা: 718-974-8892

বেইসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকায় 110-19, 157 স্ট্রিটে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একবেড, লিভিং বাথ, কিচেন। স্বামী স্ত্রী অথবা যেকোন দুইজন ব্যাচেলর অগ্রাধিকার, ভাড়া বিলসহ 900 ডলার। ২ য় তলায় আরো একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে যে কোন একজনকে। বিলসহ 600 ডলার। ফোন 929-235-2557

EXIT REALTY PRIME

ইনভেস্ট করার এখনই সময়

নিউইয়র্ক এর যেকোন স্থানে
বাড়ি, কনডো, কো-অপ
অ্যাপার্টমেন্ট কমার্শিয়াল
প্রপার্টিজ ক্রয় বিক্রয়ের জন্য
আজই যোগাযোগ করুন

আসিফ চৌধুরী
রিয়েলটার

Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205 Fax: 718-262-0254
Email: Ashif.Choudhury@gmail.com

189-10 Hillside Ave, Suite E, Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

Each Office Is Independently Owned And Operated

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Members : NSA NATP Member of AICPA nalea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

NOTARY PUBLIC
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

VISA MasterCard DISCOVER
Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

Legal Network International, LLC.

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করছে এবং কে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করছে?

আমারদের অবস্থান নিউইয়র্কে হলেও হিউস্টন, টেক্সাসসহ সফলতার সাথে আমেরিকার ৫০টি স্টেটে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি।

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
  আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
  দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

আপনার সমস্য সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট # ৩০১-২, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ই-মেইল: legalnetworkus@gmail.com

ফোনঃ **917-722-1405 or 718-524-9777**

All of our services are provided by third-party professionals

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বহু জনমিশ্রণের এ দেশে প্রথম আলো তথ্য দেয়।অধিকারের কথা বলে।
– শুভেচ্ছা নিরন্তর

কাজী শাখাওয়াত হোসেন আযম
সভাপতি
যুক্তরাষ্ট্র ইন্টার স্টেট বিএনপি

ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
যুক্তরাষ্ট্র ইন্টার স্টেট বিএনপি

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বহু জনমিশ্রণের এ দেশে প্রথম আলো তথ্য
দেয় ।অধিকারের কথা বলে ।
– শুভেচ্ছা নিরন্তর

Real Estate Investment

NURUL AZIM

Eastern investment
150 Great neck road, Great Neck, NY 111021
Ph: 516-451-3748, Fax: 516-726-8444

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

M&N HOME CARE SERVICES LLC

$23 /hr

CD PAP - PCA - HHA

866-688-6922

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

24 March 2022, Thursday, 6th Year, Issue 262, 120 Pages

২৪ মার্চ ২০২২, ১০ চৈত্র ১৪২৮, ২০ শাবান ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ইসলাম

মাহে রমজান স্বাগতম

শামীম সিদ্দিকী

আর মাত্র দিন কয়েক পরেই শুরু হতে যাচ্ছে সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু প্রতিক্ষিত পবিত্র কোরআন নাজিলের মাস রমজান। পবিত্র রমজান মাসের শুভ আগমনে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় আনন্দিত ও আশান্বিত হয়। ফজিলতে ভরপুর পবিত্র রমজানের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকেন। আল্লাহ পাক রমজান মাসকে তিনটি অংশে ভাগ করে দিয়েছেন। প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাত ও তৃতীয় অংশ হলো নাজাতের। রমজানের আনন্দ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "বল, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায়। সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক। তারা যা সঞ্চয় করে এটা তার চেয়ে উত্তম। [সূরা ইউনুস : ৫৮]"

যখন রমজানের আগমন হত তখন

এরপর পৃষ্ঠা ১১২ কলাম ১

পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি: সংগৃহীত

মুজিববর্ষে প্রতিটি ঘর আলোকিত করতে পারলাম: প্রধানমন্ত্রী

দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন

ঢাকা অফিস

দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'ওয়াদা করেছিলাম, প্রতিটি মানুষের ঘর আলোকিত করব। প্রতিটি মানুষ আলোকিত হবে। আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছি। আজকের দিনটা, আলোর পথের যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেটা সফল হয়েছে সেই দিন।' সোমবার পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পায়রা ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধন শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষে আমরা প্রতিটি ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালাতে পারলাম, এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা। আমরা আলোকিত করেছি এই দেশের মানুষের প্রত্যেকটা ঘর।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা উদ্যোগ নিলাম শুধু সরকারি না, বেসরকারি খাতেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করব। মানুষের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছাব। যেখানে মাত্র ১ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়েছিলাম, পাঁচ বছরে আমরা ৪ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আবার ২০০১ সালে সরকারে আসতে পারিনি। ২০০৯ সালে যখন সরকার গঠন করি, তখন দেখলাম সেই বিদ্যুৎ কমে ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াটে নেমে গেছে।'

মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু বাংলাদেশ সব সময় পিছিয়ে যাচ্ছিল জানিয়ে তিনি বলেন, '২১টা বছর এবং এরপরে ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত যারা সরকারে ছিল, আসলে এই দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আন্তরিকতাই তাঁদের ছিল না। এটাই হচ্ছে দুর্ভাগ্য এই দেশের মানুষের।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'দ্বীপাঞ্চলে সাবমেরিন কেব্‌ল দিয়ে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আর যেখানে জাতীয় গ্রিড নেই, সেখানে সোলার প্যানেল দিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১১২ কলাম ৪

ইতিহাস নয়াদিল্লিকে ভুল স্থানে নিয়ে যাবে: জেন সাকি

বিশেষ প্রতিনিধি

জেন সাকি

ভারত যদি রাশিয়ার কাছ থেকে হ্রাসকৃত মূল্যে তেল কেনে তাহলে তাতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে দেয়া নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন হবে না। তবে এতে ইতিহাসের ভুল স্থানে নিয়ে যাবে নয়াদিল্লিকে। রাশিয়ার কাছ থেকে হ্রাসকৃত মূল্যে ভারতের তেল কেনার খবরে এমন প্রতিক্রিয়া দিয়েছে হোয়াইট হাউজ। সর্বশেষ ব্রিফিংয়ে হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি জেন পসাকি যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া নিষেধাজ্ঞা ও সুপারিশ মেনে চলার আহ্বান জানান সব দেশের প্রতি।

ভারতের তেল কেনার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি মনে করি এতে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন হবে না। এ সময় তিনি ভারতের প্রতি

এরপর পৃষ্ঠা ১১২ কলাম ৪

প্রবাসী আয় আবার বাড়ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রবাসী আয়ের প্রবাহে আবার গতি পেতে শুরু করেছে। মার্চ মাসের প্রথম ১০ দিনে প্রবাসীরা ৬৯ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন স্বদেশে, বাংলাদেশি টাকায় যা প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা। এভাবে আসতে থাকলে মাসের শেষে প্রবাসী আয় ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। ফেব্রুয়ারিতে দেশে প্রবাসী আয় ছিল ১৪৯ কোটি ডলার।

ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠানো প্রবাসী আয়ে সরকার একসময় ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেয়া হতো। গত ১ জানুয়ারি থেকে প্রণোদনার হার বেড়ে দাঁড়ায় ২ দশমিক ৫ শতাংশ।

নগদ প্রণোদনা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবাসীরা জানুয়ারিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রবাসী আয় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে তা আবার কমে যায়। গত মাসে যা এসেছে, তা আগের ২১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। জানুয়ারিতে প্রবাসীরা দেশে

এরপর পৃষ্ঠা ১১০ কলাম ৬

প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন শেফ খলিলুর রহমান।

প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেলেন খলিলুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্র

এইচ বি রিতা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী, খলিল বিরিয়ানী হাউসের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান। জনসমাজের অগ্রযাত্রা এবং আমেরিকার কর্মপ্রবাহে বৈশিষ্ট্যময় কাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এমন সম্মাননা দিয়ে থাকেন।

১৯ মার্চ শনিবার নিউইয়র্কের

এরপর পৃষ্ঠা ১১০ কলাম ৪

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
e-file
• Income Tax • Business setup
• Sales Tax • Payroll (W2, 1099)
• Corporate Tax • All imigratoin Services
• Partnership Tax • Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-254-9924, Email: Hillsidetax21@gmail.com

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX PROS
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 20874

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স
TAX SERVICES INC.
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ENROLLED AGENT
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

নূতন রূপে বাহারি সব বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন
খলিল'স ফুড
Khalil's Food
Khalil Biryani House 718.409.6840
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.521.9993
খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

IATA Accredited Agent
OPEN 7 DAYS
Best service is our Goal
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
কম খরচে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে
ভ্রমণের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
হজ ওমরাহ
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
স্বল্প ফি'তে বাংলাদেশে দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠান
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
IATA ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পাশে, ডাইলাগাসিটি প্লাজা)
সুপার সেল $৬৪৯+
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

MTR Electric
Murad Hussain
আপনি কি বাসায় কিংবা অফিসে সিকিউরিটি ক্যামেরা, বিদ্যুৎ সংযোগ বাড়ি রেনোভেশন করতে চান? আজই আমাদের কল করুন।
আমরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাড়ি কিংবা অফিসে যেকোনো ধরনের বিদ্যুৎ সংযোগ, রিপেয়ার ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল, বয়লার সিস্টেম, থার্মোস্ট্যাট, এয়ার কন্ডিশন, ওয়্যারিং, লাইটিং সিস্টেম, সাউন্ড সিস্টেম এবং সিকিউরিটি ক্যামেরা, আলার্ম সিস্টেম, হাউস রেনোভেশন, টাইলস, সিটরাক, ফ্লোরিং, দরজা-জানালাসহ ফুল হাউস রেনোভেশনের কাজ করে থাকি।
MRT Electric, 347-251-7335, Email: muradhussain0907@gmail.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

মতিন MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

Mohammed A Azad MBA
Real Estate Developer
Libertyrenovation04@gmail.com
989 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
Commercial, Residential & Retail
917-346-8207
Liberty Renovation
Libertyrenovation.com

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com